গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৭ বর্ষ, সংখ্যা ১ বৈশাখ, ১৩৮৪

756.5
1084/5

সূচী

কর্মচ্যুত গ্রন্থাগারিক (সম্পাদকীয়)

শ্রীমৃত্যুবাহন রায়

গ্রন্থব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গ্রন্থ ব্যবহারের ধারা পর্যবেক্ষণ

ত্রয়স্ত্রিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

উদ্বোধনী অধিবেশনের ধারা বিবরণী

প্রথম অধিবেশন

দ্বিতীয় অধিবেশন

সমাপ্তি অধিবেশন

প্রস্তাবাবলী

উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে (শোক সংবাদ)

বার্ষিক চাঁদা—১৫·০০ সম্পাদনা : শ্যামরুক্ষ সাহা প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের সাইজ	কোন পৃষ্ঠায় ছাপা হবে	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা শেষ মলাট	২৫০	৪০০
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮×৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	৩০০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪×৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০·০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal
By Dr. Ranganathan মূল্য ২·০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫·০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২·০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার প্রণীত মূল্য ৪ ০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

P 1491

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১

অচিন্ত্য মল্লিক

বৈশাখ, ১৩৮৪

27 জুন 1978

756.3
008/15

সম্পাদকীয়

কর্মচ্যুত গ্রন্থাগারিক

বিগত কয়েক বৎসর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বেশ কিছু গ্রন্থাগারকর্মী কর্মচ্যুত হয়েছেন। যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীঅরুণ রায়, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেন কলকাতার 'সেবক ভারতী' গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবীরেন কাজী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ কালচারের গ্রন্থাগার-কর্মী শ্রীতপন সেন, শ্রীমতী মিনতি গুহ, শ্রীমতী রমা সেন ও শ্রীমতী রেবা ঘোষ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীমতী ছায়া বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। হয়ত খোঁজ করলে দেখা যাবে যে এরকম অনেক কর্মীই রয়েছেন যাদের সংবাদ আমাদের কাছে এখনও পৌঁছায় নাই।

প্রতিষ্ঠানগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়। এর মধ্যে আছে বিশ্ব-বিদ্যালয়, জেলা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও বিখ্যাত কর্মীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যার একটির মধ্যে অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিক মিল বিদ্যমান। কর্মীদের কর্মচ্যুতির কারণগুলি ভিন্ন ধরণের এরূপ অনুভূত। তবে কারণগুলি বিশ্লেষণ করে যদি Abstraction করা যায় তবে একথা হয়ত বলে অন্যায় হবে না যে সব কর্তৃপক্ষের চরিত্র একই ধরণের।

একটু নিকট দৃষ্টিতে বিষয়গুলির লক্ষ করলে দেখা যাবে যে শ্রীঅরুণ রায়ের কর্মচ্যুতির কারণ গুণ্ডাবাজী ও তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সমঝোতার একটি সুস্পষ্ট নয় চিত্র। ১৯৭১-৭২ সালে ও তারপুর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরণের অশিক্ষা-বিষয়ক ঘটনা (যথা উপাচার্য গোপাল সেনের হত্যা যার কিনারা আজও হয়নি) ঘটেছে তার নজীর বিরল। ১৯৭২ সালে নির্বাচনের পর শ্রীরায় যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গুণ্ডাবাহিনী আক্রান্ত হন কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেদিন কর্মচারীদের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন নি বরং পরবর্তীকালে তাঁদের অনুপস্থিতির দোহাই দিয়ে কর্মচ্যুত করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থি-তিতে শ্রীরায় তাঁর কাজে পুনর্বহাল হয়েছেন এজন্য তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

শ্রীবীরেন কাজী একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মী যে গ্রন্থাগারটি পশ্চিমবাংলার প্রায় ১০০ পানলর্ড গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে যে অভিযোগ এসেছে তাতে জানা যায় যে শ্রীকাজীকে তার প্রাপ্য বেতন সই করিয়ে নেওয়া হত এবং হাতে দেওয়া হত তার অংশ বিশেষ। যেদিন শ্রীকাজী এটা জানতে পারলেন ও প্রতিবাদ করলেন তার পরদিন থেকেই ছাঁটাই হয়ে গেলেন এবং গ্রন্থাগারটি বন্ধ করে দিলেন সম্পাদক মশাই। এবং হাই-কোর্টে মহকুমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে দিলেন। সমগ্র পানলর্ড ব্যবস্থাই এমন অদ্ভুত যার অর্থ যেন সরকার কিন্তু দায়িত্ব নেন না যে দায়িত্ব যেন বে-সরকারী কিছু লোকের হাতে যারা এগুলি ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পান এবং সেটা করতে দ্বিধা করেন না।

শ্রীঅশ্বিনী সেনের কর্মচ্যুতির কারণ অজ্ঞাত। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার পরিষদও সম্পর্কে কোন কারণ দেখাতে পারেন

নি। তার কর্মচ্যুতি প্রসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মেদিনীপুরে জনসভা করেছে, কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। এমনকি বিগত ২৯শে এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে আবার একটি ডেপুটেশন দেয় সেখানেও জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর কর্মচ্যুতির কারণ হিসাবে কোন দেখাতে সক্ষম হননি বহু আবেদন নিবেদন বাক বিতণ্ডা ও চাপ সৃষ্টি সত্ত্বেও। আমরা এর থেকে অন্ততঃ সহজ যুক্তিতে বলতে পারি যে তাঁর কর্মচ্যুতির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আমাদের একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে শ্রীসেন মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগারে ও জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের দপ্তরের কায়েমী স্বার্থে আঘাত করেছিলেন যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে জেলা গ্রন্থাগারটির সবগুলি পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঠ্যপুস্তকের গুদাম ও বিলিকেন্দ্রে পরিণত এবং গ্রন্থাগারটির অবস্থা ও পরিসেবা অত্যন্ত নিম্নমানের।

কায়েমী স্বার্থ শুধু মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারেই বাসা বেঁধেছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে ওঠার কারণও রয়েছে। প: বাংলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটিই সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে। যে দপ্তরটির উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ অস্পষ্ট। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা অত্যন্ত concrete এবং বাস্তব। এসম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা চলছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, জাতীয় স্তরে ও প্রাদেশিক স্তরে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি সমাজশিক্ষা দপ্তরে জুড়ে দেওয়ার ফল হয়েছে যে সমাজ শিক্ষার আধিকারিকরা যাঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে নামমাত্রই জ্ঞান রয়েছে তাঁদের হাতে গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফল হিসাবে দেখা দেল সমাজশিক্ষা দপ্তরে গড়ে উঠলো কায়েমী স্বার্থের কালো চক্র। অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গড়ে উঠলো অন্তত খাঁতাতে অধিক কমিশনের লালসা ও ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কারণ প্রভৃতিই গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান দেওয়ার ভিত্তি হিসাবে গড়ে উঠেছে। আরেকটি ক্যান্সার point হচ্ছে জেলা গ্রন্থাগারের মোবাইল ভ্যানটি। গোড়া থেকে Book Mobile এর পরিবর্তে জীপগাড়ী কেনা হয়েছিল—যাঁর ফল হয়েছে গাড়ীগুলি বই বিতরণের কাজগুলিকে গৌণ করে রেখে ভিন্ন কাজে ও ব্যক্তিগত কাজে সেগুলির ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে একথা সর্বজন বিদিত। শহরাঞ্চল গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে আইনকানুনের অভাব, service condition ও security'র অভাবে গ্রন্থাগারিকরা প্রতিবাদ করতেও অক্ষম। যিনি প্রতিবাদ করেন আত্মসম্মান বজায় রেখে তার কপালে জোটে লাঞ্ছনা ও কর্মচ্যুতি। এর ফলে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটিই ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এর সমাধান উপর উপর প্রলেপে নয় সামগ্রিক ব্যবস্থাটির পুনর্মূল্যায়ন করা এবং নতুন কাঠামো তৈরী করা যেটি হবে আইন ভিত্তিক এবং সরাসরি সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আওতার বাইরে। প্রাথমিকভাবে জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে কার্যকারিতা নিয়ে অনুসন্ধান বা নিরীক্ষা করা হোক।

এবার পূর্ব কথায় ফিরে আসা যাক। অন্যান্য যে কর্মীরা ছাঁটাই হয়েছেন তারা সবাই learned body'র কর্মী। অনুসন্ধানে জানা গেছে এ ছাঁটাই এর কোন ভিত্তি নেই আছে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য। জানা যায় যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মসচিব তাঁর কয়েকটি পেটোয়া লোককে চাকুরী দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অফ কালচারের শ্রীতপন সেন প্রভৃতিকে অ-গণতান্ত্রিক উপায়ে ছাঁটাই করা হয়েছে এমন কি চার্জমেমোর চিঠিও দেওয়া হয় নি এরূপ শোনা যায়। বুদ্ধাবতারের নামের সংস্থা অ-মানবিক কর্মে লিপ্ত হয়ে culture ও ধর্মের নামে যে নজির সৃষ্টি করলেন তা দেখলে হয়ত স্বামী বিবেকানন্দ লজ্জায় মুখ লুকোতেন।

আমরা মনে করি যে কর্মচারীদের চাকুরীর কোন নিরাপত্তা না থাকলে গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পরিসেবা দেওয়া যায় না। এজন্য গ্রন্থাগারিকদের জন্য চাকুরীর নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং চাকুরীর সর্তাবলী তৈরী করা হোক। যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী ছাঁটাই হয়েছেন তাঁদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হোক এবং সমস্ত বেতন ও ভাতাদি পরিশোধ করা হোক।

গ্রন্থ ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গ্রন্থ ব্যবহারের ধারা পর্যবেক্ষণ

ডঃ জীমূতবাহন ঘোষ
বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন

গ্রন্থাগার পত্রিকার গত ১৩৮২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় গ্রন্থাগারে গ্রাহক বৃত্তি ও ব্যবহারকারীদের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। এই ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গ্রন্থ ব্যবহারের ধারা পর্যবেক্ষণ এবং গ্রন্থ ব্যবহারের প্রকৃতি নির্ণয় করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্রন্থ ব্যবহার বলতে সেই গ্রন্থগুলি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে যেগুলি বাড়ীতে বসে পড়বার জন্য ধার দেওয়া হয়েছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধের পুনরুক্তি করে বলা যেতে পারে যে এখানে ব্যবহারকারী বলতে শুধু মাত্র ছাত্রদেরই বোঝাচ্ছে। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দ এবং তৎকর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থ ব্যবহারের কোন হিসাব বর্তমান প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পত্র পত্রিকার ব্যবহারও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।

গ্রন্থ ব্যবহারের হিসাব মোটামুটি প্রতি গ্রন্থাগারে কোন না কোন ভাবে রাখা হয়ে থাকে। এই হিসাবের ঊর্ধ ও অধোগতি থেকে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ব্যবহারের ধারা নিরূপণ করা সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র এই হিসাব নিয়ে গ্রন্থাগারীর সন্তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট থাকা কর্তব্য নয়, কারণ কিছু সংখ্যক ব্যবহারকারী বর্ধিত হারে গ্রন্থ ব্যবহার করে ঊর্ধমাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। গ্রন্থাগারীর কর্তব্য হলো ব্যবহারকারীদের সকলে নিয়মিতভাবে এবং ক্রমবর্ধমান হারে গ্রন্থ ব্যবহার করছেন কি না সেদিকে নজর রাখা। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারলে গ্রন্থ ব্যবহারের ধারা নিরূপণ করা সম্ভব হতে পারে—

১ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃত ব্যবহারকারী এবং তৎকর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যার আনুপাতিক হার কি? এদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি? বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহারকারীদের মধ্যে গ্রন্থ ব্যবহারের উন্নতি হচ্ছে কি?

২ পূর্বোক্ত প্রকৃত ব্যবহারকারীদের কত জন প্রতি মাসে গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকেন? বিভিন্ন পর্যায়ে এঁরা কি হারে গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকেন? এই হার কি সারা বৎসর সমান থাকে? এই হার সমান না থাকলে কোন বিশেষ সময়ে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে কি? এই হারের অসম গতি থাকলে তার কারণ কি হতে পারে?

৩ মাসে গড়ে কত গ্রন্থ ব্যবহার হয়ে থাকে? বিভিন্ন পর্যায়ে এই হার বৃদ্ধি পাচ্ছে কি? হার বৃদ্ধি না পেলে কিংবা এক থাকলে বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ কি? বিভিন্ন মাসে গ্রন্থ ব্যবহারের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কি? হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

৪ ব্যবহারকারীরা মাসিক গড়পড়তা কত গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকেন? প্রতি মাসে এই গড়ের হার কি সমান অথবা হ্রাসবৃদ্ধি হয়ে থাকে? এই হ্রাসবৃদ্ধির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কি? বিভিন্ন বিভাগের এই হ্রাসবৃদ্ধির পরিমানই বা কি? কোন বিভাগের ব্যবহারকারীদের গড়পড়তা ব্যবহার স্বাভাবিক হার থেকে কম থাকলে তার কারণ কি?

৫ ব্যবহারকারীরা প্রত্যেকে বাৎসরিক কত গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকেন? এঁদের মধ্যে বাৎসরিক গ্রন্থ ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি? হ্রাসবৃদ্ধির হার স্বাভাবিক না থাকলে তার কারণ কি?

পূর্বোক্ত প্রবন্ধের আলোচিত গ্রন্থ ব্যবহারকারীদের ভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থ ব্যবহারের হিসাবের একটি সমীক্ষা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনা আরম্ভের পূর্বে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এদের গ্রন্থ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা। আলোচ্য গ্রন্থ ব্যবহারকারীদের এক পক্ষকালের জন্য সর্বোচ্চ চারটি গ্রন্থ বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে গ্রন্থ ফেরৎ না দিলে দেরীতে ফেরৎ দেওয়া গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারকারীর কার্ডে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়। কোন ব্যবহারকারী তিনবার সময়মত গ্রন্থ ফেরৎ দিতে সক্ষম না হলে সাময়িকভাবে তাকে গ্রন্থ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়না। গ বিভাগ অর্থাৎ বহিরাগতদের সম্বন্ধে এবিষয়ে কড়াকড়ি আরও বেশী। বারবার ফেরৎ দিতে দেরী করলে কিংবা কোন একবার অত্যধিক দেরী করলে তাদের এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়না। এছাড়া আছে গল্প-উপন্যাসের গ্রন্থের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা। আলোচ্য ব্যবহারকারীদের এক সঙ্গে একটির বেশী এই শ্রেণীর গ্রন্থ দেওয়া হয়না। এই ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে গ্রন্থ ব্যবহার বিশেষতঃ এই শ্রেণীর গ্রন্থ ব্যবহারের হার বেশ বেশী ছিল। কিন্তু নানা কারণে ব্যবহার সীমিত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে, ফলে গ্রন্থ ব্যবহারের মাত্রাও খানিকটা কম আছে।

ছুটির মাসগুলিতে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন অবকাশের সময় ব্যবহারকারীদের মধ্যে যারা বাড়ী চলে যায় তারা প্রত্যেকে দুটি করে গ্রন্থ বাড়ী নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক পাঠ্যগ্রন্থ গ্রন্থাগারের বাইরে চলে যাওয়ায় সামান্য যে কয়টি গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকে সেগুলিকে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের মাত্র এক সপ্তাহের জন্য বাড়ী নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। ফলে অবকাশের সময় মুষ্টিমেয় ব্যবহারকারীদের মধ্যে স্বাভাবিকহারে যত গ্রন্থের আদান-প্রদান হওয়া উচিত ছিল তার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যায় আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

আলোচ্য হিসাব থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে প্রতিটি ব্যবহারকারী বৎসরে মোট (৪×২×৯)+(৩×২) =৭২+৬=৭৮টি গ্রন্থ নেওয়ার অধিকারী। প্রথম সারণীতে তিন পর্যায়ের ব্যবহারকারী প্রতি গ্রন্থ ব্যবহারের যে হিসাব ৭ম স্তম্ভে দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে এরা গড়পড়তা ৩২টি গ্রন্থ ব্যবহার করতে থাকে। বিশ্লেষিত হিসাবে দেখা যায় যে ক বিভাগের ব্যবহারকারীরা বৎসরে গড়পড়তা ৪৬·৭টি; খ বিভাগের ৩১·৪ এবং গ বিভাগের ব্যবহারকারীরা ৯·৫টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে।

বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষিত হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রতি পর্যায়ে প্রতি বিভাগের গ্রন্থ ব্যবহারের মাত্রা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রন্থ ব্যবহারের হার প্রায় ৪৩ থাকলেও তৃতীয় পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২·৭এ দাঁড়িয়েছে। খ বিভাগের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবহার ৩১·৬ হলেও প্রথম ও তৃতীয় পর্যায়ে এই হার হলো প্রায় ৩০। এটিকে এই বিভাগের স্বাভাবিক হার বলে ধরে নেওয়া যায়। গ বিভাগের প্রথম পর্যায়ে গ্রন্থ ব্যবহারের হার ৭·২ থাকলেও পরবর্তী পর্যায়গুলিতে ব্যবহারের হার যথাক্রমে ১০·৩ ও ১০·৬। এটিকে উন্নতির লক্ষণ বলা যেতে পারে।

প্রথম সারণী থেকে আরও লক্ষ করা যায় যে ব্যবহৃত গ্রন্থের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ গ্রন্থ ক বিভাগের ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করে থাকে। প্রতি পর্যায়ে এই ব্যবহারের হার অবশ্য সমান নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবহারের হার কম হলেও তৃতীয় পর্যায়ে এই হার বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খ বিভাগের ব্যবহারকারীদের গ্রন্থ ব্যবহারের কোন স্থিরতা নেই। তবে গ বিভাগের ব্যবহারকারীদের গ্রন্থ ব্যবহারের হার প্রতি পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রথম সারণী

বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহারকারী সংখ্যা এবং তৎকর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যার আনুপাতিক হার।

পর্যায়কাল	বিভাগ	ব্যবহারকারীদের সংখ্যা	ব্যবহারকারীদের আনুপাতিক হার	ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যা	ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যার আনুপাতিক হার	ব্যবহারকারী-প্রতি গ্রন্থ ব্যবহারের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৭২-৭৩	ক	৯৩	৫৩·১	৪০৩৬	৬৯·৭	৪৩·৪
	খ	৪৫	২৫·৭	১৪৯০	২৫·৭	৩৩·১
	গ	৩৭	২১·২	২৬৭	৪·৬	৭·২
	মোট	১৭৫	১০০·০	৫৭৯৩	১০০·০	
১৯৭৩-৭৪	ক	১১২	৫৪·৬	৪৮২২	৬৪·৯	৪৩·০
	খ	৫৬	২৭·৩	২২২০	২৯·৯	৩৯·৬
	গ	৩৭	১৮·১	৩৮০	৫·২	১০·৩
	মোট	২০৫	১০০·০	৭৪২২	১০০·০	৩৬·২
১৯৭৪ ৭৫	ক	১১৯	৫১·৭	৬২৭৮	৭১·৩	৫২·৭
	খ	৫৯	২৫·৬	১২৬৪	২১·৩	৩১·৩
	গ	৫২	২২·৭	৫৫২	৬·৪	১০·৬
	মোট	২৩০	১০০·০	৮৭২৪	১০০·০	৩৮·২
তিন পর্যায়ের	ক	১০৮·০	৫০·১	৫০৪৫·৪	৬৮·৮	৭৬·৭
গড়	খ	৫৩·৩	২৬·২	১৮৯১·৪	২৫·৮	৩৫·৪
	গ	৪২·০	২০·৭	৩৯৯·২	৫·৪	৯·৫
	মোট	২০৩·৩	১০০·০	৭৩৩৬·০	১০০·০	৩৬·০

প্রথম সারণীর তৃতীয় স্তম্ভে ব্যবহারকারীদের সংখ্যা দেওয়া আছে। এরা প্রত্যেকেই যে প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে গ্রন্থ ব্যবহার করেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় সারণীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তিন পর্যায়ের গড় হিসাবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে গড়ে ২০৩·৩ জন ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রতি মাসে গড়ে ১০৩·১ জন গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে। এই হিসাব প্রতি পর্যায়ে সমান নয়। প্রথম পর্যায় থেকে তৃতীয় পর্যায়ে এই হার ৮৪·৫ থেকে ১০৮·০ এবং ১১৯·১ এ দাঁড়িয়েছে। ব্যবহারকারীদের এই ক্রমবর্ধমান হার এদের মধ্যে গ্রন্থালয়ের জনপ্রিয়তা সূচিত

দ্বিতীয় তালিকা

বিভিন্ন পর্যায়কালে বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারকারীর মাসিক হিসাব

পর্যায়কাল	বিভাগ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	মোট	গড়
১৯৭২-৭৩	ক	৫৮	৪১	৪৪	১৮	৬১	৬৬	৭১	৬৯	৬৯	৭২	৫৭	৩৮	৯৩	৫৩৪
	খ	১৫	১০	৭	৮	২৭	৩৮	২৬	৩৪	৩১	৩২	১৯	৪	৪৪	২০৯
	গ	১১	১২	১৬	৭	৯	৯	১৪	৯	৯	৮	৯	৫	৩৭	৯৮
	মোট	৬৪	৬৩	৬৮	৩৩	৯৭	১১৩	১১১	১১২	১০৯	১১৯	৮৫	৪৭	১৭৫	৮৪৭
১৯৭৩-৭৪	ক	৭৩	৭৭	৬৫	২৮	৭৬	৭১	৭২	৭৮	৬৭	৭৮	৩৬	৬২	১১২	৬৫৩
	খ	২৬	২৩	৩৯	৭	৫১	৪৩	৪০	২৮	৩৫	৪২	১৫	২৬	৫৬	৩১৫
	গ	৫	৭	১৬	১৫	১৫	১১	১২	৭	৫	৪	৬	১০	৩৭	৯২
	মোট	১০৪	১০৭	১২০	৫০	১৪২	১২৮	১২৪	১১৩	১০৭	১২৪	৫৭	৯৮	২০৫	১০৬০
১৯৭৪-৭৫	ক	৬৫	৬৩	৫৭	৫৭	৭৯	৯৫	৯১	৮৩	৯৪	১০০	৩৬	৩১	১১৯	৭০৯
	খ	১৬	৩১	৪১	৩৩	৩১	৪২	৩০	৪১	৪৮	৪১	২৩	১৭	৫৯	৩২৯
	গ	১০	১৬	১৭	১১	১১	২০	১৪	১৭	১৪	১৮	১৮	১৮	৫২	১৫৩
	মোট	৯১	১১০	১১৫	১০১	১২১	১৪৭	১৩৫	১৪১	১৪৬	১৪৯	৭৭	৬৬	২৩০	১১৯১
তিন পর্যায়ের	ক	৫৮.৬	৬০.৩	৫৫.৭	৩৪.৩	৭২.০	৭৭.৩	৭৮.০	৭৬.৭	৭৬.৭	৮৩.৩	৪৩.০	৪৩.৬	১০৮.০	৬৩.৩
গড়	খ	১৯.০	২১.৩	২৯.০	১৬.০	৩৬.৩	৪২.০	৩২.০	৩৪.৩	৩৮.০	৩৮.৩	১৯.০	১৫.৬	৫৩.৫	২৮.৪
	গ	৯.০	১১.৭	১৬.৩	১১.০	১১.৭	১৩.৩	১৩.০	১০.৩	৯.৩	১০.০	১১.০	১১.০	৪২.০	১১.৪
	মোট	৪৩.৬	৯৩.৩	১০১.০	৬১.৩	১২০.০	১৩২.৬	১০৩.০	১২১.৩	১২৪.০	১৩১.৬	৭৩.০	৭০.২	২০৩.৩	১০৩.১

করছে সন্দেহ নেই। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে মোট বৃদ্ধির হার কোন বিশেষ বিভাগের ব্যবহারকারীদের জন্য হয়নি। প্রতিটি বিভাগেই এই বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেমন ক বিভাগে প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যায়ে মাসিক গড়পড়তা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ৫৩৮, ৬৫৩ এবং ৭০২। যে রকম যে বিভাগের ২০৯, ৩১৯ এবং ৩২৯। আবার গ বিভাগের এই বৃদ্ধির হার হলো ৯৮, ৯২ এবং ১৫৩। গ্রন্থাগারের লেনদেন বিভাগের ওপর যে কতখানি চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা এই হিসাব থেকে খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারের ওপর এই চাপ সারা বৎসর সমান নয়। সাধারণতঃ নভেম্বর ও ডিসেম্বরে এই চাপ সর্বাধিক থাকে এবং এসময় থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি হয় মাত্র। মে ও জুন মাসে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য চাপ কম থাকলেও জুলাই মাস থেকে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অক্টোবরে আবার কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তিন পর্যায়ের প্রতি মাসের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে মে জুন মাস বাদে প্রতি পর্যায়ে চাপের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ডিসেম্বর মাসের কথা ধরা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে এই মাসে ব্যবহার-কারীদের উপস্থিতির হার ছিল ১১৩ কিন্তু পরবর্তী পর্যায় দুটিতে এই মাসের উপস্থিতির হার হলো যথাক্রমে ১২৮ ও ১৫৭। অবকাশের তিন মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে এর সামান্যই ব্যতিক্রম দেখা যায়।

গ্রন্থাগারের ওপর এই চাপ বৃদ্ধির জন্য তিনটি বিভাগের ব্যবহারকারীর হার প্রতি পর্যায়ে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিভাগের তৃতীয় পর্যায়ের ব্যবহার কারীর সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে মোট ১১৯ জন ব্যবহারকারীর মধ্যে এপ্রিল মাসেই ১০০ জন অর্থাৎ মোট ব্যবহারকারীর শতকরা ৮৪ জন গ্রন্থ ব্যবহার করছে। অন্যান্য বিভাগের ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এই হারে বাড়েনি।

প্রথম সারণীর পঞ্চম স্তম্ভে ব্যবহৃত গ্রন্থের হিসাব দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে আলোচ্য তিন পর্যায়ে গড়ে ৭৩০৬টি গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতি পর্যায়ে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ ব্যবহারের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয় সারণীতে ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে আলোচ্য তিন পর্যায়ে ব্যবহারকারীর গড়ে মাসিক ৬১১·৩টি গ্রন্থ ব্যবহার করেছে। প্রতি পর্যায়ে এই হার ছিল যথাক্রমে ৪৮২·৪, ৬১৮·৪ এবং ৭০২·৮। এর মধ্যে ক বিভাগের ব্যবহারকারীবৃন্দ কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থের বিভিন্ন পর্যায়ের গড় হলো যথাক্রমে ৩৩৬·৩, ৪০১·৮ এবং ৫২৩·১। গ বিভাগের ব্যবহারকারী কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থের হার হলো যথাক্রমে ২২·৩, ৩১·৬ ও ৪৯·০। এই দুই বিভাগের ব্যবহারকারী কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থের হার প্রতি পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য, কিন্তু খ বিভাগের ব্যবহারকারী কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থের হার প্রথম পর্যায়ের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও তৃতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনায় কমে গিয়েছে। দ্বিতীয় সারণী থেকে জানা যাচ্ছে যে খ বিভাগের ব্যবহারকারীদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তৎসত্ত্বেও সেই অনুপাতে ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যার পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি না পাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা বলা যেতে পারে। পরবর্তী সারণীগুলির সাহায্যে এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করা যাবে।

ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যার মাসিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে গ্রন্থ ব্যবহারের হার সব মাসে সমান নয়। প্রথম পর্যায়ে ডিসেম্বরে ৭৩০টি গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই পর্যায়ে সর্বাধিক ব্যবহৃত সংখ্যা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের নভেম্বরে ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যা ৮৭৩ ও ১১৪৭ হলো আলোচ্য পর্যায়গুলিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যা। দ্বিতীয় সারণী থেকে। জানা গিয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচ্য

তৃতীয় সারণী

বিভিন্ন মাসে গবেষিত গ্রন্থ সংখ্যা

পর্যায়কাল	বিভাগ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	মোট	গড়
১৯৭২-৭৩	ক	২৫১	২৫৫	৩২৪	৫৪	৩০৭	৪৭৩	৫৩১	৪০৪	৩৮৫	৪৪৭	৩১৩	২৪২	৪০৩৬	৩৩৬.৩
	খ	১৪০	৪৯	৪৬	১৮	১৩৬	২৪৪	১০০	১০৯	২১০	২০৭	১১০	৩১	১৪৯০	১২৪.২
	গ	২৫	৩০	৩১	৯	২৫	১৩	৩৫	২৬	১৮	১৮	২৩	১৩	২৬৭	২২.৩
	মোট	৪১৬	৩৩৪	৪০২	৮১	৪৬৮	৭৩০	৬৬৬	৬২০	৬১৩	৬৮২	৪৮৬	২৮৬	৫৭৩৩	৪৮২.৮
১৯৭৩-৭৪	ক	৪৬৬	৫৬৯	৩৩৪	৯৮	৫০১	৪০২	৪২৫	৪৪০	৩৪৪	৪৪২	৩২৯	৪৪২	৪৮২২	৪০১.৮
	খ	১৫৭	১৫৮	২৪৮	১৯	৩১৬	২৪৬	২০৮	১৬৪	২০৪	২৪০	১৬৬	৯৩	২২২০	১৮৫.০
	গ	১৫	২৩	৪২	৪৫	৫৬	৩৩	৩৫	১৩	২৩	১৪	৪৪	৩৭	৩৮০	৩১.৬
	মোট	৬০৮	৭৫০	৬২৪	১৬২	৮৭৩	৭১১	৬৬৮	৬১৭	৫৭২	৬২৬	৬৩৯	৫৭২	৭৪২২	৬১৮.৪
১৯৭৪-৭৫	ক	৫৪৯	৫৪৬	৪২২	২০১	১০০৩	৬১৭	৭০৬	৬২৩	৫২৫	৫৪৭	৩২৯	২১০	৬২৭৮	৫২৩.১
	খ	১২০	১৭৯	২১৪	৯২	১০৪	২৫২	১২৯	৮৭	৩২৫	২২৭	১১৯	১১৬	১২৬৪	১৬৩.৭
	গ	২৮	৬০	৬০	২৭	৪০	৭৪	৪০	৫২	৩৫	৩৫	৬০	৪১	৫৫২	৪৬.০
	মোট	৬৯৭	৭৮৫	৬৯৬	৩২০	১১৪৭	৯৪৩	৮৭৫	৭৬২	৮৮৫	৮০৯	৫০৮	৩৬৭	৮৭৯৪	৭৩২.৮
ভিন পর্যায়ের	ক	৪২২.০	৪৫৬.৭	৩৮০.০	১১৭.৭	৬০৩.৭	৫০৭.৩	৫৫৪.০	৪৮৯.০	৪১৮.০	৪৮২.০	৩৩৭.০	২৯৮.০	৫০৪৫.৪	৪২০.৪
গড়	খ	১৬৯.০	১২৮.৭	১৬৯.৩	৪৩.০	১৮৫.৩	২৪৭.৩	১৪৫.৭	১৫০.০	২৪৬.৭	২২৫.৭	১৩১.৭	৮০.০	১৮৯১.৪	১৫৭.৬
	গ	২২.৭	৩৭.৩	৪৪.৭	২৭.০	৪০.৩	৪০.০	৩৬.৭	৩০.৩	২৫.৩	২২.৩	৪২.৩	৩০.৩	৩৯৯ ২	৩৩.৩
	মোট	৪৮৩.৭	৬২২.৭	৫৭৪.০	১৮৭.৭	৮২৯.৩	৭৯৪.৬	৭৩৬.৪	৬৬৯.৩	৬২০.০	৭২৯.০	৫১১.০	৪০৮.৩	৭৩৩৮.০	৬১১.৩

মাসগুলিতে সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহারকারী গ্রন্থ ব্যবহার করেছে। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে ডিসেম্বরে সর্বাধিক পরিমাণ গ্রন্থে ব্যবহারকারী গ্রন্থ ব্যবহার করলেও নভেম্বরে সর্বাধিক পরিমাণে গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। এই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ছাত্র সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহৃত গ্রন্থ সংখ্যারও হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে। এই হ্রাসবৃদ্ধির চিত্রটি আরও পরিষ্কার হবে চতুর্থ সারণীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে। এই সারণীতে বিভিন্ন পর্যায়কালে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রপ্রতি গ্রন্থ ব্যবহারের মাসিক হিসাবের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারণীতে দেখা গিয়েছে ছাত্র ও গ্রন্থ ব্যবহারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থ সারণীর গড়পড়তা হিসাবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে প্রতি বৎসরে ছাত্র প্রতি গ্রন্থ ব্যবহারের সংখ্যা হলো ৩৮·০ এবং মাসিক গড় হলো ৫·৮ বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংখ্যার সামান্য তারতম্য হলেও সকল পর্যায়ে এই হার প্রায় সমান। এদের মধ্যে ক বিভাগের ব্যবহারকারীরা প্রতিমাসে মাথাপিছু ৬ থেকে ৭টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে। খ বিভাগের ব্যবহারকারীরা সকল পর্যায়ে মাসে গড়ে ৫টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে। গ বিভাগের ব্যবহারকারী প্রতি গ্রন্থ ব্যবহার প্রথম পর্যায়ে কম থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবকাশকালীন হিসাব বাদ দিলে ব্যবহারকারী প্রতি গ্রন্থ ব্যবহারের হার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় ৫ থেকে ৬ এর মধ্যে আছে। তৃতীয় পর্যায়ে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ৬ থেকে ৭ এর মধ্যে আছে। এই পর্যায়ে নভেম্বরে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯·৪ হয়েছে। ক বিভাগের এই হার ৩ মাসে অস্বাভাবিক রকম বেশী আছে। সেজন্য গড়পড়তাহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া জুলাই মাসে এই হার প্রথম দুই পর্যায়ে ৯ এর কাছাকাছি আছে। অল্প কয়েকটি ব্যবহারকারী কর্তৃক এক সপ্তাহে করে গ্রন্থ ব্যবহার করায় এই হার এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চতুর্থ সারণীর বিশ্লেষিত হিসাব থেকে দেখা যায় যে ক বিভাগে ব্যবহারকারীপ্রতিগ্রন্থ ব্যবহারের হার সর্বাধিক। সংখ্যা প্রতি গড়পড়তা এরা ৬ থেকে ৭টি গ্রন্থ প্রতিমাসে ব্যবহার করে থাকে। প্রতিমাসে একজন ব্যবহারকারী ৮টি গ্রন্থ পেয়ে থাকে। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে চার মাস এরা এই হারের চেয়েও বেশী পরিমাণে গ্রন্থ ব্যবহার করেছে। খ বিভাগের ছাত্রদের গ্রন্থ ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট হার পাওয়া যায় না। গ বিভাগের নির্দিষ্ট হার না থাকলেও এদের গ্রন্থ ব্যবহারের হারের বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়।

এ পর্যন্ত গ্রন্থ ব্যবহারের যে চিত্র পাওয়া গেল তা মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও একটি সমস্যা থেকে যায়। সেটি হলো কিছু সংখ্যক ছাত্র অধিক পরিমাণে গ্রন্থ ব্যবহার করে গ্রন্থ ব্যবহারের বৃদ্ধির হার ঊর্ধগতি করে রেখেছে কি না, সেটা দেখা। পঞ্চম সারণীতে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থ ব্যবহারের বাৎসরিক শতকরা হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৭৪·৭ অর্থাৎ গ্রন্থের তিন-চতুর্থাংশ ব্যবহারকারী বৎসরে ০ থেকে ৫৯টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে। বাকী এক-চতুর্থাংশ ৫০ থেকে ১০০টিরও বেশী গ্রন্থ প্রতি বৎসর ব্যবহার করে থাকে। এই সারণীর বিশ্লেষিত হিসাবে দেখা যায় যে বৎসরে ০ থেকে ৯টি গ্রন্থের ব্যবহারকারীদের হার হলো শতকরা ২৫·৮ অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বৎসরে ০ থেকে ৯টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে। ১০ থেকে ১৯টি গ্রন্থের ব্যবহারকারীর হার হলো শতকরা ১৬·৮। এভাবে ক্রমে গিয়ে বৎসরে ৯০ থেকে ৯৯টি গ্রন্থের ব্যবহারকারীর হার হলো শতকরা ২·১ জন। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় যে ১০০ এর ঊর্ধে গ্রন্থ ব্যবহার করে এমন ব্যবহারকারীর হার ২·১ এর চেয়ে কম না হয়ে বরং বেশী। শতকরা ৫·৫ জন বৎসরে ১০০ এরও বেশী গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে।

চতুর্থ সারণী

বিভিন্ন পর্যায়কালে বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারকারীদের মাথা প্রতি গ্রস ব্যবহারের মাসিক হিসাব

পর্যায়কাল	বিভাগ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	মোট	গড়
১৯৭২-৭৩	ক	৬·৬	৬·২	৭·২	৩·০	৫·০	৭·২	৭·৫	৫·৯	৫·৬	৬·৩	৬·২	৬·২	৭৩·৪	৬·৭
	খ	৯·৩	৪·৯	৬·৫	২·১	৫·০	৬·৪	৩·৮	৫·৪	৬·৯	৬·৫	৫·৮	৭·৮	৩৩·১	৫·৯
	গ	২·৩	২·৫	২·০	১·৩	২·৮	১·৪	২·৫	২·৯	১·০	২·২	২·৫	২·৬	৭·২	২·৩
	মোট	৬·৫	৫·৩	৫·৯	৯·৭	৪·৮	৬·৫	৬·০	৫·৬	৫·৬	৬·০	৮·৭	৬·০	৩৩·১	৫·৮
১৯৭৩-৭৪	ক	৬·৪	৭·৪	৫·১	৩·৫	৬·৬	৬·১	৫·৯	৫·৬	৫·১	৫·৭	৯·০	৭·১	৪৩·০	৬·১
	খ	৬·০	৬·৯	৬·৩	২·৭	৬·২	৫·৩	৫·১	৫·৮	৫·৯	৫·৭	১১·০	৩·৬	৩৪·৬	৫·৯
	গ	৩·০	৩·৩	২·৬	৩·০	৩·৭	৩·০	৩·০	১·৮	৪·৬	৩·৪	৭·৩	৩·৭	১০·৩	৩·৪
	মোট	৬·১	৭·০	৫·২	৩·২	৬·১	৫·৪	৫·৬	৫·৫	৫·৩	৫·৬	৯·৫	৫·৮	৩৬·২	৫·৯
১৯৭৪-৭৫	ক	৮·৪	৮·৭	৭·৪	৩·৫	১২·৭	৬·৪	৭·৭	৭·৫	৪·৪	৫·৫	৯·১	৬·৮	৫২·৭	৭·৩
	খ	৭·৫	৬·৪	৫·২	২·৮	৩·৩	৮·০	৭·৩	২·১	৬·৮	৫·৫	৫·২	৬·৮	৩৩·৩	৫·১
	গ	২·৮	৩·৮	৩·৫	২·৪	৩·৬	৩·৭	২·৯	৩·০	২·৫	১·৯	৩·৩	২·৩	১০·৬	৩·০
	মোট	৭·৭	৭·১	৬·০	৩·২	৯·৪	৬·০	৬·৪	৫·৪	৫·১	৫·১	৬·৬	৫·৬	৩৮·২	৬·২
ভিন্ন	ক	৭·১	৭·৪	৬·৬	৩·৩	৮·১	৬·৬	৭·০	৬·৩	৫·৩	৫·৮	৮·১	৬·৭	৪৬·৭	৬·৫
পর্যায়ের	খ	৭·৬	৬·৭	৬·০	২·৫	৪·৮	৫·৯	৪·৪	৪·৬	৬·৫	৬·৫	৭·৩	৬·৭	৩৫·৪	৫·৮
গড়	গ	২·৭	৩·২	২·৭	২·২	৩·৪	৩·৭	২·৮	২·৬	৩·৩	২·৫	৪·৪	২·৯	৯·৫	৩·৩
	মোট	৬·৭	৬·৪	৫·৭	৩·০	৬·৮	৬·০	৬·০	৫·৫	৫·৫	৫·৬	৭·৩	৪·৭	৩৬·০	৫·৮

পঞ্চম সারণী

ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থ ব্যবহারের সাংখ্যিক শতকরা হিসাব

পর্যায়কাল	বিভাগ	০-১	১০-১৯	২০-২৯	৩০-৩৯	৪০-৪৯	৫০-৫৯	৬০-৬৯	৭০-৭৯	৮০-৮৯	৯০-৯৯	১০০	মোট
১৯৭২-৭৩	ক	৩·৪	৭·৪	৬·৩	৯·১	৯·১	১·৩	৪·৬	৩·৪	২·২	০·৪	৪·১	৫৩·১
	খ	৪·১	৫·৮	৫·৮	২·৩	১·৩	১·১	১·১	১·৭	০·৪	—	—	২৯·৭
	গ	১৪.৫	৫·১	১·১	০·৫	—	—	—	—	—	—	—	১৭·২
	মোট	২৩·০	১৮·৩	১৩·২	১২·৯	১১·৪	৩·৪	৫·৭	৫·১	৩·৪	০·৫	৬·১	১০০·০
১৯৭৩-৭৪	ক	৬·৮	১০·২	৬·৩	৯·৩	৩·০	৩·৯	৩·০	২·০	৩·০	২·৭	৪·৮	৫৪·৬
	খ	৩·৪	৫·৬	·৩	২·৪	৩·০	১·০	০·৫	২·০		১·৫	১·৫	২৭·৩
	গ	১২·৬		১·০		০·৫	০·৭	—	০·৫			—	১৮·১
	মোট	২২·৮	১৮·৮	১২·৭	১২·৬	৬·৫	৫·৪	৩·৫	৪·৫	৪·০	৩·২	৬·৩	১০০·০
১৯৭৪-৭৫	ক	৪·৮	৭·০	৬·৫	৭·০	৪·৩	৬·১	৪·৭	৩·৫	১·৩	১·৭	৫·৮	৫১·৭
	খ	৬·৫	৩·১	৩·৫	৩·৫	২·৮	০·৮	০·৫	১·৭	১·৩		১·৩	২৫·৬
	গ	১৩·১	৩·০	৩·০	১·৩	০·৫	০·৫	—	—	০·৫	—	—	২২·৭
	মোট	২·১	১৩·১	১৩·০	১১·৮	৭·৪	৭·৪	৫·২	৫·২	৩·১	১·৭	৬·১	১০০·০
তিন পর্যায়ের	ক	৫·৫	৮·২	৬·৩	৮·৩	৫·৩	৪·২	৪·০	২·৯	২·৩	১·৬	৫·৫	৫৩·১
গড়	খ	৫·৫	৫·০	৪·৮	২·৯	২·৭	১·০	০·৭	১·১	১·০	০·৫	১·০	২৬·২
	গ	১৩·৮	৩·৬	১·৮	০·৭	০·৩	০·৩	—	০·১	০·১	—	—	২০·৭
	মোট	২৯·৮	১৬·৮	১২·৯	১১·৯	৮·৩	৫·৫	৪·৭	৪·১	৩·৪	২·১	৫·৫	১০০·০

পঞ্চম সারণীর গড়পড়তা হিসাবের বিশ্লেষিত সংখ্যাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে শতকরা যে ৭৪·৭ জন ব্যবহারকারী বৎসরে • থেকে ৪৯টি গ্রন্থ ব্যবহার করেছে তাদের মধ্যে গ বিভাগের ব্যবহারকারীর সংখ্যাই সর্বাধিক। মোট ব্যবহারকারী শতকরা ২০ এবং গ বিভাগের মোট ব্যবহারকারীর শতকরা ২৭·৫ জন বৎসরে • থেকে ৪৯টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে। গ্রন্থাগারের নিয়মিত ব্যবহারকারীদের মধ্যে ক বিভাগের শতকরা ৬১ জন এবং খ বিভাগের শতকরা ৭৯ জন ব্যবহারকারী • থেকে ৪৯টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে।

গ বিভাগের ব্যবহারকারীদের তিন পর্যায়ের বিশ্লেষিত হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম পর্যায়ে তাদের ব্যবহার বৎসরে • থেকে ৩৯টি গ্রন্থে সীমাবদ্ধ থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছু সংখ্যক ব্যবহারকারী বৎসরে ৭৯টি গ্রন্থ ব্যবহার করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে এদের গ্রন্থ ব্যবহারের হার আরও কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এই বিভাগের ব্যবহারকারীদের অধিক মাত্রায় গ্রন্থ ব্যবহারের প্রবণতা এদের মধ্যে গ্রন্থালয়ের জনপ্রিয়তা সূচিত করছে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থালয়ের নিয়মিত ব্যবহারকারীদের মধ্যে খ বিভাগের গড়ে শতকরা ৭৯ জন বৎসরে • থেকে ৪৯টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে। তিন পর্যায়ের বিশ্লেষিত হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রথম পর্যায়ে শতকরা ৮২ জন এবং পরবর্তী পর্যায় দুটিতে যথাক্রমে ৭৩·২ ও ৭৮ জন এই সংখ্যক গ্রন্থ ব্যবহার করেছে। বিশ্লেষিত হিসাব পরীক্ষা করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে যে অধিক মাত্রায় গ্রন্থ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও তাকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি বলা চলেনা। সেই তুলনায় ক বিভাগের ব্যবহারকারীদের অধিক মাত্রায় গ্রন্থ ব্যবহারের প্রবণতার বিশেষ উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে। গড়পড়তা হিসাব থেকে দেখা যায় যে ক বিভাগের শতকরা ৬৪ জন ব্যবহারকারী • থেকে ৪৯টি গ্রন্থ ব্যবহার করে থাকে। পর্যায়গুলির বিশ্লেষিত হিসাব থেকে দেখা যায় যে প্রথম পর্যায় শতকরা প্রায় ৬৭ জন ব্যবহারকারী কম সংখ্যক গ্রন্থ ব্যবহার করলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে এদের হার হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৬৫ ও ৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। এই হিসাব থেকে অনায়াসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে এদের মধ্যে অধিক মাত্রায় গ্রন্থ ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

ক ও খ বিভাগের উপযুক্ত যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ গ্রন্থালয়ে থাকলেও এদের মধ্যে গ্রন্থালয় ব্যবহারের তারতম্যের কারণ কি? উভয় বিভাগের পাঠ্য বিষয়বস্তুর গ্রন্থাদির অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় রচিত। ক বিভাগের ব্যবহারকারীরা ইংরাজী গ্রন্থ ব্যবহারে অভ্যস্ত হলেও যে বিভাগের ব্যবহারকারীদের চাহিদা বাংলা গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তাদের গ্রন্থালয় ব্যবহারের হার প্রথম বিভাগের তুলনায় অনেক কম।

আলোচ্য গ্রন্থালয়ের গ্রন্থ ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গ্রন্থ ব্যবহারের ধারা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে প্রতি পর্যায়ে গ্রন্থ ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি স্বাভাবিক ভাবে গ্রন্থ ব্যবহারের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল গ্রন্থ ব্যবহারকারী কর্তৃক সমানভাবে গ্রন্থব্যবহার বৃদ্ধিই এই হার বৃদ্ধির কারণ। সারণীগুলি থেকে আরও দেখা যায় যে বৎসরের বিশেষ কোন সময়ে গ্রন্থ ব্যবহারের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পেয়ে প্রতি বৎসরই কোনও এক বিশেষ মাস থেকে সারা বৎসর সমানভাবে গ্রন্থ ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থ ব্যবহারের হিসাব থেকেও দেখা যায় যে প্রতি বৎসর ব্যবহারকারীদের মধ্যে অধিক মাত্রায় গ্রন্থ ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট কথা বিভিন্ন সারণীতে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যেতে পারে যে গ্রন্থালয়ের সংগ্রহ ও সরবরাহ পদ্ধতি সন্তোষজনক বলে ব্যবহারকারীরা ক্রমশঃ এই গ্রন্থালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং গ্রন্থাদির সদ্ব্যবহার করে চলেছে। তবে বর্তমানে স্থানাভাবের জন্য বহু গ্রন্থ ও পত্রিকা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে আছে। এই নূতন গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলি ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারলে গ্রন্থালয়ের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পেতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া গ্রন্থালয়ের ব্যবহারকারীদের এক বিরাট অংশ—শিক্ষক সম্প্রদায় যথাযোগ্যভাবে গ্রন্থালয় ব্যবহার করতে সুযোগ পাচ্ছেন না, কারণ তাঁদের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁদেরও আকৃষ্ট করা যেতে পারে এবং গ্রন্থালয়ের ব্যবহার আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

মাননীয় উদ্বোধক মহাশয়, সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সুধীবৃন্দ,

হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে আমি আপনাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩৩-তম অধিবেশন হুগলীর পূর্ব কৃতিত্বের ধারা বজায় রেখে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য লাভের নিশ্চিত পথের সন্ধান দিতে পারবে বলে আশা করি।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হুগলী জেলার দান সর্বজন বিদিত। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে হুগলীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। দেশ বিভাগের পূর্বে অখণ্ড বাংলার যে ২০টি গ্রন্থাগারের নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে তার মধ্যে ৭টি এই জেলায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহায়তায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়াতে অবিভক্ত বাংলা দেশের প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় ১৯৩৪ সালে।

এ জেলায় জন্মেছেন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত প্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ বিদগ্ধ জনেরা। এ ছাড়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানে বন্দেমাতরম মহামন্ত্রে সুরারোপ করেছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ বাংলার বহু মনীষীর সঙ্গে হুগলী-চুঁচুড়ার স্মৃতি বিজড়িত। এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন কুমার মুনীন্দ্র দেবরায়।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা দেশের জাতীয় জীবনে নব জাগরণের যুগ হিসাবে চিহ্নিত। ১৮৫৪খৃঃ হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী (চুঁচুড়া), ১৮৫৮ খৃঃ কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫৯ খৃঃ উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী, ১৮৭৯ খৃঃ শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৭৬ খৃঃ চন্দননগর পুস্তকাগার এবং ১৮৯৯ খৃঃ বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের তেমন ব্যাপকতা ছিলনা। স্বাধীনোত্তর যুগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটা জোয়ার আসে। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সাথেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের নতুন যুগ শুরু হয়। হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সে স্মৃতিই বহন করছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি কোন ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায় এখনো অতিক্রম করতে পারেনি। এর মূল কারণ সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতা। মুষ্টিমেয় জনসাধারণের দানে ও উৎসাহে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোন রকমে বেঁচে আছে। এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিই হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তি স্বরূপ। তাই এই প্রাথমিক স্তরের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করতে না পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ব্যাহত হবে। পরিশেষে আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—'শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে তা নয়। লাইব্রেরীও পাঠককে তৈরী করে তোলে।'

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আবার আমি আপনাদের স্বাগত জানাই। প্রার্থনা করি এ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে আন্তরিক সহযোগিতা করবেন।

নির্মলকুমার সেন
সভাপতি
অভ্যর্থনা সমিতি

৮ই এপ্রিল ১৯৭৭

৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, চুঁচুড়া, ৮-১০ই এপ্রিল ১৯৭৭

উদ্বোধনী অধিবেশন

এবার ৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে (চুঁচুড়া) ৮-১০ই এপ্রিল তারিখে। উদ্বোধন সংগীত দিয়ে সভার কাজ সুরু হয়। পরিষদের কর্মসচিব বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্মেলন সভাপতি হিসাবে বিমলেন্দু মজুমদারের নাম প্রস্তাব করেন। প্রধান অতিথি ও উদ্বোধকের নাম প্রস্তাবিত হয় যথাক্রমে বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরীর ও অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথের। হুগলী জেলা গ্রন্থাগারিক অনিল কুমার দত্ত নামগুলি সমর্থন করেন। সভার অধিবেশনগুলির পরিচালক ছিলেন অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত এবং শান্তিপদ ভট্টাচার্য। সভার মুখ্য প্রতিবেদক ছিলেন রামকৃষ্ণ সাহা। প্রথম অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অনন্ত কুমার চক্রবর্তী। কিন্তু বিশেষ কারণে তাঁর পক্ষে প্রথম অধিবেশনের পরিচালনা করা সম্ভব হয় না তার স্থানে অরুণ কান্তি দাশগুপ্তের নাম প্রস্তাবিত হয় ও সমর্থিত হয়।

চুঁচুড়া সরকারী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে এ যাবৎকাল তিনি গ্রন্থাগারকে একজন পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই দেখেছেন। দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার অবকাশ হয় নি। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো যে শিক্ষা বলতে স্কুল কলেজের শিক্ষাই বোঝায় কিন্তু বৃহত্তর শিক্ষা পরিচালিত হয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত দায়দায়িত্বের সচেতনতার অভাব রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। বিদেশের উচ্চমানের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে তাঁর ধারণা উঁচু। আমাদের দেশে পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনে হুগলী জেলার বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি তার সবিশেষ প্রশংসা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

উদ্বোধনী ভাষণের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তার মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন। ভাষণটি সম্মিলিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। (ভাষণটি ১৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে)

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণের পর পরিষদের কর্মসচিব বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সম্মেলন উপলক্ষে যে সকল অভিনন্দনবাণী এসেছে—সেগুলির অংশবিশেষ উল্লেখ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে অভিনন্দনবাণী এসেছিল। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এ্যাণ্ড ইন্সটিট্যুশন (IFLA); ক্যানাডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন; ভারতের রাষ্ট্রপতি; সুরজিত চন্দ্র সিংহ, উপাচার্য, বিশ্বভারতী; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্র নাথ সেন; আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন; লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, লণ্ডন; এসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরী এণ্ড ইনফরমেশন বুরো (Aslib)।

প্রধান অতিথির ভাষণে বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষ হতে পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি মনে করেন গ্রন্থাগারের কাজ ত্রিবিধ—গ্রন্থসংগ্রহ, পরিবেশন ও সংরক্ষণ। পাঠকের প্রয়োজন অনুসারেই গ্রন্থাগারে বই পুস্তক সংগৃহীত হয়ে থাকে। সংরক্ষণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে Archival Institution এর প্রধান কাজ সংরক্ষণ এবং পরিবেশনার স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পরিবেশন প্রথম এবং সংরক্ষণের স্থান তারপর। নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারে সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি মনে করেন যে সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে

শিক্ষা বিস্তারের। তিনি আমাদের দেশে মু-কাঠামোযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী জানান।

বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশন সংস্থার পক্ষ থেকে জানকী নাথ বসু বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে প্রকাশকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রকাশকরা ব্যবসার মাধ্যমেই জ্ঞান বিতরণে সহায়তা করেন। গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে গেলে উপযুক্ত পাঠ্য সামগ্রী প্রয়োজন। প্রকাশকদের একাংশের মত হচ্ছে বহু বই লাভের জন্য নয়—সেগুলি প্রকাশন সংস্থার সম্মানের জন্য। আমাদের দেশের অনেক বই দিল্লী থেকে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হচ্ছে অথচ এ বিষয়ে পঃ বাংলা পিছিয়ে আছে। প্রকাশন সংস্থাগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংযোগ না থাকায় অনেক অসুবিধা ঘটছে। সেজন্য তিনি যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারের শেষ মুহূর্তের অনুদান নানান অসুবিধার সৃষ্টি করছে—এর ফলে গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয় না। ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে যে গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধের বইয়ের চাহিদা বেড়েছে। বহু বই যা ২০-২৫ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল এখন তার চাহিদা দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন—গ্রন্থাগারগুলিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাঁরা সব রকম বই পুস্তক কিনতে পারেন।

বিদেশের বই কমদামে আমাদের বাজারে অনুপ্রবেশ করায় প্রকাশনার অসুবিধা হচ্ছে - বর্তমানে এটা কমতির দিকে এটা আশার কথা। তিনি মনে করেন যে বইয়ের ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকরা যদি সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করেন তাহলে অনেক সুবিধা হয়।

তার বক্তব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে বাংলা বইয়ের Descriptive Catalogueএর প্রকাশন প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি All India Federation of Book Sellers কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে যে Book News প্রকাশ করছেন তার উল্লেখ করছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ অসীম কুমার দত্ত বলেন যে পড়াশুনা ছাড়া করেন গ্রন্থাগারের ঋণ তাঁদের পক্ষে অপরিশোধ্য। পাঠক, গ্রন্থাগার ও পুস্তক বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ অবশ্য প্রয়োজন। Trade Catalogue প্রকাশনার কথা বই মেলাতেও বলা হয়েছে। এই তালিকা বহু পুরানো বইয়ের সন্ধান দেবে—গবেষকদের কাছে এর মূল্য অসীম।

বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির পক্ষ থেকে সচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে স্কুল কলেজের শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক বাধ্যতামূলক জ্ঞান সঞ্চয়ের মাধ্যম। এর বাইরের শিক্ষা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এমন ধরণের বই প্রকাশন হওয়া প্রয়োজন যার ব্যবহার পাঠকদের তথা প্রয়োজন মেটাবে। একসময় মহিলারাই উপন্যাসের প্রধান খরিদ্দার ছিলেন—এখন অবস্থান্তর ঘটেছে। বাংলাদেশের বাইরে বাংলা বইয়ের চাহিদা বেড়েছে। পূর্ববাংলার পাঠকরা আমাদের বই সম্পর্কে আগ্রহী—কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি—যার ফলে বইয়ের দাম বাড়ায় ব্যক্তিগত ক্রয় অনেক কমে গেছে—। ডাকমাশুল বাড়াতেও বই পাঠানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বাঙালী প্রধান জায়গাতেও বই বিক্রী কমেছে যেমন আসাম। তিনি দাবী করেন যে সরকারের উচিত গ্রন্থাগারে বই কেনার অনুদান বাড়িয়ে দেওয়া—আর ডাক মাশুলের হার কমানো। গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনি বলেন যে বই বেছে কেনা উচিত।

পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি হীরানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে হুগলী জেলাতেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর ফলেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সৃষ্টি। পুরানো দিনের গ্রন্থাগারিকরা পাঠকদের ঘরে নিতেন। বিদেশে গ্রন্থাগারে অর্থব্যয়ের তুলনায় আমাদের দেশে অনুদানের পরিমান কম। এটা বাড়ানো উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অনন্ত কুমার চক্রবর্তী বলেন যে সরকারী স্থানে Integrated library system সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেখাতে পারে নি। সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে দেখা গেল সরকারী নীতিতে গ্রন্থাগার বিষয়টিই সমাজ শিক্ষা দপ্তরের হাতে চলে গেল, গ্রন্থাগারিকরা সেখানে পাত্তা পেল না। গ্রন্থাগার

ডাইরেকটার এর পদ একটা ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সেটাও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। বর্তমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে সমাজ শিক্ষা দপ্তর নিরক্ষরতা দূরীকরণ করবে কিন্তু সেখানে গ্রন্থাগারের কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু তাই নয় লক্ষ করা গেছে যে কোন গ্রামে বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার দুটোর চাহিদা থাকলে বিদ্যালয়টিই আগে হয় গ্রন্থাগার সেখানে হয় না। গ্রন্থাগার খাতে সরকারী অর্থব্যয় কম।

রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তী বক্তব্য রাখলে সভায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের সভাপতি ফণিভূষণ রায় এই প্রসঙ্গে পরিষদের বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে—এটি শুধুমাত্র কিছু পুস্তক বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই ফাউণ্ডেশন দিয়ে গ্রন্থাগারের চাহিদা নির্ণয় করা বা সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। [সম্মেলনে এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি মুদ্রণ করা হলো]

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনার ভুল ত্রুটিগুলি উল্লেখ করে পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করেন। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে এবং কিসের ভিত্তিতে হবে সেগুলি বিভিন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে। [কলকাতা সম্মেলনের বিষয়বস্তু এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য] সমাজ শিক্ষা দপ্তর গ্রন্থাগার সম্পর্কে কম দায়িত্ব সম্পন্ন। গ্রন্থাগারের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহারের সঙ্গে সাক্ষরতার অভিযানের সাফল্যের সম্পর্ক রয়ে গেছে। [সম্মেলনে এ সম্পর্কেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সেটি প্রস্তাব অংশে মুদ্রিত হলো]

শ্রীরায়ের বক্তব্যের পর সভা শেষ হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তন জীন সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে গ্রন্থাগারকে আরো জনপ্রিয় করে তোলা উচিত এবং এ সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। জনসাধারণের মধ্যে যাতে পাঠের আগ্রহ বাড়ে তার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এ সম্পর্কে ছোট ছেলে মেয়েদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসা দরকার। গ্রন্থাগারে স্থানীয় সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে স্থানীয় বিষয়ে উৎসাহের সঞ্চার হয়।

সম্মেলন সভাপতি বিমলেন্দু মজুমদার তাঁর লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করে শোনান। (ভাষণটি চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে)।

সভাপতির অভিভাষণের পর উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম অধিবেশন

৮ই এপ্রিল ৯-৩০ মিঃ

আলোচ্য বিষয় : সাধারণের গ্রন্থাগারে পরিসেবা
পরিচালক : অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত
প্রতিবেদক : মিনতি চক্রবর্তী

পরিচালক প্রথমে সভার কাজ কিভাবে পরিচালিত হবে সেটি সংক্ষেপে বলেন। এ বিষয়ে মোট চারটি প্রবন্ধ এসেছে। প্রথমে সত্যব্রত সেন তাঁর প্রবন্ধটির একটি রূপরেখা সভায় উপস্থিত করবেন তারপর আলোচনা হবে। তারপর রামরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটির রূপরেখা উপস্থাপিত করা হবে এবং তার উপর আলোচনা হবে।

সত্যব্রত সেন তাঁর প্রবন্ধে (সাধারণের গ্রন্থাগারে পরিসেবা প্রসঙ্গ। (গ্রন্থাগার, ২৬, ১০-১১, ১৩৮৩, মাঘ-ফাল্গুন, ২৭৩-৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) রূপরেখা উপস্থাপিত করেন। প্রসঙ্গক্রমে সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার জন্য সমীক্ষার কথা উল্লেখ করেন।

আলোচনা

ভূধর কান্তি সান্যাল বলেন যে দুটি তিনি সংযোজন করতে চান। সেগুলি হলো—

১ গ্রন্থাগারগুলিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

২ পরিসেবার মান সম্পর্কে কিছু নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন যে জেলা ও অন্যান্য স্তরের গ্রন্থাগারগুলির কর্মী সংখ্যার একটি মান এবং প্যাটার্ন থাকা উচিত।

সৌমেন ব্যানার্জী : অনেক গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী বলেন যে পাঠকদের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য অনেক সময় পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগারিকদের ন্যূনতম কাজ নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। পাঠকরা গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পান না। অনেক সময় গ্রন্থাগারিকরা ইচ্ছামত গ্রন্থাগার চালনা করেন। পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রকাশকদের চাপ থাকায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগারের পাঠকদের সংগঠন থাকলে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার চালানো সম্ভব হয়। পরিসেবা ঠিকমত করতে হলে পাঠকদের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রবীর রায় চৌধুরী : প্রবন্ধকার এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার ও গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু গ্রন্থাগার পরিসেবা কিভাবে হবে বা গ্রন্থাগার পরিচালনার কর্মধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। এ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য থাকা প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগারের পরিসেবা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইউনেস্কো-র মত অনুযায়ী গ্রন্থাগারকে তথ্য কেন্দ্রে পরিণত করা দরকার এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জীবিকার সঙ্গে মিলিয়ে গ্রন্থাগারের কাজ চালাতে হবে এবং তথ্য সঙ্কলনের কাজকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই মানিকেত্রোর প্রয়োগ শুধু আমাদের মত দেশের পক্ষেই নয় উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যায়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে গ্রামীণ মানুষের জীবিকার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে ঢুকতে হলে স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ করে অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর হওয়ায় গ্রন্থাগার শুধুমাত্র বই ও পত্র-পত্রিকাকেন্দ্রিক না হয়ে তথ্যকেন্দ্রিক করে তুলতে হবে—এজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। গণ কেন্দ্রিক আন্দোলনের বদলে গ্রাম কেন্দ্রিক আন্দোলন হওয়া উচিত। নিরক্ষরদের জন্য বিশেষ তথ্য কেন্দ্রিক পরিসেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয় যেখানে সাক্ষরতাও নিরক্ষরে রূপান্তরিত হচ্ছেন—সেখানে গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাগার পরিসেবার ন্যূনতম মান নির্ধারণ এখনও হয়নি এবং এ বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন। বহু গ্রন্থাগারে বসে পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই যেটা আশু প্রয়োজন। কত ঘন্টা খোলা থাকবে এবং কোন সময় খোলা হবে সেটা স্থির করা প্রয়োজন ; সময় বাড়ানো উচিত।

একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সর্বনিম্ন কত বই থাকবে বা মাথা পিছু কত বই থাকবে তা স্থির করা উচিত। অনেক সময় বই কেনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান না থাকায় বইয়ের সংখ্যা বাড়ছে না। পরিসেবার জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় অনুদানের ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এগুলিকে কার্যে পরিণত করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এর জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল সে রকমভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকেও গণ আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। পরিসেবার বিষয়টিও একারণেই আগে এসে যায়—যে বিষয়ের রূপ সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত না হলে সমস্ত ব্যাপারই সঠিকভাবে দাঁড়াবে না।

সুশীল গুহ : সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন করতে না পারলে গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড রূপায়ণ নয়। এজন্য প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয়তার দিকেও নজর দিতে হবে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিবেশ বিরোধী গ্রন্থাগার কখনও কাজে আসে না। শুধু পাঠকের প্রয়োজন মেটালেই হবে না—রুচিরও পরিবর্তন হওয়া দরকার।

পাঠকের রুচি ও পাঠস্পৃহা বদলানো গ্রন্থাগারিকের কাজের মধ্যে পড়ে। গ্রন্থাগারিকই গ্রন্থাগার তৈরী করেন এবং পরিসেবা অব্যাহত রাখেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রূপায়ণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং আমাদের ঐ কাজে অংশ গ্রহণ করার কথা বলেন। প্রতিটি গ্রন্থাগারকে অন্ততঃ পাঁচ জন করে সাক্ষর করার দায়িত্ব নিতে হবে। এজন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক বই ও পত্র-পত্রিকার আদান প্রদান বাড়াতে হবে।

বিশ্বনাথ কোলে : সঠিক অর্থে সাধারণের গ্রন্থাগার আমাদের দেশে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। চাঁদার বাধা আবাসন প্রভৃতির বাধা এখনও রয়েছে যেগুলি অবলোপ করে বিনা চাঁদায় আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হোক। এটা প্রবর্তিত হলে পরিসেবার ব্যবস্থা করা যাবে। পরিসেবা সম্পর্কে একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। গ্রন্থাগার কতক্ষণ খোলা রাখা হবে সেটা এখন স্থির করা যাবে না—কারণ সরকারের একটা নিয়ম আছে ম্যানেজিং কমিটি স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধা অনুযায়ী এটা স্থির করে। সমীক্ষা না করে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরী করা সম্ভব নয়।

নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : সাংগঠনিক স্তরে প্রস্তাবগুলি রূপায়ণ করা দরকার এগুলি যেন সরকারী দপ্তরে পড়ে না থাকে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংহত বা পরিচালনা কে করবে? এজন্য সর্বস্তরে লাইব্রেরী বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় : সাধারণের গ্রন্থাগারের পরিসেবা কি হবে সেটি প্রবন্ধের ভিতরে আলোচিত হয় নি। কি পরিসেবা হওয়া উচিত সে বিষয়ে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায় : গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ছাত্রদের জন্য পরিসেবা এবং বয়স্ক শিক্ষার কর্মধারার মধ্যে কোনটাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত? গ্রন্থাগার আইন করে কর্মধারা ঠিক করা উচিত নচেৎ সরকারী অনুদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

শান্তি গাঙ্গুলী : নতুন শিক্ষাক্রমে work-education নামে একটি বিষয় ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরী এডুকেশনটি যেমন বাদ গেছে তেমনি work education এর মধ্যে গ্রন্থাগারে কাজকর্মেরও কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রদের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের একটা প্রভাব থাকে। এজন্য স্কুলগুলির ক্ষেত্রে public library-র কি ভূমিকা গ্রহণ করবে সেটা অনুধাবন করা উচিত। আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় যে সাধারণ গ্রন্থাগারে শ্রমিক কম যান, এমন কি সচেতন শ্রমিকও যান না। সুতরাং Factory Act এ লাইব্রেরীর ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে প্রতিটি শ্রমিক গ্রন্থাগার ব্যবহার করবে।

গোপাল চন্দ্র পাল : গ্রামীণ পরিবেশে ২০।৩০ হাজার মাথা পিছু একটি গ্রন্থাগার আছে। প্রতি ১০ হাজার জন পিছু গ্রন্থাগার থাকবে আর বাকীটা Extension work এর ব্যবস্থা দ্বারা পরিসেবা চালানোর ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বিতর্ক গ্রেট ব্রিটেনে আছে। ব্রিটেনের Public library recommendationএ নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। নবনির্বাচিত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে নজর দেবেন বলেছেন—এটা আশার কথা। লক্ষ সাক্ষরতা ও ক্রমশঃ পুনরায় নিরক্ষরে রূপান্তরিত হচ্ছে—এ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন কিন্তু এর সার্থক রূপায়ণে ঐ টাকা গ্রন্থাগারে দিলে অনেক viable ব্যবস্থা হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে কেন্দ্রগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংযোগসাধন না হলে সুষ্ঠুভাবে এ কাজ করা যাবে না। গ্রন্থাগার পরিসেবা তাদের নিরক্ষরতা দূর করবে এবং সাক্ষরতা বজায় রাখবে।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেল বর্তমানে বই জড়ো করার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা বা প্রয়োজনের মূল্যায়ন না করেই গ্রন্থাগারগুলিতে বই ঠেলে

দেওয়া হয়েছে। বই পছন্দ ও নির্বাচন স্থানীয় গ্রন্থাগার-গুলিতে উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। এই সংগঠন অনেক ক্ষেত্রে অহিতকর কাজও করেছেন। এ বিষয়ে প্রস্তাব নেওয়া উচিত।

ফণিভূষণ রায়: নিরক্ষর জনসাধারণকে প্রথমে বোঝানো দরকার সাক্ষর হয়ে তার কি লাভ। গ্রন্থাগারকে এই কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। এরা সাক্ষরতার প্রয়োজন না বুঝতে পারলে অর্থব্যয় বা অন্যান্য প্রচেষ্টা করেও কিছু লাভ হবে না। 'আকাশবাণী' নানাবিধ প্রোগ্রামের মাধ্যমে চাষীর কাছে, শ্রমিকের কাছে নানারকম কর্মকাণ্ডের বিষয় প্রচার করেন। গ্রন্থাগারও বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে সাক্ষরতার উৎসাহ দান করতে পারে। চীনদেশের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে 'Each one teach one' করে সেদেশে সাক্ষরতা বাড়ানো গেছে। স্কুল কলেজের মাধ্যমে টেক্সট বইয়ের গ্রন্থাগার করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে টেক্সট বইয়ের লাইব্রেরী করে বর্তমান সমস্যার সমাধান করা যাবে না। গ্রন্থাগারে কর্মধারা স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন-ভিত্তিক হতে হবে জনজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ কাজ করতে গেলে সমীক্ষা করে করতে হবে এ প্রশ্নটি ঠিক নয়। প্রতি দু'হাজার লোক পিছু গ্রন্থাগার করতে হবে এর উত্তরে তিনি বলেন যে এক হাজার লোকের বেশী হলেই একটি গ্রন্থাগার প্রয়োজন।

অমলাংশু সেনগুপ্ত: রেডিও টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতি শ্রবণেক্ষণ (Audio visual) ব্যবস্থার প্রচলন বৃদ্ধি ঘটায় সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠকর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সাক্ষর জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় আপামর জনসাধারণকে গ্রন্থাগার পরি-সেবা দেওয়ার মত অবস্থা নেই। সুতরাং অধিকসংখ্যায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে; এবং সাধারণ গ্রন্থাগারকে তথ্যকেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

রামকৃষ্ণ সাহা: কত জনসংখ্যা পিছু একটি গ্রন্থাগার হবে সে সম্পর্কে কলাকাটায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। সাধারণের গ্রন্থাগার মানে শুধু গ্রামীণ গ্রন্থাগার নয়। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রভৃতি নিয়ে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মান। শুধুমাত্র বেতনক্রম দিয়ে গ্রন্থাগার হয় না গ্রন্থাগার কর্মীর বেতনহার সংশোধন করা দরকার। উপযুক্ত বেতন না হলে পরিসেবা ঠিকমত হয় না। জেলা গ্রন্থাগারিকদের বেতন, ১৯৫৪-৬ সালে বেতন ছিল ২৫০ টাকা, সে সময় কলেজ অধ্যাপকদেরও এই পরিমান বেতনও ছিল না। এখন গ্রন্থাগারিকদের বেতন তুলনামূলক ভাবে অনেক কম স্কুল শিক্ষকদের সমান। গ্রন্থাগার কর্মীর চাকুরীর স্থায়ীত্ব না থাকলে পরিসেবা সঠিক ভাবে করা যায় না।

বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের সম্পাদক যে কোন মুহূর্তেই নিজের খেয়াল খুশিমত বন্ধ করে দিতে পারেন দেখা যাচ্ছে। এবং সে গ্রন্থাগার খোলানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে সম্মেলন থেকে প্রস্তাব নেওয়া উচিত।

অসীম বসু: বয়স্ক শিক্ষা সার্থক করতে গেলে বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা প্রয়োজন। সেবা করতে গিয়ে পাঠকের চাহিদা বুঝতে হবে। সময়েরও পরিবর্তন করতে হবে।

৯ই এপ্রিল ১৯৭৭ সকাল ৯-১৫ মি:

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য তার প্রবন্ধটির 'সর্বসাধারণের অবারিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' (গ্রন্থাগার, ২৬, ১১-১২, ১৩৮৩ মাঘ-ফাল্গুন, ২৯৪-৩০০ পৃষ্ঠায়) মুখপাত হিসাবে বলেন যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহায়ক না হলে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে হঠাৎ একটি কেন্দ্র খোলা হলো কিন্তু কাজটি সম্পূর্ণ হলো না। শিক্ষায়তনের সঙ্গে গ্রন্থাগারকে জড়িয়ে না রেখে আলাদা করে বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে যে কাজ হয়েছিল তা খুব সুবিধাজনক হয় নি। গ্রন্থাগারকে আলাদা রাখতে হবে। কারণ শিক্ষাস্তরের কর্তারা গ্রন্থাগারকে উন্নত করতে আগ্রহী নন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে

বলেন যে 'বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের' পূর্বে একটি নিরীক্ষার হয়েছিল তাতে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। গ্রন্থাগারিক নিজে কিছু কাজ করতেন না পাঠকগণ নিজেরাই বই নিয়ে পড়াশুনা করতেন। এতে কোনদিন বইচুরি যায় নি। উপযুক্ত পরিবেশ হলে সৎ পাঠক তৈরী হয়। কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন।

সত্যব্রত সেন : বিষয়টির উপর ১৬ জন বক্তা ১৮টি বিষয়াংশ নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মীদের যোগ্যতা ও সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা অনুপস্থিত। আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশন সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বলেন যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ২০ লক্ষ টাকা বেতন খাতে খরচ হয়। সে সব অনুদানপ্রাপ্ত বই নিরক্ষরতা দূরীকরণ স্কীমে গৃহীত হয়েছে তার অধিকাংশই নিম্নমানের। বিক্রি হয় নি বলেই সেগুলি গ্রন্থাগারে গুদামজাত করা হচ্ছে। সব সাক্ষরদের জন্য বই ছাপা হচ্ছে না—এর নামে রাজনৈতিক কর্মীপোষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে সবটাই অপব্যয় হচ্ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী বাস্তবানুগ নয় এবং তার পরিসংখ্যান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীমহাশয়কে জানানো প্রয়োজন যে কোন বিশাল কর্মসূচী গ্রহণ করার আগে পূর্বেকার চিত্র অনুধাবন করা প্রয়োজন।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশন সম্পর্কে তিনি বলেন যে এটা কতক অসাধু বই বিক্রেতাদের বাঁচানোর সংগঠনে পরিণত। যে আদর্শ নিয়ে এটা তৈরী হয়েছিল নীহার গুহ রায় তার ব্যতিক্রম ঘটালেন। যখন পাওয়া যাচ্ছে অবৈধ অর্থনৈতিক লেন দেনের। প্রকাশকরাও Market Survey না করেই বই প্রকাশ করেন। এই কাউণ্ডেশনে গ্রন্থাগারিকদের কোন প্রতিনিধি নেই। পাঠক-প্রকাশক-গ্রন্থাগারিকদের মত বিনিময়ের সুযোগ নেই এখানে।

অন্যান্য প্রসঙ্গ বা আলোচনার সময় উপস্থিত হয়েছে, তা মূল প্রবন্ধে সংযোজিত আছে। তাই বিশদ আলোচনা সময়াভাবে করা হল না।

অরুণকান্তি ভাদুড়ী : (পরিচালকের মন্তব্য) যে সমস্ত ভাবনা নিয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার একটা সারসংক্ষেপ সভায় উপস্থিত করেন এবং আবেদন করেন যে এ সম্পর্কে এই সম্মেলন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন এবং সেগুলি কার্যকর করার কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

১ নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

২ গ্রন্থাগার গ্রন্থকেন্দ্রিক না হয়ে তথ্যকেন্দ্রিক হবে

৩ আত্মবিশ্লেষণ করে জনজীবনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বাড়ানোর জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গণ আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ

৪ পরিসেবা সংক্রান্ত আলোচনা প্রবন্ধগুলিতে অনুপস্থিত-কিন্তু পরিসেবার মান নির্ধারণ করা উচিত এ বিষয়ে সমীক্ষা প্রয়োজন এবং সমীক্ষা সম্পর্কিত মতপার্থক্য।

৫ সাধারণের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা কি ? সত্যি-কারের সাধারণের গ্রন্থাগার কি ?

৬ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশনে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

৭ পরিসেবার পরিধি বাড়ানো। Factory Act-এ গ্রন্থাগার রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত। গ্রন্থাগার কর্মীদের Service condtion নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

অপর দুটি প্রবন্ধ সময়াভাবে ও প্রবন্ধকারদের অনুপস্থিতির কারণে আলোচনা হয় নি।

দ্বিতীয় অধিবেশন

৯ই এপ্রিল ১৯৭৭, ১০-১৫ মিঃ

আলোচ্য বিষয় : শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারসমূহের পরিষেবা
পরিচালক : শান্তি পদ ভট্টাচার্য
প্রতিবেদক : মিনতি চক্রবর্তী

এই বিষয়ে মোট তিনটি প্রবন্ধ এসেছে। একটি কলেজ গ্রন্থাগারের পরিষেবা বিষয়ক, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষেবা সম্পর্কিত, অপরটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে লেখা হয়েছে। পরিচালক প্রথমে অশোক বসু ও তুষার সান্যালের কলেজ গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উপস্থাপিত করতে অনুরোধ করেন।

তুষার কান্তি সান্যাল সভায় দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে কলিকাতায় ১৫টি সরকারী ও বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারকে নেওয়া হয়েছে। ভূমিকায় শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলি বই লেন-দেনের বাইরে অন্য কাজ করতে পারছে না। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে ব্যাপক সমীক্ষা প্রয়োজন। লক্ষ্য করা গেছে যে একটি গ্রন্থাগারের মধ্যেই আরেকটি গ্রন্থাগার তৈরী হচ্ছে, কারণ বুক ব্যাঙ্কের বইগুলি স্বতন্ত্রভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার এরকম অবস্থা ঘটছে শুধু তাই নয় এর সব চাপটাই গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর পড়ছে। পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যবস্থা স্থির করে দেওয়া হোক—এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য বই ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনি বলেন যে বিভিন্ন কাজের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করে রিপোর্ট দেওয়া হোক। বিভিন্ন তথ্য, নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা, সংযোজনের তালিকাও প্রকাশ করতে হবে।

শ্যামল রায় চৌধুরী : বিড়লা কলেজ কম বয়েস, বিড়লা হোম সায়েন্স কলেজ কম গার্লস, শ্রী শিক্ষায়তন প্রভৃতি কলেজ বিড়লা গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত। এখানে ইচ্ছামত ছাঁটাই হয়ে থাকে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৩৬০টি কলেজের মধ্যে ২৪০টি বেসরকারীভাবে পরিচালিত। ১৫টি কলেজের নমুনার মধ্যে সমস্যার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে নি। মফঃস্বল কলেজগুলিও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। মফঃস্বল কলেজগুলিতে ভয়াবহ অবস্থা বিদ্যমান। পুস্তক সম্ভারের কোন ঠিক মেলানো হয় না। গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক করা উচিত। আরেকটি বিতর্কমূলক বিষয় রয়েছে সেটি হলো গ্রন্থাগারিক শিক্ষক না অশিক্ষক? এর সমাধান প্রয়োজন। বেতন কাঠামোর সংশোধন দরকার। ন্যূনতম পরিচালন নীতিবিহীন কলেজে সেমিনার লাইব্রেরী হওয়া উচিত নয়। পরিষেবার সর্বনিম্ন মান নির্দ্ধারণ হওয়া উচিত—তবে 'আগে সমীক্ষা পরে কাজ' প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গী কাম্য নয়। Caution money ছাড়া গ্রন্থাগারে সদস্যভুক্তি হওয়া যাচ্ছে না—এর বিহিত হওয়া প্রয়োজন। সঠিক পরিষেবা দিতে পারলে গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা বাড়বে।

সুনীল বিহারী ঘোষ : বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গ্রন্থপঞ্জী, সূচীকরণ প্রভৃতি করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হত এখন আর সেটা হয় না। বাংলা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী এখন Retrospective Bibliographyতে রূপান্তরিত—এখন এর প্রকাশনাও

P 1401

হচ্ছে না। এর প্রকাশনার দায়িত্ব শুঃ বাংলা সরকারের এবং সংকলনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হওয়া। কেয়াপার মাললায় ভাষার গ্রন্থপঞ্জী রাজ্য গ্রন্থাগার, ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতার ফলে হয়েছে। এরকমভাবে বাংলা গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশনাও সম্ভব এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবিষয়ে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন বাণী বসুর 'শিশু গ্রন্থপঞ্জী' ভারতের ইতিহাসে লেখা রয়েছে। বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক সমিতি একটি কিশোর অভিধান প্রণয়ন করবে বলেছিল কিন্তু কিছুই হ'ল না। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেলন একটি ধাক্কা মাত্র।

অরুণ কুমার রায়: কলিকাতার একটি কলেজে ১২০০০ বই থাকা সত্ত্বেও ৬ বছরের মধ্যে একটা বই কেনা হয় নি। এখানে গ্রন্থাগারিকের একটা Reminder দেবারও অধিকার নেই। পদমর্যাদার জন্য গ্রন্থাগারিকদের চাপসৃষ্টি করা প্রয়োজন। Service Security না থাকলে সঠিক-ভাবে পরিসেবা করা যায় না। সংঘশক্তি না থাকলে পদ-মর্যাদা পাওয়াও যেমন যায় না আবার রক্ষা করাও যায় না।

প্রদীপ চৌধুরী: ইউনিয়ন ক্যাটালগ সম্ভব না হলেও কলকাতায় যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার মধ্যে যদি একটা যৌথ সূচী প্রণয়ন করা যায় এবং কলেজগুলির মধ্যেও সেই রকম যৌথসূচী হলে ভাল হয়। আরেকটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গ্রন্থাগারে বিভিন্ন পাঠক তাঁদের নানা-বিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং তাঁদের নানাভাবে গ্রন্থাগারে সময়ের অপচয় হয় এবং পরিসেবাও পান না। পাঠকদের সুবিধাগুলি আগে দেখতে হবে, না হলে পদমর্যাদার উন্নতি সম্ভব নয়।

বিশ্বনাথ সাঁতরা: বেসরকারী মফঃস্বল কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক কোন কাণ্ড নেই, যদিও গ্রন্থাগারের জন্য আবশ্যিক জমা রয়েছে। সরকারকে চাপ দিয়ে বেসরকারী কলেজ কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে হবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী: পরিকল্পনাগুলি বাস্তবানুগ হওয়া উচিত। কি কি কাজ হবে তার একটা ন্যূনতম নিয়ম থাকা উচিত। সাধারণ গ্রন্থাগারে টেক্সট বুক লাইব্রেরী করার কোন যুক্তি নাই। কিন্তু টেক্সটবুক লাইব্রেরীতে যথেষ্ট পাঠক আসে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই টেক্সটবুক পরিসেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগারগুলির দীনা-বদ্ধতা কাটানোর জন্য পারস্পরিক গ্রন্থ বিনিময় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং আমাদের আর্থিক দুর্বলতা থাকায় বর্তমান তথা সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না আন্ত-গ্রন্থাগার গ্রন্থ বিনিময় ব্যবস্থা চালু হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা লাভবান হবো। কিন্তু বেতন ও পদমর্যাদা কাম্য থাকলে এবং চাকুরীর নিরাপত্তা না থাকলে সুষ্ঠু পরিসেবার ব্যবস্থা করা কখনই সম্ভব নয়। লক্ষ করা গেছে ৪-৫ বছরের পুরানো গ্রন্থাগার কর্মীও ছাঁটাই হয়ে গেছেন।

প্রীতি মিত্র: তিনি জানতে চান Index Indianas Coverage কি? এছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরীর পরিবেশ সম্পর্কে বলেন যে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহ-যোগিতার অভাব থাকায় কাজকর্ম সঠিক ভাবে করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে লোকের অভাব রয়েছে।

গীতা চ্যাটার্জী: গ্রন্থাগারে অনুদানের সঙ্গে সঙ্গে কর্মী ও স্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন যেমন যেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে বইয়ের Processing হচ্ছিল কিন্তু এখন সেক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা হয়েছে। Contract Service এর মাধ্যমে বকেয়া কাজ তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। গ্রন্থাগারে বহু বই কেনা হচ্ছে কিন্তু তার Cost benefit কি তার মূল্যায়ন হয় না। বই শুধু কিনলেই হয় না তার ব্যবহার বাড়ানোর দিকে নজর রাখা উচিত।

কল্যাণ রায়: বিভিন্ন কলেজে ছাত্রপ্রতি কত বই আছে এবং ছাত্রপ্রতি লেনদেন হচ্ছে সেটা জানা দরকার। এর মূল্যায়ন থেকেই বোঝা যাবে গ্রন্থাগারটি ঠিকমত চলছে কি না? বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে ছাত্রদের

বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। কলেজ গ্রন্থাগারে যথেষ্ট বই পাওয়া যায় না। পড়ার জায়গা ও পরিমিত বইয়ের অভাবের জন্য ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কার্যকালীন সময় বাড়ালেই যে বইয়ের ব্যবহার বাড়বে এমন কোন কথা নেই। জাতীয় গ্রন্থাগার কিছুদিন আগে একটি Textbook লাইব্রেরী করবে বলেছিল—কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে উন্নয়ন না করে জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার মধ্যে অন্য অর্থ রয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগার ঠিকমত করতে গেলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। গ্রন্থাগারের উপর কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস রয়েছে—ফলে কর্মীদের উপরও এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুরূপ। বেলা ২ ঘটিকা

বিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারগুলি বাজেটে বই, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি কেনার একটা ন্যূনতম মান থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।

সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থা দূর করার জন্য একটি প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে জনপ্রতি কত টাকা খরচ হয় দেখা উচিত। পাঠকের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি হওয়া উচিত, এই কমিটিতে সঠিক কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা রচনা সম্ভব হবে। গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গ্রন্থাগারিকদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা থাকা উচিত। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একটি প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিকট পাঠানো উচিত।

অরুণ কুমার আদিত্য : নমুনা সমীক্ষা যা নেওয়া হয়েছে সেটা যথেষ্ট নয়। এছাড়া আরও কিছু গ্রন্থাগারে সমীক্ষা করলে দেখা যেতো যে আরো বহুবিধ সমস্যা কলেজগুলিতে বর্তমান। মফঃস্বল কলেজে যে গ্রন্থাগারগুলি রয়েছে সেগুলিকে আদৌ গ্রন্থাগার বলা যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। পরিসেবার সঙ্গে জীবিকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে—একটিকে বাদ দিলে অপরটি পাওয়া যায় না। শতকরা ৮০টি কলেজে গ্রন্থাগারিক অশিক্ষক কর্মীভুক্ত। চাহুরীর সর্তাবলী ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

রামকৃষ্ণ সাহা : নমুনাগুলি নেওয়া হয়েছে কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত কলেজকে নিয়ে। কিন্তু পঃ বাংলার কলেজগুলির মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে এত ছোট নমুনা সঠিক চিত্র দেয় না। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি কলেজ আছে যেমন মেডিক্যাল কলেজ ইন্টিগ্রেটেড কলেজ, মিউজিক কলেজ ইত্যাদি। আবার ছাত্রসংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে ছোট কলেজটির ছাত্রসংখ্যা ১৪, বড়টির ছাত্র সংখ্যা ১২০০০। কলেজগুলি কি কি ধরণের পরিসেবার ব্যবস্থা থাকবে সেগুলি ভাবনা চিন্তা করা উচিত। কারণ সার্ভিসগুলি পাঠককুলের কাজের ভিত্তি করে দেওয়া প্রয়োজন। যেমন ছাত্রদের প্রয়োজন ও শিক্ষকদের প্রয়োজন এক নয়। আবার যে শিক্ষক গবেষণা করেন তার প্রয়োজন অপরের থেকে পৃথক। কলেজগুলির গ্রন্থাগারের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৭৪ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলি প্রতি বৎসর গড়ে প্রতি তিনজন ছাত্র পিছু একটি করে বই কেনে। লক্ষ করলে দেখা যাবে কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে সংখ্যার দিক থেকে হয়ত পর্যাপ্ত বই রয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় বই (Effective) কতগুলি তার তার কোন পরিমাপ নেই। ছাত্ররা নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না এরকম অবস্থাও সেখানে রয়েছে আবার গ্রন্থাগার হতে ছাত্ররা উপযুক্ত পরিসেবা পান না এরূপ অবস্থাও বর্তমান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় গ্রন্থাগারগুলিতে পরিসেবা দেওয়ার যথেষ্ট এবং উপযুক্ত কর্মীর অভাব রয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারের সুনির্দিষ্ট বাজেট থাকা উচিত। পশ্চিমবাংলার কলেজগুলি তার বাজেটের শতকরা ৪·৬ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করেছিল ১৯৭৪ সালে—যদিও ন্যূনতম গড় ৬·৫%। গ্রন্থাগারের বাজেটের কত অংশ বইয়ের জন্য আর কত অংশ কর্মীখাতে ব্যয় হবে তার একটা ন্যূনতম মান থাকা প্রয়োজন।

সত্যব্রত সেন : কলেজে বুক ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে স্বেচ্ছাকর্মী দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে এবং তা বেতনভুক্ত কর্মী পরিচালিত গ্রন্থাগারের চাইতে ভাল চলছে যে কথা শোনা যাচ্ছে, সে সম্পর্কে বক্তব্য থাকা দরকার।

অশোক বসু : সরাসরি ভাষণে বলেন যে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে বহু কিছু সঠিকভাবে চলছে না। এই নমুনা সমীক্ষার ত্রুটি আছে। কোন কাজ আরম্ভ করার আগে সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। চাকুরীর নিরাপত্তা না থাকলে উন্নত সেবা সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে In campus ও Off campus ভিত্তিক ইউনিয়ন ক্যাটালগ করতে হবে। কন্ট্রাক্ট সার্ভিস সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো প্রয়োজনে এটা করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে Executive Librarian দের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক না নিয়েই গ্রন্থাগার চালানো হচ্ছে। এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। প্রস্তাব নেওয়া উচিত গ্রন্থাগারিক অবশ্যই রাখা উচিত। শুধু তাই নয় গ্রন্থাগারিককে শিক্ষক কাউন্সিল এবং এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য করতে হবে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের Academic staff হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কুমার সাহানা : সবাইকে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ। ভারতবর্ষের জনসাধারণ নতুন পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার জন্য প্রতিবাদে সোচ্চার।

শান্তিপদ ভট্টাচার্য : (পরিচালকের অভিভাষণ)

কন্ট্রাক্ট সার্ভিসের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে হঠাৎ প্রচুর বই এসে পড়ে। যেমন বাটের দশকে wheat loan এর বই এসেছিল। উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী না থাকায় বইগুলি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় নি। UGCর টাকা হঠাৎ পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে।

ইউনিয়ন ক্যাটালগ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হিসাব পূর্ব প্রচেষ্টাগুলির উল্লেখ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কার্যালয়ের সঙ্গে বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির ক্যাটালগ থাকা বাঞ্ছনীয়। পূর্বাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি Union catalogue, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে সেটি পরিত্যক্ত হয়েছে। পরিসেবা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এর একটা মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের অনুসারে পরিসেবার চরিত্রের হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এজন্য পৃথক কর্মসূচী স্থির করা উচিত।

এরপর তিনি অনিল চন্দ্র পালকে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপিত করার আহ্বান জানান।

অনিল চন্দ্র পাল : অনিল চন্দ্র পাল তাঁর 'গ্রন্থাগারের পরিসেবা' প্রবন্ধটি উপস্থিত করতে গিয়ে বলেন যে সেবার ব্রত সর্বক্ষণের কর্মীদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকদের মধ্যে মতপার্থক্য গ্রন্থাগারের পরিবেশকে দুর্বল করে তোলে। এই অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে গেলে এবং সেবাধর্মের উন্নতির প্রয়োজনে একটি নতুন কর্মপদ্ধতির সংযোজন একান্ত প্রয়োজন। তাঁর প্রবন্ধটি গ্রন্থাগারে (২৫. ১২ ; ১৩৮৩, চৈত্র : ৩৪০-৬) মুদ্রিত হয়েছে।

প্রবন্ধটির উপর কোন আলোচনা হয় নি।

পরিচালক এরপর অসীম কুমার ভক্তকে তাঁর প্রবন্ধটি 'স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' (গ্রন্থাগার, ২৬, ১২ ; ১৩৮৩, চৈত্র, ৩২৩-৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে অনুরোধ জানান।

অসীম কুমার ভক্ত : প্রবন্ধটি উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন যে বর্তমানের দাবী ছিল প্রতিস্কুলে একটি গ্রন্থাগার ও তার জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন। পড়ার ক্ষমতা অর্জনের পর শিশু ক্ষমিকার মাধ্যমে পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও গল্প, কবিতা প্রভৃতি পড়বে। এর ফলে তার মনের বিকাশ, কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটবে ও রস-আহরণে সুযোগ পাবে। বড় হয়ে বাস্তবভিত্তিক বিষয়গুলির ও বিজ্ঞানাশ্রয়ী বিষয়ের রস আহরণ করবে। স্কুল গ্রন্থাগারে গল্পের বই সবার উপরে। শিশুদের গ্রন্থাগার শুধুমাত্র গল্পের বই দিয়েই হবে। স্কুলের কমিটি তৈরীর সময় লক্ষ রাখতে হবে সেখানে যেন

একটি পিরিয়ড গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। গ্রন্থাগারিকগণ যেন শিক্ষকদের সমান বেতন ও পদমর্যাদার দাবী করেন। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে শিশুকে শিক্ষিত হতে সাহায্য করেন গ্রন্থাগারিক। পুস্তক পাঠের মাধ্যমেই জীবনের সর্বতো বিকাশ সম্ভব হবে। বক্তব্যের সার হিসাবে তিনি বলেন যে জাতীয় স্বার্থে ও উন্নতির স্বার্থে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার তৈরী উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ ও ছাত্রদের পঠনের ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বই পড়ার সুযোগদান ও গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজন।

তুষার সান্যাল : এই সম্মেলন থেকে একটি প্রস্তাব নেওয়া হোক এবং সে প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হোক। প্রস্তাবটির বিষয় বর্তমান নয়া শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে ১০-১১ ক্লাসের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করা হোক। স্কুলগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একজন শিক্ষককে সামান্য কিছু ভাতা দিয়ে গ্রন্থাগারের কাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হয় এ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এজন্য বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগ প্রয়োজন।

অশোক বসু : একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে একটি বিদ্যালয়ে ১১-১২ ক্লাসের জন্য কয়েক হাজার বই আসছে কিন্তু সেগুলির প্রস্তুতির জন্য লোক নেওয়া হচ্ছে না। স্কুলগুলি থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার গঠন সম্পর্কে কোন তথ্য পায় না। এজন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে ক্যারিয়ার গাইডিং সেন্টার জাতীয় পরিষেবা দেওয়া প্রয়োজন।

প্রদীপ চৌধুরী : স্কুল গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগ্রামায়িত করতে গেলে জনচেতনা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া উচিত। বিদ্যালয় বাজেটের শতকরা ৩-৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা উচিত। প্রতিটি বিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকবে; ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস করাতে হবে। নোট বই ছাড়াও অন্য বইয়ের প্রয়োজন তাদের রয়েছে। এর জন্য পৃথক ফাইল রাখতে হবে।

*** অনিল ভূষণ রায় :** ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহার শুধু মুখে বলে বাড়ানো যাবে না। একে অভ্যাসে পরিণত করা প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় স্কুলগুলিতে গ্রন্থাগার নামক প্রহসন বর্তমান।

*** রাজকৃষ্ণ সাহা :** বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নিয়ে বিভিন্ন সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত খাদ্যগ্রন্থ সম্মেলনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ে সর্বতোমুখী আলোচনা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী কর্মসূচীর অভাবে এবং অন্যান্য কারণে একে ফলপ্রসূ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু অবস্থাকে ঘটানো আশু প্রয়োজন। এ বিষয়ে মার্কিন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্ত শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে একত্রে একটি সেমিনার হওয়া উচিত। আন্দোলনকে উপযুক্ত স্তরে না আনলে কিছুই করা যাবে না।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় : মালদহ সম্মেলন থেকে স্কুল গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই প্রস্তাবকে ফলপ্রসূ করার জন্য একটা বিশেষ কিছু করা প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন করতে হবে যে গ্রন্থাগারকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না। গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন একান্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র বই লেন-দেন-এর মত বিরক্তিকর কাজ নিয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবা হয় না। কি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় সে সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইতিপূর্বে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ জন স্লিটনকে দিয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ানো হয়েছিল। সেগুলি বঙ্গানুবাদ করে গ্রন্থাগারে ছাপাও হয়েছিল। ডঃ রঙ্গনাথন সংস্কৃত কলেজে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। শিক্ষক-গ্রন্থাগারিক সহযোগিতার মধ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতে পারে। ছাত্রদের মনে কৌতূহল যেমন জাগাতে হবে আবার Productive work এর মাধ্যমে গ্রন্থাগারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। সমস্যা দেখা দিলেই সমাধানের পথ নিজেরা খুঁজে বের করবে। প্রয়োজনভিত্তিক গ্রন্থাগার সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

শুভদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : সমস্যা কঠিন বলে একটি রাত্রে সমাধান সম্ভব নয়। প্রথম ধাপ হচ্ছে-পাঠস্পৃহা

জানানো। কোন বইতে কি বিবরণ আছে কোথায় কতটুকু পাওয়া যাবে এটা বুঝিয়ে দিতে পারলেও উপকার হবে।

বিভালয় গ্রন্থাগারের উপর আলোচনা শেষ হওয়ায় পর পরিচালক ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্ত আহ্বান জানান।

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আলোচনা

আশিস সিরোহী : জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা বেশ কয়েক বছর ধরেই শুরু হয়েছে।

১৯৬৮ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়নকল্পে চেয়ারম্যান বি. এন্. ঝা-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে জাতীয় গ্রন্থাগারকে 'Delegated Autonomy' দেওয়া হোক (আইনগত-ভাবে নয়)। এই কমিটির সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে ১৯৭৫ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারকে স্বয়ংশাসিত করার জন্ত একটি বিল লোকসভায় আনা হয়। কিন্তু জনমতের চাপে বিলটি Joint Select Committeeতে পাঠানো হয়। এর দীর্ঘ চার বছর পর জরুরী অবস্থার সুযোগে জনমতকে উপেক্ষা করে বিলটি আইনে পরিণত করা হয়। ইতিপূর্বে যে Advisory Council ছিল কিন্তু তাকে কোনরূপ কাজ করতে দেওয়া হয় নি। এ সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে নতুন করে আরেকটি নতুন Advisory Committee তৈরী হয়. যাহার গঠন রাজের সভাপতিত্বে। ১৯৭৪ সাল হতে আজ পর্যন্ত মাত্র একটি সভা হয়েছে। Rare Book ও পাণ্ডুলিপি যা আছে তার ব্যবস্থা না করে ব্যবসায়িক প্রথায় দূরের পাঠকদের কাছে ফটোকপি ইত্যাদি পাঠানো হয়। সম্মেলন থেকে একটি প্রস্তাব নেওয়া হোক যে জনমতকে অগ্রাহ্য করে এই বিল আনা হয়েছিল—এর প্রত্যাহার করা হোক।

ব্যোমকেশ মাইতি : অটোনমাস বা স্বয়ংশাসিত হলে কি কি অসুবিধা হবে সে সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার হতে পেরেছে কিনা তার মূল্যায়ন প্রয়োজন। জাতীয় গ্রন্থাগারের যা উদ্দেশ্য তার সাথে মেলালেই বোঝা যাবে বাস্তব চিত্র কি। জাতীয় গ্রন্থাগার বিলে গ্রন্থাগারের স্থান ও ভূমিকা কি হবে, কর্মীদের কি অবস্থা হবে সে বিষয়ে কোন সঠিক চিত্র দেওয়া হয় না। বাইরে থেকে 'অটোনমাস' কথাটা খারাপ শোনায় না। কিন্তু এতে হয় চুরি বা স্বজন পোষণ ইত্যাদি হতে থাকবে। জনমতের কোনরকম তোয়াক্কা না করেই দীর্ঘদিন চেপে রেখে ১৯৭৬ সালে পার্লামেন্টে পাশ করানো হয়। পরিচালন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হবে গ্রন্থাগারিক আদৌ বৃত্তিকুশলী হবেন কি না তাও বিলে পরিষ্কার করে লেখা নেই। সর্বোচ্চ পদে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক অবশ্যই রাখতে হবে। ত্রি-ধাপ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের কিছুই উন্নতি হবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের কর্মীরা সরকারের কর্মচারী কিন্তু এই বিলের ফলে তাঁরা তা থাকবেন না। বেতন ও চাকুরীগত, নিরাপত্তার অভাব ঘটবে। শুধুমাত্র এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন পরিবর্তন করে কিছু হবে না। কর্মধারার পরিবর্তন চাই। জাতীয় গ্রন্থাগার বিল বাতিলের জন্ত আটটি দাবী রাখা হয়েছে। সম্মেলন থেকে সোচ্চার দাবী জানানো প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ স্টানডার্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে সত্যব্রত সেন বিলটি প্রত্যাহারের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান।

প্রবীর রায় চৌধুরী : জনমতের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি Joint Select Committeeতে পাঠান। সেই Joint Select Committee কলকাতায় এলে IASLIC ও BLAর পক্ষ হতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এই কমিটি জানতে চান Autonomous এর বিরোধীতা করার কারণ কি। পৃথিবীর কোন দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার Autonomus নেই। এটি সর্বদাই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা উচিত। All India Radio সম্পর্কে চন্দ কমিটির একটি সুপারিশ ছিল। সেটিকে Autonomous করা হয়নি। দামগ্রিকভাবে দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে নেতৃত্ব দেবার ভূমিকা জাতীয় গ্রন্থাগারেরই থাকে। এতবড় বিরাট দেশে একাধিক জাতীয় গ্রন্থাগার থাকা উচিত। কিন্তু কার্যকালে

দেখা গেল জাতীয় গ্রন্থাগারকে চক্রান্ত করে দায়িত্ব পালন অস্বীকার করে Autonomous body'র হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল। জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে জনমতকে উপেক্ষা করে পার্লামেন্টে এই বিল পাশ করানো হয়। এই বিল অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা হোক। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির (NLEA) পক্ষ থেকে যে আট দফা দাবী জানানো হয়েছে সেগুলি তিনি সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন। Advisory Committee'র Chairman ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের সমালোচনা করে বলেন যে তিনি ছয়টি বড় কমিটির Chairman। কিন্তু তিনি সর্বদাই গ্রন্থাগার বৃত্তির সমালোচনা করে থাকেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান পদে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। আন্দোলন জোরদার করতে পারলে এর বিল প্রত্যাহার করা সম্ভব।

তুষার সান্যাল : আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যৌথভাবে আন্দোলন পরিচালনা করবে।

সমাপ্তি অধিবেশন

১০. ৪. ৭৭ সকাল ৯-৫০ মিঃ

পরিচালক : কণিভূষণ রায়

প্রতিবেদক : মিনতি চক্রবর্তী

পরিচালক শ্রীকণিভূষণ রায় ঘোষণা করেন যে আলোচনার জন্য কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলি সভায় আলোচনার জন্য পেশ করা হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনার পর গৃহীত হলে প্রস্তাবগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বহু প্রস্তাব ইতিপূর্বে গৃহীত হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়িত হয় নি। সুতরাং সেগুলির পুনরালোচনারও প্রয়োজন রয়েছে। (গৃহীত প্রস্তাবগুলি এই সঙ্গে যুক্তিত হলো।)

পরিষদের কর্মসচিব বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কতগুলি প্রস্তাব পাঠ করেন এবং প্রবীর রায় চৌধুরী সেগুলি সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে শিক্ষা বাজেটের অত্যন্ত কম অংশ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা হয় বলে গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সঙ্কট দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভ করেছে। পশ্চিমবাংলার শিক্ষা-বাজেটের মাত্র শতকরা ০·৭৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় হয়। এর বদলে ২·৫ ভাগ হলে অর্থাভাব দূর হবে আশা করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন যে বর্তমান শিক্ষা সংস্কারের অন্তত গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক। প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বলেন যে শুধুমাত্র প্রস্তাব নিয়ে কিছু হবে না। এগুলিকে কার্যকর করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী জোরদার আন্দোলন সংগঠন করতে হবে এবং সেটিকে গণ আন্দোলনের স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

করুণা শীল বলেন যে প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যেমন আন্দোলন করবে আবার সদস্যরাও পৃথকভাবে প্রস্তাবগুলি পাঠাবে।

সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে অনেকে আবার নাও পাঠাতে পারেন।

গৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে এগুলি বিধান সভার সদস্যদের মারফৎ পাঠালে হয়ত ভাল ফল হতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তাঁদের নির্বাচন ম্যানিফেস্টোতে যোগ করার জন্য অনুরোধ করা।

প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে গ্রন্থাগারে প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হবে বিভিন্ন সদস্যের কাছে সেগুলি পাঠানো হবে তাঁরা বিভিন্নভাবে জনমত সংগ্রহ করবেন। একক ভাবে কোন আন্দোলন সম্ভব নয়। পরিষদ যেমন কনভেনশন করবে আবার গ্রন্থাগারগুলির স্থানীয়ভাবে কনভেনশন করা দরকার।

সুবোধ কুমার সেন বলেন যে সনদটি প্রথা বাতিল করতে হবে।

পরিচালক বলেন প্রস্তাবগুলি সংযোজন করে গৃহীত হলো।

সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর প্রস্তাবগুলি পেশ করেন সত্যব্রত সেন এবং সমর্থন করেন অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যব্রত সেন বলেন যে পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলিতে প্রস্তাব নেওয়া হলেও আজও সেগুলি কার্যকর করা যায় নি। প্রসঙ্গক্রমে চাকুরীর সর্তাবলী, বেতন হার গঠন সম্পর্কে বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার অবসান দাবী করেন এবং বেতন হার সংশোধনের দাবী জানান।

অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি না হলে জাতীয় জীবনের ক্ষতি। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে সাধারণ গ্রন্থাগার কথাটির পরিবর্তে 'সার্বজনীন' কথাটি ব্যবহার করা হোক।

সত্যব্রত সেন যুক্তিটি মেনে নেন।

অরুণ কুমার রায় 'সার্বজনীন' শব্দটির জটিলতার প্রশ্ন তোলেন এবং পরে বিচার বিবেচনার পর গ্রহণ করতে বলেন।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মত হলো যে সাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে 'সার্বজনীন' চালু হলে গণ্ডগোল হওয়ার হওয়ার কোন কারণ নেই।

পরিচালক বলেন যে সার্বজনীন শব্দটির সাথে উৎসবের সম্পর্ক আছে সেজন্য এটি সাধারণের পাঠাগার বলাই ভালো।

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেলন সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন গৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সমর্থন করেন কেশবলাল চক্রবর্তী।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাবগুলি পেশ করতে গিয়ে বলেন কিছুদিন আগে জাতীয় গ্রন্থাগার সঙ্গে যে আলোচনা সভা হয়েছিল সেখানেও কাউন্সেলন সম্পর্কে আলোচনা হয়। আরো বলা হয়েছিল কাউন্সেলন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য কাজ করবে কিন্তু সেটি করা হয় নি। এখন অনুরাধ পুস্তক বন্টনের কাজ করছে। কিন্তু এ কাজও সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না—যদিও এতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে—কিন্তু গ্রন্থাগারের উন্নতি হচ্ছে না। এর কর্মপরিষদে গ্রন্থাগার সমিতির কোন প্রতিনিধি নেই।

গনেশ নন্দী ও প্রবীর রায় চৌধুরী সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সমর্থন করেন সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবটি পেশ করতে গিয়ে বলেন যে বিভিন্ন সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে—কিন্তু কিভাবে কাজটি হবে সে সম্পর্কে কিছু কাজ করা হয় নি। নিরক্ষরতার সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আনতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত জোর করতেও হতে পারে। রুটেনে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য খেতে দেওয়াও হতো। সমস্যার সমাধান সরকার ছাড়া কেউ পারবে না। তবুও গ্রন্থাগারকে এ ভার দেওয়া হচ্ছে কারণ একটি অঞ্চলে গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেদের নিয়ে ঘরে ঘরে একাজ করতে পারবে। সরকার রাজস্ব ব্যয় করবে—কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে এ ব্যয় যেন বৃথা না হয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের আগ্রহ কম তাই বিশেষ ভাবে চেষ্টা করতে হবে। এই কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে দেশ উন্নত হবেনা।

অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে সব টাকা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে খরচ করতে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি ২০ হাজার মাথা পিছু একটি গ্রন্থাগার। সুতরাং শুধু গ্রন্থাগারের উপর দায়িত্ব থাকলে এ কাজ হয়ত সার্থক হবে না। গ্রন্থাগারকে এ বিষয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই কাজ করতে হবে।

নিত্যরঞ্জন গুহ বলেন যে শুধু গ্রামের নিরক্ষর নিয়ে কাজ করলেই চলবে না। শহরাঞ্চলের নিরক্ষর নিয়েও কাজ করতে হবে। এজন্য প্রস্তাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের স্থলে শুধু 'গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এ কাজ করা হোক' যোগ করা উচিত।

প্রবীর রায় চৌধুরী, শ্রীগুহের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের তালিকা করা হয়েছে তাদের উপর ভার দেওয়া হয়েছে। কাছাকাছি যে সব গ্রন্থাগার আছে তাদের উপরেও ভার দেওয়া হোক।

সত্যব্রত সেন বলেন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যিক করা হোক।

রামকৃষ্ণ সাহা বলেন যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার দাবী অনেকদিন থেকে আছে।

পরিচালক বলেন টাকা পেলে এখন যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে তাতেও কাজ করা যাবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। সে দেশগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী প্রত্যেকেই সে কাজে অংশ গ্রহণ করছেন, Each one-Teach one ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে একাজ জোরদার করা হোক। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এ দায়িত্ব দেওয়া হোক।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে বহু জায়গায় টাকা দেওয়া হয় কিন্তু সঠিক কাজ হয় না। গ্রন্থাগারকেও একাজে জুড়ে দেওয়া হোক।

শান্তিপদ ভট্টাচার্য স্মরণ করিয়ে দেন যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ পঞ্চাশ বছর আগে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। সাক্ষরতার কর্মসূচী কোন একটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উচিত। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও হতে পারে কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের পরে আর কোন যোগাযোগ থাকে না—এর ফলে তাঁরা আবার নিরক্ষর হয়ে পড়ে। তাই সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে এবং সব সাক্ষরদের একটি গ্রন্থাগারের সঙ্গে জুড়ে দিলে তাঁরা সাক্ষরতা বজায় রাখতে পারবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী বক্তব্যটি সমর্থন করেন এবং বলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণ গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। কারণ গ্রন্থাগার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর তত্ত্বাবধানে কাজটি সুসম্পন্ন হতে পারে। একাজের প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রন্থাগারকে দেওয়া হোক।

অশোক বসু শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার প্রসঙ্গের প্রস্তাবগুলি পেশ করেন এবং তুষার কান্তি সাহাল সেগুলি সমর্থন করেন।

বিশ্বনাথ দত্ত বলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন গ্রন্থাগার নেই। এবং এখানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হবে তার রূপরেখা স্থির করা উচিত।

অরুণ কুমার রায় বলেন যে দাস কমিশন ও সেন কমিশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব নেওয়া হোক।

প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে আমরা এখন সেন কমিটি চাই না, বরং UGC এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট দিক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেন যে প্রস্তাবটি ভুল নয়—কিন্তু সেখানে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার নেই সেক্ষেত্রে এটা বললে এখনই কিছু কাজ হবে না।

সত্যব্রত সেন একটি সরকারী রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। Govt of India-র একটি survey report-এ প্রকাশ যে শতকরা ১৫টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার আছে। আগামী সম্মেলনে এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ থাকা উচিত।

প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

হিরণ কুমার দত্ত জাতীয় গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন এবং চঞ্চল কুমার সেন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কর্মচ্যুত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন রামকৃষ্ণ সাহা এবং সমর্থন করেন গোপিকা প্রসাদ ঘোষ। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অন্যান্য যে সমস্ত প্রস্তাব সম্মেলনে পেশ করার জন্য এসেছিল সেগুলি সময়মত না আসার কারণে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। প্রস্তাবগুলি সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের জ্ঞাতার্থে পেশ করা হলো।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী অনিল কুমার দত্ত সভায় প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার কাজ পরিচালনার জন্য পরিচালকদের প্রতিবেদকদের, সভাপতি, উদ্বোধক, ও প্রতিনিধি প্রভৃতিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিচালক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রস্তাবাবলী

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সুপারিশ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত ও হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত এই ৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমুন্নতি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ও ত্রুটিপূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক অগ্রগতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার, জন সাধারণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করছে।

সাধারণ প্রস্তাব :

প্রস্তাবক—বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সমর্থক—প্রবীর রায় চৌধুরী

১ বিনা চাঁদার আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

সর্বসাধারণের অবাধ ব্যবহারের জন্য ভারতের চারটি রাজ্যের অনুকরণ এই রাজ্যেও বিনা চাঁদায় আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শুধুমাত্র গ্রন্থকেন্দ্রিক বা গ্রন্থ লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতির স্বার্থে গ্রন্থ তথা তথ্য সরবরাহভিত্তিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

২ শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার উন্নয়নে ব্যয় করা হোক।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক সঙ্কটের কথা স্মরণ করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য নিয়মিত ব্যয় হোক।

৩ গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও কোঠারী কমিশনের সুপারিশ।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয় ও ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থাকে অবিলম্বে ব্যাপক ও গভীরভাবে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক করা প্রয়োজন। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে এবং শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের কর্মধারাকে যুগোপযোগী করার জন্য কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ৩.৫ ভাগ ব্যয় করা উচিত।

৪ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হোক।

এই সম্মেলন মনে করে যে বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারের অভাব অত্যন্ত প্রকট এবং গ্রন্থাগারবিহীন শিক্ষাপদ্ধতিই বর্তমান এবং গ্রন্থাগারের অভাবই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এই অবস্থা বিচার করে এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য—

ক প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা হোক

খ বিদ্যালয় অনুমোদনের অন্যতম শর্ত হিসাবে গ্রন্থাগার প্রবর্তনের বর্তমান শর্তটি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালনের দিকে লক্ষ্য রাখা হোক।

গ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সুপরিচালন এবং পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ আবশ্যিক করা হোক।

সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব

প্রস্তাবক : সত্যব্রত সেন
সমর্থক : অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১ সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও তথ্যকেন্দ্র

সারা পৃথিবী জুড়ে তথ্যকে উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম সম্পদ হিসাবে পরিগণিত করা হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সর্বসাধারণকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক, জীবন জীবিকা, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের এই দিকটি বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় নি বা তার সুযোগ গ্রহণ করাও সম্ভবপর হয় নি, যদিও পূর্ববর্তী অনেকটি গ্রন্থাগার সম্মেলনে এগুলি আলোচিত হয়েছে এবং গৃহীত সুপারিশ যথাস্থানে প্রেরিত হয়েছে। এই সম্মেলন মনে করে যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থ লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য পরিবেশনকেন্দ্র হিসাবেও সক্রিয় করে তোলার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে গ্রহণ করলে সমস্ত সমাজ বিভিন্ন দিক দিয়ে দ্রুত উপকৃত ও লাভবান হবে। এই সমস্ত বিবেচনা করে এই সম্মেলনে সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আশু উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছে।

২ পরিসেবার মান

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির স্তরবিন্যাসকে বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন স্তরানুযায়ী পরিসেবার কর্মধারা ও মানের বিষয়টি নির্ধারণ করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অগ্রণী ও সচেষ্ট হওয়ার জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনসাধারণের তথ্য প্রয়োজনকে অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। এই সম্মেলন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংগঠনগুলিকে এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

৩ বেতনক্রম, চাকুরীর সর্তাবলী

এই সম্মেলন অনুরোধ করছে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মধারাকে সহজ এবং ত্রুটিহীন করার জন্য সাধারণের গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মীদের স্তরভেদ নির্ধারণ করে উপযুক্ত বেতনভাতা ও চাকুরীর নিরাপত্তা দেওয়া হোক এবং প্রতিস্তরের কর্মীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত, বৃত্তিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে কোন স্তরের কোন কাজ কখন করণীয় সেগুলি নির্ধারণ করা হোক এবং সরকারী অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে বেতন ও চাকুরীর সুযোগ সুবিধার বৈষম্য পরিহার করা হোক।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশন সম্পর্কিত প্রস্তাব

প্রস্তাব : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সমর্থক : কেশবলাল চক্রবর্তী

এই সম্মেলন মনে করে যে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশন যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য রূপায়ণের প্রচেষ্টায় ভুল পথ অনুসৃত হচ্ছে। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং গ্রন্থাগারগুলিকে শক্তিসম্পন্ন করার কোন প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে না। কাউণ্ডেশন কর্তৃক বর্তমানে অনুসৃত একমাত্র গ্রন্থবণ্টনের কাজও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রয়োজনানুযায়ী নয়।

কাউণ্ডেশন কর্তৃক বণ্টিত গ্রন্থাদির নির্বাচন, ক্রয়, মূল্য ও বণ্টন ব্যবস্থায় নানারূপ অসন্তোষ, অভিযোগ ও বৈষম্য আছে। জনসাধারণের এই অভিযোগ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য প্রতিষ্ঠার পরে অদ্যাবধি কাউণ্ডেশনের এই রাজ্যে কার্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সম্মেলন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রককে অনুরোধ জানাচ্ছে।

এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ও কাউণ্ডেশনের কাছে আরও প্রস্তাব করছে যে—

১ অবিলম্বে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্যে কাউণ্ডেশন রাজ্য সরকারকে প্রবৃদ্ধ করে তুলুন।

২ কাউণ্ডেশন বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে গ্রন্থবণ্টনের আগে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচনের স্বাধীনতা গ্রন্থাগারগুলিকে প্রদান করুন।

৩ গ্রন্থবণ্টনের সঙ্গে গ্রহীতা গ্রন্থাগারের গৃহ আসবাবপত্র গ্রন্থপ্রভৃতি করণের উপযোগী কর্মী-সংস্থানের বিষয় নির্ণয় করে যথোচিত অর্থ সাহায্য করুন।

- রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটিগুলিতে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদগুলির অন্ততঃ দুজন প্রতিনিধি রাখা হোক

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে

প্রস্তাবক : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্থক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সম্মেলন লক্ষ্য করিতেছে যে এযাবৎকাল অনুসৃত নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ নিষ্ফল হইয়াছে। সদ্য সাক্ষরদের উপযোগী পাঠোপযোগী পাঠ্যবস্তু সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবে সদ্যসাক্ষরগণ পুনরায় নিরক্ষরতায় ফিরিয়া যাইতেছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজে এতাবৎকাল কর্মী-নিয়োগব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ রহিয়াছে।

এই অবস্থা পরিদৃষ্টে এই সম্মেলন মনে করে যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে স্থানীয় গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক করা হউক।

এই সম্মেলন আরও মনে করে যে স্থানীয় সংগঠন থাকায় গ্রন্থাগারগুলির তত্ত্বাবধানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সুষ্ঠু ও সহজসাধ্য হইবে। অতএব এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে গ্রাম ও সহরাঞ্চলে নিরক্ষরতার দূরীকরণের দায়িত্ব গ্রন্থাগারগুলির উপরও অর্পিত এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার যে অর্থব্যয় করে থাকেন সেই অর্থের প্রয়োজনীয় অংশ গ্রন্থাগারগুলিকে এই কাজের জন্য প্রদান করা হউক।

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে

প্রস্তাবক : হিরণ কুমার দত্ত

সমর্থক : চঞ্চলকুমার সেন

হুগলীজেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন জাতীয় গ্রন্থাগারকে স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার জন্য যে আইন গত ১৮ই মে ১৯৭৬-এ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে। সম্মেলন দাবী করছে যে জাতীয় গ্রন্থাগার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আরও বেশী যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। স্বয়ং শাসিত সংস্থায় তাকে রূপান্তরিত করে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার এই প্রচেষ্টা সমস্যার কোন সমাধান করবে না। সমগ্রদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও দায়িত্বের সঠিক মূল্যায়ন একান্ত অপরিহার্য বলে এই সম্মেলন মনে করে। সম্মেলন মনে করছে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থায় পুরানো ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তে সুষ্ঠু ও সঠিক নীতি নির্ধারণ ও আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার জন্য একটি সার্বিক গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার বিষয়টি কেবলমাত্র রাজ্য তালিকায় না রেখে ভারতের সংবিধানের যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী এই সম্মেলন জানাচ্ছে। এই সম্মেলন আশা করছে যে জাতীয় গ্রন্থাগার ও সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুরানো ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন আনবেন।

কর্মচ্যুত গ্রন্থাগারিকদের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে

প্রস্তাবক : রামকৃষ্ণ সাহা

সমর্থক : গোপিকা প্রসাদ ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত এবং হুগলী জেলা গ্রন্থাগার চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত তেত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিগত কয়েক বৎসরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে কর্মচ্যুত করার সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই ধরণের কাজের তীব্র নিন্দা করছে। এই ধরণের ঘটনা সুস্থ ও স্বাভাবিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিচালনের স্বার্থে গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তা অত্যাবশ্যক। বিভিন্নস্তরের কর্তৃপক্ষের এই স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে। এই সম্মেলন অবিলম্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীঅরুণ রায়, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক

শ্রীঅশ্বিনী সেন, কলকাতা প্রাচীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বীরেন কাঞ্জি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ কালচার গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীতপন সেন. শ্রীমতী মিনতি গুহ; শ্রীমতী ঘমা সেন ও শ্রীমতী রেবা ঘোষ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী ছায়া বসুর অবিলম্বে আর্থিক ও অন্যান্য চাকুরী-গত সুবিধাদিসহ কর্মচ্যুতির দিন থেকে পুনর্নিয়োগ দাবী করছে। কর্তৃপক্ষের এই স্বৈরাচারী মনোভাবের জন্য কর্মচ্যুত এবং অন্যান্য নানা কারণে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত গ্রন্থাগার কর্মী-দের সহায়তা করার জন্য 'গ্রন্থাগার কর্মী সাহায্য তহবিলে' মুক্ত হস্তে দান করতে এই সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে।

শিক্ষারতন গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে প্রস্তাব সমূহ

প্রস্তাবক : অশোক বসু

সমর্থক : তুষার সাঁতাল

ভারতবর্ষের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপযোগিতা অনস্বীকার্য একথা প্রতিটি শিক্ষাকমিশন, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্র নায়কেরা বলে থাকেন। অথচ শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। এই সম্মেলন মনে করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক করতে হলে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি আশু কার্যকরী করা প্রয়োজন :

১ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার জন্য এবং পরিসেবার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান নির্ধারণের জন্য একটি ব্যাপক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উদ্যোগী হবার জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ /Users' Library Education

২ বর্তমান সমাজ তথ্যকেন্দ্রিক এবং উৎপাদনের এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যের হচ্ছে অন্যতম সম্পদ (Resource)। সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে না পারা সামাজিক অপচয়। সুতরাং এই সম্মেলন পাঠক / ব্যবহারকারীর জন্য গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষণব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রস্তাব

১ গ্রন্থাগারিকবিহীন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ না করেই কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য রয়েছে। এই অবস্থা গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পরিসেবার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পক্ষে অনুকূল নয়।

২ গ্রন্থাগারিকদের জন্য ইউ জি সি সুপারিশকৃত বেতনক্রম প্রসঙ্গে

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা সম্পন্ন সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অবিলম্বে ইউ জি সি সুপারিশকৃত বেতনক্রম প্রকাশ করে চালু করতে হবে।

৩ পি বি মুখার্জী ও দাস কমিশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত দাস কমিশন ও পি বি মুখার্জী কমিটি বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের প্রতি বেতন ও পদ মর্যাদা সম্পর্কে যে অবিচার করেছেন, এই সভা তার তীব্র নিন্দা করছে।

৪ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমতুল বেতন পদমর্যাদা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক কাউন্সিলের সদস্য এবং লাইব্রেরী কমিটির আহ্বায়ক করতে হবে। এই উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা প্রয়োজন।

৫ অন্যান্য কর্মীদের প্রসঙ্গে

গ্রন্থাগারে অ-বৃত্তিকুশলী কর্মীদের (লাইব্রেরী এটেণ্ডেন্ট, দারোয়ান প্রভৃতি) জন্য কাজের প্রকৃতি ও দায়িত্ব অনুসারে উপযুক্ত বেতনক্রম চালু করতে হবে।

৬ পরিসেবা প্রসঙ্গে

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যবহারকে সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য পরিসেবার রূপরেখা প্রণয়ন ও ন্যূনতম মান অবিলম্বে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা ও গ্রন্থাদি ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রতিটি গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা, reading room space ও পুস্তক সংগ্রহের স্থানের পরিমান নির্ধারণ করতে হবে।

৭ ব্যয় অনুদান সম্পর্কে

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের অন্ততঃ ৬.৫% ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা উচিত।

মোট ব্যয়ের ৫০% গ্রন্থ-পত্র-পত্রিকার জন্য এবং বাকী ৫০% গ্রন্থাগার পরিসেবার (কর্মী ব্যয় সহ) জন্য ব্যয় করা উচিত।

৮ বুক ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে

বুক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, কর্মী ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রভৃতির নিয়মিত ব্যবস্থা করা উচিত।

৯ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

অধিকাংশ গ্রন্থাগারে নাম মাত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারগুলি কখনই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। পরিবর্তিত নয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে

১ পূর্ণ সময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

২ সামান্য ভাতার বিনিময়ে গ্রন্থাগারিকের কাজ চালিয়ে নেবার প্রথার অবসান করতে হবে।

৩ গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

৪ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম হ্রাস করে সরকার যে আদেশ প্রকাশ করেছেন তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এবং বৃত্তিকুশলী পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন, ভাতাদি-র ব্যবস্থা করতে হবে।

৫ গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় পাঠকক্ষ, কর্মী ও গ্রন্থ সম্ভারের ব্যবস্থা করা হোক।

৬ ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা করা হোক।

৭ ছাত্রদের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে career planning centre গড়ে তোলা হোক।

৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা

২৪ পরগণা

অমলাংশু সেনগুপ্ত, অমিত কুমার ব্যানার্জী, অমিতা কুণ্ডু, অরবিন্দ ঘোষ; কৃষ্ণপদ মজুমদার, গুরুশরণ দাসগুপ্ত, গোবাদ মণ্ডল, গোবিন্দচন্দ্র দেবনাথ, গৌরাঙ্গ মোহন চক্রবর্তী, চঞ্চল কুমার সেন, চন্দনা চক্রবর্তী, তপন কুমার সেন, দীনবন্ধু বেরা, নিবেদিতা তরফদার নির্মলচন্দ্র নস্কর, নির্ভীক ঘোষ, প্রতিমা মান্না, প্রবীর রায়চৌধুরী, বুলবুল নন্দী, রতন কুমার সাহু, রাসবিহারী মিত্র, বেনুধর, শান্তি পাকুলী, শিপ্রা ব্যানার্জী, শিবনাথ সাধুখাঁ সন্তোষ কুমার রায়, সন্তোষ কুমার বসাক, সুধীন্দ্র নাথ মিত্র, সুনীল কুমার দত্ত, সুনীলভূষণ গুহ, সুভাষচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা

অজয় কুমার রায়, অশোক বসু, অমরনাথ দত্ত, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, অসীম কুমার দত্ত, এ কে চক্রবর্তী, অনিলচন্দ্র পাল, অমিয় কুমার ব্যানার্জী, অরুণ রায়, অশোক ভট্টাচার্য, অরুণ কুমার ঘোষ, অরুণ মুনসী, অনিল চ্যাটার্জী, আশিস নিয়োগী, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, গীতা ভট্টাচার্য, গীতা চ্যাটার্জী গোপালচন্দ্র চৌধুরী, গোবিন্দলাল মল্লিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী দত্ত, জবা সিনহা, তপতী বসুরা, জয়ন্তী রায়, দিলীপ কুমার রায়, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক ব্যানার্জী, ননীগোপাল বসাক, নারায়ণ সাহা, নির্মলেন্দু মুখার্জী, প্রীতি মিত্র, কবিভূষণ রায়, প্রদ্যোত কুমার বসুচৌধুরী, প্রবীণ চৌধুরী, প্রেমাংশু বল্লিক, পরেশ চন্দ্র সাহা, ব্যোমকেশ মাইতি, বিমল কুমার ব্যানার্জী, মনমোহন মাইতি, বিশ্বনাথ দত্ত, বিজয়পদ মুখার্জী, বিশ্বদেব মজুমদার, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ব্রজেন্দ্রনাথ কাজী, বিমল চ্যাটার্জী, বঙ্কিম চ্যাটার্জী, বি পি মুখার্জী, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, বি এন সুর, ভবানীশংকর বিশ্বাস, ভোলানাথ মুখার্জী, এম এম নাগরাজ, যজ্ঞেশ্বর বসু, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, মনিকা দত্ত, মিনতি চক্রবর্তী, রতন কুমার দাস, রামকৃষ্ণ সাহা, রমা ব্যানার্জী, রবিশংকর মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা পাকুলী, সুধেন্দুভূষণ ব্যানার্জী, সৌরেন্দ্রমোহন পাকুলী, শশাঙ্ক কুমার বাগচী, সত্যব্রত সেন, সুবীর ঘোষ, সুধাময়কান্তি দাস্তাল, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, শান্তনু মুখার্জী, শ্যামল রায় চৌধুরী, সুকুমার দাস, সুখানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুবীর ব্রহ্ম, সুনীল বিহারী ঘোষ সৌমেন ব্যানার্জী, হেমেন্দ্র কুমার ঘোষ, হিরণ কুমার দত্ত।

হুগলী

অজিত চক্রবর্তী, অজিত কুমার মাজি, অনন্ত ভট্টাচার্য এ উপাধ্যায়, অমরনাথ চ্যাটার্জী, অনিলকৃষ্ণ চক্রবর্তী, অনিলকুমার দত্ত, অরুণ কুমার গুপ্ত, অসীম কুমার চৌধুরী, অমিত কুমার চক্রবর্তী, আশু প্রসাদ চ্যাটার্জী, আনন্দ প্রসাদ চ্যাটার্জী কানাইলাল নিয়োগী, কুশচন্দ্র মুখার্জী গোবিন্দ রক্ষিত চ্যাটার্জী, গোপাল নারায়ন চৌধুরী চিত্তরঞ্জন দাস, চিত্তরঞ্জন বেরা, তপন কুমার ঘোষ, তারক দাস সুর, দশরথ ভট্টাচার্য, দীনবন্ধু ঘোষ, দীপক কুমার মুখার্জী দিলীপ নারায়ণ ব্যানার্জী, দিলীপ কুমার মুখার্জী দুলালচন্দ্র দত্ত, দুলালচন্দ্র দে, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত চ্যাটার্জী, দেবীপ্রসাদ ব্যানার্জী, দেবনারায়ন চক্রবর্তী, ধ্রুবনন্দী রায়, এন পি ঘোষ, নন্দলাল পাল, ননীগোপাল ব্যানার্জী, নিতাগোপাল গোস্বামী, নিমাইচাঁদ নাথ, নিমাই বিশ্বাস, নিমাইচন্দ্র মান্না, নিরাপদ ঘোষ; নীলমণি মুখার্জী, প্রভাসচন্দ্র দাস, প্রভাস কুমার শীল, প্রমদাদিতা মল্লিক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

বীরেন্দ্রনাথ সরকার, বিশ্বনাথ দাস ব্রজনাথ নন্দী, ভবানী প্রসাদ ব্যানার্জী, তাহপ্রকাশ সিংহরায়, ই তীর রাজু, তোমরা ধর, মদনমোহন পাল, মধু দাসগুপ্ত, মধুসূদন চন্দ্র মহাদেব মজুমদার, মণিমোহন প্রামানিক, মোহনলাল চ্যাটার্জী, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রামপদ পাল, শচীন্দ্রনাথ সাধু খাঁ, শঙ্কর চন্দ্র ঘোষ, সহদেব আদক, সনধর গায়েক, শিবনাথ গুপ্ত, সুকুমার চ্যাটার্জী রায়, সুনীল কুমার মণ্ডল, সুবোধ কুমার মুখার্জী, শুভাংশু কুমার মিত্র, সুশান্ত দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ পাল, সোনালী ধর, হরিপদ দে।

পশ্চিম দিনাজপুর

অমরেশ সিদ্ধান্ত, গুরুপদ মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন দত্ত।

মুর্শিদাবাদ

চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, তপন কুমার অধিকারী, তপন কুমার ঘোষ, দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, পরেশ নাথ কুণ্ডু, ফণিন্দ্রনাথ সরকার, বেণী মাধব প্রামানিক, ব্রজ দুলাল গোস্বামী, মদন চক্রবর্তী, রাজারাম রায়, রোহিত কুমার দে, রমণী মোহন সরকার, শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাকান্ত চৌধুরী, স্বপন কুমার ব্যানার্জী, হরেন্দ্রনাথ দাস।

হাওড়া

অরুণকান্তি দাসগুপ্ত।

বীরভূম

অধভূত সরকার, অরুণ কুমার দে, এনারায়ণ মুখার্জী, তরুণ কুমার রায়, প্রশান্ত কুমার দত্ত, ভবানী প্রসাদ রায় চৌধুরী, মিহির কুমার রায়, রথীন রঞ্জন রায়, শান্তি কুমার ঘোষ, শিশির কুমার নন্দী, শিশির সেন, সুধাময় দাস, সুনীল কুমার অধিকারী।

হাওড়া

অনিল কুমার বেরাসী, অসিত কুমার ঘোষ, অসিত ব্যানার্জী, অশোক দাস, আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী, গোলক নাথ রায়, চণ্ডীদাস মুখার্জী, জগমোহন দাস, জহরলাল বেরা, দীবাকর শেঠ, পঙ্কজকুমার মজুমদার, পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্ব মঙ্গল ভট্টাচার্য, মৃন্ময় দাস, রামপ্রসাদ মান্না, সুজিত কুমার কুণ্ডু, স্নেহময় নন্দী।

মালদহ

খগেন্দ্র চন্দ্র দাস, নারায়ণ গোপাল দত্ত, বীথিকা রায়, সুবোধ কুমার গোস্বামী।

মেদীনীপুর

অনাথ নাথ সেন, অনিল কুমার কর, অরুণ কুমার আদিত্য, অলোক কুমার দত্ত, অসিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, কেশবলাল চক্রবর্তী, মদন মোহন মল্লিক, মিলন কৃষ্ণ দাস, বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিশ্বনাথ সিংহ, রঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ প্রামাণিক, সত্যকুমার চক্রবর্তী, সত্য চট্টোপাধ্যায়।

বর্দ্ধমান

আনন্দ নারায়ণ গোস্বামী, তারকনাথ রায়, ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নিমাইচরণ কর, বিমল কুমার বিশ্বাস, রামচন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষাল, সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল কুমার নাথ, হরিপদ বোদক, হরেন্দ্রনাথ বসু।

কুচবিহার

অমল কৃষ্ণ মজুমদার, কল্পনা চক্রবর্তী, কানাই লাল দে, জগদীশচন্দ্র সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, নির্মলচন্দ্র চক্রবর্তী, পঙ্কজ কান্তি কর বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন দে, মনোরঞ্জন পাল, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, সুবল চন্দ্র সাহা।

মেঘালয় (শিলং)

আর. সি. সাহা।

পুরুলিয়া

আদব চন্দ্র মাহাতো, কামল পুঁইমুণ্ডি, করুণাময় মেওখরিয়া, কার্ত্তিক চক্রবর্তী, ঠাকুর প্রসাদ মাহাতো, ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, প্রণত মুখোপাধ্যায়, মীরা দত্ত, রাঘবচন্দ্র মুইড়ী, বিশ্বনাথ কোলে, ভক্তি রঞ্জন পতি, শান্তকড়ি রায়।

মেদিনীপুর

কানাই লাল সেন, প্রভাংশু কুমার দাস মদন মোহন জানা, নন্দলাল পাত্র, নীতিশচন্দ্র পট্টনায়ক, নিবেদিতা মে, নরেন্দু কিশোর শাসু, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধা গোবিন্দ শেঠ, রবীন্দ্রনাথ মোদক, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাসবিহারী মাইতি, সুশান্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ পাঁড়িয়া, বিশ্বনাথ সিংহ, সত্যব্রত সিংহ, সন্তোষকুমার দাস।

বাঁকুড়া

কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র পাল, মদন গোপাল ঘোষ, নরহরি মণ্ডল, নীরেন্দ্রনাথ সিংহ, হীরালাল চলবু।

দার্জিলিং

কৃষ্ণা সেন শর্মা, অর্জুন যাদব, নিত্যরঞ্জন গুহ, সুনীল কুমার ঘোষ।

জলপাইগুড়ি

দিলীপ কুমার মুকুটি, মনং কুমার সেন, সুবীর সেনগুপ্ত।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি, আই, টি স্কীম-৫২ কলিকাতা-১৪

সুধি,

আমাদের প্রাক্তন সভাপতি, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক এবং প্রাক্তন বিপ্লবী শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ই মে, ১৯৭৭, সকাল ১০-৪৫ মিনিটে রিবড়া সেবা সদনে দেহত্যাগ করেছেন।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আগামী ২২শে মে (রবিবার) ১৯৭৭, বিকেল ৪টায় পরিষদ ভবনে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে।

আপনিও অনুগ্রহ করে উপস্থিত থাকবেন।

পরিষদ ভবন,
১০ই মে, ১৯৭৭

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কর্মসচিব

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত এবং একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ই মে ১৯৭৭ রিষড়া সেবা সদনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর শবদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

গুরুদাসবাবু ঢাকার বিক্রমপুর জেলার কাষারখাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অত্যন্ত ভালছাত্র ছিলেন। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে বহরমপুর হতে তিনি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং অনুশীলন সমিতির অন্যতম সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং জেলে যান। ১৯৩২ সালের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ সালের ভারতছাড় আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হিসাবে আবার জেলে যান, এবং সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি মোট ৬ বৎসর জেলে ছিলেন জানা যায়।

১৯৩০ সালে গণেন্দ্র ভট্টাচার্য, জীতেন্দ্র নাথ কুশারী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বাহেরক সত্যাশ্রমের কর্মী হিসাবে যোগ দেন। অনুশীলন সমিতির ছাত্রসংগঠন All Bengal Student's Association এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে জানা গেছে যে শিক্ষকতাকেই জীবিকা ও কর্মজীবন হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। বিক্রমপুরে বেলতলি হাইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, আউটশাহী হাইস্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। বারাসতের সত্যভারতী ইনষ্টিট্যুশনের প্রধান শিক্ষক, মেদিনীপুরের বৈকবচক হাইস্কুল প্রভৃতি স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি কয়েকটি প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, এ, মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং ইত্যাদি। 'জিজ্ঞাসা'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট ছিল।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর আগ্রহ ছাত্রাবস্থা থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৩০-৩২ সাল হতেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এ তাবৎকালে প্রায় প্রতিটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত থাকতেন। ধারহাট্টা ও বড় আন্দুলিয়ার সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত করার বিষয়ে তাঁর বিশেষ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল পরিষদের সহ সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়নে তাঁর আগ্রহ সর্বজন বিদিত। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় 'বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন' প্রবন্ধটি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। 'গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস' তিনি সমাপ্ত করেছেন জানা যায়।

লেখক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। তাঁর প্রকাশিত বইগুলির বিষয়বস্তু রাজনীতি। এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সর্বোদয় আন্দোলনের ইতিহাস। 'শহীদ স্মৃতি কথা'র তিনি সংকলক ছিলেন। 'শিক্ষা' পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন। তাঁর অসমাপ্ত রচনাগুলি হলো—'ঢাকা রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস'। অপ্রকাশিত রচনাবলী—'গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস' ও 'কস্তুরবা গান্ধীর জীবনী'।

তাঁর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে বলা যায় যে তিনি ঢাকা জিলার রাজনৈতিক ইতিহাস সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিখিলবঙ্গ শহীদ ও দেশসেবক স্মৃতি সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মহাজাতি সদনের শহীদদের প্রতিকৃতি তৈরী করার প্রথম উদ্যোক্তা ও প্রেরণাদাতা। Freedom Fighters' Association এর Executive Committeeর সদস্য ছিলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 27 : No 1 April-May, 1977

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Ramkrishna Saha

Associate Editor : Achintya Mullick

1 6 MAY 1977

UNIVERSITY CALCUTTA

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা সহযোগী সম্পাদক- অচিন্ত্য মল্লিক

২৭ বর্ষ, সংখ্যা ২ (গ্রন্থাগার আইন বিশেষ সংখ্যা) জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

সূচী

গ্রন্থাগার আইনের সপক্ষে (সম্পাদকীয়)

৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চাই কেন ১১

জাতীয় অধ্যাপক ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল।

গ্রন্থাগার আইনের সপক্ষে

জাতীর জীবনে তথ্য অন্যতম সম্পদ এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার অন্যতম মানবিক অধিকার। শুধু তাই নয় দেশের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি মাথাপিছু তথ্য ব্যবহারের পরিমান। উন্নত দেশগুলি অবশ্যই এ বিষয়ে অধিকতর সচেতন এবং বহুলাংশে অগ্রসর হলেও এ বিষয়ে তাদের আরো অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের অবস্থা হলো দেশের ৬৭% লোক নিরক্ষর। সুতরাং তথ্য পাওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত। শুধু তাই নয় আমাদের দেশে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও তথ্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধিতে আসে নি। ফলে যাদের কর্মকাণ্ডে তথ্যের অন্তর্ভুক্ততা থাকায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না।

দেশের তথ্য সংগ্রহের ও সরবরাহের বহুবিধ সংস্থাগুলির মধ্যে জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত সংস্থা হচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি আশানুরূপ না হলেও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার অগ্রসর ও সুপরিকল্পিত না হওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে তথ্য ব্যবহারের মনোভঙ্গিমা যেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে না আবার জনসাধারণও তাঁদের প্রয়োজনে তথ্য আহরণে ব্যর্থ হচ্ছেন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির করুণ অবস্থার জন্য। সরকার দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ করলেও উক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পর্য ও সুসংবদ্ধতার অভাব রয়েছে। এই ত্রুটিগুলি দূরীকরণ আজ প্রয়োজন

রয়েছে। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অবশ্য-কর্তব্য এবং গ্রন্থাগারগুলিরও এবং সে কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। অর্থাৎ নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

দেশের তথা পরিকল্পনা যা শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক, ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনার অংশবিশেষ. সেটি জনসাধারণের কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটানোর সহায়ক। দেশের তথ্য পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রথম ধাপ ও অন্যতম গ্যারান্টি হলো আইনের প্রয়োগ। এই আইনই আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনবে এবং গ্রন্থাগার/তথ্য ব্যবস্থার মধ্যেকার অংশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে। কারণ আইনের মাধ্যম মধ্যে দেশের অবকাঠামোর (Infrastructure) সুযোগ্য বিকাশের অন্যতম পথ। উপযুক্ত আইন এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে অবকাঠামোর প্রত্যেকটি অংশ যা জাতীয় উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকার সম্ভাবনা বাড়াবে।

গ্রেট ব্রিটেনে গ্রন্থাগার আইনের জন্য জনসাধারণকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন মুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যার দ্বারা তাঁরা নিজের ইচ্ছামত পড়তে পারবেন। তাঁরা সঠিকভাবেই মনে করতেন যে নিজের ইচ্ছামত পড়তে পারার অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি। দেশের গ্রন্থাগার সমিতি গঠন. গ্রন্থাগারের প্রসার, জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস, জাতীয় শিক্ষা চিন্তা প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসাবেই গড়ে উঠেছে। লক্ষণীয় ১৯২৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনেই স্থির হয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংঘবদ্ধ প্রয়াস।

চল্লিশের দশকে কুমার নৃপেন্দ্র দেবরায় মহাশয় পঃ বঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তনের প্রয়াসী হয়েছিলেন ; ১৯৪৮ সালে ডঃ রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার আইনের খসড়া, অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্যের গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তনের উদ্যোগ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ধাপ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যথা কংগ্রেস. কম্যুনিষ্ট পার্টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী), বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, সোস্যালিষ্ট ইউনিট সেন্টার সমূহের সাথে ইতিপূর্বে কয়েকবার যোগাযোগ করা হয়েছিল গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী নিয়ে। প্রত্যেকটি দলই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা সংগঠনগুলি গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ করেন সেখানেও গ্রন্থাগার আইনের যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয়েছিল এবং দাবী সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সুতরাং গ্রন্থাগার আইনের দাবী আজ জনসাধারণের দাবী। এ দাবীর সপক্ষে আমরা দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর ও সমাজের বিভিন্ন অংশের জনসাধারণের কাছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আমাদের বক্তব্য এই যে পশ্চিমবাংলার আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তনের দাবী জনসাধারণের দাবী, জনসাধারণের গণতন্ত্রের দাবী কারণ গণতন্ত্রের অন্যতম অধ্যায় হলো-অধিকার অধিকার; তথ্য সংগ্রহের অধিকার. ইচ্ছামত পড়ার অধিকার. যা সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম সোপান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের যে চারটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলি হলো অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিল নাড়ু, ও মহারাষ্ট্র। কেরল প্রদেশও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে চলেছেন।

ঘাটের দশকে কেন্দ্রীয় সরকারে 'মডেল পাবলিক লাইব্রেরী বিল' গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পথে অন্যতম বলা যায় পদক্ষেপ।

বর্তমান নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে পশ্চিম বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে 'গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে তাতে অনেকেই সাড়া দিয়েছেন— উল্লেখযোগ্য বামফ্রন্ট তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে গ্রন্থাগার আইন অন্তর্ভুক্তও করেছেন। অনেকেই দেরী হওয়ার কারণে নির্বাচনী ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি জানিয়েছেন এবং নির্বাচনী পরবর্তী অবস্থায় তাঁরা সহযোগিতা করবেন আমাদের জানিয়েছেন এজন্য আমরা তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা অন্যান্য সমস্ত দলগুলিকে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবীতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ. ইয়াপ্লিক, পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড, কর্মচারী সমিতি জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি (NLEA) আবেদন জানাচ্ছে যে আপনারা আপনাদের এলাকার নির্বাচন প্রার্থীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন এবং গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করে তাঁদের এই আইন প্রবর্তনের সপক্ষে প্রতিশ্রুতি আদায় করুন।

প্রস্তাবাবলী

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সর্বসাধারণের জন্য ৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সুপারিশ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত ও হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত এই ৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমুন্নতি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ও ত্রুটিপূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক অগ্রগতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার, জন সাধারণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করছে।

সাধারণ প্রস্তাব :

প্রস্তাবক – বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক—প্রবীর রায় চৌধুরী

১ বিনা চাঁদায় আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

সর্বসাধারণের অবাধ ব্যবহারের জন্য ভারতের চারটি রাজ্যের অনুরূপ এই রাজ্যেও বিনা চাঁদায় আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রন্থকেন্দ্রিক বা গ্রন্থ লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের বর্তমান অগ্রগতির সাথে গ্রন্থ তথা তথ্য সরবরাহভিত্তিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

২ শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার উন্নয়নে ব্যয় করা হোক।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক সঙ্কটের কথা স্মরণ করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য নিয়মিত ব্যয় হোক।

৩ গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও কোঠারী কমিশনের সুপারিশ।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয় ও ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থাকে অবিলম্বে ব্যাপক ও গভীরভাবে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক করা প্রয়োজন। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে এবং শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের কর্মধারাকে যুগোপযোগী করার জন্য কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ৬.৪ ভাগ ব্যয় করা উচিত।

৪ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হোক।

এই সম্মেলন মনে করে যে বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারের অভাব অত্যন্ত প্রকট এবং গ্রন্থাগারবিহীন শিক্ষাপদ্ধতিই বর্তমান এবং গ্রন্থাগারের অভাবই শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এই অবস্থা বিচার করে এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য—

ক প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা হোক

খ বিদ্যালয় অনুমোদনের অন্যতম শর্ত হিসাবে গ্রন্থাগার প্রবর্তনের বর্তমান শর্তটি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালনের দিকে লক্ষ্য রাখা হোক।

গ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সুপরিচালন এবং পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তি সূচনী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ আবশ্যিক করা হোক।

সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব

প্রস্তাবক : সত্যব্রত সেন

সমর্থক : অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১ সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও তথ্যকেন্দ্র

সারা পৃথিবী জুড়ে তথ্যকে উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম সম্পদ হিসাবে পরিগণিত করা হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সর্বসাধারণকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক, জীবন জীবিকা, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুহায়তা করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের এই দিকটি বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় নি বা তার সুযোগ গ্রহণ করাও সম্ভবপর হয় নি, যদিও পূর্ববর্তী কয়েকটি গ্রন্থাগার সম্মেলনে এগুলি আলোচিত হয়েছে এবং গৃহীত সুপারিশ যথাস্থানে প্রেরিত হয়েছে। এই সম্মেলন মনে করে যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থ লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য পরিবেশনকেন্দ্র হিসাবেও সক্রিয় করে তোলার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে গ্রহণ করলে সমস্ত সমাজ বিভিন্ন দিক দিয়ে দ্রুত উপকৃত ও শক্তিবান হবে। এই সমস্ত বিবেচনা করে এই সম্মেলনে সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আশু উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছে।

২ পরিসেবার মান

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির স্তরবিন্যাসকে বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন স্তরানুযায়ী পরিসেবার কর্মধারা ও মানের বিষয়টি নির্ধারণ করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অগ্রণী ও সচেষ্ট হওয়ার জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনসাধারণের তথ্য প্রয়োজনকে অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। এই সম্মেলন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংগঠনগুলিকে এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

৩. বেতনক্রম, চাকুরীর সর্তাবলী

এই সম্মেলন অনুরোধ করছে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মধারাকে সহজ এবং ত্রুটিহীন করার জন্য সাধারণের গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মীদের স্তরভেদ নির্ধারণ করে উপযুক্ত বেতনভাতা ও চাকুরীর নিরাপত্তা দেওয়া হোক এবং প্রতিস্তরের কর্মীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত, বৃত্তিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে কোন স্তরের কোন কাজ কখন করণীয় সেগুলি নির্ধারণ করা হোক এবং সরকারী অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে বেতন ও চাকুরীর সুযোগ সুবিধার বৈষম্য পরিহার করা হোক।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সম্পর্কিত প্রস্তাব

প্রস্তাব : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সমর্থক : কেশবলাল চক্রবর্তী

এই সম্মেলন মনে করে যে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য রূপায়ণের প্রচেষ্টায় ভুল পথ অনুসৃত হচ্ছে। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং গ্রন্থাগারগুলিকে শক্তিসম্পন্ন করার করার কোন প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে না। ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বর্তমানে অনুসৃত একমাত্র গ্রন্থবন্টনের কাজও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রয়োজনানুযায়ী নয়।

ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বন্টিত গ্রন্থাদির নির্বাচন, ক্রয়, মূল্য ও বন্টন ব্যবস্থায় নানারূপ অসন্তোষ, অভিযোগ ও বৈষম্য আছে। জনসাধারণের এই অভিযোগ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য প্রতিষ্ঠার পরে অদ্যাবধি ফাউণ্ডেশনের এই রাজ্যে কার্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সম্মেলন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রককে অনুরোধ জানাচ্ছে।

এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ও ফাউণ্ডেশনের কাছে আরও প্রস্তাব করছে যে—

১ অবিলম্বে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের [illegible] ফাউণ্ডেশন রাজ্য সরকারকে প্রবৃত্ত করে তুলুন।

২ ফাউণ্ডেশন বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে গ্রন্থবন্টনের আগে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচনের স্বাধীনতা গ্রন্থাগারগুলিকে প্রদান করুন।

৩ গ্রন্থবন্টনের সঙ্গে গ্রহীতা গ্রন্থাগারের গৃহ আসবাবপত্র গ্রন্থপ্রস্তুতি করণের উপযোগী কর্মী-সংস্থানের বিষয় নির্ণয় করে যথোচিত অর্থ সাহায্য করুন।

৪ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটিগুলিতে গ্রামেদিক গ্রন্থাগার পরিষদগুলির অন্ততঃ দুজন প্রতিনিধি রাখা হোক

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে

প্রস্তাবক : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্থক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সম্মেলন লক্ষ্য করিতেছে যে এযাবৎকাল অনুসৃত নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ নিষ্ফল হইয়াছে। নব সাক্ষরদের উপযোগী পাঠোপযোগী পাঠ্যবস্তু সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবে নবসাক্ষরগণ পুনরায় নিরক্ষরতায় ফিরিয়া যাইতেছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজে এতাবৎকাল কর্মী-নিয়োগব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ রহিয়াছে।

এই অবস্থা পরিদৃষ্টে এই সম্মেলন মনে করে যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে স্থানীয় গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক করা হউক।

এই সম্মেলন আরও মনে করে যে স্থানীয় সংগঠন থাকায় গ্রন্থাগারগুলির তত্ত্বাবধানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সুষ্ঠু ও সহজসাধ্য হইবে। অতএব এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে গ্রাম ও সহরাঞ্চলে নিরক্ষরতার দূরীকরণের দায়িত্ব গ্রন্থাগারগুলির উপরও অর্পিত এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার যে অর্থব্যয় করে থাকেন সেই অর্থের প্রয়োজনীয় অংশ গ্রন্থাগারগুলিকে এই কাজের জন্য প্রদান করা হউক।

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে

প্রস্তাবক : হিরণ কুমার দত্ত

সমর্থক : চঞ্চলকুমার সেন

হুগলীজেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত ৩০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন জাতীয় গ্রন্থাগারকে স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার জন্য যে আইন গত ১৮ই মে ১৯৭৬-এ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে। সম্মেলন দাবী করছে যে জাতীয় গ্রন্থাগার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আরও বেশী দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। স্বয়ং শাসিত সংস্থায় তাকে রূপান্তরিত করে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার এই প্রচেষ্টা সমস্যার কোন সমাধান করবে না। সমগ্রদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও দায়িত্বের সঠিক মূল্যায়ন একান্ত অপরিহার্য বলে এই সম্মেলন মনে করে। সম্মেলন মনে করছে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থার পুরানো ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তে সুষ্ঠু ও সঠিক নীতি নির্ধারণ ও আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার জন্য একটি সার্বিক গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার বিষয়টি কেবলমাত্র রাজ্য তালিকায় না রেখে ভারতের সংবিধানের যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী এই সম্মেলন জানাচ্ছে। এই সম্মেলন আশা করছে যে জাতীয় গ্রন্থাগার ও সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুরানো ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন আনবেন।

কর্মচ্যুত গ্রন্থাগারিকদের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে

প্রস্তাবক : রামকৃষ্ণ সাহা

সমর্থক : গোপিকা প্রসাদ ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত এবং হুগলী জেলা গ্রন্থাগার চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত তেত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিগত কয়েক বৎসরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে কর্মচ্যুত করার সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই ধরণের কাজের তীব্র নিন্দা করছে। এই ধরণের ঘটনা সুস্থ ও স্বাভাবিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিচালনের স্বার্থে গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তা অত্যাবশ্যক। বিভিন্নস্তরের কর্তৃপক্ষের এই স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে। এই সম্মেলন অবিলম্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীঅরুণ রায়, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক

শ্রীঅমিনী সেন, কলকাতা প্রাচীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বীরেন কাজি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীতপন সেন, শ্রীমতী মিনতি গুহ; শ্রীমতী মমতা সেন ও শ্রীমতী রেবা ঘোষ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী ছায়া বসুর অবিলম্বে আর্থিক ও অন্যান্য চাকুরী-গত সুবিধাদিসহ কর্মচ্যুতির দিন থেকে পুনর্নিয়োগ দাবী করছে। কর্তৃপক্ষের এই বৈরাচারী মনোভাবের জন্য কর্মচ্যুত এবং অন্যান্য নানা কারণে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত গ্রন্থাগার কর্মী-দের সহায়তা করার জন্য 'গ্রন্থাগার কর্মী সাহায্য তহবিলে' মুক্ত হস্তে দান করতে এই সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে।

শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে প্রস্তাব সমূহ

প্রস্তাবক : অশোক বসু

সমর্থক : তুষার সান্যাল

ভারতবর্ষের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপযোগিতা অনস্বীকার্য একথা প্রতিটি শিক্ষাকমিশন, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনায়কেরা বলে থাকেন। অথচ শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। এই সম্মেলন মনে করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক করতে হলে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি আশু কার্যকরী করা প্রয়োজন :

১ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার জন্য এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান নির্ধারণের জন্য একটি ব্যাপক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উদ্যোগী হবার জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে।

গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রশিক্ষণ /Users' Library Education

২ বর্তমান সমাজ তথ্যকেন্দ্রিক এবং উৎপাদনের এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যের হচ্ছে অন্যতম সম্পদ (Resource)। সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে না পারা সামাজিক অপচয়। সুতরাং এই সম্মেলন পাঠক / ব্যবহারকারীর জন্য গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষণব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রস্তাব

১ গ্রন্থাগারিকবিহীন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ না করেই কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য রয়েছে। এই অবস্থা গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পরিষেবার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পক্ষে অনুকূল নয়।

২ গ্রন্থাগারিকদের জন্য ইউ জি সি সুপারিশকৃত বেতনক্রম প্রসঙ্গে

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা সম্পন্ন সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অবিলম্বে ইউ জি সি সুপারিশকৃত বেতনক্রম প্রবর্তন করে চালু করতে হবে।

৩ পি বি মুখার্জী ও দাস কমিশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত দাস কমিশন ও পি বি মুখার্জী কমিটি বৃত্তিসূচনী গ্রন্থাগারিকদের প্রতি বেতন ও পদ মর্যাদা সম্পর্কে যে অবিচার করেছেন, এই সভা তার তীব্র নিন্দা করছে।

৪ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা

বৃত্তিসূচনী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমতুল বেতন পদমর্যাদা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক কাউন্সিলের সদস্য এবং লাইব্রেরী কমিটির আহ্বায়ক করতে হবে। এই উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা প্রয়োজন।

৫ অন্যান্য কর্মীদের প্রসঙ্গে

গ্রন্থাগারে অ-বৃত্তিসূচনী কর্মীদের (লাইব্রেরী এটেণ্ডেন্ট, পটার প্রভৃতি) জন্য কাজের প্রকৃতি ও দায়িত্ব অনুসারে উপযুক্ত বেতনক্রম চালু করতে হবে।

...রিসেবা প্রসঙ্গে

...লেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যবহারকে সঠিক ... পরিচালনার জন্য পরিসেবার রূপরেখা প্রণয়ন ও ...তম মান অবিলম্বে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

... ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা ও গ্রন্থাদি ব্যবহারের ভিত্তিতে ...টি গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা, reading room space ও ...ক সংগ্রহের স্থানের পরিমান নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যয় অনুদান সম্পর্কে

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মত কলেজ ও ...বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের অন্ততঃ ৬.৫% ...গ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা উচিত।

বুক ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে

বুক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, ...ী ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রভৃতির নিয়মিত ব্যবস্থা করা ...চিত।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

অধিকাংশ গ্রন্থাগারে নাম মাত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারগুলি কখনই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না পরিবর্তিত নয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে

১ পূর্ব সময়ের বৃত্তিভুক্ত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় গ্রন্থাগার প্রবর্তন করতে হবে।

২ সামান্য ভাতার বিনিময়ে গ্রন্থাগারিকের কাজ চালিয়ে নেবার প্রথার অবসান করতে হবে

৩ গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

৪ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম হ্রাস করে সরকার যে আদেশ প্রকাশ করেছেন তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এবং বৃত্তিভুক্ত পূর্ব সময়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন, ভাতাদি-র ব্যবস্থা করতে হবে।

৫ গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় পাঠকক্ষ, কর্মী ও গ্রন্থ সম্ভারের ব্যবস্থা করা হোক।

৬ ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা করা হোক।

৭ ছাত্রদের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে career planning centre গড়ে তোলা হোক।

আপনাদের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

আপনারা কি পরিষদের সদস্য? যদি সদস্য হন, তবে চাঁদা বাকী আছে কিনা দেখুন। বাকী চাঁদা দিয়ে দিন, পরিষদকে সক্রিয় রাখুন।

যদি সদস্য না হন, তবে পরিষদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্বিক স্বার্থে শক্তিশালী করুন।

বার্ষিক চাঁদা : ব্যক্তিগত ৭·০০ প্রতিষ্ঠানগত ১০·০০

পরিষদের সদস্য হোন বা নাই হোন, গ্রন্থাগার আইনের দাবী জানিয়ে এবারের প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করুন।

আপনাদের এলাকায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের স্বার্থে হাতে লিখে যত বেশী সম্ভব পোষ্টার ছড়িয়ে দিন—গ্রন্থাগার বিষয়ে জনসাধারণের ও নির্বাচন প্রার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

পোষ্টারে লিখবেন :

(ক) সুসমন্বিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চাই—

(খ) ভাত, কাপড় শিক্ষা চাই
আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার চাই—

(গ) সরকারী নিয়ন্ত্রণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলুন, বেকার শিক্ষিতদের চাকুরীর সুযোগ বাড়িয়ে দিন।

(ঘ) আমার স্বার্থে আপনার স্বার্থে
গ্রন্থাগার আইন চালু করুন।

(ঙ) গ্রন্থাগার আইন চালু করুন।
সরকারী অর্থের অপচয় বন্ধ করুন।

● পোষ্টারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নাম দিতে পারেন। সেই সঙ্গে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিতেও বাধা নেই।

স্বাধীনতার তিন দশক পরেও জনসাধারণ নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পাবে না কেন প্রশ্ন করুন।

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, ব. গ্র. প।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চাই কেন ?

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে আজ আইনভিত্তিক নিঃশুল্ক সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষকদের সমিতি সমূহও এদাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, সম্মিলিত আন্দোলনেও সোচ্চার ধ্বনি তুলেছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল গ্রন্থাগার আন্দোলন তো নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একই কথা বলে যাচ্ছেন বারবার।

শুধু তাই নয়, ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি ১৯৫৯ সালে প্রদত্ত রিপোর্টেও প্রত্যেক রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন মারফৎ সাধারণের গ্রন্থাগার উন্নয়ন কর্মসূচীর কথা বলেছেন। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন নিয়োজিত গ্রন্থাগার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপও একই কথা বলেছেন এবং তদনুযায়ী একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রতিরাজ্যে একটু অদলবদল সাপেক্ষে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিবৃতিও করেছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত ভি ভি. গিরি, ১৯৭২ সালে ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গ্রন্থাগার আইন প্রতি রাজ্যে প্রণীত না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে ইউনেস্কো (Unesco) এই বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়ে বক্তব্য প্রচার করে চলেছেন। তার সংজ্ঞা অনুযায়ী আইন ভিত্তিক না হলে সাধারণের গ্রন্থাগার সাধারণের হতে পারে না। কেননা আইন ছাড়া সাধারণের গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের ব্যবহার-সুযোগ নিঃশুল্ক ও অবারিত হওয়া এবং সমাজে স্থায়ী আসন পাওয়া অসম্ভব।

অথচ, বিশ্বের সর্বত্র একথা স্বীকৃত যে,

(১) শিক্ষালয়ের বাইরে শিক্ষার অনুশীলনের জন্য,

(২) গণতন্ত্রের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা ও বলিষ্ঠ চিন্তার মানুষ সৃষ্টির জন্য,

(৩) স্কুল কলেজের অপর্যাপ্ত শিক্ষার পরিপূরণের জন্য,

(৪) শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংকট থেকে, বাঁচবার তথা সামাজিক অবক্ষয় রোধ করার জন্য,

(৫) জাতীয় ব্যয় সংকোচ ও অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে উন্নততর অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলবার জন্য,

(৬) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও লোক শিক্ষার জন্য।

(৭) বহু ব্যয় সাপেক্ষ জ্ঞানার্জন সর্বসাধারণের আয়ত্বাধীনে আনার জন্য,

(৮) প্রত্যেক ভাষায় বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় বহুল পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য

সুসমন্বিত সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার পরিস্থিতি

বলাবাহুল্য সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্যকভাবে উপলব্ধ না হলেও, গ্রন্থাগার আইন ব্যতিরেকেই একটি সমন্বয়হীন কাঠামো ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। তার মূলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কয়েকটি ব্যবস্থার চাপ ও সমর্থন রয়েছে সন্দেহ নেই। সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের দানে ও ক্রমবর্দ্ধমান পাঠক সমাজের চাঁদায় একটি বিরাট সংখ্যক সাধারণের গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। এরই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "যা হোক কিছু করার" মনোভাব দ্বারা চালিত হয়ে প্রধানত কিছু অনুদান নিয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ ভাগ থেকে উপস্থিত হয়েছেন। তাই, পশ্চিমবঙ্গের এখন তিন ধরণের সম্পূর্ণ সরকারী সরকারী আনুকূল্য প্রাপ্ত এবং সরকারী আনুকূল্য বঞ্চিত সাধারণের গ্রন্থাগার দেখতে পাওয়া যায় :

(ক) সম্পূর্ণ সরকারী গ্রন্থাগার - যার মধ্যে আছে

(১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

(২) টাকী গভর্নমেন্ট জেলা গ্রন্থাগার

(৩) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার

(৪) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার

(৫) দীঘা সৈকতাবাস গ্রন্থাগার

(৬) বাণীপুর ও কালিম্পং : জনতা কলেজ সংলগ্ন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

(৭) দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগারটিও নীতিগত ভাবে স্বীকৃত সরকারী গ্রন্থাগার।

এগুলির কর্মচারী, গৃহ ও খরচপত্র সবই সরকারী। কিন্তু এখানে পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যবস্তুর সংযোজন, পাঠগৃহ ব্যবস্থা, অনুপস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি তো এখনও পুস্তক ধার দেওয়া ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি।

(খ) চাঁদা ও দান সম্বল স্বেচ্ছাকর্মী বা আধা স্বেচ্ছাকর্মী পরিচালনাধীন গ্রন্থাগার—যার সংখ্যা এখন প্রায় ৪০০। এর মধ্যে কোন কোন গ্রন্থাগারকে কখনও সখনও কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য অনুদান বা বইপত্র সরকার দিয়ে থাকেন। যারা এরকম অনিয়মিত সাহায্য পেয়ে থাকেন তার সংখ্যা ১০০০ এর বেশী হবে না। অর্থাৎ আরও ৩০০০ গ্রন্থাগার সম্পূর্ণভাবে চাঁদা ও দান নির্ভর। ফলে এই দুই প্রকারের গ্রন্থাগারের কাজে উপযুক্ত স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বসাধারণের কাছে ইচ্ছা থাকলেও উন্মুক্ত করে দিতে পারে না। সারা বৎসর খোলা রাখতেও পারে না। নিজস্ব ঘরবাড়ী বা নিরুদ্বেগ আস্তানা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেই। বিজ্ঞানসম্মত পরিচালন ব্যবস্থা তো দূর অস্ত। ভাল ভাল পুস্তক, পত্রপত্রিকা তথা তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনে এরা একরূপ পঙ্গুতা রোগে পঙ্গু।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে, গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—এদের সংখ্যা, ১৬টি জেলা গ্রন্থাগার (১২টি জেলা সদর সহরে, ২টি মহকুমা সদর সহরে, একটি মিউনিসিপ্যাল সহরে, এবং আর একটি গ্রামে অবস্থিত), ৩৮টি সহর বা মহকুমা গ্রন্থাগার (কয়েকটি এখনও কাজকর্ম সুরু করবার অবস্থায় আসেনি), ২৩টি নির্বাচিত অঞ্চল অঞ্চল গ্রন্থাগার এবং প্রায় ৭০০টি গ্রামে বা সহরের অঞ্চল বিশেষে গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

এর প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও পরিষেবাগত স্বাস্থ্য নিম্নরূপ :

(১) অধিকাংশ জেলা গ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলি প্রধানত সমিতি পত্তীয়ন আইন অনুযায়ী পঞ্জীভূক্ত এক একটি স্বতন্ত্র সমিতি দ্বারা পরিচালিত। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব সরকারী বলে স্বীকৃত হলেও চাহিদার সঙ্গে সরকারী অর্থবরাদ্দ ব্যবস্থার সঙ্গতি নেই। সর্বসময়ের বেতনভুক-কর্মী সংখ্যাও সরকারই ঠিক করে দেন এবং বেতনভাতাও সরকার যা দিতে বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাই দেওয়া হয়। বার্ষিক সরকারী অর্থ-বরাদ্দ. পুস্তক ক্রয় খাতে জেলা গ্রন্থাগারের জন্য মাত্র ৩০০০ টাকা, সহর/মহকুমা গ্রন্থাগারের জন্য ১৮০০ টাকা, আঞ্চলিক বা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য কিছুই নেই ; তদ্রূপ আনুষঙ্গিক ব্যয় খাতে, জেলাগ্রন্থাগারের জন্য মাত্র ২০০০ টাকা, সহর/মহকুমা গ্রন্থাগার খাতে ১২০০ টাকা,/গ্রামীণ গ্রন্থাগারখাতে মাত্র ৬০০ টাকা, আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের জন্য ১০৮০ টাকা। কর্মী আছেন, জেলা গ্রন্থাগারে দশজন, সহর/মহকুমা গারে চারজন, এবং আঞ্চলিক/গ্রামীন গ্রন্থাগারে মাত্র দুইজন।

সাধারণত, জেলা গ্রন্থাগার সমিতিগুলির সম্পাদক হচ্ছেন, জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক একজন সরকারী অফিসার, অন্যান্য সমিতির সম্পাদক স্থানীয় ব্যক্তি। গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত ভূমিকা গ্রন্থাগার সমিতি গুলিতে উপযুক্তভাবে স্বীকৃত নয়। তিনটি জেলা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সমিতি নেই। দুটি জেলা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সমিতি থাকলেও জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক সম্পাদক নন, স্থানীয় ব্যক্তিই সম্পাদক—তার মধ্যে একটি এখন আবার প্রশাসকের অধীন। কোচবিহারের জেলা গ্রন্থাগারটি নাম পাল্টে উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার করা হলে, জেলা গ্রন্থাগারটি জেলা গ্রন্থাগার সমিতির দ্বারা পরিচালিত হত, সেই সমিতিটি যথাযথভাবে ভেঙ্গে না দিয়ে হস্তান্তর না ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার করা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারটি বিহার রাজ্যে ছিল সরকারী গ্রন্থাগার। কিন্তু পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তির পর এটিকে বেসরকারী

গারে পরিণত করা হয়েছে—বেসরকারী সমিতির হাতে
া হয়েছে।

(২) এইসব গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি কোন
তি বা কমিটির দ্বারা পরিচালিত হলেও সরকারের সঙ্গে
ক্তী কি হবে বা কি উপায়ে সম্পর্ক রক্ষা করা হবে তা
হয়নি—চুক্তিও নেই। বাড়ীঘর নির্মাণের অর্থ সরকারই
৯০% ভাগ বহন করেছেন—কমিটি যদিও দানে সংগ্রহ
বা সরকারী খাসজমি। ফলে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকার
ার অধস্তন জেলা শিক্ষাধিকার বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাবার
র্থ তছরুপাদি জনিত বিশৃঙ্খলাকে আয়ত্বে আনয়নের জন্য
নযুগ কিছু করতে অক্ষম। বড়জোর টাকা অনুদান দেওয়া
করে দিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারটি তুলে দিতে পারেন।
রণপার কলতা অঞ্চলের সেবক ভারতী গ্রামীন
গার তেমনি ভাবে অবলুপ্ত একটি গ্রন্থাগার।

(৩) নতুন কোন স্পনসর্ড গ্রন্থাগার খুলবার বা পুরানো
। সদল স্বেচ্ছাকর্মী পরিচালিত গ্রন্থাগারকে
ভ করবার সময় জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা
মণ্ডলকে জানানোর বা অনুমোদন নেওয়ার প্রথা কিছুটা
লেও এই পরিষদগুলিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কোন
ক বা গ্রন্থাগার কর্মী না থাকায় জন্য যুক্তিযুক্ত উন্নয়ন
ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। অনুমোদন না নিলেও চলে।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, সহর/মহকুমা
গার বা গ্রামীণ/আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কেউ কারোর সঙ্গে
ক্ষিত নয়—সকলেই স্বতন্ত্র। ফলে সুসমন্বিত
াগার ব্যবস্থা—বা গ্রন্থাগারের যন্ত্র পুস্তক ভাণ্ডার
া সত্ত্বেও পুস্তকের ব্যাপক ব্যবহারের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে
র তা আজও গড়ে ওঠে নি। আমাদের গ্রন্থদান
ওয়া হয়েছে জেলা গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে। কিন্তু সেগুলি
াবার জন্য পেট্রল খরচ ও যেরাহত খরচ বাবদ কিছুই
মিত বরাদ্দ নেই। ফলে এদিক থেকেও দুর্বল। প্রতি
র পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার বা জেলা সমাজ শিক্ষাধিকার
গারের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে পুস্তক ক্রয় করে
কে। কিন্তু সেখানেও পুস্তকাদি নির্বাচনে গ্রন্থাগারে
প্রয়োজন জিজ্ঞাসিত হয় না। ফলে, অনেক সময় অকল
বিশেষে ঐ পুস্তক অপ্রয়োজনীয় বা দ্বিত্ব হয়ে পড়ে—
বিতরণেও বহু ত্রুটি থাকে।

(৪) এই গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে কোথাও
টাকা আছে, কোথাও নেই। কোথাও টাকা জমা
রাখার ব্যবস্থা আছে, কোথাও নেই—কোথাও বিনা-
বাধায় পড়া যায় ও কোথাও যায় না।

(৫) এইসব গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মীরা নানাভাবে
ভুগছেন। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য ওদের মধ্যে অসন্তোষ
জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠছে। সর্বক্ষণের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও
উপযুক্ত, (ক) সার্ভিস রুল নেই, (খ) মাসিক বেতন ও
ভাতাদি নিয়মিত প্রতিমাসে গ্রামীনগ্রন্থাগার কর্মীরা অদ্যবধি
পান না। (গ) বেতন ভাতাদি সরকারী কর্মচারীদেরও
সমতুল নয়, (ঘ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা বা
মেসিনার যোগদানের সুযোগ ও প্রকৃতপক্ষে সীমিত।
পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি অনুধাবনে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে

(ক) সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার
সুনির্দিষ্ট এক-চরিত্রের প্রশাসন যন্ত্র নেই।

(খ) অর্থ প্রদানে বৈষম্যও রয়েছে ও প্রয়োজনকে আমল দেওয়া হয় না।

(গ) কর্মচারীরা অবহেলিত নিরাপত্তাহীন

(ঘ) পুস্তক ক্রয় ও বিতরণে খামখেয়ালীর খপ্পরে পড়ে স্থানীয় প্রয়োজন উপেক্ষিত

(ঙ) অর্থের অপচয় ব্যাপক

(চ) পাঠকসমাজ তাদের পাঠস্পৃহাও তথা-প্রত্যাশার দিক থেকে উপেক্ষিত

(ছ) যুব সমাজে ব্যাপক অবক্ষয় বৃদ্ধির সুযোগ অবারিত

(জ) বিভিন্নস্তরের গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে সমন্বয় অনুপস্থিত

(ঝ) পুস্তক প্রকাশনায় ও বিক্রয় ব্যবস্থায় অব্যবস্থা ও অস্থিরতা ও অসাধুতার ক্রমবৃদ্ধি

(ঞ) সরকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ও গ্রন্থাগার সমূহে দক্ষতার অভাব সুপরিস্ফুট।

উপসংহার

এই সবই এক অরাজক অবস্থার চিত্র। সংক্ষিপ্ত আকারে চিত্রিত হলেও আশাকরি বুঝতে কষ্ট হয় না যে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচীটি মূলতঃ পর্যুদস্ত। উন্নয়ন প্রশ্ন প্রবন্ধনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট বাকি বা প্রতিনিধি; গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের রেওয়াজ আজও পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহলে গড়ে ওঠেনি।

সর্বোপরি যে সমিতি পত্রীয়ন আইনের আওতায় এই গ্রন্থাগারসমূহ পত্রীভূত হওয়ার জন্য ঠেলে দেওয়া হয়ে থাকে তা প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থাগারতন বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা হয় এমন ভাবে তৈরী নয়। এই আইনে দুর্নীতি দূরীকরণের উপায় খুবই দুর্বল এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধানেও উপযুক্ত ব্যক্তি বা অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ।

ফলে, [illegible]কে সামনে রেখে সমাজে সাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়, তা পরিপূরণে বাধার পর বাধা এসে উপস্থিত হয়। সমাজে অবক্ষয়ের চিত্র রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে বাড়তে থাকে, সক্ষমতাকরণ পুনঃপুন নিরক্ষরতায় নিমজ্জিত হয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেতন নাগরিকের অভাব ঘটে। গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা প্রকাশনেও দেখা যায় বন্ধ্যাত্ব।

তাই আজ সারাদেশে দাবী উঠেছে :

গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলুন, জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করুন—আজীবন শিক্ষার সুযোগ নিয়ে সুযোগ্য নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তা করুন।

আইনের জন্যই গ্রন্থাগার আইনের দাবী নয়। বাঞ্ছিত গ্রন্থাগার পরিস্থিতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে, ইতিমধ্যে প্রচলিত ও গড়ে ওঠা সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাকে বিদূরিত করার জন্যই গ্রন্থাগার আইনের দাবী।

[illegible]সংগঠিত জনসংগঠন জনমতামতের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই দাবীর বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই এই নিবন্ধ মারফৎ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমরা পুনরুদ্যোগ। স্মরণ করা যেতে পারে ইতিমধ্যে ভারতের চারটি রাজ্য—তামিলনাড়ু, অন্ধ্র মহীশূর, ও মহারাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে।

সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে
ডঃ শঙ্কর ঘোষ। তথ্যনিষ্ঠ বিশদ আলোচনা।
[২০·০০]

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা
সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত।
৮ মানচিত্র। [১৫·০০]

কালিকট থেকে পলাশী (১৪৯৮-১৭৫৭)
সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রাচ্য অভিযান কাহিনী। ভারতের কথা বিশেষ আলোচিত।
১০ মানচিত্র। [৬·৫০]

বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া
সাহিত্যরত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
তত্ত্ব, বিবর্তন ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের জীবনকথা। কয়েকটি ছবি। [১০·০০]

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য
ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
তথ্যসমৃদ্ধ বই, ভারতীয় সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫·০০]

সংস্কৃত নাটকের গল্প
অধ্যাপিকা অনিতা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রাচীন ১০টি সংস্কৃত নাটকের গল্পরূপ। [৮·০০]

বাঁকুড়ার মন্দির
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির আলোচনা।
৫৩ আর্টপ্লেট। [১৫·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

মূল্য ১·৫০ GRANTHAGAR বৈশাখ ১৩৮৪ May—June, 1977
Annual Price Rs. 15.00
Volume 27 : No. 2
Licenced to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ইয়াসলিক

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি।

এশিয়াটিক সোসাইটি কর্মচারী সমিতি।

পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে

গ্রন্থাগার আইন চালু করা হোক

●

জনসাধারণের স্বশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত ও স্থায়ী করা হোক

●

গ্রন্থাগার আইনভিত্তিক সুসমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে
সরকারী অর্থের অপচয় বন্ধ করা হোক

●

গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রশাসনিক কাজে ধামাধেয়ালীপনা
বন্ধ করা হোক

●

আমার আপনার সকলের স্বশিক্ষার স্বার্থেই

গ্রন্থাগার আইনের দাবী জয়যুক্ত হোক

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত রূপ পোস্টার হাতে লিখে আপনারা ব্যাপক প্রচারে অংশ নিন।

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library Calcutta University Cal-73.
Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANN 1319, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012
Editor : Ramkrishna Saha :: Associate Editor : Achinta Mullick

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৩ আষাঢ়, ১৩৮৪

সূচী

জাতীয় তথ্য পরিকল্পনা ও জাতীয় গ্রন্থাগার
(সম্পাদকীয়)
অনাদি গুপ্ত
জাতীয় গ্রন্থাগার ও তার বর্তমান সমস্যা
শৈলেন বাগচী
আন্তঃ গ্রন্থাগার বিতরণ কেন্দ্র
জাতীয় গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৬ বাস্তবায়ন
দিনেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
গ্রন্থাগার সংবাদ
রাজ্যপালের নিকট পাবলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের স্মারক-পত্র
UGC circular for revision of pay of Librarians etc.
পরিষদ সংবাদ
বার্ষিক নির্ঘণ্ট ১৩৮৩ i—vi

বার্ষিক চাঁদা—১৫·· সম্পাদনা : রামকৃষ্ণ সাহা প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের সাইজ	কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট	২৫০	৪০০
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮×৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	৩০০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪×৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৪৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০·০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal
By Dr. Ranganathan মূল্য ২·০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫·০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২·০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার প্রণীত মূল্য ৪ ০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৪০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যবৃন্দকে (ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত) জানানো যাচ্ছে যে, পরিষদের সংবিধান অনুযায়ী এপ্রিল মাসেই সদস্যদের ১৯৭৭-৭৮ সালের চাঁদা বকেয়া হয়ে যাচ্ছে। পরিষদের সদস্যরা অবগত আছেন যে বহু সদস্যের চাঁদা বাকী থাকা সত্ত্বেও এ যাবৎকাল পরিষদ তার মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' নিয়মিত পাঠিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করা গেছে বহু সদস্য যেমন বকেয়া চাঁদা জমা দিয়ে দিচ্ছেন আবার একটি অংশ তা পরিশোধ করে উঠতে পারেন নি—ফলে অর্থাভাবে পরিষদের অনেক কাজকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই পরিষদ তার সদস্যদের বকেয়া পরিশোধের আবেদন জানাচ্ছে—অন্যথায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না।

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কর্মসচিব

২৮. ৪. ৭৭

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৩ | আষাঢ়, ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

জাতীয় তথ্য পরিকল্পনা ও জাতীয় গ্রন্থাগার

বিগত কয়েক বছর ধরেই জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে নানারকম আলোচনার ঝড় উঠেছে এবং সমস্যাগুলির মূল্যায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিপূর্বে দুটি কমিটি গঠন করেছিলেন সাধারণভাবে 'ভা কমিটি' ও 'খোসলা কমিটি' নামেই এরা পরিচিত। 'ভা কমিটি' সমস্যার সমাধানকল্পে জাতীয় গ্রন্থাগারকে সামান্য স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন লালফিতার দীর্ঘসূত্রীতা কমানোর জন্য। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আরো একধাপ এগিয়ে সমস্ত গ্রন্থাগারটিকে নিজ দায়িত্ব হতে মেহাই দিয়ে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসাবে পরিগণিত করতে চাইলেন। নানারকম বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়ে ১৯৭২ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার বিলটি পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারা গঠিত জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয় পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অবস্থার সুযোগে। জাতীয় গ্রন্থাগারকে স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসাবে স্থির করলেন ১৯৭৬ সালে এসে 'জাতীয় গ্রন্থাগার আইন', ১৯৭৬-এরমাধ্যমে আমরা বিস্মিত যে, সমস্যার মূল্যায়ন না করে জনমতকে উপেক্ষা করে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের ও কর্মচারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতগুলি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হলো। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষানীতিক ও সংস্কৃতিগত আন্দোলন থেকে গ্রন্থাগারটির বিচ্ছিন্নতা ঘটবার আশংকা থেকে যাচ্ছে। এক কথায় বলা যায় জাতীয় গ্রন্থাগার আর জাতীয় রইলো না; এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার সঙ্গে সম্পদ বিনিময় করার অধিকার অনেকাংশে খর্ব হলো।

যুক্তি হিসাবে বলা যায় যে কোন কর্মকাণ্ডের মধ্যে Input হিসাবে জ্ঞান বা তথ্যের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। আজকের যুগে সবাই পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যে পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যক্তিভিত্তিক, সমষ্টিভিত্তিক কিন্তু দেশ ও কাল অনির্ভর এবং যা লিখিত ও প্রকাশিত। সরকার গ্রন্থাগারটিকে দায়িত্বমুক্ত করে দিয়ে এটিকে সম্পদশালী করে তোলার দিকটি উপেক্ষা করলেন।

প্রত্যেক দেশের গ্রন্থাগার সে দেশের জ্ঞান, সংস্কৃতি ও তথ্যপ্রবাহকে নিয়মিত করার প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। আমেরিকার মত দেশ যেখানে ব্যক্তিগত সংস্থার প্রাধান্য অতিমাত্রায় দৃশ্যমান সেখানেও লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, অব ন্যাশনাল লাইব্রেরী মেডিসিন প্রভৃতি সংস্থা সরকারী আওতাভুক্ত। আমাদের দেশেও ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল লাইব্রেরী প্রভৃতি সরকারী আওতাধীন। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তার যুক্তি কি? এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য কাজ করছে সেটা বলা দরকার।

সাধারণভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সার্বিক তথ্য পরিকল্পনা ছিল না।

সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে NISSAT (জাতীয় তথ্য পরিকল্পনা) রচিত হলেও কিন্তু আজও সেটি সূর্যালোক দেখার সুযোগ পায় নি।

এবার একটু বাইরের দিকে তাকানো যাক। ১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ও লেখ্যাগার বনিয়াদ গঠনের উদ্দেশ্যে আন্তর্সরকারী একটি সম্মেলনে আহুত হয়। এ সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিল UNESCO, FID, IFLA এবং ICA। ৮৬টি দেশের প্রতিনিধি সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মানব সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা নির্ধারণ। অন্য উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে তথ্য ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ও লেখ্যাগার পরিষেবার জাতীয় কর্মসূচী ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ যাতে এই সংস্থাগুলি সুসংবদ্ধভাবে ও পরিকল্পিতভাবে জাতীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শাসন, অর্থনীতি, যোগাযোগ ও সরকারী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে।

সমস্ত বিষয়গুলিকে খুঁটিয়ে দেখার জন্য তিনটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরী করা হয় যেখানে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ও লেখ্যাগারের বনিয়াদ গঠনের পরিকল্পনা, সেগুলির প্রয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় উপযুক্ত মানব-শক্তি বিকাশের পরিকল্পনা।

এই কমিটিগুলির সুপারিশের সারমর্ম হলো যে প্রত্যেক দেশে National Information System (NATIS)-এর বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রত্যেক দেশের সরকার যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন সেইরকম কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় সরকারগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন।

উন্নত দেশগুলি বর্তমানকালে তথ্য ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীকরণের দিকে ঝুঁকেছে, উদাহরণ স্বরূপ গ্রেট ব্রিটেন, পঃ জার্মানী, ইঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যেতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বহু আগেই তথ্য ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করার একটি সুঠাম ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সেখানে সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতমানের প্রযুক্তি থাকতেও কোনরকম পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই জাতীয় গ্রন্থাগারকে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হোল। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটা যেদিকে হাঁটছে আমরা তার বিপরীত দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

বিগত ১৬ই মার্চের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম অবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্খায়। কিন্তু বর্তমান নির্বাচিত সরকার এখনও পর্যন্ত মুষ্টি ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ হয়েছেন শুধু তাই নয় তারা পূর্বতন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন দেখা যায়। তা না হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এক অধ্যাপককে জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তার পদে বৃত করায় আপত্তি করলেন না কেন? আমরা দাবী করি অবিলম্বে জাতীয় তথ্য নীতি নির্ধারণ করা হোক এবং সেই সাপেক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার আইন ১৯৭৬ কে প্রত্যাহার করা হোক এবং জাতীয় গ্রন্থাগারকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

জাতীয় গ্রন্থাগার ও তার বর্তমান সমস্যা

অমাপ্তি গুপ্ত

(১)

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতায় আলিপুর অঞ্চলে অবস্থিত। কলকাতার সৌভাগ্য যে ভারতের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার এখানেই সুরু হয়েছিল এবং এখানেই আছে। বর্তমানে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন, অবশ্য সুরু থেকে এটা এরকমটা ছিল না এবং এর জীবন বৃত্তান্তও অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও চমকপ্রদ। বর্তমান সমস্যার আলোচনা করতে গেলেও এর জীবনেতিহাস বলে নেওয়াটা প্রয়োজন। তা না হলে এর সমস্যা পুরোপুরি বোঝা যাবে না।

কলকাতা হচ্ছে সভা সমিতির জায়গা। ইংরেজ শাসনের সুরুতে কলকাতাইতো ছিল তাদের রাজধানী। রাজপুরুষদের বাস ও কর্মকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা সংস্কৃতির কেন্দ্রও হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ এবং সংস্কৃতির প্রচারে সভা সমিতি তো একটা প্রধান অংশই নিয়ে থাকে। ১৮০৪ সালের ৩১শে আগষ্ট টাউন হলে তৎকালীন দেশী ও বিদেশী এক সুধীজন সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে কলকাতায় এক সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রস্তাবটি ছিল এরকম—That it is expedient and necessary to establish in Calcutta a Public Library of reference and circulation, that shall be open to all ranks and classes without distinction and sufficiently extensive to supply the wants of the entire community in every department of literature. ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক জে এইচ ষ্টকুয়েলার (J. H. Stocqueler) নিযুক্ত হলেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এর প্রথম মালিক। পাঠক খেয়াল করবেন 'মালিক' কথাটি, কারণ গ্রন্থাগারটি কয়েকজনের ব্যক্তিগত দানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এতে কোন সরকারী সাহায্য ছিল না। এই সঙ্গে অবশ্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গ্রন্থাগারের ৪৬৭৪ খানা বই সংযুক্ত হয়েছিল। গ্রন্থাগারের জন্য সিভিল সার্জন এফ পি ষ্ট্রং (Dr. F. P Strong) সাহেবের বাড়ীর এক তলায় জায়গাও মিলল এবং জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারটি খুলে দেওয়া হল ১৮৩৬ সালের ৮ই মার্চ তারিখে। ষ্টাসি সাহেব (Mr. Stacy) হলেন এর প্রথম গ্রন্থাগারিক এবং এই পদে তিনি ছিলেন ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত। এরমধ্যে ১৮৪১ সালে গ্রন্থাগারটিকে কিছুকালের জন্য সরে যেতে হয় ফোর্ট উইলিয়ামে। এরপর ১৮৪৪ সালের জুন মাসে এটা চলে আসে মেটকাফ হলের এক তলায়। মেটকাফ হলটি এখনও বর্তমান। বাড়ীটি কিন্তু তৈরী হয়েছিল গ্রন্থাগারের জন্য নয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেটকাফের সম্মানার্থে জন সাধারণের চাঁদায়, কিন্তু গ্রন্থাগারের কাছ থেকে ভাড়া নিতেন কর্তৃপক্ষেরা। গ্রন্থাগারটি অবশ্য দিন দিন পুস্তক সংখ্যা ও পাঠক সংখ্যার দিক থেকে বাড়ছিল।

১৮৪৮ সালে ষ্টাসি সাহেব পদত্যাগ করলে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ঐ পদে উন্নীত হলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বৃত ছিলেন। গ্রন্থাগারের পরিচালন ভার ছিল কিউরেটর কমিটির উপর এবং গ্রন্থাগারিক ছিলেন তার সম্পাদক। সদস্যদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য চাঁদা দিতে হত। ১৮৭৩ সালে এই কমিটি তুলে দেওয়া হয় এবং ১৪ জন সদস্য বিশিষ্ট এক কাউন্সিল গঠন করা হয়। এতে মালিক পক্ষ ও সদস্যরা সভ্য ছিলেন। পুস্তক সংগ্রহের জন্য একটি কমিটিও ছিল। সদস্যরা সরাসরি তাক থেকে তাঁদের বই বেছে নিতে পারতেন। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর পাঠকল্যে বিদেশী

শাসক সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের দান ও সহযোগিতা কম ছিল না, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এই সৌহার্দ ও সহযোগিতার ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য ততদিনে শিক্ষিত দেশবাসীরা অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছেন, সেই সঙ্গে জন সাধারণের বিদেশী শাসক সম্পর্কে কিছুটা মোহভঙ্গ ঘটেছে। শাসক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও দাক্ষিণ্য বহুলাংশেই উপকারী, তাই এই সহযোগিতার অভাব যে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীকে প্রভাবিত করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। হয়েছিলও ঠিক তাই। গ্রন্থাগারের অবস্থা ক্রমাগতই অবনতির দিকে যেতে লাগল। টাকা পয়সার অভাব দেখা দিল। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী বা সরকার কেউই একে যথাযথ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন না। ১৮৭৩ সালে এর উন্নতিকল্পে যে লাব-কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সুপারিশ এমন কিছু সুফল ফলাতে পারেনি। বঙ্গদেশ সরকার এবং মিউনিসিপ্যালিটী কিছু খয়রাতি সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করলেন না। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে গ্রেগরী সাহেবের (Wr. Gregory) উপর। ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে বিখ্যাত বক্তা ও রাজনীতিক বিপিনচন্দ্র পাল হন এর গ্রন্থাগারিক, পরে অবশ্য ১৮৯৮ সালে তিনি পদত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে শাসনকর্মের প্রয়োজনে বিভিন্ন সচিবালয়ে কিছু বই জমা হয়ে গড়ে উঠেছে সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, ১৮৯১ সালে এই ছোট ছোট সংগ্রহগুলিকে একত্র করে সরকার তৈরী করলেন এক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। এই গ্রন্থাগার দেখাশুনা করার জন্য নিযুক্ত হন এক অফিসার ইন-চার্জ। এর ব্যবহার সীমিত ছিল সরকারী উচ্চ পর্য্যায়ের অফিসারদের মধ্যে। সাধারণের ব্যবহার্য ছিল না এটি। ভারতের বিখ্যাত নায়ক লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন ১৮৯৯ সালে। তিনি বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে দেখার সময় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী এবং এই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীটিও দেখেন। বিদ্যোৎসাহী কার্জনের প্রচেষ্টায় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর মাসিকানা সরকার কিনে নেন এবং এর সংগ্রহ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এবং কোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংগ্রহ সমুদায়কে একত্র করে মেটকাফ হলেই স্থান দেওয়া হয়। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী তখন চালাচ্ছিলেন সাধারণ ক্ষিতি। যাই হোক, কার্জন সাহেব ১৯০২ সালে বিধিবদ্ধ করালেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এ্যাক্ট এবং তিনি ঘোষণা করলেন—It is intended that it should be a Library of reference, a working place for students and a repository of materials for the future historians of India, in which, as possible, every work written about India at any time can be seen and read. এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে নিয়ে আসা হল জন ম্যাকফারলেনকে এই নূতন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হিসাবে এবং ১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী এটিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। ম্যাকফারলেনই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম গ্রন্থাগারিক। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রবেশ মুখে এঁর নাম প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ আছে। ম্যাকফারলেন ১৯০৬ সালে মারা যান আর এই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীই ১৯৪৮ সালে নাম পরিবর্তন করে হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

যেহেতু ম্যাকফারলেন সাহেব ছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের শিক্ষপ্রাপ্ত এ্যাসিষ্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান সেজন্য তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অনুরূপ সূচীকরণ (ক্যাটালগিং) এবং বর্গীকরণ (ক্লাসিফিকেশন) পদ্ধতি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে প্রবর্তন করে যান এবং তা দীর্ঘদিন চালু ছিল। গ্রন্থাগারটির পরিচালন কর্তৃপক্ষ ছিলেন তদানীন্তন অরাষ্ট্রসচিব। ১৯০৭ সালে গ্রন্থাগারিকের পদে বৃত হন বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে। নথিপত্রে প্রমাণ আছে যে হরিনাথ দে গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন কোন ত্রুটির জন্য এবং সম্ভবতঃ সেই অপমানের শোকে তিনি ১৯১১ সালে মারা যান। এরপর গ্রন্থাগারিক হয়ে আসেন জে-এ চ্যাপম্যান (Mr. J. A. Chapman)। ইনি দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩০ সালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন খান

বাহাদুর কে এর আসাদুল্লা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে প্রবর্তিত হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালে এবং এটি ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। গ্রন্থাগারের বহু দক্ষ কর্মচারী সেদিন পর্যন্তও ছিলেন এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় এটি তুলে দেওয়া হয়েছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর জন্য ক্রমশঃ মেটকাফ হলে স্থানাভাব ঘটছিল বেজন্য ১৯২৩ সালেই এর সংগ্রহ ৯নং এলগ্যাণ্ডে ইষ্টের সরকারী বাড়ীতে স্থানান্তর করা হয় যদিও এ বাড়ীতেও জায়গায় যথেষ্ট অভাব দেখা দেয়। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বাড়ী জবাকুসুম হাউসে একে সরিয়ে আনা হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি এখানেই ছিল। এই সময় পর্যন্ত এর সংগ্রহ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। অবশ্য এর বেশির ভাগ সংগ্রহ (৬০%) গড়ে ওঠে বিভিন্ন ব্যক্তির দানে। গ্রন্থাগারটিকে কপিরাইট আইনের আওতায় আনা যায় নি, যেমন নাকি এখনও এটা কপিরাইটের আয়ত্তাধীন নয়। অবশ্য সে সময় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে কপিরাইট লাইব্রেরী করার দাবী উঠেছিল। ১৯২৬ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কমিশনার জে.এ. রিচে (Mr. J. A. Richey) সাহেবে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয়েছিল রিচে কমিটি। এর অন্য সদস্যরা ছিলেন—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কাউন্সিলের সা আর-বি রামস্‌বথাম্ (Mr. R. B. Ramsbotham), ব দেশের শিক্ষা সচিব জে-এইচ লিণ্ডসে (Mr. J. Lindsay), আর ছিলেন এ্যাকাউন্টাণ্ট জেনারেল জে. ভাণ্ডারী এর সচিব (Secretary) হিসাবে। গ্রন্থাগারিক তবে কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। রিচে কমিটিও ইম্পি য়াল লাইব্রেরীকে কপিরাইট লাইব্রেরী করার জন্য সুপা করেন। সংক্ষেপে এই হল ইম্পিরিয়াল লাইব্রে বিবর্তনের ইতিহাস। নীচে কিছু পরিসংখ্যান দেওয়া যায় থেকে বোঝা যাবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কতটা উঠছিল। আগেই বলা হয়েছে কলকাতা পাবলি লাইব্রেরীতে চাঁদার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ১৯০৩ সাল থে সর্বসাধারণের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর জন্য কোন চাঁ ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ১৯৩৫-৩৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাড়ী বই নিয়ে গিয়ে পড়ার জন্য গ্রাহকদের নাম লিখে রা ব্যবস্থা ছিল না। অবশ্য গ্রন্থাগারটিকে দুতাবাসই ব্যবহার ক হয়েছে দেখা যায়, বাড়ীতে বই নিয়ে গিয়ে এবং গ্রন্থাগা পড়াশুনো করে।

টাকা

বৎসর	মোট সংগ্রহ	পাঠক	সিকুইজিশন (বৎসরে)	বাড়ীতে দেওয়া বই	বই কেনার ব্যয়	মোট ব্যয়	মন্তব্য
১৯০৩	১০০,০০০	১৫,০২৩	৩০১৫	৪৭৮৫	—	—	
১৯১০	১৬৬,৭৬০	৩৮,৩৫৫	৯৮১২	৮৩০৩	১০,০৬৯	৪৬,৮৭৬	
১৯২০/২১	২½ লক্ষ	৩৮,৬৬০	১১,৬২৭	৪১১৬	১১,৭৮৯	৫৫,৪৪৪	ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ
১৯৩০/৩১	৩,৪৩,১৮৬	৪৪,৭২৮	২৯ ৯৬৯	৭৪৮৮	১৮,৬৩৫	৭৩,৫০৯	
১৯৪০/৪১	৪,০৭,০১৭	৭৫,৪৪১	৫৮,৯৮৩	১২,০৭৬	৮৯৫৬	৫২,৮৮১	চাহিদা বৃদ্ধি, খরচ অত্যন্ত ক
১৯৪৫/৪৬	৪,৮০,৯৫০	২১,৮৭৩	২৭,২৯১	১৭,৪৪৬	৬২২৯	১,৩৮,০১০	মূল্যবৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যবহার ক
১৯৪৭/৪৮	৪,৯৩,৭৩৩	৮৫৯০	১১,৮১৬	৯৮০৮	৭২০০	১,৪৭,৩০০	ঐ

প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিগত মালিকানায় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদেশী সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এবং তৃতীয় পর্যায়ে দেশীয় সরকারের রূপে জাতীয় গ্রন্থাগার বা ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী উঠে আসে বেলভেডিয়ারে (আলিপুর), একদা বড়লাটের বাড়ী বেলভেডিয়ার হাউসে জবাহরুল্লাহ হাউস থেকে। বেলভেডিয়ার হাউসের কিছু ঐতিহ্য আছে। আগে ব্যক্তিগত মালিকানাই ছিল এর। ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এটি নেন তাঁদের লেফটেনান্ট গভর্ণরদের ব্যবহারের জন্য, এটা বড়লাটের শীতকালীন নিবাস হিসাবে ব্যবহৃত হত। যাই হোক, ১৯৪৮ সালে বি. এস কেশবন নিযুক্ত হয়ে আসেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে শুরু হয় এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন। অবশ্য এলগ্যানেডের বাড়ীতে বাঁধাই হওয়া সংবাদপত্র সংগ্রহ রেখে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারিক আসাদুল্লা সাহেব পাকিস্তানের অনুকূলে চাকরী ছাড়েন ১৯৪৭ সালে এবং গ্রন্থাগারের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বি. এস কেশবনের উপর। সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে সময় লেগে যায় প্রায় চার বছর। নতুন আসবাব-পত্র, কাঠের বদলে ষ্টীলের আলমারী এবং সর্বোপরি নতুন উৎসাহ আশা আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার ঠিক পর পরই এর জীবনে একটা জোয়ার এনে দিল। গ্রন্থাগারের নামতো বদল হয়ে গিয়েছিল এতো আগেই বলেছি।

(চলবে)

বিশেষ ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য রাজস্থানের কবি মুনি রূপ চন্দের কাব্য গ্রন্থ "ভীড়ে ভরা চোখ"-এর বঙ্গানুবাদ পরিষদে জমা পড়েছে। উক্ত কাব্য গ্রন্থ গ্রহণে ইচ্ছুক সকল সাধারণ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ / প্রতিনিধি স্ব-প্রতিষ্ঠানের পত্র সহ পরিষদ কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন। ডাক যোগে এটি পেতে চাইলে 'বুক পোষ্ট' ব্যয় হিসেবে 'এক টাকা' মূল্যের ডাক টিকিট সহ লিখতে হবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি-১৩৪ সি, আই, টি স্কীম-৫২
কলকাতা-৭০০০১৪

আন্তঃ গ্রন্থাগার বিনিময় কেন্দ্র

শশাঙ্ক কুমার বাগচী
ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চ
কলিকাতা-৭০০০১৯

সকাল বেলায় খবরের কাগজ খুলে যদি সেই কাগজের একটি কোণে এমন একটি সংবাদ কোনও গবেষকের নজরে পড়ে যে কলকাতায় কোনও একটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ রাজ্যের প্রধান গ্রন্থাগারগুলির পুরানো পত্র-পত্রিকা সমূহ সংগ্রহ করে গবেষকদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছেন, তাহলে সংবাদের পাঠক গবেষক ব্যক্তিটি আনন্দের আতিশয্যে তখনই আরও এক কাপ 'চা'-এর অর্ডার দিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নেবেন সংবাদটুকু এবং তার সূত্র। মুখস্থ করে নেবেন সেই সংগ্রাহক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বিবরণ প্রভৃতি। হাতের পাশে টেলিফোন থাকলে সঙ্গে সঙ্গে 'ডায়াল' করেই বসবেন সেই গ্রন্থাগারে। জেনে নেবেন অনেক কিছু। ধন্যবাদ জানাতে ভুল হয়ে গেলেও উক্ত গবেষকের প্রয়োজনীয় পত্রিকাগুলি সংগৃহীত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতে ভুল হবেনা তার। প্রয়োজনীয় পত্র-পত্রিকার খোঁজে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের দুয়ারে, দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হয় যাঁদের, তাঁরা যদি এমন একটি ব্যবস্থার খবর জানতে পারেন তবে 'হা-ভাতের' ভোজের নিমন্ত্রণ পাবার মত ব্যাপারটাই ঘটে যায়। হাতে চাঁদ পাওয়া যাকে বলে সে আনন্দ কি এর চাইতেও বেশী? 'আন্তঃগ্রন্থাগার বিনিময় কেন্দ্র' পরিকল্পনায় এ'জিনিষ হ'তে পারে।

দেশের গবেষক, বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকদের কাছে একটি সুখবর যে, অনুরূপ ব্যবস্থার সংবাদ তাঁদের অনেকের কাছে না পৌঁছুলেও এটি ঘটেছে। "আন্তঃ গ্রন্থাগার বিনিময় কেন্দ্র" বা "ইন্টার লাইব্রেরী রিসোর্সেস্ সেন্টার" দেশের রাজধানী দিল্লীতে স্থাপিত হয়েছে। হয়েছে হায়দ্রাবাদেও। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আন্তঃগ্রন্থাগার পরিসেবা বা "ইন্টার লাইব্রেরী লাভিস" সম্বন্ধে নানা সময়ে এবং নানা প্রসঙ্গে শোনা গিয়ে থাকলেও এটি আমাদের দেশে চালু হয়নিই বলা যায়। তাই কোন গবেষক একটি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রন্থাগার সমূহে 'বই' এবং 'পত্র-পত্রিকা' ব্যবহার করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন। প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ঘুরে ঘুরে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। মূল্যবান সময় এ প্রচুর উৎসাহ খরচ করেও তাঁরা সবকিছু দেখবার বা পড়বার সুযোগ পান না, অনেক থেকে যান এই সকল গবেষকবৃন্দ তাই উন্নততর গ্রন্থাগার পরিসেবা বিষয়ে কোনও ধারণা এঁদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনা। পরবর্তী জীবনে অভিজ্ঞতা লব্ধ বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খুঁটিনাটি রূপটির অনুধাবন এঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠকদের সঙ্গে সমাজের উচ্চ স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের, বিশেষ করে প্রাক্তন গবেষক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মতের এবং দৃষ্টি ভঙ্গীর পার্থক্য দুরীভূত হয় না সম্ভবতঃ এই জন্যই। গ্রন্থাগারের কল্যাণী মূর্তি বিষয়ে সমাজে কর্ণধারদের সীমাহীন অনীহার মূলে এই ধরনের কারণ রয়েছে একথা মনে করাও অবান্তর নয়।

'আন্তঃগ্রন্থাগার পরিসেবা' সুপরিকল্পিত ভাবে প্রচলিত হলে দেশের গবেষকদের অনেক সুবিধা হত তা ঠিক। কোনও একটি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তাঁরা অন্যান্য গ্রন্থাগারে 'বই-পত্র' ব্যবহার করতে পারতেন এই ব্যবস্থায়। কি এখন একটি ব্যবস্থা কার্যকর করার পক্ষে যে সকল বি অবশ্য করণীয় ছিল তা আজও হয়নি। এই ব্যবস্থার সার্থ প্রচলনে 'ইউনিয়ন ক্যাটালগ' (যৌথ সূচী) প্রণয়নে

প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কারণ কোন গ্রন্থাগারে গবেষক ব্যক্তির বিশেষ 'বই-পত্র' আছে তা জানার জন্যই এই ধরনের 'ক্যাটালগ' প্রয়োজন। কিন্তু সে প্রয়োজন মেটাতে কেউ-ই এগিয়ে আসেন নি আজ অবধি। সম্প্রতি রাজ্যের বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পত্রিকাদির একটি "ইউনিয়ন ক্যাটালগ" (যৌথ সূচী) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ICSSR এর কার্যক্রম অনুসারে) প্রণয়ন করেছে। অনুরূপ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা সমূহের একটি "ইউনিয়ন ক্যাটালগ" (INSDOC এর কার্যক্রম অনুসারে) ইদানীলিক প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করছে। কিন্তু সকল গ্রন্থাগারের পত্রিকাদির বিবরণ এবং সকল বিষয়ের পত্রিকার সংবাদ এ দুটি থেকে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত 'বই'-এর বিবরণও এতে থাকছে না। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে আলোচ্য "ইউনিয়ন ক্যাটালগ" প্রণয়নের সম্ভাবনা এবং সুযোগ ছিল, কিন্তু সে উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না আজও।

আন্তঃ গ্রন্থাগার পরিসেবা বিষয়ে অন্যান্য যে সকল বাধা প্রধান তাহল পুস্তকাদি সরবরাহ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নানা রকমের বিধিনিষেধ, গ্রন্থাদি সংগ্রহের ব্যয় প্রভৃতি। গ্রন্থাগার সমূহের পরস্পরের দূরত্ব, গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সহমর্মিতার অভাব এবং তাঁদের বেতন প্রভৃতি বিষয়ে অবিবেচনা এই ব্যবস্থা কার্যকর হবার পক্ষে প্রতিবন্ধক বলেও বিবেচিত হতে পারে। তাই যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও এই ব্যবস্থা আজও এখানে প্রচলিত হয়নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের প্রয়োজন মেটাতে আমাদের গ্রন্থাগারগুলি অনেকটাই অক্ষম হয়ে গেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা তথ্য বিজ্ঞানের চর্চা বাড়লেও তার যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না বা হতে পারছে না বলে সাধারণ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার মামুলি ছকটিই পরিজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে।

আন্তঃ গ্রন্থাগার পরিসেবা ব্যবস্থা প্রচলিত না হওয়ায় দেশের গবেষকবৃন্দ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি যেমন সহজে ব্যবহার করতে পারছেন না, তেমনি এই ব্যবস্থার অভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বহু মূল্যবান 'পত্র-পত্রিকা' প্রভৃতির পূর্ণ ব্যবহার ঘটছে না। বহু মূল্যবান সম্পদ উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেও ক্রমে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারের স্থানাভাবের জন্য এই সকল পত্র-পত্রিকাগুলিকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা অধিকাংশ গ্রন্থাগারের পক্ষেই এক অনতিক্রম্য সমস্যা। তা ছাড়া আন্তঃগ্রন্থাগার পরিসেবা ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় "ইউনিয়ন ক্যাটালগ" না থাকায় একই বই এবং 'পত্র-পত্রিকা' পাশাপাশি অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলি সংগ্রহ করে চলেছে। গ্রন্থাগারের নিতান্ত অপ্রতুল অর্থের এই অযথা ব্যয় অপব্যয়ের নামান্তর বলে বিবেচিত হতে পারে।

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আন্তঃগ্রন্থাগার পরিসেবা ব্যবস্থা যুক্ত করা না যাওয়ার জন্যই "আন্তঃ গ্রন্থাগার বিতর কেন্দ্র" বিষয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে বলে রাখছি যে এই 'বিতর' কেন্দ্র সম্পর্কিত পরিকল্পনা-কার নয়া দিল্লীর 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ'। সেই পরিকল্পনা বিষয়ে কিছু আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধ।

"আন্তঃ গ্রন্থাগার বিতর কেন্দ্র" পরিকল্পনার মূল কথা হল—বিভিন্ন গ্রন্থাগার তাদের পুরানো 'পত্র-পত্রিকা' সমূহ একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে জমা দেবে। সেই কেন্দ্রে গবেষকবৃন্দ উক্ত জমাকৃত 'পত্র-পত্রিকা' তাঁদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। নানা গ্রন্থাগারে ঘুরে বেড়ানোর হাত থেকে এই সকল গবেষক মুক্ত রেহাই পাবেন এবং নিতান্ত অব্যবহার্য্য থেকে এবং গ্রন্থাগারের মূল্যবান স্থান দখল করে রেখে দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে 'পত্র-পত্রিকাগুলি রক্ষা পাবে। সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে। কাজেই পরিকল্পনাটি যে ভাল তা মানতেই হবে।

ইউনিয়ন কাউন্সিল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ এবং দিল্লীর জহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত ভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ "বিতর কেন্দ্র" স্থাপন করেছে। এই কেন্দ্রে দিল্লীর তেরটি গ্রন্থাগার তাদের পত্র-পত্রিকা জমা দিয়েছে। বিগত ৩১শে আগষ্ট (১৯৭৫) অবধি কেন্দ্রে জমা দেয়া 'পত্র-পত্রিকার' বিবরণটি নিম্নরূপ :*

গ্রন্থাগার	পিরিওডিক্যালস / সিরিয়ালস	মোনগ্রাফস	সংবাদপত্র	মোট
সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী	১০৭২৫	—	—	১০৭২
দিল্লীর স্কুল অব্ সোস্যাল ওয়ার্ক	১৯২	—	—	১৯
ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেসন	—	—	২৬৫১	২৬৫
মিনিস্ট্রি অব ফাইন্যান্স	৯১	৯০৬	—	৯৯
মিনিস্ট্রি অব হোম এ্যাফেয়ার্স	—	৪৯২	—	৪৯
মিনিস্ট্রি অব লেবার	৩৭৪	১২৬	—	৫৭
ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ	৩৬৪	৪৩৮	—	৮০
প্ল্যানিং কমিশন	৪৮৮	৭১৮১	—	৭৭৬
রতন টাটা লাইব্রেরী	৪২১	৮৫৪৬	—	৭১৭
রেজিষ্ট্রার জেনারেল অব ইণ্ডিয়া	১৬৮৭	—	—	১৬৮
ইউ এস মিশন টু ইণ্ডিয়া	৪৮৩	—	—	৪৮
ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন	—	১৫৪	—	১৫
মোট	১৬০৩৩	১৫০২৭	২৬৫১	৩৩৭১

* সোস্যাল সায়েন্স ডকুমেন্টেশন সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর তথ্য না পাওয়ায় উপরোক্ত সারণিতে তা দেয়া যায়নি।

আলোচ্য আন্তঃগ্রন্থাগার বিতর কেন্দ্র "পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে 'পত্র-পত্রিকা' প্রদানকারী গ্রন্থাগারগুলি তাদের প্রয়োজনে জমা দেয়া সম্পদ সাময়িকভাবে বা চিরদিনের জন্য ফিরিয়ে নিতে পারবে। অর্থাৎ জমা দেয়া পত্র-পত্রিকার উপর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের স্বত্ব থেকে যাবে। এই সকল সংগৃহীত 'পত্র-পত্রিকা' সংগ্রহ কেন্দ্রেই শুধু গবেষকদের ব্যবহার করতে দেয়া হবে। তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী গবেষকগণ তাঁদের প্রয়োজনে এই কেন্দ্র থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় নিবন্ধ প্রভৃতির প্রতিলিপি স্বল্প মূল্যে বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারবেন। "বিতর কেন্দ্র" সংগৃহীত পত্র-পত্রিকার রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং উক্ত পত্র-পত্রিকার 'ক্যাটালগ' প্রণয়ন করে যাবে। ৩১শে আগষ্ট (১৯৭৫) অবধি সংগৃহীত পত্র-পত্রিকার একটি 'সূচী' প্রস্তুত করেছেও দিল্লীর কেন্দ্রটি"। বিতর কেন্দ্র" পরিচালক সমিতিতে পত্র-পত্রিকা' জমা প্রদানকারী সকল সংস্থারই প্রতিনিধি থাকবেন।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ অনুরূপ আন্তঃ গ্রন্থাগার বিতর কেন্দ্র আঞ্চলিক ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠা করবে বলে জানা গেছে। পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রটি কলকাতায় স্থাপিত হবে। পশ্চিমাঞ্চলের 'কে হবে বোম্বাই। উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রটি-ই জহরলাল বি বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দক্ষিণাঞ্চলে 'কেন্দ্র' স্থাপি হয়েছে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আন্তঃ গ্রন্থাগার বিতর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ইণ্ডি কাউন্সিল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ এই সকল কে বিভিন্ন রাজ্যের গবেষকদের পড়াশোনার উদ্দেশ্যে বিশে বিশেষ ক্ষেত্রে আবেদন ক্রমে ব্যয় এবং অন্যান্য আরও বি সুযোগ দেবে বলে জানা গেছে।

কাউন্সিলের এই ব্যবস্থায় দেশীয় গবেষক, বিশেষ ক সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকগণ উল্লসিত হতেই পারেন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার সমূহের কর্তৃপক্ষকুল আলোচ্য পরিকল্প সার্থক রূপায়ণে এগিয়ে এলে গবেষক পড়ুয়াদের সঙ্গে সা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার অনুরাগী মহ মাত্রেই খুশী হবেন।

সূত্র : Indian Council of Social Science Research (New Delhi) Publication No. 71, 1975.

বুদ্ধিজীবীদের সভায় জাতীয় গ্রন্থাগার আইন বাতিলের দাবী

জাতীয় গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৬ বিষয়ে কনভেনশন

স্টুডেন্টস্ হল, ১৮ই মে, ১৯৭৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতের বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সমূহের সমিতি, এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ১৮ই মে ষ্টুডেন্টস্ হলে "ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার আইন ; ১৯৭৬" বাতিলের দাবীতে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশু মুখার্জী। সভায় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক; সাহিত্যিক, আইনজীবী এই আইন বাতিলের দাবীতে বক্তব্য রাখেন।

সভাপতি শ্রীসুধাংশু বসু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক কমিটি ও কমিশন বসানো হয়েছে, অনেক সুপারিশও করা হয়েছে। সরকার নীতিগতভাবে অনেক সুপারিশ স্বীকার করেছেন; কিন্তু বাস্তবে সেগুলো কার্যকরী করা হয় নি। ইতিমধ্যে গত বছর একটা আইন পাশ হয়েছে যার সম্বন্ধে জনসাধারণ, এমন কি সাংবাদিকেরাও বিশেষ অবহিত নন, কারণ তখন জরুরী অবস্থা চলাকালীন অনেক সংবাদপত্রে পরিবেশন করা যায় নি। তিনি উদ্যোক্তাদের এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে ও বিভিন্ন বক্তাদের এই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য বলার জন্য অনুরোধ জানান।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে শ্রীসুধাংশুকান্তি সাহানা বলেন, ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে জাতীয় গ্রন্থাগারের ওপর একটা বিল আনা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৮ই মে এই বহু বিতর্কিত বিলটি জরুরী অবস্থার সময় তড়িঘড়ি করে আইনে পরিণত করা হয়। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনুরুল হাসান বিলটি উত্থাপনের সময় বলেন যে ১৯৬৮ সালের বা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বিলটি আনা হয়েছে। কিন্তু আমরা শ্রীশৈলবালা গুপ্ত, শ্রীহীরেণ মুখার্জীর কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে বা কমিটি এরকম কোন সুপারিশ করেনি। ১৯৭২ সালে বিলটি আনা হল এবং এর মধ্যে এমন কতকগুলো ব্যবস্থা রাখা হল যা জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। লোকসভায় কিছু মাননীয় সদস্য এর প্রতিবাদ করেন, সংবাদপত্রের মাধ্যমেও এই প্রতিবাদ বেরিয়েছিল। ফলে সরকার এটাকে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠালেন। আমরা এর বিরুদ্ধে তখন প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। দেশের বিভিন্ন সংগঠনও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকেও জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। জনসাধারণ এই কমিটির সুপারিশগুলি সম্বন্ধে অবহিত নন। কিন্তু সরকার এমন একটা সময়ে নিজেদের খেয়াল খুশীমত এই আইনটি প্রণয়ন করলেন যখন কারও কোনরকম প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। বর্তমান সরকার গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবী জানিয়েছি যে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সমস্যার পর্যালোচনা করে তাতে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হবে সেটা চিন্তা করে এই বিলটি প্রত্যাহার করা হোক এবং উন্নতির চেষ্টা করা হোক। এবং এ সম্বন্ধে জনমত নেওয়া হোক।

তিনি বিভিন্ন বক্তাদের বলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাবটি পাঠ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, তিনি এই আইনটি পড়ে অবাক হয়েছেন। যাঁরা এটি প্রণয়ন করেছেন জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা আছে কি না সন্দেহ

হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধেও তাঁদের কোন ধারণা নেই। আইনটি এমন একটা সময়ে হয়েছে যখন দেশের পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। বিভিন্ন কনভেনশন্ ও কমিটি কর্তৃক জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যা সমাধানের যে সুপারিশ করা হয়েছিল এই আইনটি সেগুলির প্রতি সুবিচার করে নি। আইনে স্পষ্টভাবে কোন সমস্যা সমাধানের প্রতিফলন হয় নি। এর থেকে মনে হয় এর পেছনে অন্য কোনরকম উদ্দেশ্য আছে। যেন শাস্তি দেবার জন্য এটা করা হয়েছে; গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কথাও এতে স্থান পায়নি। বর্তমান সরকার নিশ্চয়ই এটা ভেবে দেখবেন। সমস্ত দেশের উচিত এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের মধ্যে প্রচার করা উচিত। এটা স্পষ্ট যে জাতীয় গ্রন্থাগারের ওপর সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বের অভাব আছে। যদি একে স্বয়ংশাসিত করা হয় তাহলেও কোন পরিবর্তন আসবে না। জাতীয় গ্রন্থাগারের জাতীয় চরিত্রের কথা বিবেচনা করেই এর সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা উচিত।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র গুপ্ত বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহুদিনের। একাধিক কারণে এখন সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। একটা কারণ জাতীয় গ্রন্থাগারে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। এর জন্য কে দায়ী বা সমাধানের পথই বা কি তা তাঁর জানা নেই। কিন্তু তিনি এই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে হতাশ হয়েছেন। কনভেনশনের উদ্যোক্তাদের তিনি প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করে দেশের উপকার সাধনের অনুরোধ জানিয়েছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন এই কাজে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগারটি যখন মেটকাফ হলে ছিল তখন থেকেই তাঁর এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচিতি। তাঁর পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ৭৫,০০০ বই জাতীয় গ্রন্থাগারকে দেওয়া হয়েছে। এশিয়ার মধ্যে এত বড় নিজস্ব সংগ্রহ আর কারও নেই। এই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক এসেছেন ও গেছেন কিন্তু গ্রন্থাগারের কোন উন্নতিই হয় নি। তিনি তাঁর সাক্ষ্য জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে লিপিবদ্ধ করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার আইনটি যদি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় তাহলে এতে নানা জিনিষের মিশ্রণ দেখা যায়। এর দ্বারা গ্রন্থাগারের সমস্যার কোন সমাধান হবে না। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারকে আমলাতান্ত্রিক বন্ধনমুক্ত করার প্রস্তাব দেন। তিনি অনুরোধ করেন আইনটি সম্বন্ধে ভাবার আগে এখনই একে "সংযুক্ত কার্যালয়" (Attached office)-এ পরিণত করা হোক। এবং মর্যাদা বাড়ানো হোক।

ডঃ শান্তি কুমার দাশগুপ্ত বলেন, আলোচনা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে মন্ত্রীরা সংসদের কমিটি ও কমিশনের রিপোর্টগুলো পড়েন না। সরকার যদি না ভেবে, না দেখে কোন কাজ করেন তাহলে খুবই বিপদের কথা। কারও মাথায় কোন পরিকল্পনা নেই। গ্রন্থাগারকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায় তার কোন ব্যবস্থা নেই। দায়িত্ব এড়াবার জন্য, অসুবিধা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য চিন্তাহীনভাবে পরিকল্পনাহীনভাবে সরকার কখনও স্বয়ংশাসিত সংস্থাকে সরকারী সংস্থায় আবার কখনও সরকারী সংস্থাকে স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করেছেন। কখনও বা সরকারী অনুদান দিয়ে আরও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। মূল সত্যকে আবিষ্কার করতে না পেরে, কোথায় গলদ রয়েছে তা বোঝার চেষ্টা না করে শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলো সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে এবং সঠিক সমাধানের পথে খুঁজে বার করতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের দায়িত্ব জাতীয় গ্রন্থাগারের ওপর থাকা উচিত। তাহলে দেশব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থারও প্রসার হবে। দেশব্যাপী চিন্তার অধিকার যাদের নেই তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার প্রয়োজন আছে। শুধু কর্মচারীদের নয়, দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই আন্দোলন করার দরকার আছে। উদ্যোক্তারা ভাবছেন একটা সংযুক্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা, আর যারা সমস্যাগুলো ঠিকমত চিন্তা করছেন তাঁরা চাইছেন

তাড়াতাড়ি সমাধান। জাতীয় স্বার্থ নিহিত অত্ত প্রয়োজন সুচিন্তিত মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত ও সঠিক সমাধান। তিনি প্রস্তাবটির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের নিবিড় সম্পর্ক। পৃথিবীর বিরাট বিরাট গ্রন্থাগার দেখার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তৎকালীন ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরী আরও বড় হবে সেই আশাই সবাই করে এসেছে। কিন্তু কেন যে বড় হতে পারলনা তা তাঁর জানা নেই। যাঁরা যে গদীতে বসেন তাঁরাই যেন সেই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। কেউ জানতেও পারেন না কখন কোন আইন পাশ হয়ে যায়। জাতীয় গ্রন্থাগারকে নরছর করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা একে নরছর করতে দেব না। একে আরও ভাল করা যায়, কিন্তু যা আছে সেটাও খারাপ নয়। এই গ্রন্থাগারের কর্মীরা সবসময় সাহায্য করে থাকেন। তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগার আমাদের গর্বের বস্তু। আমি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই। যাঁরা লেখাপড়া করেন তাদের কাছে জাতীয় গ্রন্থাগারের মূল্য অসীম। বিদেশের গ্রন্থাগারগুলির সমমর্যাদা সম্পন্ন এখনও এই গ্রন্থাগার হয়নি। অনেক পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সেগুলো কলপ্রসূ হয় নি। জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যা নতুন কিছু নয়। কিন্তু মূল সমস্যা হল জাতীয় জীবনের কাজে আসছে কি না। দুঃখের ও লজ্জার কথা এখনও আমাদের আশা পূরণ হয় নি। আমার মনে হয় একে আর নীচে নামতে দেওয়া হবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধ্বংসোন্মুখ সংস্থা সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি, সেগুলো আশাপ্রদ নয়। আমার আশংকা sick industries-এর মত এটা না sick libraryতে পরিণত হয়। এখানে অনেক রকমের গণ্ডগোল চলছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অটোনমাস হলে যে কি অবস্থা হবে তা ভাবা যায় না। কর্মচারীদের অবস্থাও যে কি হবে তাও ভাবা যায় না না। তাই তাদের অবস্থার কথাও ভাবতে হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে জরুরী অবস্থায় আনীত আইনের দ্বারা স্বয়ংশাসিত করে দিয়ে এর অবস্থা আরও খারাপ করা উচিত নয়। তাড়াহুড়ো করে যে আইন পাশ করা হয়েছে জরুরী অবস্থার মধ্যে সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় নি। আশা করবো এখন নতুন যে সরকার এসেছেন, বিশেষ করে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের মত বিদ্বান ও সজ্জন ব্যক্তির সাহায্যে জাতীয় গ্রন্থাগার সমগ্র এশিয়ার মধ্যে একটা গৌরবের বস্তু হয়ে উঠবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য সঠিক দিক নির্দেশ ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা প্রয়োজন। পাঠকদের কথা চিন্তা করতে হবে। নতুন সরকার আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন তার প্রতিফলন আমরা এখানেও দেখতে চাই। এই আন্দোলন জয়যুক্ত হোক। জাতীয় গ্রন্থাগারকে যদি পুনর্গঠিত করতে হয় তাহলে শুধু এখানে বসে আলোচনা করলে হবে না, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই গ্রন্থাগারটি সরকারী নিয়ন্ত্রণেই থাকা প্রয়োজন। আশা করি একদিন এই গ্রন্থাগার আমাদের গর্বের বস্তু হয়ে উঠবে।

বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীঘরেন ঘা বলেন, কলকাতায় যখন জয়েন্ট কমিটি এসেছিল তখনই তিনি এই বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এই আইনে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারটিকে স্বয়ংশাসিত করা হল অথচ এর বেশীর ভাগ সদস্যই সরকারের মনোনীত। গত ৩ বছর যাবৎ এখানে কোন গ্রন্থাগারিক নেই, প্রায় ১২৫ টা পদ বহুদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। তৎকালীন সরকারের চক্রান্ত ছিল জাতীয় গ্রন্থাগারকে ধ্বংস করে দেওয়া। যেন এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার। প্রয়োজনীয় অর্থ না দেওয়া কর্মচারী নিয়োগ না করা—এইভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বদনামটা যাতে নিজের ঘাড়ে না এসে পড়ে তাই তাঁরা একে বোর্ডের হাতে ছেড়ে দিতে চাইলেন যাতে সমস্ত দোষ এই বোর্ডের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে।

আমরা আশা করবো ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের মত সজ্জন লোক এটা বিবেচনা করবেন। আগের সরকারের মত

করবেন না। প্রস্তাবগুলো আমি সমর্থন করছি এবং আশা করছি ডঃ প্রতাপ চন্দ্রের কাছে সুবিচার পাবো। আরও আশা করছি তিনি এই জঘন্য আইনটি, যেটা জাতীয় গ্রন্থাগারকে ধ্বংস করবে, প্রত্যাহার করে নেবেন।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীসুধাংশু বসু তার সমাপ্তি ভাষণে বলেন, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিশেষ কারোর স্বার্থ রক্ষা করা নয়। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত করে দেওয়া। কর্মীদের কথাও চিন্তা করতে হবে। গ্রন্থাগার দুটো কমিশন বসিয়েছেন, কিন্তু তাদের সুপারিশগুলো কার্যে রূপান্তরিত করা হয় নি। একজন গ্রন্থাগারিক অপসারিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই গ্রন্থাগারের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করতে হবে। আইন যদিও প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু কাজে পরিণত করার তাদের কোন ইচ্ছাই ছিল না। তাই আজ কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলবো এই আইনটা বাতিল করতে। কিন্তু রদ করলেই শুধু হবে না তার পরিবর্তে একটা পূর্ণ আইন রচনা করতে হবে যার মূল উদ্দেশ্য হবে সমস্ত ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রচার ও উৎসাহিত করা। শুধু আইন করলেই হবে না এর সর্বভারতীয় রূপ কি হবে সেটাও ঠিক করতে হবে। বর্তমান আইন বিচার বিবেচনা করে করা হয় নি। আমরা মনে করি বর্তমান সরকার নিশ্চয়ই জাতীয় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং তারা সাগ্রহে এই নবরূপায়ণের ব্যবস্থা করবেন। জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যা কল্যাণকর হবে তা দেশ সাগ্রহে মেনে নেবে। আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনেক আশা। আমরা আশা করবো জাতীয় গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে এবং আমাদের সংস্কৃতির বে বিন্দু হয়ে থাকবে।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়।

প্রস্তাব

এই কনভেনশন্ গত ১৮ই মে, ১৯৭৬-এর লোকসভ গৃহীত জাতীয় গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রক করেছে যে, জরুরী অবস্থা চলাকালীন গৃহীত এই আ তৎকালীন অবস্থার জন্য বিস্তৃতভাবে আলোচিত হ সুযোগ পায় নি এবং এর বিরুদ্ধে কোন রকম বক্তব্য রা সুযোগ পাওয়া যায় নি। "জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯ উদ্দেশ্যমূলকভাবে চালু করার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বুদ্ধিজী শিক্ষাবিদের প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল।

বা কমিটি জাতীয় গ্রন্থাগারকে আইনানুগভাবে অটো মাস করার বিরুদ্ধে সরাসরি সুপারিশ করা সত্ত্বেও তদানী সরকার ঘোষণা করেছেন যে এই আইন বা কমি সুপারিশ অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আ তদানীন্তন সরকারের একটি দায়িত্বজ্ঞানহীনত পরিচায়ক।

এই সম্মেলন মনে করে যে এই আইন চালু হলে জা গ্রন্থাগারের মান ও গুরুত্ব ক্ষুন্ন হবে।

এই সম্মেলন ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার আইন, ১৯ এর অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে।

প্রতিবেদন : বসুন্ধরী

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

শ্রীবিবেকানন্দ কাঞ্জিলাল
গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্তমান যুগে যথেষ্ট বেড়েছে। অন্যান্য যে কোনও উচ্চবৃত্তিমূলক কাজের মতই গ্রন্থাগারিকের কাজ সর্বজনস্বীকৃত। বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার মান কালের গতির সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে ক্রমশঃ উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। এই বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান করে বিশেষজ্ঞ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার যে গ্রন্থাগারিকের উপর থাকবে তাঁর এ বিষয়ে শিক্ষা, বিশেষ জ্ঞান এবং পরিচালনা ক্ষমতার উপর গ্রন্থাগারের উন্নতি নির্ভর করে। গ্রন্থাগারিককে বর্তমান যুগের নেতৃস্থানীয় শিক্ষক বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ আজকের দিনে কর্মব্যস্ত জীবনে জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিদের আদর্শ গ্রন্থাগারিকের সাহায্য ব্যতীত বই খুঁজে বের করে পড়বার সময় কোথায়? তাই তারা ছুটে যান গ্রন্থাগারে এবং সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তাঁদের রুচিমত বই অনায়াসেই বের করে দেবার সুযোগ করে দেন। শুধু তাই নয় আদর্শ গ্রন্থাগারিক নীরবে জনশিক্ষায় সাহায্য করেন এবং জনসাধারণের রুচিবোধ মার্জিত করে তোলেন। এইভাবে গ্রন্থাগারে পড়বার পরিবেশ তৈরী করে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলবার ভার গ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারিকের কাজের সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিষয় নিশ্চয়ই তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে—তা না হলে তাঁর কর্তব্য হবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হবে না—যেমন ভালো বই নির্বাচন করা, সাজিয়ে গুছিয়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট বই রাখা, বর্গীকৃত সূচী ও অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে অল্প সময়ে অনেক বেশী বই পাঠককে পড়তে দিতে পারেন। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে বই খোয়া না যায়, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় না আসে এবং সময় মত বই ফেরৎ পাওয়া যায়।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজে যথার্থ জ্ঞান পিপাসা অনেক ক্ষেত্রেই অপরিতৃপ্ত থাকে। তাদের জন্য বই পড়বার ব্যবস্থা করতেই হয়। অনেক সময় বেশীর ভাগ অভিভাবক বই কিনে টাকা নষ্ট করতে চান না—তা ছাড়া এই গরীব দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করাই যেখানে দুরূহ হয়ে পড়ে সেখানে বই কেনবার মত অর্থই বা কোথায়! কিন্তু কোনও কোনও ছেলে মেয়ের পড়ার আগ্রহ অতি মাত্রায় থাকে তখন তাদের একমাত্র সহায় হয়ে ওঠে আমাদের গ্রন্থাগারগুলি আর গ্রন্থাগারিক এগিয়ে আসেন তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি সহৃদয়তা নিয়ে এই সব ছেলে মেয়েদের সাহায্য করতে। এমনি করে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পড়বার উৎসাহ দিয়ে তিনি দিনে দিনে সুস্থ সুন্দর সমাজ তৈরী করে দিতে পারেন। গ্রন্থাগারে পড়বার অন্য সময় একটা মস্ত বড় সমস্যা কারণ—স্কুল কলেজে ক্লাসের পরে পড়বার মত মনের ইচ্ছে অনেক সময়ই থাকে না—কিন্তু যাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা তীব্র তাঁরা ওরই মধ্যে সময় করে সকাল সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারে গিয়ে বা বাড়ীতে বই এনে পড়ে তাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটায়, কিংবা ক্লাসের ফাঁকে সময় পেলেই তারা ছুটে যায় গ্রন্থাগারে। এটা স্কুল কলেজের বাধ্যতামূলক পড়া নয় এটি প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ।

গ্রন্থাগার মনীষীদের জ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রাচীনতম গ্রন্থ থেকে সর্বাধুনিক গ্রন্থ আদর্শ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত থাকে। এখানেও একটি কথা বলা দরকার গ্রন্থাগারিক সুনির্বাচিত

গ্রন্থই তাঁর গ্রন্থাগারে রাখবেন। নিত্য নতুন বই লেখা হচ্ছে, গ্রন্থাগারিক তার সংবাদ রাখবেন এবং তাঁর গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। এখানে জ্ঞানী গুণী, অধ্যাপক-গবেষক আসবেন তাঁদের অধ্যয়নের জন্য, গবেষণার জন্য। একমাত্র সুপণ্ডিত গ্রন্থাগারিকই তাঁদের সর্বদিক থেকে সাহায্য করতে পারবেন—তাঁদের অধ্যয়ন গবেষণার কাজে। তাইই বলস্রুতি নতুন গ্রন্থ। এমনি করেই যুগে যুগে গ্রন্থাগারে জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে ওঠে।

গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিককে জানতে হবে। গ্রন্থাগারের শ্রেণী বিভাগ আছে—যেমন শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার আছে আবার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী গ্রন্থাগার আছে তা ছাড়া আছে সাধারণ পাঠাগার। গ্রন্থাগারিকদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে সুদক্ষ হতে হবে। পাঠকদের বিভিন্ন সমস্যা বুঝে তাঁদের কাছে গ্রন্থাগারিক এগিয়ে আসবেন। নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন দ্বারা পাঠককে সাহায্য করে, তাঁদের তৃপ্তি সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং যুগের সঙ্গে তাল রেখে গ্রন্থাগারিক তাঁর বৃত্তিকুশলতার পরিচয় দেবেন।

গ্রন্থাগার নানাদিক থেকে সমাজের সেবা করে। যেমন একদিকে আছে শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ চিন্তা, অন্যদিকে আছে অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পরিবেশন—এই সব বিচিত্র বিভাগে জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য অপরিহার্য। সুতরাং এক এক জন বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক এইসব বিষয়ে তাঁদের পারদর্শিতা দ্বারা পাঠক শ্রেণীকে পরিচালনা করেন।

আগেই বলেছি গ্রন্থাগারের শ্রেণী বিভাগ আছে—স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ গ্রন্থাগার। বলা বাহুল্য এই সব গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান, মানবিক, প্রযুক্তিবিদ্যা সব বিভাগের গ্রন্থ আছে। এক কথায় বর্তমান জগতে সর্ববিষয়ের জ্ঞান ভাণ্ডার গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগারে থাকবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা। নথিপত্রে তারিখ পরিসংখ্যান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিবরণলিপি তৈরি করে রাখবেন গ্রন্থাগারিক যাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক সমাজ তাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে পারেন এবং তাঁদের কাজে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারেন।

উপসংহারে আবারও বলতে চাই গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব কর্তব্য দেশের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা তাঁদের এই বৃত্তিকে যেন নিষ্ঠাসহ গ্রহণ করে সমাজ সেবা করেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে শিক্ষক (অবৈতনিক) নিয়োগ করে নূতন শিক্ষক তালিকা প্রস্তুত করা হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী গ্রন্থাগার কর্মী শিক্ষক পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার পত্রিকায় মাঘ ১৩৮২ সংখ্যায় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁরা আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন তাঁদের পুনরায় আবেদনপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

১। শিক্ষক পদের ন্যূনতম যোগ্যতা : (ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক বা সমকুল। (খ) গ্রন্থাগারে ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

২। আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যের উল্লেখ করতে হবে। (ক) নাম (খ) বয়স (গ) ঠিকানা (ঘ) বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা—গ্রন্থাগারের নাম, পদ ও সময় (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা—সাধারণ (প্রবেশিকা হইতে স্নাতকোত্তর) ও বৃত্তিমূলক (চ) কোন বৎসর হইতে পরিষদের সভ্য (ছ) গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ (জ) প্রকাশিত প্রবন্ধ বা পুস্তক।

৩। আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ : ৩০ জুলাই ১৯৭৭।

হিরণ কুমার দত্ত, আহ্বায়ক
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি

গ্রন্থাগার সংবাদ

পানিহাটী ক্লাব

১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় যে গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৩ হাজারের অধিক। আর্থিক অসচ্ছলতার করণ আলোচ্য বৎসরে ১০০ টাকার বেশী পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই। পানিহাটী পৌর প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কোন রকম অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

অভিযাত্রী পাঠাগার, খিদিরপুর

পাঠাগারের বার্ষিক সম্মেলন গত ৯ই জুন রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী (ডি ডি) ও সাহিত্যিক শ্রীবিমল মিত্র। সম্মেলন শেষে রবীন্দ্রনাথের 'দেবরক্ষা' ও বীরপুরুষ (নাট্যরূপ) অভিনীত হয়।

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ, চুঁচুড়া

গত ৩০শে জুন, ১৯৭৭ চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রয়াত সুনীতিকুমারের সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসলেন নন্দী। শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীসতর মুখোপাধ্যায় তাঁদের ভাষণে আচার্যদেবের বহুবিধ গবেষণা এবং তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান

গত ২২শে মে, ১৯৭৭ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর তিপে বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন দলদী ১নং উন্নয়ন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উন্নয়নাধিকারিক শ্রীহর্ষ বসু এবং প্রধান অতিথি ছিলেন মানকর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীআবদুল হালিম। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর লাইব্রেরীর বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীবসু লাইব্রেরী পরিচালন ব্যবস্থার প্রশংসা করেন এবং পানীয় জলের অভাব মোচনের আশ্বাস দেন। এই অনুষ্ঠানে লাইব্রেরীর সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের এবং দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গল্প, কবিতা ও চিত্রশিল্পের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে আদর্শ গ্রাম গঠনে লাইব্রেরীর কাজে সহযোগিতার জন্য শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী, শ্রীমতী ভগবতী চক্রবর্তী এবং শ্রীদীপক মুখোপাধ্যায়কে অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়।

ভুবার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন, শ্রীকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর

সরকার অনুমোদিত গ্রামীন পাঠাগার ভুবার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতনের 'ফিতার লাইব্রেরী' রূপে কয় করণ পুস্তক গ্রহণ করেন মহিষাদল থানার ২নং ব্লকের মাতৃমি আদর্শ তরুণ সংঘ। এই উপলক্ষে গত ১৬ই মে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক চন্দ্রমোহন জানার সভাপতিত্বে এবং গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান হয়। ভুবার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতনের সভাপতি ও প্রাথমিক সেবাদলের সম্পাদক শ্রীকিতীশ চন্দ্র পাল তাঁর প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন যে সমাজ সেবা, স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূর করে গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়তে পারলেই আমাদের কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করা হবে। সভাপতি মহাশয় গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ সাহায্য কামনা করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ভুবার পাঠাগারের পরিচালনায় শিশুদের পাঠচক্র উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

সুবার্বন লাইব্রেরী ও নলিনী স্মৃতি ক্লি বিল্ডিং কুম

এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সম্মিলনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় যে লাইব্রেরীর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৯৯। ১৯৭৬-৭৭ সালে প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক ও সাময়িক পত্র ক্রয় করা হয়। লাইব্রেরীর বর্তমান পুস্তক সংখ্যা নয় হাজারেরও অধিক। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় এখানে একটি 'টেক্সট বুক' বিভাগ খোলা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ রায়কে সভাপতি, শ্রীরাজা মুখার্জীকে সম্পাদক, শ্রীবসন গাঙ্গুলীকে গ্রন্থাগারিক করে মোট ১৩ জনের একটি কার্যনির্বাহক সমিতি আগামী ১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও অন্যতম সংগঠক, প্রাক্তন বিপ্লবী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার ভবনে গত ৬ই মে, ১৯৭৭ এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় একটি সময়োচিত শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ হইতে ৪ঠা মার্চ ১৯৭৭ তারিখ পর্যন্ত সারা বাংলা গ্রামীণ শিল্পী গঠনের উদ্যোগে একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রদর্শনীটি দেখিয়া প্রীত হন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শিল্প, বিনোদ ও দৃষ্টান্তের শিল্প চাতুর্য, স্থানীয় সংগ্রহ হিসাবে কলিকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র শিল্পীদের শিল্প সম্ভারের সঙ্গে প্রদর্শন খুবই উৎসাহ ব্যাঞ্জক এবং আকর্ষণীয় ছিল। প্রদর্শনী কমিটির সভাপতিরূপে জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রায় সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকেন। প্রখ্যাত আইনজীবি শ্রীমোহিনী মোহন রায় ও তমলুক কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রবাস বসু সহ-সভাপতিরূপে প্রদর্শনীটির দায়িত্বে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বহিরাগত শিল্পী শ্রীপ্রভা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসলীল সেন তমলুকের শ্রীরণজিৎ খাঁড়া ও তার বন্ধুদের সহযোগে প্রদর্শনীর আয়োজনে ও প্রদর্শনে বিশেষ অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পলনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি নদীয়ার বিশেষ সাধারণ বার্ষিক সভা

কৃষ্ণনগর, ১৫ই এপ্রিল. কুলিয়া কৃত্তিবাস স্মৃতি গ্রন্থাগার তথা সংগ্রহশালায় নদীয়ার পলসর্ড লাইব্রেরী কর্মীদের এক জরুরী বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ৪০টি পলসর্ড লাইব্রেরী থেকে ২৮ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা শ্রীসত্যব্রত সেন ও কলিকাতা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীপলাকে বাগচী, প্রধান বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় বিভিন্ন প্রতিনিধিরা কর্মীদের আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

হাওড়া জেলা সম্মেলন

গত ২০ মে ১৯৭৭ বেলা ২টায় হাওড়া জেলা পলসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির এক সম্মেলন হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রীসত্যব্রত সেন ও সম্পাদক নিখিলনাথ রায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নানা সমস্যার কথা ব্যক্ত করেন। পরে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে এক কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রী আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডুচৌধুরী।
সহঃ সভাপতি— ,, বলরাম মণ্ডল।
সম্পাদক— ,, অশোক কুমার দাস।
সহঃ সম্পাদক— ,, মানিক অধিকারী।
কোষাধ্যক্ষ— ,, নিরাপদ মণ্ডল।
সদস্য— ,, অমিত চক্রবর্তী।
সদস্য — ,, আসিত ব্যানার্জী

সংকলক : রাধানাথ রায়

রাজ্যপালের নিকট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের স্মারক পত্র

বহু আবেদন ও নিবেদনের পর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাদপ্তরে সমাজ শিক্ষা বিভাগ রাজ্যের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য, সরকারী হারে বেতন হার প্রবর্তনের জন্য L-5/24-74 নং ফাইলে সুপারিশ করেন। শিক্ষাদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বর্তমানে ফাইলটি অর্থ দপ্তরে দীর্ঘদিন যাবৎ অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে। ১৯৭০ সালে পলিটেকনিক, জে-ইঞ্জিনিয়ার্স হোম কর্মীদের সরকারী হারে বেতন হার প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীরা ঐ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন রাজ্যের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমদন মোহন মল্লিক উক্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এ এল. ডায়াসের কাছে ১৬ই মে '৭৭ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে এক স্মারক পত্র পেশ করে, তাঁর হস্তক্ষেপের প্রার্থনা করেন।

অতঃপর শ্রী মল্লিক, রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত স্মারক পত্রের অনুলিপি, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবের নিকট সুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন।

To
Shri A. L. Dias
Governor, West Bengal,
Raj Bhawan, Calcutta.

Sub : Removal of the distressing condition of the Sponsored Library Workers of West Bengal as suggested and recommended by the Dept. of Education, West Bengal in their File No. L-5/24-74

Your Excellency,

Kindly permit me on behalf of the members of the library profession to draw your kind and sympathetic attention to the distressing condition of the West Bengal Govt. Sponsored library employees with same educational qualification, doing the same work.

Library Development in West Bengal under the Five Year Plans

The Government of West Bengal decided to establish a Public Library system under its sponsorship under the Five Year Plans. As a result the following categories of Public Libraies came into being and are functioning as Govt. sponsored libraries in the State of West Bengal :

Sl. No.	Category.	No. of libraries	Staff engaged
1.	District Library	16	16 × 10 = 160
2.	Sub-Division/Town Library	38	38 × 4 = 152
3.	Area Library	24	24 × 2 = 48
4.	Rural Library and Community Centres	656	656 × 2 = 1,312
	Total	734	1,672

More than 1,600 employees are now engaged as whole time workers in the above libraries. These libraries are maintend by the Government money (under Grant-in-Aid System) and are under the control and management of local committees.

District Libraries are under the control and management of respective Executive Committees of the District Library Associations. The District Library Associations are registered under the Registration of the Societies Act. In most of the District Library Associations, the District Magistrates and the District Social Education Officers of the respective district are the ex-officio President and Secretary.

We intend to draw your kind attention to the provisions in the Govt. Order No. 666 F dated I. 3. 71 in which revision of pay scales of the employees working in the West Bengal Govt. Sponsored Institutions were incorporated. By modification of this Govt. order a further revision of pay scales of the employees of Sponsored Colleges, Polytechnics, School of Printing Technology and Day Students Homes under sponsored scheme was effected in Govt. Order No. 9259 F, F-3P-119/73 dated 14. 12. 73 issued by the Finance Department. But the cases of the poor and negleted Sponsored library employees were not taken into any consideration and no provision in that Govt. order was incorpoated for revision of their pay scales.

The Sponsored library employees for removal of the injustice from which they are suffering submitted memorandum, arranged deputations, approached the departmental heads.

The employees of the Sponsored libraries were able to draw the kind and sympathetic attention of the Department of Education. The Director of Public Instruction, West Bengal prepared a scheme for improvement of Public library Service in West Bengal, including the provision for revision of the pay scales of the Sponsored Library employees. The Department of Education after much cosideration and careful examination approved the scheme for implementation and has already forwarded the same with necessary recommendations to the Department of Finance under their File No. 1-5/24/74. It has been estimated that for implementation of the scheme for development of Sponsored libraries in West Bengal approximately a sum of Rs. 6, 66, 000/ (Rupees Six lacks and Sixtysix thousand) only will be required. The matter is now under the consideration and disposal of the Finance Deptartment.

Now, we appeal to you as the Gorvernor of the State and lover of books and librarie to kindly look into the matter as noted above and take it up for cosideration personally to remove an injustice and long felt grievance of the poor and suffering sponsored librar employees of your State.

Yours faithfuly,

Sd/- M. Mallick
Joint Secretary
W. B. G. S. L. E. Asson.
Dated 26. 5. 77.

C/o. Nadia District Library
P. O. Krishnagar. Ghurni.
Dist. Nadia.

Government Of West Bengal
Education Department
University Education Branch

From : Sm. J. S. Ray,
Assistant Secretary to the Government of West Bengal.

To The Registrar.

1. Calcutta University, Senate House, Calcutta
2. Jadavpur University, Calcutta-32
3. Burdwan University, P. O. & Dist. Burdwan
4. North Bengal University. P.O. N. B. University, Rajarammohunpur, Siliguri, Dist. Darjeeling.
5. Kalyani University, P.O. Kalyani, Dist. Nadia.
6. Rabindra Bharati University, Emerald Bower, 56A B. T. Road, Calcutta-50

No. SS5 (6) —Edn (U) Dated Calcutta, the 27th April, 1977.

Sub : Revision of scales of pay of Librarians and Directors/Instructors of Physical Education in Universities and Colleges.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of letter No. F. I-41/74-U. I dated 7. 1. 77 together with copy of its enclosures from the Ministry of Education and Social Welfare, Government of India, on the subject mentioned above for information.

I am now to request you to kindly send to this Department necessary proposals indicating pay scales of the incumbents and financial implication of the proposed revision and other relevant information, i.e. qualifications, experience, etc. of the incumbents for consideration of the State Government.

Yours faithfully,
Sd/- J. S. Ray
Assistant Secretary

Enclosure to the Ministry of Education and Social Welfare letter No. F. 1-41/74-U.1 dated January 7, 1977 regarding Revision of Scales of pay of Librarians and Directors/ Instructors of Physical Education in Central Universities.

Name of the post	Existing scale of pay	proposed revised scale
I. LIBRARY STAFF		
a) Universities		
i) Librarian	1100-1600	i) 1500-60-1300-100-200-15/2-250 ii) 1500-60-1800-100-2000
ii) Deputy Librarian	700-1250	1100-50-1600
iii) Assistant Librarian	400-950	700-40-1100-50-1300
iv) Documentation Officer	i) 700-1250 ii) 400-950	1100-50-1600 700-40-1100-50-1300
b) Colleges		
Librarian	i) 400-950 ii) 400-800 iii) 300-600	700-40-1100-50-1200 700-40-1100 550-25-750-EB-30-900
II. Directors/Instructors of Physical Education in Universities and Colleges :		
Director/Instructor of Physical Education	i) 700-1150 ii) 400-950 iii) 400-800 iv) 300-600 v) 250-400	1100-50-1600 700-40-1100-50-1300 700-40-1100 550-25-750-EB-30-900 425-15-500-EB-15-560-20-700

NOTE : The scale of pay of Rs. 1500-2500 for the Librarian be admissible only in case University decides to appoint a scholar of standing in any of the disciplines, a University Librarian. For eligibility to this scale of pay ; the essential qualification would be :

i) Good academic record with first or high second class Master's degree in a subject other than Library Science with a Doctorate degree or equivalent published work of high standard preferably experience of guiding research and with knowledge/experience of Library Services and management.

ii) At least ten years' experience of teaching postgraduate classes and research ; or of researchin an independent capacity in an organisation of highers learning and research or in a responsible post in a library for advanced students and research workers.

Such existing University Librarians who fulfil the above qualifications would also be eligible to the scale of pay of Rs. 1500-2500.

পরিষদ সংবাদ

ীয় গ্রন্থাগার পরিষদে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

গত ২৯শে মে বিকাল ৫টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বনে, গ্রীষ্মকালীন ও সাপ্তাহান্তিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা পালন করা হয়। নুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি কবিভূষণ ায় মহাশয়। প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে মুগ্ধ আহ্বায়ক পিনাকী াচার্য্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও জরুল গীতি পরিবেশন করেন হিরন কুমার দত্ত, দেবাশিষ ধিক, স্বপ্না মজুমদার, কাজরি দাসগুপ্ত, মৃন্ময় দাস প্রভৃতি। বিতা আবৃত্তি করে শোনান চন্দন মুখার্জী সেন, বিমল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ পাঠক। বৈত আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন তারুণ ভট্টাচার্য ও শিল্পী চৌধুরী। দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। আর সঙ্গীত পরিবেশন করেন পূবালী রায়। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালনের গুরুত্ব বর্ণনা করে একটি সময়োপযোগী ভাষণ দেন সভাপতি কবিভূষণ রায়। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রস্তুতি কমিটির মুগ্ধ-আহ্বায়ক সৈয়দ আশরাফ। উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

প্রতিবেদক : সৈয়দ আশরাফ

No. F. 1-41/74-U. 1
Government of India
Ministry of Education & Social Welfare
(Deptt. of Education)
New Delhi.

To

The Secretary,
Education Department,
Government of West Bengal,
Calcutta.

7th January, 1977

Sub : Revision of scales of pay of Librarians and Directors/Instructors of Physical Education in Universities & Colleges.

Sir,

I am directed to say that in this Ministry's letter No. F-1-40 74 U. I dated 2. 11. 1974, the State Governments were requested to consider the scheme of revision of scales of pay of University and College teachers for acceptance and implementation. In that letter it was mentioned that the question of revision of scales of pay of Librarians and Directors/Instructors of Physical Education was under consideration and that a separate communication would follow.

2. It has now been decided to revise the scale of pay of Librarians and Directors/ Instructors of Physical Education in Central Universities and in other institutions fully financed by the Central Government with effect from 1. 1. 1973, the date from which the revised scales of pay have been sanctioned to the teachers in these institutions. A copy of the letter addressed to the University Grants Commission together with its enclosures is attached (Appendix).

3. The Government of India would be prepared to assist the State Governments, who wish to adopt these revised scales of pay for Librarians and Directors/Instructors of Physical Education in the Universities and Colleges in the State, to the extent of 80% of the additional expenditure involved in giving effect to the revised scales of pay subject to the conditions mentioned in para 3 of this Ministry's above referred letter dated 2. 11. 1974. The State Governmet, after taking local conditions into consideration, may also decide in their discretion, to introduce new scales of pay, different from those adopted by the Central Universities for the introduction of the revised scales of pay of Librarians/Directors/Instructors of Physical Education will be the same as contained in the Ministry's above referred letter dated 2. 11. 1974, and its enclosures

4. In case the State Government are willing to implement the revised scales of pay as indicated above, full details of the proposals indicating the pay scales as also the manner and conditions of implementation, financial implications etc, may kindly be furnished to this Ministry for examination.

5. The Government of India have also accepted the recommendation of the University Grants Commission that in the case of college teachers formerly designated as Senior Lecturers/Readers in the scale of pay of Rs. 700—1,100/-, pay may be fixed in the revised scale of Rs. 700—1,600/- at the stage of Rs. 1,100/- or in accordance with the pay fixation formula communicated vide this Ministry's above referred letter dated 2nd November, 1974, whichever is more. This modication in the formula for fixation of pay of Senior Lecturers/Readers will be operative with effect from January 1, 1974, or the date from which the State Government has accepted the scheme of revision of pay scales for teachers.

6. It is requested that the revised scales of pay for Librarians and Directors/ Instructors of Physical Education as also the modification in the formula for fixation of pay of Senior Lecturers/Readers in college may kindly be considered by the State Government for acceptance and proposals sent to this Ministry for consideration and sanction of Central assistance.

7. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,
Sd/-
(Triyogi Narain)
Deputy Secretary to the
Govt. of India.

বিজ্ঞপ্তি

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীজ্ঞ অধ্যাপক শম্ভুচরণ ঘোষ, অধ্যাপক পার্থ দে ও জনাব আবদুল বারিকে আগামী ২৭শে জুলাই '৭৭, বুধবার সন্ধ্যা ৬-০০টায় পরিষদ ভবনে (দি. আই. টি., পঞ্চপুকুরের সন্নিকটে) এক সম্বর্ধনা জানান হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

পরিষদ ভবন
১২ জুলাই, ১৯৭৭

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

১৩৮৩

সম্পাদনা

বৈশাখ-কার্ত্তিক : সত্যব্রত সেন

অগ্রহায়ণ-চৈত্র : রামকৃষ্ণ সাহা

সহযোগী সম্পাদক

বৈশাখ-কার্ত্তিক : মিনতি চক্রবর্ত্তী

অগ্রহায়ণ-চৈত্র : অচিন্ত্য মল্লিক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

রেজিষ্টার্ড অফিস

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

নির্দেশিকা

১	লেখক সূচী	:	বর্ণানুক্রমে সজ্জিত লেখকের নাম, আখ্যা ও পৃষ্ঠা সংখ্যা।
২	আখ্যা নির্ঘণ্ট	:	বর্ণানুক্রমে সজ্জিত আখ্যা এবং লেখক সূচীর ক্রমনির্দেশ।
৩	বিষয় নির্ঘণ্ট	:	লেখক সূচীতে উল্লেখিত প্রবন্ধগুলির বিষয় শিরোনামের বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট এবং লেখক সূচী ক্রমনির্দেশিত।
৪	গ্রন্থাগার সংবাদ	:	গ্রন্থাগারগুলির নাম বর্ণানুক্রমে গ্রথিত ও পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত
৫	বার্তা বিচিত্রা	:	বার্তাগুলি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত।
৬	সম্পাদকীয়	:	মাস অনুসারে সজ্জিত এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত। বন্ধনীর মধ্যে সম্পাদকীয়গুলির আখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।
৭	পরিষদ কথা	:	সংবাদগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।
৮	বিয়োগপঞ্জী	:	মৃত ব্যক্তিবর্গের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো।
৯	পুস্তক সমালোচনা	:	পুস্তকের লেখকের নাম বর্ণানুক্রমে সজ্জিত।

লেখক সূচী

১ অচিন্ত্য মল্লিক। সম্প্রতি নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা। ৫৬, ৯০, ১১৭
২ অজয় ঘোষ। ছাত্র সংযোগ : একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীতা। ১৫৩
৩ অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়। বৃত্তিমূলক গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি। ১০৩, ১৫৪, ১৮৩
৪ অনিল চন্দ্র পাল। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের পরিসেবা। ৩৫০
৫ অশোক উপাধ্যায়। বঙ্কিম প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী। ৩, ৪৭, ৮৫, ১০৮
অশোক বসু দ্রঃ তুষার সান্যাল ও অশোক বসু
৬ অশোক বসু ও তুষার সান্যাল। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার-সমূহের পরিসেবা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ : কলেজ গ্রন্থাগার—একটি নমুনা সমীক্ষা। ৩০১
৭ অসীম কুমার দত্ত। ছাত্রদের শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের কৃত্য। ৩২৩
৮ একচল্লিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং কাউন্সিল সভার প্রথম অধিবেশন। ২২৪
৯ একশততম ইয়াসলিব হীতি সার্কল। ৩৫৫
১০ কৃষ্ণ রাও, ভি বি। গ্রন্থাগার উন্নয়নে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির অবদান। ২৬১
১১ গ্রন্থাগার দিবস। ২৪৫
১২ গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব। ২৪৬
১৩ চৈতালী দত্ত। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা। ৩০৬
১৪ তপন ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগারিকের গান। ১৩
তুষার সান্যাল দ্রঃ অশোক বসু ও তুষার সান্যাল।
১৫ তুষার সান্যাল ও অশোক বসু। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিসেবা (Services) বৈচিত্র্য। ৩১৭
তেত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : সম্মেলন সভাপতির অভিভাষণ। দ্রঃ বিমলেন্দু মজুমদার
১৬ দীপক দাস। প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র : একটি সংকলন। ৭৯
১৭ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন। ২৪৭
১৮ প্রদীপ চৌধুরী। বিভিন্ন পুরস্কার কমিটিতে গ্রন্থাগারিকদের নেওয়া হোক। (সম্পাদকীয়) ৩৮
—। পাঠক যেন হতাশ হয়ে না ফেরে। (সম্পাদকীয়)। ৬৯
১৯ —। স্বাধীনতা দিবস ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)। ১০১
২০ —। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন চাই (সম্পাদকীয়)। ১০১
২১ ফনিভূষণ রায়। গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র : উন্নয়নশীল দেশে গ্রন্থাগারগুলির সম্ভাব্য ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবর্তন। ৩৯
২২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল, ১৯৭৬। ২২৮
২৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ। ২৪৩
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ৩৩তম অধিবেশন। সম্মেলন সভাপতির অভিভাষণ। দ্রঃ বিমলেন্দু মজুমদার।
২৪ বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি বিপন্ন গ্রন্থাগার। ৭৭
২৫ —। টেক্সটবুক লাইব্রেরী। ২১১
২৬ বিমলকান্তি সেন। সার্বদশমিক বর্গীকরণ : দর্শন। ২৩৫
২৭ বিমলেন্দু মজুমদার। সম্মেলন সভাপতির অভিভাষণ। ৩২৭
২৮ রতন কুমার দাস। রাজা কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। ১০
২৯ রবীন্দ্রনাথ বসু। অহীন্দ্র চৌধুরী ও নাট্য পাঠাগার। ৪৫
৩০ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য। সর্বসাধারণের শিক্ষায় অবারিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। ১২৪
৩১ শিবড়ায় কলেজ গ্রন্থাগারকর্মীদের সম্মেলন। ২৪৯

৩২ শশাঙ্ক বাগচী। একটি আবেদন : পরিষদের 'কুবেরের ধন ভাণ্ডার' নেই।
৩৩ —পরিষদ ও তার জেলা শাখা। ৭৫
৩৪ সত্যব্রত সেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবা প্রসঙ্গ। ২৭৩
৩৫ সন্তোষ কুমার বসাক। বিদ্যাসাগর : গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় গল্প। ২১৩
৩৬ —। বিদ্যাসাগর : গ্রন্থভাবনা। ১৮১
৩৭ সপ্তম ইয়াসলিক সেমিনার : ১৯৭৬। ২৪৫
৩৮ সুনীল দাস। 'মর্মবাণী' পত্রিকার রচনাপঞ্জী। ১৬৩, ২০০, ২১৯
৩৯ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় বর্গীকরণ সমস্যা। ৭১
৪০ সুভাষ চন্দ্র সাহু। সাধারণের গ্রন্থাগার পরিসেবা প্রসঙ্গ। ৩৩২
৪১ সুলেখা গুপ্ত। মনীষী প্রণাম। ১০৩

আখ্যা নির্ঘণ্ট

অহীন্দ্র চৌধুরী ও নাটা পাঠাগার ২৯
একটি আবেদন : পরিষদের 'কুবেরের ধন ভাণ্ডার' নেই। ৩২
একটি বিপন্ন গ্রন্থাগার ২৪
৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং কাউন্সিল সভার প্রথম অধিবেশন ৮
১০০তম ইয়াসলিক টাউনসার্কল ৯
গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র : উন্নয়নশীল দেশে গ্রন্থাগারগুলির সম্ভাব্যভূমিকা ২১
গ্রন্থাগার উন্নয়নে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির অবদান ১০
গ্রন্থাগার দিবস ১১
গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব ১২
গ্রন্থাগারিকের গান ১৪
ছাত্র-সংযোগ : একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ২
টেকস্ট বুক লাইব্রেরী ২৫
পরিষদ ও তার জেলা শাখা ৩৩
পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন
প্রসঙ্গ শয়ংসিদ্ধ : একটি সংকলন
বাছাই প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী (১
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল ২
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ ২
বিদ্যাসাগর : গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় গল্প ৩
বিদ্যাসাগর : গ্রন্থভাবনা ৩
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিসেবা বৈচিত্র ১
বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি
ভারতীয় বর্গীকরণ সমস্যা ২
মনীষী প্রণাম ৪
'মর্মবাণী' পত্রিকার রচনাপঞ্জী ৩
রাজা কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও গ্রন্থাগার আন্দোলন ২
শিবড়ায় কলেজ গ্রন্থাগারকর্মীদের সম্মেলন ৩
শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার সমূহের পরিসেবা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ : ১. কলেজ গ্রন্থাগার একটি নমুনা সমীক্ষা
শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারের পরিসেবা
সপ্তম ইয়াসলিক সেমিনার, ১৯৭৬ ৫
সর্বসাধারণের শিক্ষায় অবারিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। ৩
সম্প্রতি নির্বাচিত বাংলাগ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা
সম্মেলন সভাপতির অভিভাষণ, ৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ২
সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা। ১
সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবা প্রসঙ্গ। ৩
সাধারণের গ্রন্থাগারে পরিসেবা প্রসঙ্গ। ৪
সার্বদশমিক বর্গীকরণ :—দর্শন। ২
স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

বিষয় নির্ঘণ্ট

ইয়াসলিক
কবিতা

কলেজ গ্রন্থাগার কর্মী ৩২
কলেজ গ্রন্থাগার : পরিসেবা ৬
গোপীনাথ কবিরাজ ৪২
ছাত্র সংযোগ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ২
জীবনী, ধর্মতান্ত্রিক গোপীনাথ কবিরাজ ৪২
ডিউই দশমিক পদ্ধতি ১০
গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও বিদ্যাসাগর ৩৬
গ্রন্থ ও বিদ্যাসাগর ৩৭
গ্রন্থপঞ্জী, বঙ্কিমচন্দ্র ৫
—, বাংলা পত্র-পত্রিকা. ধর্মবাণী ৩৯
গ্রন্থাগার আন্দোলন
—, কলেজ কর্মী ৩২
—, গ্রন্থাগার দিবস ১১, ১২, ১৮
—, ছাত্রসংযোগ ২
—; বঙ্গদেশী ২৯
গ্রন্থাগার, কবিতা ১৪
গ্রন্থাগার কর্মী ৩, ৩২
— কলেজ ৩২
গ্রন্থাগার দিবস ১১, ১২, ১৮
গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩, ৩৮
— ইয়াসলিক ৩৮
— বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৩৩
গ্রন্থাগার পরিসেবা ৬, ৭; ১৩, ১৫, ৩১, ৩৫
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ৪১
—, গ্রন্থাগার ২২
—, তথ্যকেন্দ্র ২২
—, বর্গীকরণ ৪০
—, —, ডিউই দশমিক পদ্ধতি ১০
—, —, সার্বদশমিক ২৮
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ২৩, ২৪
গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৩
গ্রন্থাগার সংগঠন, ইয়াসলিক ৯
—, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৮
গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারিকতা ৩
তথ্যকেন্দ্র, উন্নয়নশীল দেশ ২২
ধর্মতান্ত্রিক, জীবনী ৪২
নাটা গ্রন্থাগার ৩০
পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার ২৭
বঙ্গদেশ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ২৯
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৮; ৩৪
বর্গীকরণ ১০, ২৮, ৪০
বাংলা, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থপঞ্জী ৩৯
বাংলা পুস্তক : নতুন প্রকাশন, তালিকা ১
বাংলা সাহিত্য : শরৎচন্দ্র, সংকলন ১৭
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পরিসেবা ৭
বিদ্যাসাগর, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ৩৬ ৩৭
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ১৫
ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র পরিষদ ৯, ৩৮
ধর্মবাণী : গ্রন্থপঞ্জী ৩৯
শরৎচন্দ্র ১৭
শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ৪, ৬, ৭, ১৫
— , কলেজ গ্রন্থাগার : পরিসেবা ৬
— , বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পরিসেবা ৭
— , বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পরিসেবা ১৫
সাধারণ গ্রন্থাগার ২৬
— : পরিসেবা ১৩, ৩১, ৩৫, ৪১
সার্বদশমিক বর্গীকরণ ২৮

গ্রন্থাগার সংবাদ

অভিযাত্রী পাঠাগার । ১৪৬
অমরার গড়দিঘলিনী পাঠাগার । ১৭৩, ২০৭
আনন্দ আসর । ২৫২, ৩১৩
ইয়াসলিক । ৫৯, ৯৩, ১৪৬
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার । ২৩০
ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি । ৯৩
কবি মুকুন্দের ৫০০তম জন্মবার্ষিকী । ২০৭
কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার । ১৪৫, ৩১৩

কাশীরাম দাস পাঠাগার। ১৫
কুমারতিহি উদয়ন পাঠাগার। ৯২
কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী। ৫৯
কোন্নগর মিলন সংঘ পাঠাগার। ১৪৬, ১৭৪
গুরুনানক ইউনির্ভাসিটি লাইব্রেরী। ৯৩
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কাউলা পুরস্কার, ১৯৭৫। ৯২
গ্রন্থাগারে সরকারী সাহায্য। ৯৩
চণক পাঠাগারে স্বর্ণ জয়ন্তী। ৯২, ১৭৩
চারুদত্ত বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার। ১৪
জলঢাকা হাইস্কুল প্রজেক্ট করাল লাইব্রেরী, দার্জিলিং। ৫৮
জাড়গ্রাম যাখন দাস পাঠাগার। ৩১৩
জাতীয় গ্রন্থাগার বিল। ৫৮
তমলুক জেলা গ্রন্থাগার। ১৪৫, ২০৭, ২৫৩
তমলুক জেলা গ্রন্থাগার। ১৪৫
তরুণ সংঘ। ২৪২
নদীয়া সফরে রাজ্যের উপশিক্ষা অধিকর্তা। ১৪
রেকর্ড লাইব্রেরী। ৯৩
পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী। ৫৯, ১৭৩
পল্লীশ্রী পাঠাগার। ১৪৬, ২৪২, ৩১৩
পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে আলোচনা সভা। ১৪৬
প্যারিমোহন স্মৃতি পাঠাগার, বেলঘরিয়া। ১৪৬, ১৭৩
বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ। ১৫
বিপিন বিহারী দে স্মৃতি পাঠাগার। ২৫৪
বিবেকানন্দ পাঠাগার। ৫৮
"ব্যোম-নীলিমা" সারস্বত মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার। ৫৮
রামায়াণ সেবাদল। ২৫৩
রাধাবল্লভপুর পাব্লিক লাইব্রেরী। ২১৩
শিশু গ্রন্থাগারের শিলান্যাস। ১৪৩
শ্রীরামপুর তরুণ সংঘ সাধারণ পাঠাগার। ৫৮
সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া। ১৪, ১৭৩, ২৫২, ২৫৪
সংস্কৃতি, চাকদোতা। ৫৮, ৯২

বার্তা বিচিত্রা

অন্ধ প্রদেশে 'গ্রন্থাগার কর' ছয় পয়সা হবে। ৩৪৪
আইন সভার গ্রন্থাগারিককৃন্দ প্রশিক্ষণ নিলেন। ৩৪
ইউ. জি. সি নির্দ্ধারিত নতুন শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্মরত অধ্যাপক-ক্ষেত্রে বিচার্য হবে না। ৩৪
ইংরেজী ভাষায় শব্দকোষ। ১৫
ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভঃ স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন : নদীয়া শাখা সম্মেলন। ১৪
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের 'পুনর্মিলন' উৎসব। ৮
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নূতন পত্রিকা। ১৫
গ্রন্থাগারে চুরির দায়ে সশ্রম কারাদণ্ড। ৩৫
চুচুঁড়া কিশোর প্রগতি সংঘে পরিষদ প্রতিনিধি। ২
জন হাইড্-এর নোটবুক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে। ৮
তেতাল্লিশ বছর আগে 'বিচিত্রা'য় বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন।
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা উদ্যোগ। ২৫
নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার। ২
নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল। ৩৫
ডাক ব্যয় কমানো হলো। ১
পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন।
পাঠ অভ্যাস সমীক্ষা।
পূর্বভারত গণজ্ঞাপক গবেষণা কেন্দ্র।
বই আমদানীতে সামান্য সুযোগ।
বাইবেলের পরই লেনিন।
বৃটিশ কাউন্সিলে পুস্তক প্রদর্শনী।
ভারতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাপঞ্জী।
মালয়ালাম গ্রন্থপঞ্জী।
মেয়েদের বই পড়া সমীক্ষা।
রক্তের বদলে বই।
রবীন্দ্র পুরস্কার।
রঙ্গনাথন পুরস্কারে ইংরেজ গ্রন্থাগারিক সম্মানিত। ৩
রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ। ২
সরস্বতী পুরস্কার। ১

সারদ সংকলনে পুরস্কার। ১৪৭
সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে 'গ্রন্থাগার' বাদ ২১৪
সাহিত্য পুরস্কার। ৯৩
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিদায় সম্বর্ধনা। ৩০
'সুরভ' রচয়িতা খগেন্দ্র নাথ মিত্র জাতীয় পুরস্কার পেলেন। ৫৯
স্টীকরণ ও নির্ঘণ্টিকরণে বিশেষ প্রশিক্ষণ। ২৫৮
সানায় জলে দাগ পড়ে না। ৯৩
সিপাহাটাতে 'বুক ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হল। ৩৪৪

সম্পাদকীয়
শাখ (আমাদের কথা) ১
শাঠ (বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান কমিটিতে গ্রন্থাগারিকদের নেওয়া হোক। ৩৭
াষাঢ় (পাঠক যেন হতাশ হয়ে না ফেরে) ৬৯
াবণ (স্বাধীনতা দিবস ও গ্রন্থাগার) ১০১
াদ্র (পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন চাই)। ১২১
াশ্বিন (কয়েকটি ইতস্ততঃ প্রসঙ্গ)। ১৫১
াত্তিক। ১৭৯
গ্রহায়ণ (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কয়েকটি অবহেলিত দিক) ২০৯
ৌষ। ২৩৩
াঘ-ফাল্গুন। ২৮৩
ত্র (এবারের সম্মেলন) ৩২১

বিবিধ কথা
ডাক টিকিটের বিরুদ্ধে পরিষদ কর্তৃক ডেপুটেশন। ১০২
C. I. C. বেতনক্রমের সুপারিশ। ৫৭
পরিষদ ভবনে অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থাগার আইন পর্যালোচনা কমিটির সভাভবন। ১০২
পরিষদ ভবনে শ্রীমতী মোজেল আইজাক। ৫১
পরিষদ ভবনে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা। ৯২
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে প্রয়োজনীয় সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ। ৯১
সুকান্ত জন্ম-জয়ন্তী। ১৫২
সুধীন ঘোষ স্মারক বক্তৃতা, ১৯৭৬। ১০২

চিঠিপত্র। ১৫, ২৪০

বিয়োগপঞ্জী
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
গোপীনাথ কবিরাজ।
তুষার বসুমদার।
নিতাই চন্দ্র দাস।
পরিমল গোস্বামী।
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।
হেমন্তবালা দেবীচৌধুরাণী

পুস্তক আলোচনা
জীমূতবাহন রায় : গ্রন্থাগার সংকলন। ১১৮
দীপক গোস্বামী : স্বরং রচনাপঞ্জী। ৫৫
Raghubir Singh : Calcutta. 208
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা। ৩৩, ৬৪, ৯৭, ১৭৫, ২০১, ২৬১

English Abstracts.
2, 62, 94, 148, 180, 230, 260, 315, 345

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL
Postal Regd No. WB/CC-
Regd No. RN/2674/57

Volume 27 : No. 3

June-July, 1977

22 JUL 1977

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 191B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Ramkrishna Saha

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৪ — এপ্রিল, ১৩৮৪

সূচী

সম্পাদকীয়

শিক্ষামন্ত্রীত্রয়ের নিকট স্মারকলিপি

শিক্ষামন্ত্রীত্রয়ের সম্বর্ধনা সভা

সত্যানন্দ মণ্ডল

ভারতে নিরক্ষরতা প্রসঙ্গ

গৌরাঙ্গকান্তি চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সংকট

অনাদি গুহ

জাতীয় গ্রন্থাগার ও তার বর্তমান অবস্থা

বার্তা বিচিত্রা

বার্ষিক চাঁদা—১৫·০০ সম্পাদনা : রামকৃষ্ণ সাহা প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের সাইজ	কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রথম মলাট	২৫০	৪০০
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮×৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	২০০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪×৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০·০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal

By Dr. Ranganathan মূল্য ২·০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day

মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫·০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্য গ্রন্থাগার

ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২·০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা

ডঃ আদিত্যকুমার গুহদেদার প্রণীত মূল্য ৪·০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৪ | শ্রাবণ, ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আন্দোলনের আরেক দিক

আগামী ২৮শে আগষ্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কর্মকর্তা নির্বাচন ও বার্ষিক সভার একটা অঙ্গ। স্বভাবতই সেদিন থেকেই নতুন নেতৃত্ব আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আমরা যারা বিগত একবছর ধরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম আগামী দিনের নেতৃত্বের সামনে বক্তব্য রাখার অবশ্যই একটা সুযোগ আমাদের থেকে যায়।

বিগত এক বছরের সবচেয়ে বড় দুটো ঘটনা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। ১৯৭২ মার্চের লোক সভার নির্বাচনে ও ১৯৭৭ জুনের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য রাজনীতির পট পরিবর্তনে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা পথ পরিবর্তন করছে; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিবর্তনের আভাষ মিলেছে।

কয়েকদিন আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রীদ্বয়ের সম্বর্ধনা সভায় মন্ত্রীদ্বয় স্মরণ করিয়ে দেন সীমাবদ্ধ সামর্থ্যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া না গেলেও বহুমূল্যবান সহযোগিতা পাওয়া যাবে; এবং গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। সুতরাং গ্রন্থাগার আন্দোলনও এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সামনে এসে যাচ্ছে।

কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম দুর্বল দিক হচ্ছে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সঙ্গে প্রচলিত আন্দোলনের বিচ্ছিন্নতা। বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ গ্রন্থাগার পরিচালনা ও পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রন্থাগার বৃত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে নেই—আছে গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহী বেশ কিছু ব্যক্তির হাতে; এমন কি আধা-সরকারী গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে সরকারী ব্যক্তি ও রাজনীতিতে উৎসাহী ব্যক্তিদের হাতে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তাদের পরিচালকমণ্ডলীর হাতে। এখানেও গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রায় স্থিতাবস্থায় পৌঁছে গেছে এরকম আশংকা করাও অন্যায় নয়। সরকারী আমলা বা বে-সরকারী উৎসাহী ব্যক্তিরা যাঁরা সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছেন এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলের কর্তাব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার তাঁদের কাছে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার তাঁদের কাছে এখনও পার্শ্ব সংগঠন মাত্র। নানা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌখিক সুন্দর বাক্যের বাইরে সুষ্ঠু কাজে ধারা প্রবর্তনে এত অনুৎসাহ বা দ্বিধা কেন?

ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কোন সভায়, সেমিনারে যে সমস্ত কর্তাব্যক্তিরা এসে থাকেন বা আনা হয় সেখানে সুন্দর সুন্দর শব্দের সমষ্টি দিয়ে গ্রন্থাগারকে উদ্দীপ্ত করে তোলার প্রচেষ্টা যেমন লক্ষ করা গেছে আবার প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এঁদের অস্পষ্ট বক্তব্য ও সিদ্ধান্তহীনতা গ্রন্থাগারকে দুর্বল করে দেয়। বড়জোর বই কেনার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পরিলক্ষিত হলেও সেগুলির ব্যবহার বাড়ানোর তত উৎসাহ দেখা যায় না। তাছাড়া গ্রন্থাগার সম্পর্কে সার্বিক ধারণার অভাবে গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। গ্রন্থাগার দ্রুতভাবে চলুক সেটা এঁরা অস্বীকার করেন না কিন্তু সমস্যা সমাধান-কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এঁদের একান্ত অনিচ্ছা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলোকে পরিবর্তন করে এগিয়ে যাওয়া যায় কিভাবে। খুব সহজে বলা যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে। কিন্তু সেটা কি ভাবে হবে? প্রত্যেকটি সংস্থার বাস্তব অবস্থার বিচারে উপযুক্ত আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করার মাধ্যমে। এগুলি মুখে কথা বলে সকলেই একমত হবেন হয়ত। কিন্তু এগুলো হয় নি বা হচ্ছে না কেন? কারণ অনেক। প্রধান কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে অন্যান্য আন্দোলনগুলি থেকে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক কম থাকায় এটা একটা বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে যার গতিবেগ প্রয়োজনের তুলনায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে অত্যন্ত ক্ষীণ।

তাই আগামী দিনের নেতৃত্বের সামনে তিনটি বড় প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা; দ্বিতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অধিকাংশ জনসাধারণের আন্দোলনগুলি যথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলন, গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক আন্দোলন, কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা; তৃতীয় ব্যবসায়, শিল্প প্রভৃতি অংশের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করে উৎপাদন অব্যাহত রাখা।

উপরোক্ত আন্দোলনগুলির প্রকৃতি একে অপরের থেকে ভিন্ন সুতরাং প্রত্যেকটি আন্দোলনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে আবার বিফলতার পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলির কারণগুলি অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজন। আন্দোলন শুধু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বারাই হবে না এ আন্দোলনে অন্যান্য গ্রন্থাগার সংগঠন-গুলির সঙ্গে একযোগে করতে হবে। সুখের কথা বর্তমান বছরে এর সূত্রপাত হয়েছে মাত্র—এখন প্রয়োজন গতিবেগ সৃষ্টির।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র-শিক্ষকরা যেমন গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিবেগ সৃষ্টি করবেন এবং সেটা সময় সাপেক্ষ কিন্তু প্রাথমিক স্তরে আন্দোলনের সূত্রপাত গ্রন্থাগার কর্মী-দেরই করতে হবে নিজ নিজ গ্রন্থাগারে। মনে রাখা প্রয়োজন গ্রন্থাগারিকরা সমস্ত তথ্য সম্পদকে সঠিক পথে প্রবাহিত করার মত গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী সুতরাং শিক্ষা জগতে নেতৃত্ব দেবার অধিকারও তার পক্ষে অর্জন করা অস্বাভাবিক নয়। এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারলেই গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে তার পদমর্যাদার আন্দোলনে; অবশ্যই অন্যান্য অংশের কর্মীদের মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে নয়; আসতে হবে সহযোগীতা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে। এ না হলে সাধারণ গ্রন্থাগার, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ, অধ্যাপক পার্থ দে এবং মহম্মদ আবদুল বারি কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি—

• **প্রস্তাবনা**

যে কোন দেশের, তা উন্নত বা উন্নতিকামী যাই হোক না কেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গ্রন্থাগার তথা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারের কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে বাংলাদেশ তথা ভারতে শিক্ষা তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা স্বাভাবিক কারণেই ছিল অত্যন্ত উপেক্ষিত এবং এই সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

স্বাধীনতা অর্জনের তিরিশ বছর পরে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করলে যে চিত্র আমাদের সামনে প্রতিফলিত হয় তা হ'ল পূর্বের তুলনায় সরকার পরিচালিত বা সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারের তহবিল থেকে ব্যয়ের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত অর্থে আমাদের জনসাধারণের বহুমুখী চাহিদা পূরণে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম সমুন্নত, সম্প্রসারিত এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও প্রবর্তিত হয়নি। তাই সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করছে।—

১ **পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাব—**

১·১ **সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়ন চাই : জনগণের বহুমুখী চাহিদা পূরণ করার জন্য এবং নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কাজে গ্রন্থাগারকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাবার জন্য অবিলম্বে এই রাজ্যে বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সুসমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।**

সরকারের পরিচালনাধীন বা সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত বা বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত এ রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারার মূল্যায়ন করলে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় তা হল :

(ক) প্রকৃত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রবর্তন আজও হয়নি। সমগ্র বিশ্বে সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বজন স্বীকৃত যে সংজ্ঞা অর্থাৎ চাঁদা বা ডিপোজিটের কোন বাধা না রেখে আপামর জনসাধারণের জন্য আজীবন গ্রন্থাগার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, এই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন আজও হয়নি।

(খ) আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। বর্তমানে মুমূর্ষু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি তাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সাধারণত পাঠকদের চিত্ত বিনোদনকারী সাহিত্য সরবরাহ করে থাকে কিন্তু এই ধরণের গ্রন্থ সরবরাহই সাধারণ গ্রন্থাগারের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতি

অগ্রগতির কাজে সর্বস্তরের মানুষকে যথাযথভাবে সাহায্য করার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে জ্ঞান ও তথ্যের আহরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে জ্ঞান ও তথ্য বিতরণ হবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির একটি প্রধান কাজ। সাধারণ গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা সব দেশে স্বীকৃতি পেয়েছে, আমাদের দেশেও তার আশু স্বীকৃতি প্রয়োজন।

(গ) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকার মূল্যায়ন আজও হয়নি। গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে বা গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান পরিচালনা না করলে এই কার্যক্রম কখনই সার্থক হতে পারে না। নব সাক্ষরতা বা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাতে আবার নিরক্ষরতার অতল গহ্বরে তলিয়ে না যান তার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার উপযোগী গ্রন্থ ও তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

(ঘ) ইউনেস্কোর সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য বিতরণ করবে তাই নয়, এমনকি অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য বিতরণে সাধারণ গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নানা ধরণের শ্রব্য ও দৃশ্য সরঞ্জাম (Audio-Visual materials) ব্যবহার করে এমনকি নিরক্ষর মানুষকেও সেবা করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা আজও আমাদের দেশে স্বীকৃতি পায়নি।

(ঙ) কোন সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলি গড়ে তোলা হয়নি। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রেখে গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলিকে এক সুসমন্বিত ব্যবস্থার মধ্যে না আনার ফলে একদিকে যেমন অর্থ, লোকবল ও সময়ের অপচয় এবং নানারকম কাজ করে উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব হচ্ছে না, অপরদিকে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষম বিকাশও সম্ভব হচ্ছে না।

(চ) রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত পদসর্ব প্রথার বৈত শাসনের জন্য (সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ত্রুটি বিচ্যুতি ও খামখেয়ালীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সমাজশিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাহায্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়াস স্বাভাবিক কারণেই এক ত্রুটিপূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। এই অবস্থার আশু অবসান একান্ত প্রয়োজন।

(ছ) বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক অসঙ্গলতার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সামগ্রীর সরবরাহ, উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কর্মীবাহিনীর সরবরাহ প্রভৃতি কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

(জ) রাজ্য সরকার পরিচালিত ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত পদসর্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আরো একটি প্রধান ত্রুটি হ'ল এই ব্যবস্থার অন্তর্গত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নে চরম অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণ। এই কর্মীদের কাজের দায়িত্ব এবং শিক্ষা ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা কিছুই বিবেচনা করা হয়নি। এমনকি সরকার ও শিক্ষা ক্ষেত্রের সমতুল কর্মীদের বেতন ও ভাতাদি তাদের দেওয়া হয়নি। এই অবস্থার আশু অবসান প্রয়োজন।

সামগ্রিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই দাবী করছে যে শিক্ষালয়ের বাইরে আজীবন শিক্ষার অনুশীলন অব্যাহত রাখার জন্য, গণতন্ত্রের বনিয়াদ সুদৃঢ় করা ও বলিষ্ঠ চিন্তার উদার মনোভাবাপন্ন

মানুষ সৃষ্টির জন্য, স্কুল কলেজের অপর্যাপ্ত শিক্ষার পরিপূরণের জন্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংকট থেকে বাঁচবার তথা সামাজিক অবক্ষয় রোধের জন্য, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, লোকশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য, বহু ব্যয়সাপেক্ষ জ্ঞান ও তথ্য আহরণ সর্বসাধারণের আয়ত্তাধীনে আনার জন্য, প্রত্যেক ভাষায় প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্রিকার প্রকাশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য, পুনরুক্ত প্রথার বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অবসানের জন্য, গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অর্থ, কর্মী ও গ্রন্থসামগ্রীর সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য, কর্মী জীবনে আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার জন্য এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি, সম্প্রসারণ, সুসম বিকাশ ও সুসমন্বয়ের জন্য এই রাজ্যে অবিলম্বে একটি আইনভিত্তিক দিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের চারটি রাজ্যে (তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে) ইতিমধ্যে এই ধরণের একটি গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে দিনা চাঁদায় সুসমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে আরো কয়েকটি রাজ্য এই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও প্রত্যেক রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন মারফৎ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচীর কথা সুপারিশ করা হয়েছে। ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশন নিয়োজিত গ্রন্থাগার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপও এরই ধরণের সুপারিশ করেছেন। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ক সর্বভারতীয় সেমিনার থেকে একই ধরণের সুপারিশ করা হয়েছে। এই আইন প্রবর্তন করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছে। পরিতাপের বিষয় বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু করা হয় নি। পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য গ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়াও তৈরী করা হয়েছে। **গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য এবং এই সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য অবিলম্বে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।**

আমরা আনন্দিত বামফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচীতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা স্বীকৃত হয়েছে। আমরা আশা করি অবিলম্বে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত হবে।

১·২ রাজ্য শিক্ষাবাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা হোক—

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অসচ্ছলতা রাজ্যের শিক্ষাবাজেটের বর্তমান শতকরা ½ ভাগেরও কম সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। মাথা পিছু ব্যয় মাত্র ৮·৯ পয়সা। এই ব্যয়ের অতি সামান্যই গ্রন্থ সামগ্রী ক্রয় ও তার ব্যবহারের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য নূতন কার্যক্রম গ্রহণ তো দূরের কথা, বর্তমান মুমূর্ষু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকেও বাঁচিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থাগারের আর্থিক সংকট এমন স্তরে পৌঁছেছে যে অধিকাংশ পুনরুক্ত ও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নিয়মিত আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় না। একটা কথা বোঝা প্রয়োজন গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ব্যয় জাতীয় আয়ে ব্যয়।　এই ব্যয় পরিণামে দেশের সামাজিক ও অ

নৈতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করবে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দাবী করছে যে উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা হোক।

১·৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান বিপর্যয় সম্পর্কে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। শিক্ষা ব্যবস্থার এই বিপর্যয়ের নানাবিধ কারণের একটি প্রধান কারণ হল এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন স্তরেই গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও তথ্য সম্পর্কে আকৃষ্ট করার কোন কর্মসূচী নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনা ও ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে দেশ ও সমাজের উপযোগী মানুষ সৃষ্টি করা, তাহলে ক্লাশরুমের চৌহদ্দির মধ্যে বক্তৃতা শোনা ও নোট নেওয়ার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টি করতে হলে আমাদের দেশের শিক্ষা পরিকল্পনাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারমুখী হন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে শিক্ষা পরিচালকদের এই উপেক্ষা ও উদাসীন মনোভাবের বিষময় ফল আমরা প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের জীবনে লক্ষ্য করছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ আরোপিত সর্তে বিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল এই রাজ্যের শতে হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শতকরা পাঁচ ভাগ বিদ্যালয়েও প্রকৃত অর্থে কোন গ্রন্থাগার নেই। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী নেই, গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক কোন কক্ষ নেই, রুটিনে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, বিদ্যালয় বাজেটে গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়ের কোন সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত নেই। অল্প যে কয়েকটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক আছে তাদেরও শিক্ষা ও বৃত্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী ঐ স্তরের শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেওয়া হয় না।

একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায় দুই বছরের কোর্স পরিচালনার জন্য প্রবর্তিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে অনেক কিছু বলা হল, অনেক কিছু পরিকল্পনা করা হল, কিন্তু এই স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগারের প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আজও স্বীকৃতি পেল না। ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে যে রাজ্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষাবিদরা নূতন শিক্ষার পরিকল্পনা করছেন অথচ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন ভাবনা চিন্তাই তাঁরা করছেন না।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই দাবী করে যে—

(ক) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে।

(খ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক কক্ষের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(গ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রুটিনে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাজেটের একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

(ঙ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকল্পনা এমন ভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারমুখী হয়।

১৪ কলেজ, পলিটেকনিক ও বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

কলেজ, পলিটেকনিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গ্রন্থাগারগুলির প্রধান দুর্বলতা হল আর্থিক অনগ্রসরতা ও কর্তৃপক্ষের অনুদার ও ত্রুটিপূর্ণ মনোভাব। আর্থিক অগ্রতুলতার জন্য ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়, স্থানাভাব সমস্যার সমাধান, নতুনত ও সম্প্রসারিত কার্যক্রম গ্রহণ, প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না, সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সুপারিশগুলি অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষের এই অনুদার ও ত্রুটিপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে সম্প্রতি ইউ জি সি-র সুপারিশক্রমে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ও প্রচারিত এক সার্কুলারে। উক্ত সার্কুলারে শিক্ষিত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেওয়ার দীর্ঘদিন যাবৎ স্বীকৃত নীতি থেকে যে শুধু বিচ্যুতি ঘটেছে তাই নয়, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সর্বোচ্চ গ্রন্থাগারিকের পদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত নয় এবং গ্রন্থাগার পরিচালনায় কোন অভিজ্ঞতা নেই এমন ব্যক্তিকেও নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে কয়েক মাস আগে রাজ্য সরকার প্রচারিত এক সার্কুলারে উক্ত সার্কুলারে ইউ. জি. সি বেতনক্রমের আওতার মধ্যে আনেন না এ ধরনের প্রাইভেট কলেজের গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক, লাইব্রেরী অ্যাসিস্টাণ্টদের জন্য কলমিকদের অনুরূপ বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছে। এই অনুদার ত্রুটিপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক মনোভাবের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। শিক্ষার স্বার্থেই এই দৃষ্টিভঙ্গীর আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

বিগত শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন) রিপোর্টে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীর জন্য ব্যয় করা উচিৎ। তাদের মতে এই ব্যয় এমন কি শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। অথচ এই রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ½ ভাগ থেকে ২ ভাগ মাত্র গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। অতি অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের বাজেটের শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করে থাকে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির এই শোচনীয় অবস্থার জন্য পাঠকদের অনেকেই জাতীয় গ্রন্থাগারে ছোটে পাঠ্যপুস্তক পাঠের জন্য বা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে Text Book Library গড়ে তোলার জন্য। অথচ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা সুস্থ ও স্বাভাবিক পথ নয়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গ্রন্থাগারগুলির সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই দাবী করছে যে প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে উন্নত ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

১৫ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশনের রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির পুনর্গঠন চাই

রাজা রামমোহনের শিশুত জন্ম বর্ষে ভারত সরকারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশন নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের অনুদান নিয়ে এই সংস্থার বিরাট তহবিল গঠিত হয়েছে। প্রতিটি রাজ্য স্তরে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটি রাজ্য পরিকল্পনা কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই সংস্থার কার্যকলাপ নিয়ে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বর্তমানে ঐ বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে উক্ত সংস্থার রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির কিছু অতিকারক কাজের উল্লেখ করা হচ্ছে—

(ক) এই রাজ্যের সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান সংস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং স্থানীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়েছে।

(খ) গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক নির্বাচনের স্বাধীনতাকে খর্ব করে উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে নিজেদের ইচ্ছামত গ্রন্থ ক্রয় করে কিছু গ্রন্থাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থ সরবরাহের সঙ্গে গ্রন্থাগারের চাহিদার কোন সামঞ্জস্য নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এই সব গ্রন্থ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ঐ সব প্রেরিত গ্রন্থের কিছু অংশ গ্রন্থাগারগুলি পূর্বেই সংগ্রহ করে নিয়েছে। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থ নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক।

(গ) যে সব গ্রন্থ উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে ক্রয় করা হয়েছে তার ক্রয়-মূল্য সম্পর্কে প্রচুর অভিযোগ আছে। প্রকাশকালের মূল্য থেকে অধিক মূল্যে অনেক গ্রন্থ ক্রয় করা হয়েছে। হাতে লিখে বা ছাপ দিয়ে বা নূতন কাগজ লাগিয়ে নূতন মূল্য ; যা প্রকাশ কালের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী, বসানো হয়েছে। এই বিষয়ে প্রচুর অর্থের অপচয়ের অভিযোগ উঠেছে।

(ঘ) গ্রন্থাগারে কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করলেই পাঠোপযোগী হয় না। গ্রন্থ রাখা ও ব্যবহারের জন্য স্থান ও আসবাবপত্র, গ্রন্থকে পাঠকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী, ইত্যাদি বিষয়ে যথোচিত ভাবে সাহায্য না করে গ্রন্থাগারগুলিকে কিছু অবাস্তব ও অযৌক্তিক উপদেশ দিয়ে উক্ত সংস্থা নিজেদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করছে।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশনের রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত দাবীগুলি রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করছে :—

(ক) অবিলম্বে উক্ত সংস্থার রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি ভেঙ্গে দিতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজা রামমোহন রায়

লাইব্রেরী কাউন্সেলের রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি গঠন করতে হবে।

(খ) যে সব গ্রন্থাগারকে গ্রন্থ অনুদান দেওয়া হবে, তাদের গ্রন্থ নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

(গ) উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে গত কয়েক বছরের গ্রন্থ ক্রয় সম্পর্কে ব্যাপক ও নিরপেক্ষ তদন্তের আয়োজন করতে হবে।

১·৬ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থার পরামর্শ বিবেচনা করতে হবে।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে না। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধ্যান ধারণা নেই শিক্ষা বিভাগের এমন ধরণের কর্ম-কর্তারা খামখেয়ালীভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পরিচালনা করছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘদিনের দাবী যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বার্থে সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে মুক্ত করে গ্রন্থাগারের জন্য একটা পৃথক দপ্তর স্থাপন করা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের আরও দাবী হল এই যে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের প্রশ্নে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল সংগঠন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠন পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং এই রাজ্যে অবস্থিত সর্বভারতীয় সংস্থা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এ্যাণ্ড ইন্‌ফরমেশন সেন্টারের (ইয়াসলিক) বিভিন্ন সুপারিশগুলি সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করতে হবে। রাজ্য ও জেলা স্তরে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১·৭ কর্মচ্যুত ও অন্যান্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনর্নিয়োগ করতে হবে।

বিগত কয়েক বৎসরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যায়ভাবে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে স্পনসর্ড প্রথার প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গ্রন্থাগার বন্ধ করে দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগার কর্মী কর্মচ্যুত হয়েছেন। এই ধরণের ঘটনা সুস্থ ও স্বাভাবিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিচালনার স্বার্থে গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তা একান্ত আবশ্যক। যে সব গ্রন্থাগার কর্মী আজও কর্মচ্যুত রয়েছেন তাঁরা হলেন : সমাজশিক্ষা দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় অবৈধভাবে কর্মচ্যুত মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অশ্বিনী সেন, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার গ্রন্থাগারের কর্মী তপন সেন, মিনতি গুহ, রেবা সেন ও রেবা ঘোষ, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের কর্মী ছায়া বসু। কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনায় গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মচ্যুত হলেন; সেবক ভারতী কলাল লাইব্রেরীর (কলকাতা, ২৪ পরগণা) গ্রন্থাগারিক বীরেন্দ্রনাথ কাজী ও লাইকেল পিয়ন মোহনচন্দ্র মাঝা; মিলন সংঘ পাঠাগারের (নাদুয়াহাট, জলপাইগুড়ি) গ্রন্থাগারিক নীতিশ বসু এবং একজন লাইকেল পিয়ন। কর্তৃপক্ষের আক্রোশমূলক আচরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বুরো অব্ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীশশাঙ্ক বাগচী। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবী করছি যে অবিলম্বে এই কর্মীদের পুনর্নিয়োগ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের ক্ষতিপূরণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

১.৮ গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলীপদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়োগ করতে হবে।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার পরিচালিত বা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত বা রাজ্যসরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কিছু কিছু বৃত্তিকুশলী পদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হচ্ছে। শুধু গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে নয়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবকদের কর্মনিয়োগের সম্ভাবনার স্বার্থেও অবিলম্বে এই প্রথা বন্ধ হওয়া দরকার। এর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথোচিত সম্প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দেবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই বিষয়ে তৎপর হতে আমরা অনুরোধ করি।

১.৯ গ্রন্থাগারকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান চাই

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনায় গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় স্বাধীনতা অর্জনের তিরিশ বছর পরেও এই রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগারকর্মীরা বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে আজও চরম অবহেলিত। পৌরসভা গ্রন্থাগার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন বিভাগীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারকর্মীদের নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি সরকারও কর্তৃপক্ষের আচরণ অধিকাংশ সময় বৈষম্যমূলক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আর্থিক দিক দিয়ে অবহেলিত ও বিপর্যস্ত পৌরসভা গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক মনোভাব দেখিয়ে সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ বেতন ও ভাতাদি দেওয়া হচ্ছেনা। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশে বিভিন্নস্তরের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনহারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার বর্তমানে ঐ সব সুপারিশ থেকে সরে আসছেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গ্রন্থাগারের সর্বোচ্চপদে অ-বৃত্তিকুশলী ব্যক্তি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এই সব প্রশ্নে বিভিন্ন সময় রাজ্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও করা হবে। সম্প্রতি পৌরসভা কর্মীদের বেতনক্রম সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারকর্মীদের দাবী হল এইসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে অবহেলিত গ্রন্থাগার কর্মীদের চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার তৎপর হোন।

২ আমাদের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশা

পরিশেষে এই রাজ্যের গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আমরা নবনির্বাচিত রাজ্যসরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার কাজে আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা সর্বতোভাবে সরকারকে সাহায্য করবো। রাজ্যসরকারের নেতৃবৃন্দের কাছেও আমাদের আবেদন যে নূতন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার কাজে গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁরা উপলব্ধি করুন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রীত্রয়ের সম্বর্ধনা সভা

গত ২৭শে জুলাই ১৯৭৭ পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীত্রয় অধ্যাপক শম্ভুচরণ ঘোষ; অধ্যাপক পার্থ দে ও জনাব মহম্মদ আবদুল বারি-কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদ সভাপতি ফণিভূষণ রায়। সভার প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রীদের পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলোচনার সূত্রপাত করেন।

তিনি বলেন "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৯ সালে স্থাপিত হয় এবং তারপর থেকে তা এগিয়ে চলেছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। একে আন্দোলন বলার দরকার হ'ত না যদি গ্রন্থাগারগুলির স্বাভাবিক বিকাশ থাকত। আমাদের পরিষদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। এ জন্য আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বার্ষিক ৩০০০·০০ টাকা পাই। যা কিছু প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তাই এই অনুদান বাড়ানোর জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের গ্রন্থাগারের জন্য আমরা বার্ষিক ৩০০০·০০ টাকা এবং আমাদের নিজস্ব প্রকাশনার জন্য বার্ষিক ২০০০·০০ টাকা পাই। এও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। এ ছাড়া আমাদের প্রকাশিত ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীও বাকপথে বন্ধ আছে—সরকারী অনুদান পেলে আমরা একাজও সুষ্ঠুভাবে করতে পারি।

সভাপতির ভাষণে শ্রীফণিভূষণ রায় "আমাদের মূল উদ্দেশ্য আমাদের মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা জানানো, কারণ তাঁরা দেশ গড়ার কাজে হাত দিয়েছেন। আমাদের মূল বক্তব্য গ্রন্থাগারকে কি ভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা যদি আমরা সরকারী কর্মসূচীর সঙ্গে মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, যদি সমস্ত দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে পারি তবে শিক্ষা ব্যবস্থারও সুষ্ঠু রূপায়ণ সম্ভব। এবং মন্ত্রীদের নিকট আমরা একটি স্মারকলিপি পেশ করতে চাই যা আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল।

স্মারকলিপি পাঠ করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি বলেন "আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত এইজন্য যে যাঁরা আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁরা গণতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত গ্রন্থাগার শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অভিজ্ঞতার আলোকে এক স্মারকলিপি পেশ করতে চায়। অতঃপর তিনি স্মারকলিপিটি পাঠ করে শোনান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন : "Rural Library-গুলির ক্ষেত্রে পুস্তক ক্রয়ের জন্য কোন সরকারী আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় না।" এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে ৭৪০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২৫০ টিতে গ্রন্থাগার আছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—তাও স্বীকৃতি পেলো না। আমি মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে U. G: C. Circular-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ গ্রন্থাগারিক পদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে—এর পরিবর্তন আমরা অবিলম্বে চাই। College Library-গুলিকে এমনভাবে তৈরী করা উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তক পায় এবং পাঠ্য-পুস্তকের জন্য যেন তাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে ছুটতে না হয়। গ্রা

রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেলনের রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে! আমরা মনে করি যে এখানে সরকারী অর্থেরও অপচয় হচ্ছে। একটি উপন্যাস যার নাম "সিকিলিপ" তার অনেক কপি বহুড়া জিলার লাইব্রেরী-তে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া Book Selection-ও সঠিক নয়। বহু বই ভুলে ভর্ত্তি। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পুস্তক নির্বাচন উদ্দেশ্যমূলকভাবে পক্ষপাত দুষ্ট। এ অবস্থা যদি ব্যাপক অনুসন্ধান হয় তাহলে আমরা সবস্ত বাস্তব তথ্য দরবরাহ করতে পারি।"

কর্মচ্যুত গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনর্নিয়োগ দাবী করে তিনি বলেন,

"তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রামরঞ্জন-বাবুকে গ্রন্থাগার কমিটির সহ-সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মেদিনীপুরের D. S. E. O-এর আক্রোশে। এ সম্পর্কে আমি পার্থবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি আরও বলেন, কিছু কিছু গ্রন্থাগার আছে যেগুলি রাজ্য সরকারী সাহায্য পায়। এগুলিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের কোন Pay Scale পর্যন্ত নেই। বছরের পর বছর তারা সামান্য Consolidated Pay পাচ্ছে।"

এরপর রায়চৌধুরী মন্ত্রীদের অভিনন্দন ও নমস্কার জানান।

মাননীয় মন্ত্রী শম্ভু ঘোষ মহাশয় তাঁর ভাষণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের ঐতিহ্যের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন পরিষদের সমাবেশে উপস্থিত হতে পেরে। তিনি বলেন "সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান। এ ছাড়া গ্রন্থাগার আন্দো-লনও সফল হতে পারে না যদি না মানুষকে আমরা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে পারি। এ কাজে পরিষদ এগিয়ে আসুক। আমাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির জগত থেকে অপসংস্কৃতিকে দূর করতে আপনারা এগিয়ে আসুন। আপনারা Directory সংকলনের কাজে হাত দিয়েছেন—এটি খুব মূল্যবান কাজ। এ ছাড়া বাংলা পরিভাষা সঙ্কে তোলার কাজেও আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন যাতে আগামী দিনে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আমরা বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করতে পারি। আপনারা জানেন কী দুর্দিনে আমরা পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীসভায় এসেছি। আমাদের আর্থিক সঙ্গতি সীমিত। তবু এটুকু বলতে পারি, আপনাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি থাকবে।

পার্থ দে বলেন, "আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে গৌরবান্বিত ও আনন্দিত। মূলতঃ কয়েকটি কথা আমি বলব আপনাদের বিবেচনার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলি যাদের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে তাঁদের মানুষ নির্বাচিত করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পরিস্থিতি আমাদের দেশে গত কয়েকবছর এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিল—আমাদের দেশে এমন কিছু গোষ্ঠী আছে যারা মানুষকে বঞ্চিত এবং চেতনাহীন করে রাখতে চায়। তারা দীর্ঘদিন ধরে এক দানবীয় শাসন কায়েম করে রেখেছিল এবং তারই ফলে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবই এক জটিল সংকটের মধ্যে পড়েছিল। আজ সে অবস্থার অবসান হয়েছে। কিন্তু তবুও ভুললে চলবে না ওই সব গোষ্ঠী ও শ্রেণী এখনও বর্ত্তমান। আমরা এখনও দেশ গড়ার কাজে হাত দিতে পারিনি। এখন ভাবতে হবে কোথা থেকে আমরা শুরু করব। সমস্যা সমাধানের যুক্তিগ্রাহ্য, সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পথ আছে। ধরা যাক গ্রন্থাগারের কথাই। আদর্শ গ্রন্থাগার চালু করারও পথ আছে। তবে তা এখনই হবে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না বটে; তবে তা একদিন হবেই। বর্ত্তমানে আমরা শুধু এটুকুই করতে পারি যারা মানুষকে সচেতন করার কাজে ব্রতী—যেমন আপনারা করছেন সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে—আমরা তাদের পাশে থেকে সেই সচেতনতার আন্দোলনে শরিক হব। এই আন্দোলনকে

আরও গভীরতর করতে আমরা আপনাদের সাহায্য করব। আমাদের জীবনে যুক্ত সমস্যার মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে সাহায্য করব। এখনি হয়ত সব সমস্যার সমাধান পারব না তবু আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার যে লড়াই তাতে আমরা সহায়তা করব। এই সরকার সমস্ত ধরণের গণ-তান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খার সমর্থক। বেঁচে থাকার জন্য আজ মানুষের মধ্যে চাই তীব্র ঐক্যবদ্ধ আকাঙ্খা। আমরা জানি অসংখ্য অবিচার স্কুলে, কলেজে, গ্রন্থাগারে। কীভাবে এর সমাধান করা যাবে? কর্মচারীদের মধ্যে, শিক্ষকদের মধ্যে নানা মতভেদ। একে তো আইন করে রোধ করা যাবে না। এ হল মানুষের মনে গণতান্ত্রিক চেতনার ও ঐক্যের অভাব। আমাদের কাজ হবে আপনাদের সাহায্য নিয়ে যতটুকু আছে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। আর যা নেই তার জন্য করতে হবে আন্দোলন। আমরা খোলাখুলি বলব আমাদের কী আছে আর কী নেই। যা আছে তার যদি সদ্ব্যবহার করতে পারি তাহলে তা বৃথা যাবে না। এসব কথার অবতারণা করছি এই জন্য যে হয়ত অনেক কিছু করা দরকার। কিন্তু তাতো এখনি হবে না। তাই যা কিছু আছে তাই নিয়েই যদি আমরা Purposefully এগিয়ে যেতে পারি তাহলে তা ব্যর্থ হবে না। অবিচার দুর্নীতি আজ ঘরে ঘরে। কেন গ্রন্থাগার পরিচালনায় এমন লোক আসবেন যিনি জানেন না বই কেন পড়া হয়? শুধুমাত্র ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার আগ্রহে যাঁরা আসেন তাঁদের সরানো প্রয়োজন তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে না পারলে কিছুই হবেনা। আপনারা মনে রাখবেন আপনারা এক সহানুভূতিশীল সরকারের সঙ্গে কাজ করছেন। এটুকুই আপনাদের সুবিধা। আমরা দুর্নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্ত, কর্মচ্যুত গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

মাননীয় মন্ত্রী মহঃ আব্দুল বারি পরিষদকে ধন্যবাদ জানান এই কারণে যে পরিষদ শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়ার কথাই ভাবছে না। ভাবছে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথাও। তিনি বলেন "এটা ভাববার কথা দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে গ্রন্থাগার আইন হল না। এর কারণ, মুষ্টিমেয় যে কয়জন শিক্ষাক্ষেত্রে আছেন তাঁরাই শুধু এই সমস্যা নিয়ে ভাবছেন। কিন্তু এই শিক্ষাচিন্তাকে আরও ব্যাপকতা গণ্ডীতে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি আমাদের দেশে বই কেনা এবং বই পড়ার ব্যাপারেও স্বাধীনতা নেই। কেন নেই তা ভাবতে গেলে সমাজব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে, আমাদের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কোন শিক্ষাকে আমরা প্রসার করতে চাই। আমরা মনে করি মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তি না হলে মুক্ত শিক্ষা, মুক্ত জ্ঞানও সম্ভব নয়। শাসকশ্রেণী ঠিক করেন শিক্ষাব্যবস্থা কী রকম হবে সিলেবাস কেমন হবে। এই শ্রেণীনির্ভর শিক্ষা অসম্পূর্ণ বিকৃত হতে বাধ্য। আমরা চাইছি শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করতে কিন্তু এও সহজসাধ্য নয়। বেকার বাড়লেই শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বাড়ে না। আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন বামফ্রন্ট সরকার যে লক্ষে পৌঁছাতে চান আপনারা তার আমাদের পাশে থাকুন। আমাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ। কি আমরা আপনাদের কাছে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেব না আমরা অকপটে স্বীকার করব কতটুকু আমাদের সামর্থ যতটুকু আমরা করতে পারি আমরা নিশ্চয়ই করব। ও সবক্ষেত্রেই আমরা আপনাদের সহযোগিতা প্রত্যাশী।"

এরপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তরফ থেকে মাননীয় মন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানান এবং তাঁ তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেও যে আমাদের মাঝে এসে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

প্রতিবেদন : চৈতালী দত্ত
তলি রায়
অসীম ঠাকুর

ভারতে নিরক্ষরতা প্রসঙ্গ

সত্যানন্দ মণ্ডল
১১৩/২-বি, হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬

১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতবর্ষে সাক্ষর জনসাধারণ হাজারে মাত্র ২৯৩ জন শতকরা ৩০ জনও নয়! ১৯৭৫ সালে নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালন করা হ'ল। আর এর মাত্র ক'বছর আগে, ১৯৭১ সালের এই হিসাবে দেখছি, ভারতবর্ষে প্রতি হাজার নারীর মধ্যে সাক্ষর মাত্র ১৮৪ জন। শতকরা ২০ জনও নয়।

পেছনে তাকালে আরো খারাপ অবস্থা দেখতেই হ'বে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি, ভারতবর্ষে তখন সাক্ষরের হার ২৪%। মানুষের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাষার ব্যাপ্ত ধারণা সৃষ্টি করার, একটা বক্তব্যকে তার সঠিক জায়গা থেকে সরিয়ে ছোট বা বড় করে তুলে ধরার ক্ষমতা অপরিসীম। কিন্তু অঙ্ক তুলনায় মানুষকে অনেক সময় অনেক বেশি বিশ্বাস্ত খবর দিতে পারে। ১৯৬১ সালের এই আদমসুমারীর তথ্যের ভিতরে গেলে কি দেখব আমরা? রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, "শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।" আমরা এখন শিক্ষার প্রবলতায় কথায় যাব না। গেলে সমূহ বিপদ! সংখ্যায় দেখতে চাই, ছবিটা কেমন। প্রধানত গ্রামপ্রধান কৃষিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায় ভারতে সাক্ষর মানুষের হিসাবটা কিরকম? ১৯৬১ সালের এই হিসাবে নেফা, গোয়া, দমন ও দিউ বাদ পড়েছে। তথ্যটা নিম্নরূপ।—

১৯৬১—সাক্ষরতার হার

সমগ্র ভারতে	পুরুষ	মহিলা
২৪·০২	৩৪.৪৪	১২·৯৫

শহরাঞ্চলে

৪৬·৯৪	৫৭.৪৬	৩৪·৪৮

গ্রামাঞ্চলে

১৯·০০	২৯·০৭	৪·৪৪

শহরাঞ্চলের তথ্যে অবশ্য দিল্লী ছাড়া কেন্দ্র শাসিত অন্যান্য রাজ্যগুলোকে ধরা হয়নি। এখানে বলে রাখা ভাল, ১৯৬১-র এই আদমসুমারী অনুসারে ভারতবর্ষে মোট লোক সংখ্যা ছিল—৪৩৯, ২৩৪, ৭১১। এর মধ্যে শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা মাত্র ৭৮,৯৩৬,৬০৩; আর গ্রামাঞ্চলের জন-সংখ্যা ছিল—৩৬০,২৯৮,১০৮।

আজ সমগ্র দেশে সাক্ষর যদি শতকরা ৩০ জনও হন, শিক্ষিত শতকরা ২০ জনও কি? "ইউনেস্কো"র গণনা থেকে জানা যাচ্ছে,—ইউরোপ নয়, দক্ষিণ কি উত্তর আমেরিকা নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিরক্ষরতার সংখ্যার দিক থেকে খুব মিল। পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে,—যেখানে শিক্ষার দারিদ্র্য আছে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দৈন্যদশা আছে, অথচ দেশটা বিজ্ঞানে, সভ্যতায় প্রযুক্তি-বিদ্যায় উন্নত? মজার হল, এদেশেও বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিস্ময়কর নজির চোখে পড়বে।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে নীহাররঞ্জন রায় বলেছিলেন, "প্রায় পঁচিশ বছর আগে ভারতীয় বিধানে আমরা সংকল্প নিয়ে-ছিলাম, দশ বছরের ভেতর দেশ থেকে আমরা নিরক্ষরতা নির্বাসন দেবো এবং সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন করবো। পঁচিশ বছরেও আমরা সে সংকল্পের অর্ধভাগও

পূরণ করতে পারিনি, এ যে কতবড় জাতীয় লজ্জা ও ক্ষতি, উচ্চশিক্ষিত আমরা, আমরা তা বুঝতেও পারিনে।"

দারিদ্র্যমুক্তির প্রয়াসে নিরক্ষরতা মুক্তি তথা অশিক্ষা-মুক্তির সূত্রটিকে অবহেলা করলে দেশের দারিদ্র্যমুক্তির নানা প্রয়াস পথ হারায়, কিংবা স্থায়ী সাফল্যলাভে সক্ষম হয়, একথা প্রত্যেকটি সভ্য সমৃদ্ধ দেশের সংস্কৃতির অস্তিত্বানে আজ খুঁজে পেতে সময় লাগে না।

দেশের কৃষিব্যবস্থাকে কিভাবে আরো উৎপাদনমুখী করা যায়, নাগরিককে কিভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক করে তোলা যায়, বসন্ত হ'লে গাঁয়ের শীতলা মন্দিরে গা খুলে পড়ে থাকার বদলে চিকিৎসকের ওপর কিভাবে রোগীকে নির্ভরশীল করানো যায়;—সাধারণত এরকম ছোট বড় ব্যাপারগুলো অনেকটা ঐ সাক্ষরতার পর থেকে শিক্ষার বিস্তির ধাপে গুছিয়ে ওঠে। ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা, চেতনা ও যুক্তিসঙ্গত বিচারবুদ্ধি, সমাজে তার অবদান এবং রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ঘৃণা;—খুব বড় বড় কথা। কিন্তু নিঃসন্দেহে এসবের পেছনে যে শব্দটি থাকবে, তা হ'ল শিক্ষা। এযুগে এখনো সমস্ত শিক্ষার প্রধান বারোটা অক্ষরের মধ্য দিয়েই বয়ে চলেছে। তাই সাক্ষরতার হার নিয়ে দেশের উন্নতির প্রাথমিক সমীক্ষা চলে পৃথিবীর সব দেশে।

সমগ্র সামাজিক উন্নতির মূলে যে শিক্ষা, তাকে সাক্ষরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা আজকের যুগে অসম্ভব।

গোটা ভারতে যেখানে শতকরা ৩০ জনও সাক্ষর নন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের হালটা কিরকম? ১৯৭১ সালের আদমসুমারী জানাচ্ছে, এই পশ্চিমবঙ্গেই সাক্ষরতার হার ৩৩·০৫%। জনসংখ্যা—৪৪,৪৪০,০২৫।

মৃত্যুর ৩৮ বছর পরে, জন্মশতবর্ষে—যাঁর বইয়ের চাহিদা এই পশ্চিমবঙ্গে বিস্ময়করভাবে ঊর্ধ্বমুখী, মোট জনগণের কতজন সেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, কতজন আজ ওঁকে জানেন? চলচ্চিত্রের কথা বাদ দিলে সংখ্যাটা যাচ্ছেতাইরকমের লজ্জাকর। শরৎচন্দ্রের বইয়ের "বিপুল চাহিদা" সত্ত্বেও এই বাংলাদেশেই তাঁর পাঠকসংখ্যা খুব সীমিত। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও মিথ্যে নয়।

এখনো শরৎচন্দ্র খুব বেশি করেই মধ্যবিত্তের লেখক যেমন উচ্চবিত্তের নয়, তেমন চাষী মজুরদেরও নয়। উচ্চ বিত্তের এক অংশের না হয় পড়ার মত অনেক ইংরেজী ব আছে। কিন্তু মাতৃভাষায় চাষী মজুরদের কাছে অন্তত শরৎচন্দ্র হাজির হতে পারতেন। তা হয়নি। কেন?

সাক্ষরতা বলতে সরল অক্ষর লেখা ও পড়ার যে ক্ষমত এই ক্ষমতাটুকু দিয়ে কি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়া চলে এই অক্ষর জ্ঞানটুকু এত প্রাথমিক ব্যাপার যে এই ক্ষমত দিয়ে গ্রন্থপাঠের সবটুকু উপযোগিতা লাভ করা যায় ন অভিজ্ঞ ও বিদগ্ধ পাঠক হওয়া যায় না। তাই শতকরা ৩ জন যদি সাক্ষর হন, শতকরা ২০ জনও কি শিক্ষিত পাঠ —এ প্রশ্ন উঠবে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন,—"স্বশিক্ষি লোকমাত্রেই স্বশিক্ষিত।" এঁরা স্বশিক্ষিত নন। নন্দল বসুর সেই জনগ্রির ছবি,—শিল্পী উৎপাদনের কারখান কথা মনে পড়ে? এঁরা সেই বিশ্ববিদ্যালয় নামক জায় থেকে বেরিয়ে এসেছেন মাত্র।

এদেশে বই পড়ার ব্যাপারটা এখনো সমাজের সর্বত্র দেখা যাবে না। যেখানে আছে, সেখানে কিছুটা আর ব্যাপানেই টিঁকে আছে। আর বাকি বিরাট অংশটা ে সাক্ষরতার মত নিচু ধাপটুকুই পেরোতে পারেনি।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়—, এই নিরক্ষরতা, এই সাধারি মূঢ়তা গোটা ভারতবর্ষে। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বি বিদ্যালয়ের ধারভাঙ্গা হ'লে যে তিন দিনের জাতীয় সাক্ষর অধিবেশন হয়েছিল, সেখানেও উল্লেখ করা হয়; পৃথিবঁ সাক্ষরতার মানচিত্রে ২৮০ মিলিয়নেরও বেশি নিরক্ষর মা নিয়ে ভারতবর্ষ সবচেয়ে অনগ্রসর অঞ্চল। এরকমটা কে হ'ল? নিরক্ষরতা সাক্ষরতার দ্বিগুণেরও বেশি! অন্তত: কয়েকটা কারণ সহজে মনে আসে।

১। অনেক দিনের অবিচার ও নানারকম দাসত্ব

নির্ভর সমাজব্যবস্থা এবং দুর্বল অর্থনীতি। কোথাও মাথিক আয়ের অত্যন্ত নিম্নমান বা অত্যধিক দারিদ্র্য)।

২। বহু বছর দেশের ইংরেজ-অধীনতা (যদিও এই সময়টার মধ্যে প্রধানত দেশের উপকূল অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষার অ-ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছিল)।

৩। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ।

৪। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার ও চাকুরির সুযোগ কম। এই সঙ্গে গ্রামের দিকে বাল্যবিবাহ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক বিমুখতার কথা বলা যায়। (এপ্রসঙ্গে আর একটা কথা বোধহয় বলা বলা যেতে পারে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে মঙ্গোল ও দ্রাবিড় জাতির তুলনায় উত্তর পশ্চিম ভারতে যেখানে আর্যদের কথা স্বভাবই মনে আসে, সেখানেই কিন্তু শিক্ষার হার আরো কম।)

৫। অক্ষর জ্ঞান লাভের পর নিয়মিত পাঠ-অনুশীলনে অনেকে পরে আর অংশ গ্রহণ করে না। প্রাথমিক শিক্ষাই অনেকে সম্পূর্ণ করে না। পরবর্তী জীবনে অনেকে আর অক্ষরের সংস্পর্শে আসে না নানা কারণে। ফলে যা শেখে, তা প্রায় বেমালুম ভুলে যায়।

৬। যেখানে শতকরা ৭০ ভাগের মত জনসাধারণের বাস,—সেই গ্রামকুলে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে সমতা রেখে দেশের গ্রন্থাগার-গুলোতে বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেনি। পাঠ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষিত হয় না। এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শিক্ষার বিভিন্ন দিকে শহরাঞ্চলের থেকে গ্রামের ছেলের উন্নতি লক্ষ্যণীয় মাত্রায় কম ঘটে, বিশেষ করে সকলের সঙ্গে তাল খাওয়ানো, ভাষা, রঙ ও বস্তুর আকার প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে। এর থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না, শিক্ষাটা সব-জায়গায় সমফল ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি।

৭। শিশুদের ও বয়স্কদের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অন্যান্য সামাজিক সুযোগ সুবিধাও যথেষ্ট নয়।

৮। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথমদিকে শিক্ষা ছিল সম্মান ও চাকরি লাভের উপায়। প্রথমে তাই সাক্ষরতা ও শিক্ষার ক্রমবর্ধমান হার কিছুটা উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু ক্রমশ বেকারত্বের বিস্তৃতি শিক্ষার উপযোগিতার ওপর একটা অনাস্থার প্রভাব ফেলতে শুরু করল। সমাজে বি.এ., এম. এ. পাস ছেলেমেয়ে বছরের পর বছর ধরে একশ টাকার চাকরি খুঁজতে হন্যে হয়ে পড়ে। অনেকে আবার শিক্ষার কথায় এসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। যেকারণেই এটা ঘটে থাকুক, শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এদিকটার ছাপও পড়েছে।

৯। যাঁরা শিক্ষিত, তাঁদের সঙ্গে দেশের অশিক্ষিতের যোগাযোগ খুব কম। এখানে "অশিক্ষিত" শব্দটি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষার ধারাটিকে অনুসরণ করে লিখছি মাত্র!

১০। সাক্ষর নারীর হার পুরুষের তুলনায় বেশ কম।

১১। দেশে বিভিন্ন গ্রন্থাগার-কর্মধারার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্ক নিবিড় নয় (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বলতে কিছু নেই!) এবং সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার খাতে সরকারী ব্যয় উন্নতিশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। (ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের লক্ষাপতি ভি. আর. কালিয়ার বিবরণমত গ্রন্থাগারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যা ব্যয় করে, তার ২০০ ভাগের একভাগ মাত্র ভারত ব্যয় করে এবং আমেরিকা যা ব্যয় করে সেই তুলনায় ভারতে ব্যয় করা হয়—৪১৩ ভাগের এক ভাগ! ভাবতে পারেন?)

১২। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সময় অনুদানের অপ-ব্যবহার।

১৩। সাক্ষরতা অভিযানে স্বেচ্ছাকর্মী যথেষ্ট নয়।

১৪। গ্রামের দিকে অনেক জায়গায় বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব এবং বর্ষায় রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থা।

১৫। দুর্বল প্রচার ব্যবস্থা। (দেশে আজ পরিবার পরিকল্পনার জন্য যা প্রচার ব্যবস্থা আছে, তুলনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রচার প্রয়াস কি অন্ততঃ সমান বলে মনে হয়?)

১৯৪৭-এ স্বাধীন ভারতে ছিল ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। আর আজ? ১০৫টিরও বেশি বোধহয়। শুনতে গেলেও মনে হয়, স্বাধীনতা-ইস্তক দেশের উচ্চতম শিক্ষার মাইল-বোর্ডটি একেবারে আগাপাস্তালা কলমলে নতুন হয়ে গেছে। তবু নিরক্ষর মানুষ এদেশে আজ শতকরা ৭০ জনেরও বেশি। নিম্নতম শিক্ষার উড়নচণ্ডী দশা।

নিরক্ষরতার সমস্যা অর্থনীতি থেকে শুরু করে সমাজের ছোট বড় বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের বিচিত্র ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে, বিচিত্র সংস্কৃতি-সংস্কারে মানুষদের সাক্ষর করে তুলতে একেবারে ব্যক্তিগত চেষ্টা থেকে আরম্ভ করে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সবরকম প্রয়াস আজ প্রয়োজন।

যাঁরা চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত তেমন বয়স্ক শিক্ষিত মানুষরা একাজে সময় দিতে পারেন স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে অথবা সরকারী অর্থানুকূল্যে।

জনসেবী রাজনৈতিক দলগুলো অন্য কর্মের থেকে কিছু সময় প্রতিদিন জনগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যয় করার বিষয়ে একমত হতে পারেন।

এরকম অনেক চিন্তাবিন্দু মাথার মধ্যে ভীড় করতে সময় নেবে না হয়ত। কিন্তু যাঁদের প্রধানত সাক্ষরদের নিয়ে কারবার, সেই গ্রন্থাগারকর্মীরা কি কিছু করতে পারেন না,—স্বেচ্ছাকর্মী হয়ে? প্রতি জেলায়, প্রতি গ্রা যদি নিরক্ষরদের ব্যবহারযোগ্য বিশেষ গ্রন্থাগারের ব্যব করার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতার পরিকল্পনাটি যুক্ত করা যেত?

সাময়িক মাইনে বাড়ানোর কর্মসূচী গ্রহণ করে কিং বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ে জন্য লেখালেখি আর হৈ চৈ করলেও এ আন্দোলন জনগণে বিরাট অংশের আন্দোলন বলে মনে হয় কি? এর বৈশি কি? মধ্যবিত্ত চিন্তায় যা'কিছু পেয়েছি তার থেকে এব বাড়িয়ে পাওয়ার চেষ্টায় সব শেষ? যে দেশে শতকর। ৭ ভাগের মত মানুষ গ্রন্থাগারকর্মীর কোন প্রয়োজনীয় অনুভব করে না, দেশে হাজারে মাত্র একজন করে গ্র গারের পাঠক হিসেবে সভ্য (শ্রীযুক্ত ডি, আর, কলির বিবরণ মত), যেখানে নিরক্ষরতা সাক্ষরতার দ্বিগুণের বেশি; সেখানে শিক্ষক একটা ব্যাঙের ছারোপ্লানের খে কম মাইনে পেলেনই বা! তা' কি অস্বাভাবিক? অ তাই ভেবে দেখতে ইচ্ছা করে, একেবারে নিজেদের দিনি চেষ্টায় গ্রন্থাগারকর্মীরা সাক্ষরতা অভিযানে নামতে পা কিনা, দাবী আদায়ের আগে ৭০ ভাগ মানুষকে কা টানা যায় কিনা। এই স্বেচ্ছাকর্মের পরিপ্রেক্ষি দায়িত্বের পুনর্মূল্যায়নের সঙ্গে গ্রন্থাগারকর্মীর দাবীট হ'তে পারে তাহলে দাবলীল ও সুদৃঢ়। এরকম কাজ গ্রন্থাগারকর্মীরা শুধু নিজেদের চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে শুরু ব করে দিতে পারেন না? এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী আজকের যুগে গ্রন্থাগারকর্মীরা মূলতঃ কি শিক্ষক নয়?

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় সংকট

গৌরাঙ্গ কান্তি চট্টোপাধ্যায়
অবসর প্রাপ্ত জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক

শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যত উন্নত সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও তত উন্নত ও শিক্ষাও উন্নত গ্রন্থাগার শিক্ষকের বিষয়। মানবিক, বিজ্ঞান, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জন শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সর্বাধিক। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালক ও কর্মীদের উপর জনশিক্ষা প্রচার ও প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই বর্তেছে। এই গুরু দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাঁহাদের যে যে অন্তরায় সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় যে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে তাহাই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

স্বাধীনতার পূর্বে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি জনশিক্ষা ও অবহেলিত ছিল। বিদেশী শাসকদের কার্যসিদ্ধির জন্য শিক্ষার প্রসার আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে হয়নি। স্বাধীনোত্তর যুগে জনশিক্ষার সাধারণ গ্রন্থাগারের স্থান নির্ণয়ের জন্য প্রয়াস চলছে। এই প্রয়াস প্রধানতঃ সরকারী প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বিন্যাস স্বভাবতই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা এ ব্যাপারে নগণ্য। বেসরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সরকার হাত মেলাতে যে যে গ্রন্থাগারগুলির স্তর বিন্যাস প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সরকার পৃষ্ঠপোষিত গ্রন্থাগার স্তর বিন্যাসে গত তিন দশকে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার প্রতি জেলায় এক বা একাধিক জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এই ধরনের অল্প কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। সব মহকুমা বা শহরে এখনও এই ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেনি। ব্লক স্তরে এই ধরনের কোনও গ্রন্থাগার নাই। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা অবশ্য পঞ্চায়েৎ শিল্প একটি করেও হয়নি। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য সাধু হলেও তা কোনদিন রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

সরকার পৃষ্ঠপোষিত বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলি স্থাপনের পর হইতেই অবহেলিত। এদেশে শিশু জন্মিলে তাদের যে মানুষ করে গড়ে তোলা যেমন অধিকাংশ বাবা-মায়ের সাধ্যে কুলায় না, এই গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে সেই ধরনের উক্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্রন্থাগার গৃহনির্মাণের জন্য যে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা আছে তা দিয়ে কোন গ্রন্থাগার ভবন গড়ে তোলা যায় না। যদি ইহার সহিত জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য প্রযুক্ত না হত তাহলে গ্রন্থাগারগুলির নির্মাণ আদৌ সম্ভব হতনা। এই অবস্থায় গ্রন্থাগার ভবনগুলি সর্বসাধারণ জো দুরস্থান মেরামত করার জন্য যে সরকারী অনুদান বরাদ্দ আছে তা একেবারেই নগণ্য। স্থাপনের সময় পুস্তক সম্ভার গড়ে তোলার জন্য যে অনুদান বরাদ্দ হয় তাহাও নগণ্য। সুদীর্ঘ পচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে নূতন পুস্তক ক্রয়ের যে ছিটে ফোঁটা অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা কারুর ভাগ্যে জোটে কারুর ভাগ্যে জোটে না। পুরাতন পুস্তক বাঁধাই ও বিবিধ সরঞ্জামী খরচের জন্য যে বরাদ্দ প্রথমেই নির্দিষ্ট হয়েছিল তা আজও অক্ষুন্ন আছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার ও বিন্যাস সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নীচে। এই সামান্য বেতন ও সময় মত তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। বেতন ও অন্যান্য বরাদ্দ অর্থ প্রাপ্তির ব্যাপারে হায়রানির অভিযোগও বিরল নয়। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ও কর্মীদের সহযোগিতায় মাধ্যমান গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবস্থায় যে

আশা বুকে জেগেছিল তা আজ তিমিত। জনশিক্ষা বিস্তারে কর্মীদের কোন বিধিবদ্ধ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বা এ ব্যাপারে তাঁরা কোনদিন কোন উৎসাহ কাহারও তরফ হতে পাননি।

স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা যে মন্থর গতিতে আরম্ভ হয়েছিল সে গতি ও ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এখন প্রায় নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা চলতে দিলে রাজ্যে শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত জনগণের শিক্ষালাভ কোনদিন সম্ভব হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। এর উপর আছে জন বিস্ফোরণ এবং তার মোকাবিলা হয়তো অসম্ভবই। জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য কিছু কিছু প্রকল্প যেমন নিষ্ঠাহীনভাবে নেওয়া হয়েছিল—নিষ্ঠাহীন প্রয়োগের ফলে জনশিক্ষার সমস্যা সমস্যাই থেকে গেল। পৃথিবীর জনবহুল অন্যান্য দেশে যদি নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হয়ে থাকে আমাদের দেশেই তা অসম্ভব হবে কেন? প্রকল্প ও প্রয়োগের দোষেই—আমাদের প্রয়াস নিষ্ফল হতে বসেছে। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ভার ছেড়ে দিয়ে কর্মীদের নানাভাবে উৎসাহিত করবার ব্যবস্থা করলে কিছুটা ফললাভ করা যেতে পারে।

সরকার পৃষ্ঠপোষিত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ব্যবস্থা প্রতি স্তরেই ভিন্ন রকম। কোথাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি দারুণ উপেক্ষা, কোথাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রতি অনীহা। যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে—সেখানেও নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্বাচনের কোনও ব্যবস্থা হয় না। একই পরিচালক মণ্ডলীর হাতে একযুগ ধরে পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে—এ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ ও তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় সেই উৎসাহ ও তৎপরতা গ্রন্থাগার পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনে কোথাও দেখা যায় না। কারণ খুঁজতে গেলে এটাই নজরে পড়বে যে ইহার জন্য তৎপরতা নিশ্চয়ই উদ্বেগ সৃষ্টিকর নয়। ভুটো কলমীর শালিকানা বা খবরদারির জন্য কারুর মাথা ব্যথার কারণ নেই।

জেলা গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপেক্ষিত। এগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠানও নয় আবার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও নয়। কোন দুটি জেলা গ্রন্থাগারে পরিচালন ব্যবস্থা এক ধরণের নয়। কোথাও সরকারী খবরদারির দিকে বেশী ঝোঁক আবার কোথাও বা কয় জনসাধারণের এই গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু বিকাশে কোন অংশ গ্রহণের দায়িত্ব আছে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে হয় না গ্রন্থাগার কর্মীরা তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থেকে অনেক স্থানেই বঞ্চিত। তাঁরা গতানুগতিক চাকুরিয়াতে পর্যবসিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত আবার কোন কোন জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়ি পুরাপুরি বেসরকারী সংস্থার হাতে।

জেলা গ্রন্থাগারগুলির হাতে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার পরি চালনার জেলা স্তরের দায়িত্ব দেওয়ার কথা কিন্তু এগুলি সঙ্গে মহকুমা, শহর, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ব্যাপারে কোনও সম্পর্ক নির্দিষ্ট নেই। ফলে যে যে খুশী যার সারা দায়িত্ব পালন করে চলেছে, বা কোথা এ দায়িত্ব পালনের গরজ কারুরই নেই। জেলা গ্রন্থাগার যে গ্রন্থাগার যেটি যে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠার স দেওয়া হয়েছিল তার জন্য নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ প্র থেকেই নেই – তা আজও অপরিবর্তিত। পঁচিশ বছরে বেশি সময় ধরে ব্যবহারের ফলে অনেক স্থানেই এই য আসন হয়ে রয়েছে। মেরামতের খরচ বৃদ্ধি ও পেট্রো দাম বৃদ্ধির ফলে এগুলি রাস্তায় বার করা অনেক স্থানে স নয়। গ্রন্থাগার যানটি গ্রন্থাগারের কাজ না করে অ কাজে ব্যবহার করার প্রবণতা প্রায় সর্বত্র। এই ব্যবস্থ মধ্যে গ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ি করা অসম্ভব। যান মালিকের বিবেক বা পরিপূরক চি করে তার দিকে হাত বাড়ানো যেতে পারে। গ্রা গ্রন্থাগারের সাইকেল যানটির দুরবস্থা প্রায় অনুরূপ। যেখা পুস্তকের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা নাই সেই আ বহিক অনুদান স্থাপনের তারিখ থেকে একই আ পুস্তকই যখন গ্রন্থাগারের গ্রাস, জ্ঞানলাভের জন্য বি

ধরনের নূতন নূতন পুস্তক সংগ্রহ করা অপরিহার্য। পুস্তক ক্রয়ের জন্য উহার হস্ত প্রসারিত না করতে পারলে গ্রন্থাগারের সার্থকতা কোথায়? পুস্তকের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সমস্যাটিকে আরও সমাধান যোগ্য করে রাখেনি। এত মূল্য বৃদ্ধির পরও নিকৃষ্ট কাগজ ও বাঁধাই পুস্তকগুলির আয়ু সীমিত করে দিয়েছে। পুস্তক ক্রয়ের জন্য অনুদান অ্যামিতিকহারে বৃদ্ধি করতে না পারলে জ্ঞানলাভের এই প্রধান হাতিয়ারটিকে পঙ্গু করে রাখা হবে।

এবার বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে আসা যাক। এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলির জন্ম হার ও মৃত্যু হার দুইই বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট ভবন নেই। যেখানে নিজস্ব ভবন আছে সহরাঞ্চল ছাড়া তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। এই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ স্থানেই স্থায়ী বা নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মী নেই। এগুলির খেয়াল খুশীমত খোলার ব্যবস্থা প্রায় পাকা। কোন গ্রন্থাগারের ধরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে পুস্তকগুলির অপঘাত মৃত্যু অবধারিত। জেদী পাঠকগণ পুরাতন পুস্তকগুলিই তাগাতাগি করে পড়ে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পুস্তক গ্রন্থাগারে রাখা অত্যাবশ্যক তার কোন বালাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। গ্রন্থাগারে বসে পড়ার ব্যবস্থা নাই বলে বাড়ীতে পড়ার জন্য পুস্তক সরবরাহই একমাত্র কাজ, একখানি দৈনিক পত্রিকাও আসে না এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যাই বেশী। সংবাদপত্রের বিকল্প হিসাবে কোথাও কোথাও বেতারযন্ত্রের সাহায্যে সংবাদাদি শোনার বা সংগ্রহের সুযোগ আছে। কিন্তু এই ধরণের সুযোগ অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই নেই। কিছু সংখ্যক এই পর্যায়ের গ্রন্থাগারের বৎসরান্তে সরকারী অনুদান প্রাপ্তি যোগ ঘটে। এই সাহায্যের পরিমান বাৎসরিক ১০০০০ টাকা থেকে ৬০০০০ টাকা পর্যন্ত। এই অনুদান সাহায্যে নূতন পুস্তক ক্রয়ের সুযোগ যে কতখানি তা অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। নূতন পুস্তক সংগ্রহের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হলে এই গ্রন্থাগারগুলিতে স্থানীয় যুবকগণের মেলামেশার একটা সুযোগ থাকতে পারে মাত্র। এই সুযোগ সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে হয়তো কিছুটা কাজের কাজ হতে পারতো কিন্তু নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট বেতনভোগী কর্মী ছাড়া এ নিয়ন্ত্রণ কি ভাবে সম্ভব তার পথ নির্দেশ সহজ নয়।

কর্মহীন বেকার যুবকদের অধিকাংশেরই কর্ম বিমুখতা নেই। তাদের মধ্যে অধিকাংশই কোনও অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে না। এইসব যুবকদের গ্রন্থাগার অভিমুখী করতে পারলে এবং গ্রন্থাগারের মধ্যে তাদের রুচি অনুসারে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারলে তারাই উত্তরকালে সম্পদ স্বরূপ হাতিয়ার হতে পারে। যুব সমাজের উন্নয়ন শিক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি গ্রামে সকল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে দেশের অনেক সমস্যারই সমাধানের পথ ঐ যুবসমাজেই খুঁজে পাবে। যুব সমাজের পূর্ণ বিকাশের স্বার্থে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে সম্প্রসারণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের জাতীয় সরকারের উপর সর্বস্তরীয় মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পৃথক স্বয়ং শাসিত এবং দায়িত্বশীল সংস্থা গঠনের আর বিলম্ব করা উচিত নয়। একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন না করতে পারলে গ্রন্থাগারের সংকট তথা শিক্ষার সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠবে। জাতির জ্ঞানলাভের আশা আকাঙ্ক্ষা হয়তো অপূর্ণই থেকে যাবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং সম্প্রতি আরও কিছু গ্রন্থাগার সংস্থা গ্রন্থাগার আন্দোলনে ব্রতী রয়েছে। যদিও কর্মে তাদের আহুতি অদ্যাপি ফলপ্রসূ হচ্ছে না বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আশা রাখি জাগ্রত জাতিচৈতন্য এ রাজ্যেও ধাক্কা তুলতে সক্ষম হবে। দেশের আপামর জন সাধারণ ঐসব আন্দোলনের সঙ্গে হাত মিলাতে পারলে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার ও তার বর্তমান সমস্যা

অমাদি গুপ্ত

(২)

১৯৬১ সাল পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের বিবরণ India's National Library নামক গ্রন্থাগারেরই প্রকাশিত বইতে বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বর্তমান গ্রন্থাগারের রূপটা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় ৩০ বছর ধরে এ গ্রন্থাগার বেড়ে উঠেছে। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন একটি সাবর্ডিনেট অফিস। সেজন্য এর ক্ষমতা প্রশাসন স্তরে সীমিত। কর্মচারীরা দাবী করছেন একে এ্যাটাচড অফিস করা হোক। তাতে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অনেক ব্যাপারে বাধা অপসারিত হবে। গ্রন্থাগারের সর্বময় কর্তা যেদিন পর্যন্ত ও ছিলেন গ্রন্থাগারিক, যদিও পদটি শূন্য ছিল দীর্ঘ সাত বছর, বর্তমানে ডিরেক্টর গ্রন্থাগারের সর্বপ্রধান। পূর্ববর্তী প্রধানগণ নিম্নরূপ :—

শ্রী বি এস কেশবন গ্রন্থাগারিক ১৯৫৮-১৯৬০;
,, ওয়াই এম মূলে ,, ১৯৬০-১৯৬৭;
,, ডি আর কালিয়া ,, ১৯৬৭-১৯৭০ (আগষ্ট);
,, বি এস কেশবন ,, ১৯৭০-১৯৭১;
,, এ বি সেনগুপ্ত পরিচালক গ্রন্থাগারিক (Actg. Libn.) ১৯৭১-১৯৭৩; শ্রী বি ব্যানার্জি চৌধুরী পরিচালক গ্রন্থাগারিক (,,) ১৯৭৩-১৯৭৭; ডঃ আর কে দাশগুপ্ত অধিকর্তা (Director) জুলাই ১৯৭৭-।

প্রশাসনিক স্তরে গোলমাল দেখা দেয় ১৯৬৩তে শ্রীকেশবন চলে যাবার পর। তিনি ভাল করেছেন কিনা এসব তর্কে প্রবেশ করে লাভ নেই, তবে তাঁর আমলে গ্রন্থাগার বেড়েছে, কর্মীসংখ্যাও বেড়েছে, সরকার টাকা পয়সাও খরচ করেছেন এটা পরিসংখ্যানে দেখা যাবে। ১৯৬৩ সালের পর এ সমস্যা যেন প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে। উপগ্রন্থাগারিক এই সময়ে ছিলেন দুজন—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত। শ্রীসেনগুপ্ত কালিয়া আসে ১৯৬৭ সালে গ্রন্থাগারিক হয়ে. ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার নিয়োগ করেন এক পর্যালোচনা কমিটি (Reviewing Committee)। এর সদস্যরা ছিলেন—

ডঃ ডি এস কা (প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)—চেয়ারম্যান
ডঃ ডি কে সোকক (প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীসেবাল গুপ্ত (অবসর প্রাপ্ত আই সি এস);
শ্রী বি এস কেশবন (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক);
অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি (এম পি);
শ্রী পি গাঙ্গুলী (উপসচিব, শিক্ষামন্ত্রক, ভারত সরকার);
শ্রী ডি আর কালিয়া (তৎকালীন গ্রন্থাগারিক) সদস্য সচিব

Richey Committeeতে গ্রন্থাগারিক সদস্য ছিলেন না, কিন্তু এই Reviewing Committeeতে প্রাক্তন তৎকালীন দুই গ্রন্থাগারিকই সদস্য ছিলেন। এই কমিটির কাজ ছিল গ্রন্থাগারের পর্যালোচনা করে দ্রুত পরিচালনা অবোন্নতির পথা নির্দেশ করা।

এই কমিটি ৪০৫০ প্রশ্নাবলী (questionnaire) বিতরণ করেছিলেন, তার ২৫০ খানার জবাব পেয়েছিলেন। কমিটি মাত্র একজন গ্রন্থাগারিককে সাক্ষ্য দিতে ডেকেছিলেন এ কোন গ্রন্থাগার সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, এমন ডঃ রঙ্গনাথন ও এই কমিটির সম্মুখে হাজির হবার সুযো

পান নি। যাই হোক, এই কমিটির সুপারিশক্রমে একজন সদস্যের বিচারক জি ডি খোসলা কমিটি গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা বর্তমান আছে কিনা তা শুনে শুনে সমাধান নির্দেশ করতে আসেন। অবশ্য ইতিমধ্যে ভারত সরকারের মুখ্য প্রশ্ন কমিশনার ও গ্রন্থাগার পর্যালোচনা করে যান এ ব্যাপারে। তবে সাধারণ পাঠক ভাবতে পারেন গ্রন্থাগারের কর্মচারীরা নিশ্চয়ই বোজ মারামারি করে। ব্যাপারটা তা নয়, জিনিষটা দেখা যের প্রচণ্ড ভাবে উপর তলায়। পাঠক যদি কষ্ট করে সাপ্তাহিক বসুমতী ১৮ই জুন এবং ৬ই আগষ্ট ১৯৭০ এর পাতা ওলটান, তাহলে কিছু পরিচয় এ ব্যাপারে পেতে পারবেন। যাই হোক Reviewing Committee অন্যান্য সুপারিশের সঙ্গে বললেন জোর দিয়ে যে গ্রন্থাগারিকের উপরে Director পদ সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ কর্মীদের বেতন ক্রম বা কাজের পরিবেশ সম্পর্কে কিছুই বললেন না। ১২ই আগষ্ট ১৯৭০ শ্রী ডি আর মালিয়া গ্রন্থাগারিকের পদ হতে পদত্যাগ করলেন। কলকাতা ক্যাম্পাসেই অবস্থিত সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী যা এতদিন একই প্রধানের অধীন থেকে Indian National Bibliography প্রকাশ করছিল তা আলাদা একটা সাবর্ডিনেট অফিস হয়ে গেল, আর উপগ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দপ্তর বদল করে সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক করা হল, যদিও বেতনক্রম আগের পূর্ববৎ রইল। গ্রন্থাগার নেই থেকে প্রায় প্রধান বিহীন ছিল, ওপরের ছক দেখলে পাঠক বুঝবেন।

এর পর ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭২ লোকসভায় পেশ করা হল ন্যাশনাল লাইব্রেরী বিল, পার্লামেন্টে হল প্রতিবাদ এবং বিলটি পাঠানো হল পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার জন্য। পার্লামেন্টে জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে এর আগে আরো আলোচনা নিশ্চয় হয়েছে, তাই একটা অন্ততঃ অবস্থা বজায় রাখতে সরকার কিছু করতে চাইলেন। জুলাই ১৯৭০-এ গঠন করলেন কমিটি অব ম্যানেজমেন্ট। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় হলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যরা হলেন—অধ্যাপক এম এন শ্রীনিবাস (বাঙ্গালোর), অধ্যাপক রইস্ আহমেদ (আলিগড়); ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের উপ সচিব।

কমিটির কাজ ছিল মূলতঃ সুপারিশ করা, অন্ততঃ সংবাদপত্রে তাই বেরিয়ে ছিল (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের Sunday ২৬ অক্টোবর ১৯৭৫)। গ্রন্থাগারের উন্নতি কি হয়েছে গ্রন্থাগারের পাঠক ও জন সাধারণ বিচার করবেন। বর্তমানে ১ জুলাই ১৯৭৭ থেকে গ্রন্থাগারের প্রধান (Director) নিযুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রী আর কে দাশগুপ্ত (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)। অধ্যাপক দাশগুপ্ত খ্যাতি সম্পন্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার কর্মীমাত্রেই চাইবেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সুপণ্ডী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারের প্রধান হিসাবে ; যদিও শিক্ষা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির সঙ্গেই তাদের আদর্শ গত কোন বিরোধ নেই। অবশ্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টই আছে, সরকার বা কোন কমিটি এতাবৎ কাল বলেন নি যে গ্রন্থাগারিকের পদটি তুলে দেওয়া হোক বা হয়েছে। পাঠক নিশ্চয় বুঝছেন প্রশাসনিকস্তরে কি প্রচণ্ড গোলমাল ছিল বা আছে।

এবার আসুন অন্যদিকে। দেখুন এর বাড়ীটার দিকে চেয়ে। বাড়ীটা গ্রন্থাগারের জন্য তৈরী হয় নি। কটা গ্রন্থাগার বাড়ীই বা আমাদের দেশে তা হয়েছে। মডেল দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী তো সিপাহীদের পাকশালা ছিল। চিমনী ছুটো অবশ্য এখন আর নেই। সে তুলনায় জাতীয় গ্রন্থাগার ভাগ্যবান। মূল বাড়ীটি ত্রিতল, এর মেঝের পরিসর (floor area) ৫৬,৪১৪ বর্গ ফুট। এতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় একটি ন-তলা এ্যানেক্সি বাড়ী তৈরী করা হয়েছে ১৯৬৬ সালে। এর মেঝের পরিসর ৭৯,২০০ বর্গফুট। তাতেও জায়গার অকুলান। আর একটি এমন বাড়ী এতদিনে হয়ে যাবার কথা, অন্ততঃ Reviewing Committee তাই সুপারিশ করেছিলেন। গ্রন্থাগার ক্রমবর্দ্ধন শীল, যদি না সংস্কৃতির শত্রুর এতে নজর পড়ে। সে আপনিই বাড়তে চায়, তবে কেমন ধারা বাড়ে তা অবশ্যই বিবেচ্য। এছাড়া এনয়্যানেক্সে এক কক্ষ আছে

UNIVERSITY LIBRARY CALCUTTA

বাঁধানো সংবাদপত্রের জন্য। Reviewing Committee সংবাদপত্র সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ীর সুপারিশও করেছেন। এছাড়া বেলভিডিয়ারে গবেষকদের জন্য Readers' Hostel আছে যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক। মাত্র নয় জনের থাকা চলে এতে। অন্যান্য অসুবিধাও এর আছে। বাড়ানোর পরিকল্পনা এরও মূলতুবী রয়েছে। ক্যাম্পাসে ১২০ জনের মত কর্মচারীর আবাস স্থান (Staff Quaters) ও আছে। চাহিদার তুলনায়, বিশেষতঃ কলকাতার বাসগৃহ সমস্যার মুখে, এও সংখ্যায় নগণ্য। যেহেতু কিছু আবাস স্থান গ্রন্থাগারের নিজস্ব আছে, এর কর্মচারীরা ভারত সরকারের সাধারণ আবাস ব্যবস্থার (General pool) কোন সুযোগ পাবার অধিকারী নয়, আবার এর গৃহ সংখ্যাও দীর্ঘদিন বাড়ছে না।

এরপর অভ্যন্তরভাগগুলি দেখা যাক, যেখানে সত্যিকারের গ্রন্থাগারের কাজকর্ম চলে এবং যার বেশীর ভাগ অঞ্চলই রয়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে। টেক্‌নিক্যাল ডিভিশনগুলির কথা বলছি। প্রশাসন বিভাগ সহ এই বিভাগগুলির বিভিন্ন সময়ে পুনর্বিন্যাস ও নতুন নামকরণ হয়েছে। ১৯০৩ সাল থেকে অনেক বিভাগের নাম একই রকম চলে আসছিল, ১৯৩০ সালে কিছু নতুন বিভাগ সৃষ্টি হয়, পরে গ্রন্থাগার ১৯৫৩ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সময় এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত হবার পর ১৯৫৪ সালে এর অনেক বিভাগের নতুন নাম করণ হয়, পুনর্গঠিত হয় বা নতুনভাবে সৃষ্ট হয়। এর মাঝে মাঝে যে অল্পস্বল্প পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি এমন নয়। এই প্রবন্ধে এত বিষয় আলোচনার পরিসর নেই। তবে গ্রন্থাগারিক শ্রীকালিয়ার সময় ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে যে বড় পুনর্বিন্যাস হয়েছিল মোটামুটি (কিছু অদল বদল অবশ্য হয়) সেই আঙ্কিক এখনও বর্তমান রয়েছে। বর্তমানে এর বিভিন্ন বিভাগগুলি নিম্নরূপ :—

(ইংরাজী নামে)

১। এ্যাকুইজিশন—(দুটি বিভাগ)
২। বিবলিওগ্রাফী—(দুটি বিভাগ)
৩। প্রিজার্ভেশন
৪। বেকারেন্স (রিডিং রুম)
৫। ষ্ট্যাক
৬। রিডিং রুম (এসপ্ল্যানেড)
৭। প্রসেসিং (ইংরাজী বই)
৮। হিন্দী
৯। উর্দু, আরবিক, পারসিয়ান (দুটি বিভাগ)
১০। (বাংলা বা) বেঙ্গলী
১১। গুজরাটী
১২। কান্নাড়া
১৩। মলেয়ালাম
১৪। মারাঠি
১৫। সংস্কৃত
১৬। তামিল
১৭। তেলুগু
১৮। (অসমীয়)
১৯। ওড়িয়া
২০। পাঞ্জাবী
২১। ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল ডকুমেন্টস্ (সরকারী প্রকাশনসমূহ
২২। ফরেন অফিসিয়াল ডকুমেন্টস্ (বিদেশী সরকারে প্রকাশনসমূহ
২৩। অ্যাক্রো-এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস্
২৪। ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস (ইংরাজী বাদে)
২৫। সিরিয়ালস্ (ইংরাজী) (অন্য সিরিয়ালস্ সেই নাম বিভাগের সঙ্গে
২৬। ষ্টক ভেরিফিকেশন
২৭। সিফ্‌ট এ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ
২৮। রিপ্রোগ্রাফী
২৯। ল্যাবরেটরী
৩০। এ্যানেক্সি ষ্ট্যাক
৩১। ম্যাপ্‌স এ্যাণ্ড প্রিন্টস
৩২। লেকিং

৩৩। আন্তর্তোষ কালেকশান
৩৪। রেয়ার বুক্‌স্
৩৫। সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি
৩৬। প্রসেসিং (কো-অর্ডিনেশন)
৩৭। প্রসেসিং (প্রিপ্রেস্ট ক্যাটালগ ইত্যাদি)
৩৮। (শিশু বিভাগ বা) চিলড্রেনস্ লাইব্রেরী
৩৯। এ্যাডমিনিস্ট্রেশন্

এ ছাড়াও রয়েছে প্রদর্শনীর জন্য স্বতন্ত্র উপবিভাগ, সিকিউরিটির জন্য উপবিভাগ এবং বাগানের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ।

অতএব বোঝা যাচ্ছে গ্রন্থাগারে চল্লিশটিরও বেশী বিভাগ আছে এবং এর সব কয়টিকে সমন্বয় সাধন করে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া বেশ দুরূহ কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। অন্যান্য দেশে, এমন কি যে সব দেশ ভারতের চেয়ে ছোট তাদের গ্রন্থাগার এর থেকে বড়ও আছে। পরে পরে তা দেখাবার চেষ্টা করা হবে। এই জাতীয় সম্পদ নিশ্চয় অবহেলিত হবে না এবং পুরুষানুক্রমে এর সদ্ব্যবহার চাই তাই।

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগৃহীত হয় চারপ্রকার উপায়ে—বই এবং অন্য জ্ঞান সামগ্রী কেনা হয়, দুর্লভ বইয়ের ফটো সংগ্রহ করা হয়, বাড়তি বই (ডুপ্লিকেট) অন্যান্য গ্রন্থাগার সমূহের সঙ্গে বিনিময়ে এবং ডেলিভেরী অব বুক্‌স্ এ্যাক্টের মাধ্যমে বিনামূল্যে ভারতে ছাপা বই সংগ্রহ করে। এছাড়া পৃথিবীর বহু সংস্থা একে তাদের দেশের মূল্যবান প্রকাশন বিনামূল্যেও দিয়ে থাকে। বই কেনার জন্য ভারত সরকার এই গ্রন্থাগারকে প্রায় ১৪ লাখ টাকা বর্তমানে দিয়ে থাকেন।

ভারতে গ্রন্থ প্রকাশের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার, অবশ্য এর বেশ কিছু অংশ বিষয় বস্তুর দিক থেকে সংরক্ষণের উপযোগী নয়, আবার প্রায় ২০ শতাংশ বই গ্রন্থাগারে আসেনা। ডেলিভারী অব বুক্‌স্ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় ১৯৫৪ সালে এবং সংশোধিত হয় ১৯৫৬ সালে। কিন্তু আইনে সাজা দেবার সামান্য ব্যবস্থা থাকলেও এপর্যন্ত বই না জমা দেওয়ার জন্য কেউ সাজা পায় নি। তাই প্রকাশকেরা এর দুর্বলতা বোধ হয় ধরে ফেলেছে এবং উত্তরোত্তর কম সংখ্যায় বই এই আইন অনুসারে গ্রন্থাগারে জমা পড়ছে। জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়া প্রকাশকদের মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীর গ্রন্থাগারেও আইন অনুযায়ী ভারতীয় বই একখানা করে জমা দিতে হয় নিজ খরচে।

এ্যাকুইজিশন বিভাগ সংগ্রহ করে থাকে মূলতঃ কেনা বই অবশ্য এর একটা আইনানুগ সংগ্রহ বিভাগ আছে। বিভিন্ন ভাষা বিভাগ, বিভিন্ন ডকুমেন্টস্ বিভাগ—তারা তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর বই সংগ্রহ করে থাকে। পত্র পত্রিকা সংবাদপত্র প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য আছে সিরিয়াল্‌স্ বিভাগ। বইয়ের মত সংশ্লিষ্ট ভাষা বা সরকারী ইত্যাদি পত্র পত্রিকা তাদের বিভিন্ন বিভাগই সংগ্রহ করে থাকে।

বইয়ের প্রসেসিং অর্থাৎ সূচীকরণ, বর্গীকরণ ইত্যাদি কাজ সমূহ ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত করত দুই ক্যাটালগ ডিভিশন। এরপর এই প্রসেসিং ইংরাজী বইয়ের জন্য আলাদা, ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার জন্য আলাদা. ভাষা সমূহের প্রত্যেকের জন্য আলাদা, সরকারী এবং বিদেশী সরকারের প্রকাশন সমূহের জন্য আলাদা বিভাগ সমূহের উপর ন্যস্ত। প্রসেসিং করা বইয়ের কার্ড প্যাটার্নে বেশীর ভাগ বইয়ের জন্য করা হচ্ছে। সেল্ফ্ লিষ্ট কার্ড রাখার জন্য ৪টী কার্ডবোয়ার কেবিনেট ও সংগ্রহ করা হয়েছে। এই কেবিনেটের সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে।

ম্যাপ ও প্রিন্টস্ ডিভিশন ম্যাপ, নক্সা ইত্যাদি সংগ্রহ, প্রসেসিং ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। এগুলি রাখার জন্য বিশেষ ধরণের ম্যাপ কেবিনেট সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে এই বিভাগটি পুরাদস্তুর কাজ আরম্ভ করে।

বিবলিওগ্রাফী ডিভিশন বিবলিওগ্রাফী বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করেন। তবে এই বিভাগের কর্ম পরিসর প্রসারের অপেক্ষা রাখে। চলতিকায় কয়েকটি বিবলিওগ্রাফীর মধ্যে নাম করা যেতে পারে হরিরানা,

বিশ্বভারতী, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধী, ভারত বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়। যৌথ পুস্তক তালিকা ও দেশ-ব্যাপী বিক্ষিপ্ত পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক তালিকার কাজ ১৯৬৭ সালে গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে তা চালানো যায়নি।

পুস্তক সংরক্ষণ ও বাঁধাইয়ের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ আছে। বাঁধাই ও সংরক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রন্থাগার নিজেই ব্যবস্থা করেছে এবং তা দেখতেও সাধারণের ভালই লাগবে। পুরাতন বই নকল করা, জীবাণু মুক্ত করা, বা তাকে পুনর্জীবিত করার জন্য নানা রকম রাসায়নিক ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি আছে। এগুলি ব্যবহার করতে অবশ্যই দক্ষতার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং তা গ্রন্থাগার সাধারণত করে থাকে।

পাঠকদের জন্য এর প্রত্যেকটি বাড়ীতেই পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে বর্তমান চাহিদার তুলনায় এটা কম বলেই বোধ হচ্ছে। গ্রন্থাগারের উপর যতটা দাবী এসে উপস্থিত হয়েছে সে তুলনায় গ্রন্থাগার যেন পিছিয়ে পড়েছে ইদানীং কালে। এর সমস্যার মূল কথা এখানেই। সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা সম্ভব হবে না। কতকগুলি তালিকার সাহায্যে আন্দাজ দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে এর কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য দিক :—

তালিকা ১ : বিশিষ্ট সংগ্রহ সমূহ (জান)

১।	আশুতোষ মুখার্জী সংগ্রহ	—	১০,০০০ খণ্ড (volumes)
২।	রামদাস সেন	,,	৩৫০০ ,,
৩।	বারিদ বরণ মুখার্জী	,,	৩০০০ ,,
৪।	যদুনাথ সরকার	,,	২৫০০ ,,
৫।	সুরেন্দ্রনাথ সেন	,,	২৩৮০ ,,
৬।	ভাগ্য পুরী শিরাই	,,	২৯৪০ ,,
৭।	গার্ড্ স পেপার্স	—	কয়েক হাজার চিঠি ও অন্যান্য দলিল (রাজনৈতিক)
৮।	মুন্ডে পেপার্স	—	উপজাতি সংক্রান্ত
৯।	চীনা ভাষার সংগ্রহ		
১০।	জাপানী ভাষার সংগ্রহ		
১১।	মোগলদের আমলের মূল পাণ্ডুলিপি		
১২।	বিবলাচরণ লাহা সংগ্রহ		
১৩।	মেইল সংগ্রহ (অক্সফোর্ড)		২০২ খণ্ড
১৪।	ও অন্যান্য ছোট বড় বহু।		

তালিকা : ২ এক নজরে জাতীয় গ্রন্থাগার (১৯৭৩ পর্যন্ত)

নাম পরিবর্তন	সেপ্টেম্বর ১৯৪৮
মোট কাজের দিন	৩৬২
(পুরা ছুটি : জানুয়ারী ২৬, আগষ্ট ১৫, অক্টোবর ২)	
মোট পুস্তক সংখ্যা	১৪½ লক্ষ (প্রায়)
মোট ভারতীয় ভাষার পুস্তক	২·৭ লক্ষ
মোট পাণ্ডুলিপি	২৮৮২
মোট মানচিত্র	৬৮ হাজার
চালু পত্র পত্রিকা সংগ্রহ	১৩ হাজার (আধা)
বাঁধাই হওয়া পত্র পত্রিকা	৯০ হাজার
দান ও পরিবর্তে সংগ্রহ	২·৯ লক্ষ
আইন অনুসারে (D. B. Act) সংগ্রহ	৪½ লক্ষ
ভারতের সরকারী প্রকাশন সংগ্রহ	১·৭ লক্ষ
ইউ এন ও লীগ প্রকাশন সংগ্রহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সরকারী প্রকাশন সংগ্রহ	২·৭ লক্ষ
গড় দৈনিক পাঠক সংখ্যা	১০০০
গড় দৈনিক বার দেওয়া বই (বাড়িতে)	২১০
মোট কর্মী সংখ্যা	৪০০

বর্তমান কর্ম পরিসর :

তালিকা ৩ : ১৯৭২-৭৩ বার্ষিক প্রতিবেদনের থেকে কয়েকটি পরিসংখ্যান

মোট বাজেট	—৩২,৯৫,৭০০ টাকা
বই কেনার জন্য ব্যয়	—৪,৮৯,৯৯১ টাকা
আইনে পাওয়া বই	—১৭০২০ খণ্ড
(এর মধ্যে ভারতীয় ভাষার	—১৫৯৫ খণ্ড
দানে সংগ্রহ	—৪১৩৭ খণ্ড
পরিবর্তে সংগ্রহ	—৩৬৯৬ খণ্ড
মোট এ্যাকসেসন	—৩৭,১৪০ খণ্ড
মোট প্রসেসিং	—৩১,০২০ খণ্ড
মোট গচ্ছিত সংখ্যা	—২১,০৪৪ জন
(বাড়ীতে বই পড়ার জন্য)	
রিডিং রুম গচ্ছিত, সংখ্যা	—১৬,০০০ জন (পরিবর্তনশীল
বই ইত্যাদি ইস্যু সংখ্যা	—৭৭,৭৬৩ খণ্ড
বিবলিওগ্রাফী প্রস্তুত সংখ্যা	—২৭
	(১৩, ৪৩৪ আধা
বই বাঁধাই সংখ্যা	—১০,১১৪ খণ্ড
	(চলছে

বার্তা বিচিত্রা

শিক্ষকদের পাঠ অভ্যাস সমীক্ষা

শিক্ষকদের পড়ার অভ্যাস সম্বন্ধে একটি সমীক্ষার বিবরণ সম্প্রতি জানা গেছে। ১৬টি বিদ্যালয়ের ২৫০ জন শিক্ষকের উপর সমীক্ষা করে দেখা গেছে,—শতকরা ৭৮ জন শিক্ষকের এক থেকে চার ঘন্টা অবসর সময় আছে। শতকরা ৭৮ জন শিক্ষক প্রতিদিন কিছু সময় পড়ার জন্য ব্যয় করেন। শতকরা ৫৯.২০ জন শিক্ষক তাঁদের স্কুল গ্রন্থাগার থেকে পড়ার মত কিছু পান না। শিক্ষকদের পড়ার বিষয় সম্বন্ধে জানা গেছে যে শতকরা ৩৬ জন সামাজিক সমস্যাবলী এবং শতকরা ২২ জন ইতিহাস সম্বন্ধীয় বিষয় পড়েন। শতকরা ৮৪ জন তাঁদের পড়ার বিষয় সম্বন্ধে কোনও হিসাব রাখেন না বলে জানান। তবে অধিকাংশ শিক্ষকই উপন্যাস পড়েন একথা বলেছেন। সমীক্ষায় প্রকাশ শিক্ষকদের শতকরা ১৬ জনের নিজস্ব সংগ্রহ আছে এবং তাঁরা বৎসরে দশ থেকে পনের টাকা পর্যন্ত তাঁদের পুস্তক সংগ্রহের জন্য ব্যয় করে থাকেন।

সমীক্ষাটি সুরাটের (গুজরাট) শ্রী ডি, এন, অনমবার D. N. Aanmwar) তাঁর এম, এড্ পরীক্ষার প্রয়োজনে করেছিলেন বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিক্ষকদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গে একটি সমীক্ষা ইতিপূর্বে হয়েছে। উক্ত সমীক্ষার বিবরণ থেকে জানা গেছে—শতকরা ৭৬.৬৬ জন শিক্ষক ২ থেকে ৩টি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। চারটির বেশী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন শতকরা ১৩.৩৩ জন এবং শতকরা ৬.৬৬ জন শিক্ষক মাত্র একটি গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন।

সমীক্ষায় প্রকাশ শতকরা ২০ জন শিক্ষক গ্রন্থাগার ব্যবহার করে পুরাপুরি সন্তুষ্ট। কিছুটা সন্তুষ্ট এমন শিক্ষকের হার শতকরা ৬৬.৬৬। শতকরা ১৩.৩৩ জন শিক্ষক গ্রন্থাগার ব্যবহারে আদৌ সন্তুষ্ট নন।

"চাঁদা বিহীন গ্রন্থাগার ব্যবহার" সম্বন্ধে শিক্ষকদের অভিমত সমীক্ষায় যা জানা গেছে তাহল— চাঁদা ব্যবস্থা না থাকলে ৫০ শতাংশ শিক্ষক এবং তাঁদের পরিবারের অপরাপর সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগার ব্যবহার করবেন। এই প্রশ্নে শতকরা ২০ জন গ্রন্থাগার ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসার সম্পর্কে শিক্ষকদের অভিমত বা সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি শিক্ষকদের শতকরা ৬০ জন মনে করেন যে, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে এলে জন সাধারণ লাভবান হবেন। শতকরা ১৬ জন মনে করেন কিছুটা লাভবান হবেন। অন্য দিকে শতকরা ২০ জন শিক্ষকের ধারণা নেতিবাচক।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে নমুনা সমীক্ষাটি করেন কলকাতার ব্যুরো অব এডুকেশন্যাল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চের সহ গ্রন্থাগারিক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী।

কৃষণ চন্দর

সম্প্রতি প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক কৃষন চন্দরের ৬২ বৎসর বয়সে জীবনাবসান হয়। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ১০০ খানারও বেশী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৯৬৬তে সোভিয়েত দেশ নাহিতা পুরস্কার ও ১৯৬৯-এ পদ্মভূষণ উপাধি পান। বহুভাষাবিদ কৃষণ চন্দর প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর তিনি একজন অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন।

বিশ্ব পুস্তক মেলা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে তৃতীয় বিশ্ব পুস্তক মেলা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হবার কথা আছে। এই মেলায় যোগ দেবার জন্য অন্যান্য দেশের সাথে আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির প্রকাশকদেরকেও আমন্ত্রণ জানান হবে।

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬-৭৭)

সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ১৭ জন সাহিত্যিককে ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়। বাংলা ভাষার এই পুরস্কার লাভ করেন 'ন হন্যতে' গ্রন্থের লেখিকা শ্রীযতী মৈত্রেয়ী দেবী।

ডিউই ডেসিমাল সিস্টিউল

সম্প্রতি 'ডিউই ডেসিমাল ক্লাসিফিকেশন্স সিস্টিউল' এর হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এর অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শ্রী পি. এন. সৌড়।

প্রিজন ডায়েরী

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের 'প্রিজন ডায়েরী' গ্রন্থখানি সম্প্রতি পুণা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। জরুরী অবস্থার কারান্তরালে থাকাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা এই গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

'ডাইরেক্টরী অব ইণ্ডিয়ান উইমেন টু ডে'

প্রায় ছয় হাজার প্রখ্যাত ভারতীয় মহিলাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত 'ডাইরেক্টরী অব ইণ্ডিয়ান উইমেন টু ডে' গ্রন্থখানি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থখানি প্রকাশ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী বি. ডি. জাত্তি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র একে একটি মূল্যবান গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন।

কারা গ্রন্থাগারের দুরবস্থা

লোকসভার জনৈক সদস্য শ্রীনাথু সিং এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে দেশের কারাগ্রন্থাগারগুলির বর্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে জীর্ণ ও পুরান গ্রন্থ ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। বাইরের থেকে পুস্তক পাঠালেও ঠিকমত রাখবার ব্যবস্থা করা হয় না।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি প্রবন্ধের English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৪৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Rs. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 27 : No. 3

July-August 1977

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

25 AUG 1977

Published by : Sri [illegible] Gangopadhyay, for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sri [illegible] Gangopadhyay at the MUDRANEE [illegible] Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Nilmkrishna Saha

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

১৭ বর্ষ, সংখ্যা ৭ ভাদ্র ১৩৮৪

সূচী

সম্পাদকীয়

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সেবাব্রতী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দৈনন্দ আলোকে কেরলাঙ্গী

গ্রন্থাগার আন্দোলনে [illegible]

অন্যান্য খবর

[illegible] (৩)

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার সংবাদ

বাংলা পত্রিকা

বার্ষিক চাঁদা ১০·০০ সম্পাদনা : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের সাইজ	কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট	২৫০	৪০০
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮×৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	২০০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪×৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০·০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal
By Dr. Ranganathan মূল্য ২·০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫·০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২·০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার প্রণীত মূল্য ৪ ০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪ সি. আই. টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

Indian Association of Special Libraries and Information Centres

and

Bengal Library Association

NOTICE

A reception will be accorded to Prof. Donald Edward Davinson, Head of the Deptt. of Library Science, Leeds Polytechnic, U K on Wednesday, the 28th September, 1977 at 6-30 P M at the premises of the Bengal Library Association (Puddopukur Bus Stop, Entally). He will speak on "Recent trends in Library Science Education in UK" on that occasion.

You are cordially invited to attend the function.

4. 9. 77.

S. M. Ganguly
Secretary, IASLIC.

P. Roychoudhury
Secretary, BLA.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক : অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৩

ভাদ্র, ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

দারিদ্র্য, সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার

ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখটি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এবছরেও অন্যান্য দেশে এবং ভারতে দিনটি যথারীতি পালিত হয়েছে। ভারতে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ এদেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ নিরক্ষর। আজকের চলমান দুনিয়ায় অক্ষরজ্ঞানহীনতা অন্ধত্বের সমান। নিরক্ষরপ্রধান ভারতের দুর্গতি তাই স্বাভাবিক।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দুঃসহ দারিদ্র্য, সুযোগের অভাব এবং নানাবিধ সামাজিক জটিলতা নিরক্ষরতার প্রধান কারণ। আবার নিরক্ষরতার ফলেই দেশের উন্নয়ন প্রয়াস ব্যাহত হচ্ছে। গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনায় জর্জরিত মানুষের কাছে অক্ষরজ্ঞান একটা স্বপ্ন মাত্র। অন্যদিকে অক্ষরজ্ঞানহীনতা তাদের আর্থিক উন্নতির অন্তরায়। বস্তুত দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা পরস্পরের সহায়ক।

স্বভাবতই নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যাও জটিল। সমাধানের জন্য একদিকে যেমন চাই সর্বাত্মক প্রয়াস, অন্যদিকে উপযোগী এবং কার্যকর পদ্ধতি। সাক্ষরতা বিস্তারের প্রচেষ্টা পশ্চিম বাংলায় এযাবৎকাল অব্যাহত হয়েছে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালন বাবদ প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু কার্যকর ফল যে বিশেষ হয় নি একথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ প্রচলিত সাক্ষরতা (Conventional literacy) ব্যবস্থার ত্রুটি হল যে নবসাক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান বজায় রাখার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় না। নবসাক্ষরদের কর্ম-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যবস্থাধীনে উপযোগী পাঠ্যবস্তুর অভাবে নবসাক্ষরেরা নিরক্ষরতায় ফিরে যায়। অক্ষরজ্ঞান আয়ত্ত করা ও বজায় রাখার প্রতি তখনই মানুষ যত্নবান হয় যখন সে প্রাত্যহিক জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োজন উপলব্ধি করে।

বিকল্প হিসাবে ইউনেস্কো ক্রিয়ামূলক সাক্ষরতা (Functional literacy) পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন। তার লক্ষ হল নির্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুযায়ী বিশেষ কোনো কৌশল বা কারিগরি বিদ্যার যৌথ প্রয়োগসূত্রে সাক্ষরতা বজায় রাখা। উদ্দেশ্যহীন নির্জ্ঞিয় প্রচেষ্টায় নিছক সাক্ষরতা বিস্তারের পরিবর্তে স্থান বিশেষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে সাক্ষরতা ব্যবস্থা হওয়া চাই সুসমন্বিত। উল্লেখ্য যে সাক্ষরতার প্রয়োজন প্রধানত অর্থনৈতিক। সাক্ষরতা একদিকে যেমন ব্যক্তি-মানুষকে উন্নততর জীবন যাত্রার পথে অগ্রসর হবার সুযোগ দেয়, অন্যদিকে রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াস সাক্ষর মানুষের সহযোগে সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়। ধর্মীয় কুসংস্কার জাতিভেদ ও প্রথাপীড়নেও লোকের দুর্গতির অন্ত নেই। সর্ববিধ অত্যাচার ও শোষণমুক্ত সমাজের প্রাথমিক প্রয়োজন হল যথোচিত শিক্ষা ও চেতনার। সাক্ষরতা সেই মুক্তির সবচেয়ে বড় সহায়ক।

এখন প্রশ্ন হল সাক্ষরতা বিস্তারের কাজে গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকা আছে কিনা। প্রচলিত দৃষ্টিতে গ্রন্থ লেনদেনই গ্রন্থাগারের একমাত্র কর্তব্য। অনেকের মতে অতিরিক্ত কাজ হিসাবে বড় জোর সম্প্রসারণ (extension) কর্মসূচি থাকলেই যথেষ্ট; তাতেই নিরক্ষরেরা যদি কিছু উপকার লাভ করে। সরাসরি সাক্ষরতা বিস্তার গ্রন্থাগারের কাজ নয় বলেই তাঁদের অভিমত। দ্বিতীয় গোষ্ঠির মতে সাক্ষরতা বিস্তার দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সাক্ষরতার অপেক্ষায় থাকা অর্থহীন। তাঁদের মতে নিরক্ষর মানুষকে তাদের জীবিকা অনুযায়ী প্রয়োজনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তথ্য সরবরাহ করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাতেই ক্রমে নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহ দেখা দেবে। তৃতীয় অভিমত হল তথ্য বিতরণ ও সাক্ষরতার কাজ যুগপৎ একত্র হওয়াই উচিত এবং গ্রন্থাগারই হল এ কাজে সবচেয়ে উপযোগী ক্ষেত্র।

পূর্বোক্ত কর্মভিত্তিক সাক্ষরতা বিস্তারে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বেশি এই কারণে যে গ্রন্থাগারের স্থায়ী সংগঠন, গৃহ ও কর্মীদল থাকে, যা সাক্ষরতা কেন্দ্রের একান্তই দরকার। গ্রন্থের স্থায়ী ও সুনিয়ন্ত্রিত সরবরাহ ব্যতিরেকে নবসাক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। তাই সাক্ষরতা বিস্তারের কাজ হওয়া উচিত গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক; নয়তো সাক্ষরতা কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।

তথ্য বিতরণ গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান কাজ। অপর দিকে সাক্ষরতা বিস্তারের কাজ যেখানে কর্মভিত্তিক সেখানে গ্রন্থাগার যদি সাক্ষরতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে তাহলে অর্থব্যয়ের দ্বিত্ব নিবারিত হবে। সাক্ষরতা বিস্তারের প্রস্তাবিত কর্মভিত্তিক প্রণালীর সঙ্গে নবসাক্ষরদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করবে গ্রন্থাগার। আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে কর্মী অর্থ ইত্যাদির অভাবে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা যেখানে কাহিল সেখানে অতিরিক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের বোঝা নাভিশ্বাস সৃষ্টি করবে। বস্তুত অতিরিক্ত এই কাজের দায়িত্ব গ্রন্থাগারগুলির উপর তখনই বর্তাবে যখন প্রয়োজনীয় কর্মী সরঞ্জাম অর্থ ইত্যাদির স্থায়ী সংস্থান হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিগত চুঁচুড়া অধিবেশনে এক প্রস্তাবে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে সরকার সাক্ষরতা বিস্তারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং অস্থায়ী কতকগুলি সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালন বাবদ যে অর্থব্যয় করেন তার কিছু পরিমাণ গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে ব্যয় করলে সাক্ষরতা বিস্তার সহজ ও সার্থক হবে।

লোকসভা ও বিধানসভার বিগত নির্বাচনের পরে শাসনক্ষমতায় নবাগতেরা দেশের অবহেলিত গ্রামীণ জীবনের প্রতি যথোচিত নজর দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলেই মোট জনসংখ্যার প্রায় আশি ভাগ মানুষ বাস করেন। তার বারো আনা অধিবাসীর জীবন দারিদ্র্যরেখার নিচে। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নচিন্তার সঙ্গে সাক্ষরতার সংযুক্তি অপরিহার্য। একাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা আগে বলা হয়েছে।

ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশে অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার সাক্ষরতা বিস্তারে ইদানীং অংশ নিচ্ছে। এব্যাপারে আমাদের মতো নিরক্ষর প্রধান অনুন্নত দেশে গ্রন্থাগারগুলি আজও বিশেষ উদ্যোগী হয় নি। গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা কিছু ক্ষেত্রে পালিত যে হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু ব্যাপক ও সুসমন্বিত প্রয়াসের জন্যে চাই সরকারি অর্থানুকূল্য, উপযোগী কর্মপদ্ধতি এবং কর্মীদের শিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রারম্ভিক কাজ হিসাবে কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার বেছে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে সাক্ষরতা বিস্তারের কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গেই প্রয়োজন দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার উপযোগী গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতির নবরূপায়ণ। গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমাদের বর্তমান চিন্তাভাবনা ও ধারণার প্রয়াস উচ্চশিক্ষা ও উচ্চবিত্ত পর্যায়ে আবদ্ধ। বর্তমান শিক্ষণ ব্যবস্থায় নিরক্ষরদের উপযোগী কর্মপদ্ধতির স্থান এবং পরীক্ষানিরীক্ষার অবকাশ বিশেষ নেই। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে একদিন হয়তো বিত্তহীন মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর দেশবাসীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন একমাত্র উপযোগী কর্মসূচির মাধ্যমেই সম্ভব।

সেবাব্রতী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অরবিন্দ ভট্টাচার্য
বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

মৃত্যুর রূপ এত সুন্দর হয়, মৃত্যুর প্রায় ১০ ঘণ্টা পরেও মৃতদেহকে এমন নব প্রস্ফুটিত সুষমা ও লাবণ্য বিমণ্ডিত পুষ্পের মত দেখায় এ দৃষ্টান্ত বিরল। মৃত্যুর না কি ঘ্রাণ থাকে। কিন্তু চিরবিপ্লবী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে তো ছিল নির্মল শুচিস্মিত হাসির রেখা। দেখে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ঘুম ভাঙলে আর গুরুদাস বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আন্তরিকতাপূর্ণভাবে বলবেন 'সব ভাল তো?'

সর্বশ্রী কণিভূষণ রায়, প্রমীলচন্দ্র বসু ও
৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গত শুক্রবার ২৩ বৈশাখ ১৩৮৪ (৬ মে ১৯৭৭) বেলা ১০-৪৫ মিনিটে বিধুরা সেবাসদনের 'মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী' ওয়ার্ডে গুরুদাসবাবু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাসপাতালে তিনি যে উপসর্গের জন্য গত বুধবার ৪ মে ১৯৭৭ ভর্তি হয়েছিলেন তা হল শ্বাসকষ্ট, সাধারণ দুর্বলতা। মৃত্যুর দিন সকালেও তিনি ঘোরাফেরা করেছেন, উক্ত ওয়ার্ডের পূর্বপরিচিত রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। পলকে কি যেন ঘটে গেল কাউকে কিছু বোঝবার সুযোগ না দিয়েই মৃত্যু এসে যেন গুরুদাসবাবুর অটুট প্রাণশক্তিকে বিদ্যুৎ বেগে নিয়ে চলে গেল। দেশমাতার নিষ্ঠাবান সেবক, সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতিমূর্তি, যশ ও আত্ম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মনে প্রাণে উদাসীন, কর্মযোগী এযুগে দুর্লভ একজন খাঁটি মানুষ মুহূর্তের ব্যবধানে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিলেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কামারখাড়া গ্রামে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতা ৺অবনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশবেই গুরুদাস মাতৃহারা হন কিন্তু বিমাতার স্নেহ তাঁর মনে মাতৃত্বের যে উচ্চ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। শৈশব থেকেই সত্য, ন্যায় এবং আদর্শের প্রতি গুরুদাস স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতেন। এ জন্য যে কোন শাস্তি গ্রহণ করতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না তাঁর ছেলেবেলার একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর পিতৃদেব তামাক খেতেন, বালক গুরুদাস তামাক খাওয়াকে অন্যায় কাজ মনে করতেন একদিন তাঁর পিতা তাঁকে তামাক সাজবার জন্য বলেন বালক গুরুদাস দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি একাজ পারবো না, একাজ আমাকে দিয়ে কোনো দিন করাতে পারবে না।' পিতা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, বিস্মিতও হয়েছিলেন তাঁর ন্যায় পরায়ণতা ও সত্যবোধের জন্য একটি কাহিনি বলেছিলেন। সেটি যৌবন কালের কথা। তখন তিনি হিজলি জেলে। জেলখানায় 'গরকার সেলাম' বলে এক প্রথা চালু ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের শ্রেণীবদ্ধ ক

তদানীন্তন ইংরেজ সরকারকে সেলাম জানাতে নির্দেশ দেওয়া হত। এ নির্দেশ অমান্য করলে জুটত অকথ্য গালাগালি ও নির্যাতন। রাজনৈতিক বন্দীরা আত্মসম্মান হারাবার ভয়ে এবং অযাচিত নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নমো নমো করে কাজটা সারতেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাতেই সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু গুরুদাস এটুকুও পালন করতে অস্বীকৃত হলেন, ফলে চরম নির্যাতন লাভ করলেন। অন্যান্য সহ-বন্দীদের মধ্যেও এর ফলে কোতের সঞ্চার হল। শেষ পর্যন্ত জেল কর্তৃপক্ষ 'সরকার সেলাম' ব্যাপারটা বন্ধ করে দিলেন। সত্য, ন্যায় এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা গুরুদাস যেন সহজাত বৃত্তি হিসাবেই পেয়েছিলেন। তাঁর বাল্যকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশেষতঃ বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ মানুষের মনে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল। বাংলার ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে দেশের ছাত্র সমাজের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক সংযোগ এই পর্বেই স্থাপিত হয়। শিশুকাল থেকেই গুরুদাস তাঁর পরিবেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ধরস্রোত প্রবাহিত হতে দেখেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরের ডি. এন. স্কুল থেকে গুরুদাস ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মসূত্রে গুরুদাসের পিতা চাঁদপুরে বেশ কিছুদিন ছিলেন—এখানে গুরুদাসের কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। পরাধীন ভারতের গ্লানি মোচনের সংকল্প এইখানেই তিনি গ্রহণ করেন। চাঁদপুরের ডি. এন. স্কুলে পরবর্তীকালে গুরুদাস কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। গ্রামের ছাত্রজীবন শেষ হলে তিনি এলেন কলকাতায়, আই. এ. পড়লেন আশুতোষ কলেজ। এরপর ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়লেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অটুট রাখেন। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন গুরুদাস। কিন্তু এম. এ. পড়া তাঁর হলনা। ১৯৩০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার জন্যে তিনি যে দিন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন সেদিন খবর পেলেন পুলিশের বর্বর অত্যাচারে এক নিরীহ ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সংকল্প প্রবল ঘৃণায় ত্যাগ করলেন।

রাজনৈতিক জীবনে গুরুদাসবাবু অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। এই বৈপ্লবিক সমিতির নিয়ম শৃঙ্খলা তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে স্বভাব সিদ্ধ ঔদার্য অঙ্কুর ছিল—যা কিছু সৎ, যা কিছু মহৎ, যা কিছু মানুষের বৃত্তি সমূহকে ঊর্ধ্বায়িত করে, সে সবের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা। অন্যদিকে যা কিছু অন্যায়, মিথ্যা, শঠতা ও কপটতায় আবিল সে সবের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা। তিনি নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামে এবং স্বদেশবাসীর হিতচিন্তায়। এই জন্যই অগ্নিযুগের সাধক গুরুদাস পরবর্তীকালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। আরও পরবর্তীকালে 'বিনোবাজি' প্রবর্তিত সর্বোদয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন। বাঙালীর হিতচিন্তায় তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়াগের আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন; বাংলাভাষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার ভাব ও বিষয় প্রকাশ যাতে সম্ভবপর হয় সেজন্য বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন, তাঁরই সক্রিয় ভূমিকায় শহীদ স্মৃতি সমিতি স্থাপিত হয়, মহাজাতি সদনে শহীদদের প্রতিকৃতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়—যাতে দেশ ও জাতি ইতিহাসকে বিস্মৃত না হয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নের জন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। বছর খানেক আগেও এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি সভারও আয়োজন তিনি করেছিলেন। ঢাকা জেলার শহীদদের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সচিত্র পরিচয়-গ্রন্থ প্রকাশের কাজে তিনি গত তিন বছর থেকে লিপ্ত ছিলেন। ভারত সরকার যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য মাসিক ভাতা প্রবর্তন করলেন তখন গুরুদাস কয়েক হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীর কাগজপত্র তৈরি করে পাঠালেন

জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন, এ পরিশ্রম যাঁরা চাক্ষুষ করেছেন তাঁরাই বিস্মিত হয়েছেন—একই কথা শতবার বোঝাচ্ছেন অথচ মুখে হাসিটি লেগেই আছে, সুযোগ পেলেই রসিকতা করতেও ছাড়ছেন না, আবার মিথ্যা কিছু দেখলেই আগুনের মত জ্বলে উঠছেন, এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রিষড়া সেবাসদনে থেকে চিকিৎসিত হন।

সংসার-বন্ধন বিহীন গুরুদাস বৃত্তি বন্ধনেও আবদ্ধ হন নি। সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, প্রকাশন সংস্থার প্রবর্তনা ইত্যাদি কাজ তিনি বিভিন্ন সময়ে করেছেন। কর্মসূত্রে তিনি সোনার বাংলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, অদ্বৈত আশ্রম, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বারাসতের সত্যভারতীতে, মেদিনীপুরের বৈকুণ্ঠচক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতাকে গুরুদাস জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে মনে করতেন। শিক্ষক জীবনে 'প্রহরা বিহীন' পরীক্ষা প্রবর্তনে তিনি বার বার উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু সহকর্মীদের সহযোগিতার অভাবে তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। যখন তিনি দেখেছেন শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন বলে দিয়ে প্রাইভেট টুইশনের ব্যবসা ফেঁদে বসেন তখন শিক্ষকতা বৃত্তি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে পরিত্যাগ করেছেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গুরুদাসের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকীর্ণ রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'সর্বোদয় আন্দোলনের ইতিহাস' (জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫) এবং পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে কয়েকখানি গ্রন্থ। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা নানা কথাবার্তায় প্রকাশ পেত। তিনি চেয়েছিলেন বর্তমানে বাংলার বানানে যে বিশৃঙ্খলা চলছে তা দূর হোক্। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবার জন্য বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রবর্তনায় তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি এই সংস্থার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখেছেন যে এই সংস্থায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বার্থ আসর জমাচ্ছে তখন এখান থেকে সরে এসেছেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত তিন বছর 'শিক্ষা' পত্রিকা পুনঃ প্রচলনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যে নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকাখানির সম্পাদনা কার্যে তিনি শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতেন তার তুলনা মেলা ভার। 'শিক্ষা'র জন্য প্রেরিত প্রতিটি প্রবন্ধ তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন, প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সংযোজন করতেন, ইংরেজী এবং সংস্কৃত উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ করে দিতেন, কোনও লেখার বিষয় তাঁর জানার পরিধির বাইরের হলে সেই বিষয় অধিগত করে লেখাটির মান নির্ণয় করতেন। পত্রিকা যাতে সময়মত প্রকাশিত হয় তার জন্য তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত ছিলো না। 'শিক্ষা'র 'বঙ্গেমাতরম্ সংখ্যা' তাঁর শেষ বড় কাজ। এর পরিকল্পনা, লেখা সংগ্রহ, মুদ্রণের তদারকি তিনি কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। 'শিক্ষা' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা প্রেসে দেওয়ার পরই তিনি সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েন, এই সূত্রেই তিনি রিষড়া সেবাসদনে যান শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে।

বিগত মাস পাঁচ ছয় থেকে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'অনেক কাজ করা হল না, অনেক কিছু করবার ছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস তিনি লিখেছেন এবং এই লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করার ঐকান্তিক বাসনা তাঁর ছিল। এ জন্য প্রেসের সঙ্গে মত পুজো আগে তিনি একবার যোগাযোগও করেছিলেন, প্রেস কথা রক্ষা করতে পারেনি, তাই আমরা এ গ্রন্থ থেকে এখনও বঞ্চিত আছি। বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বর্ণাশুদ্ধি এবং ভাষার অশুদ্ধি তাঁকে মর্মান্তিকভাবে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করত তিনি একখানি প্রুফ-সংশোধন নির্দেশাবলী প্রণয়ন করে ছিলেন। শুনেছি অবশ্য রক্ষিত হওয়ায় তার কিছু পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। ঢাকা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর, তাঁর ইচ্ছা ছিল অখণ্ড বঙ্গ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণীত হোক্, এ জন্য বছর খানেক আগে একদিন তিনি শ্রীপুলকেশ দে সরকার, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাংবাদিক ও অধ্যাপকদের নিয়ে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল। তাঁর প্রাণ আমাদের কর্মে নানাভাবে বিদ্যমান। এ কর্ম অবিনশ্বর।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে জনগণের ভূমিকা

সৈয়দ আশরাফ কেরমানী

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন দীর্ঘদিনের। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রাম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় কি ভাবে তাঁরা গ্রামের পাঠাগারগুলিকে বিপ্লবীদের যোগাযোগ কেন্দ্রে পরিণত করতেন। পরবর্তীকালে দেশ ব্যাপী গ্রন্থাগার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কেননা একটি দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। নিরক্ষরতার অবসানে ও গ্রন্থাগারের অবদান অনস্বীকার্য। তাই ১৯২৫ সালে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গড়ে উঠল—যার প্রথম সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম লগ্ন থেকেই পরিষদ তার নিজস্ব সীমিত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদা ও জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন সাধারণ গ্রন্থাগার আইন চালু করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিষদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

তবুও একটি অভাব থেকে গিয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে অংশ গ্রহণ করানো যায়নি। গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আগে যে জনসভার আয়োজন করা হত এখন তাও আর সম্ভব হয়না। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিষদের কর্মসূচীগুলি সম্পর্কে দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ অনেক কিছুই জানেন না।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে জনগণের অংশ গ্রহণের এক বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন যদি শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়, শুধুমাত্র তারাই যদি এতে অংশ গ্রহণ করেন তবে এটা একটা পেশাদারি সংগঠনে পরিণত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু পরিষদ তো শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠন নয়। পরিষদ যেমন একদিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করছে, অপরদিকে, দেশে একটা সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিও জানাচ্ছে। এর সুফল তো সমগ্র জনগণই ভোগ করবে। এজন্যই গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল করার জন্য সমস্ত স্তরের জনগণকেই অংশ গ্রহণ করতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন জনগণের আন্দোলন, এ আন্দোলনে জনগণের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। একথা যদি জনগণকে বোঝানো না যায়, তাদের যদি উদ্বুদ্ধ করা না যায়, তবে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হবে না—সাময়িক কিছু সংস্কার হতে পারে মাত্র।

গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়েছে দীর্ঘদিন পূর্বে। পরিষদের বয়সও অর্দ্ধ শতাব্দী ছাড়িয়ে গেছে। তবু ও একথা অস্বীকার করা যায় না যে দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ পরিষদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এ বিষয়ে পরিষদের ভূমিকা আজ সমালোচনার স্তরে। দেশের মানুষকে পরিষদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানানি ; তাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করান, প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিষদ আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পরিষদের নেতৃত্বে অনেক সংগঠিত আন্দোলন হয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সুফল ও অর্জন করা গেছে। কিন্তু মৌল উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়নি। প্রশাসনিক স্তরে চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও সবসময় সফলতা অর্জন করা যায়নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করতে গেলে তাই একে জনস্ফীতির আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। দেশের প্রতিটি

মানুষ যেন অনুভব করে, প্রয়াগার আন্দোলন তার নিজস্ব আন্দোলন। প্রতিটি মানুষ যেন এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারখানার শ্রমিক চাইছে, বোনাস; মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে লড়ছে, কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে লড়ছে। অনুরূপ শিক্ষক, অধ্যাপক, কর্মচারী, ছাত্র, যুব—সকলেই নিজ নিজ দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করছে। কিন্তু এরা কেউই মনের খাদ্য প্রয়াগারের দাবিতে লড়ছে না। এদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, যাতে এরা মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য প্রয়াগারের দাবিও করতে পারে। এদের প্রত্যেককে টেনে নিয়ে আসতে প্রয়াগার আন্দোলনের লড়াইয়ের ময়দানে। প্রতিটি নাগরিক এই লড়াইয়ে সৈনিকরূপে তার ভূমিকা পালন করবে। এজন্য সবচেয়ে বেশী উদ্যোগ নিতে হবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেই।

এই কাজ সফল করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। সহর থেকে শুরু করে একেবারে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পরিষদের শাখা প্রশাখা যাতে গড়ে উঠে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিগত ৩৩-তম সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য থেকে যে বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে তা হল, প্রয়াগার আন্দোলনকে গণ আন্দোলনের রূপ দিতে হবে, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে সোহার্দ্য করা, জন চেতনা বৃদ্ধি করার কথাও সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি অত্যন্ত সময়োপযোগী ভাবনা চিন্তা। কিন্তু গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন গণসংযোগ ও গণ উদ্যোগ। সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ ও আলোচনার পর পরবর্তী সময়ে সেই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথমেই যেগুলি করা দরকার তা হল, সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ আলোচনা, সম্মেলন কনভেনশন প্রভৃতি সংগঠিত করা। কেননা প্রয়াগার প্রসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ও প্রয়োজনীয় বক্তব্য তুলে ধরবে। এর পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন গণসংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথ সম্মেলন করা যেতে পারে। বিশেষতঃ শিক্ষা জীবনের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত।—যেমন, শিক্ষক অধ্যাপক ও ছাত্রদের সংগঠনগুলি। তাছাড়া যুব সংগঠন, মহিলা সংগঠন এবং শ্রমিক কৃষকদের সংগঠনগুলিকেও সঙ্গে নিতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ও এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। যাতে সেই দলগুলি নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচীতে প্রয়াগার আইন সম্পর্কে দাবি করে। আনন্দের কথা যে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট তাদের নির্বাচনী কর্মসূচীতে প্রয়াগার আইন সম্পর্কে বলেছেন এবং মন্ত্রী সভায় শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে প্রয়াগারও যুক্ত করেছেন। কিন্তু এতে শুধু মাত্র আনন্দ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য যাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জোরালো কণ্ঠে দাবি তুলতে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। যখনই কোন বিষয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিজস্ব দাবি রূপে গড়ে উঠবে, তখন সরকারী পর্যায়ে ও তার প্রতিফলন ঘটে নতুবা কর্মসূচী গ্রহণ করলেও তা সব সময় বাস্তবায়িত হয় না।

তাই প্রয়াগার আন্দোলনের ঢেউ শুধুমাত্র কলকাতা শহরে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবেনা, সুদূর গ্রামবাংলার সর্বত্র ও ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রাম শহরের সর্বত্র যেন প্রয়াগার আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নাগরিক যেন মনে করতে পারে এ আন্দোলন তারই আন্দোলন একে সফল করার দায়িত্ব তারই। তবেই প্রয়াগার আন্দোলন তার নিজস্ব লক্ষ্য পথে পৌঁছাতে পারবে। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিষদের ভূমিকা হবে নেতৃত্বের ভূমিকা। দেশের সমস্ত মানুষকে একত্র সংগঠিত করতে হবে, প্রতিটি আন্দোলন, গণ অভিযান, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মসূচীতে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষদের অংশ গ্রহণ করানোর দায়িত্ব ও নিতে হবে পরিষদকে। যুব আন্দোলন পরিচালনা করা, যুক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিতে হবে। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে পরিষদের পতাকাতলে এনে এক বিরাট সার্বজনীন জনভিত্তি প্রয়াগার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার ও তার বর্তমান সমস্যা

অনাদি গুপ্ত

(৩)

গত দুই গ্রন্থ প্রবন্ধে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান অংশে তার সমস্যাগুলির আলোচনা করার চেষ্টা করছি। এছাড়া প্রতিকারের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই আশা করি।

জাতীয় গ্রন্থাগার কতটা জাতীর আশা আকাঙ্খা এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে? জাতীয় গৌরব (national pride) কতটা এই গ্রন্থাগার অধিকার করেছে? কোথায় এর ফাঁক? কেনই বা এতদিন বাদে এই আফ্‌সোস? গ্রন্থাগারের জীবনে এরকম যে না ঘটে তা নয়, তবে তা দুরারোগ্য নয়। সর্বপ্রথম চাই এর জন্য ভালবাসা, স্নেহ, হৃদয়, মমত্ববোধ—জাতীয় স্তরে, সরকারী স্তরে, ব্যক্তিস্তরে। পিছিয়ে পড়া 'তাবমূর্তি' পুনরুদ্ধারের এটাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা। এরই অভাব আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেটা গ্রন্থাগারের জীবনেই হোক, কিংবা অন্যান্য জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রেই হোক। যদি সত্যিকারের ভালবাসা বা আদর্শ বোধ জাগ্রত করা না যায় তবে শুধু অর্থ বা দাক্ষিণ্য কিংবা যৌথিক সহানুভূতি এর সমস্যা কেন, কোন সমস্যাই সমাধান করতে পারবে না। ব্যাপক অর্থে যিনিই গ্রন্থাগারের কর্মী হবেন তিনিই 'গ্রন্থাগারিক' এবং তাঁর নিশ্চয় ভালবাসতে হবে বইকে, মানুষকে এবং দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র ঘটাবার জন্য একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে—সংক্ষেপে যাকে বলা হয়েছে Love of books, folks and order। সামগ্রিক ভাবে এটারই ঘটেছে অভাব, তাই আজ দেখা যায় বই চুরি, গ্রন্থাগারের টাকা পয়সা তছরূপ কিংবা অন্যান্য অসঙ্গতি বিভিন্ন স্তরে। ব্যক্তি স্বার্থ সমষ্টি স্বার্থের উপরে কাজ করছে নানা উপায়ে। সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, ঘোটের উপর তাত কাপড়ের টানাটানির সাথে সাথে মানসিক দৈন্যের অধিকারী আজ আমরা এবং তারই প্রতিচ্ছবি গ্রন্থাগারের জীবনেও প্রতিফলিত। তাই সমস্যা সহজ নয়। অবশ্যই সহজ নয় বলে এড়াবার নয়। ধ্বংস যত সহজই হোক, গঠন অত্যন্ত কঠিন। গ্রন্থাগার যদি হয় ক্রমবর্ধমান জীবন্ত দেহ, তবে বই হচ্ছে তার জীবন্ত দেহ-কোষ। এই জীবকোষের প্রতিটিতে সুষ্ঠু পুষ্টি সরবরাহ না হলে কালক্রমে দেহটারই বিনাশ ঘটার সম্ভাবনা। কিন্তু গ্রন্থাগারের জীবনে বার্দ্ধক্য বা Senility কল্পনা করা চলে না। এর পুনরুজ্জীবন না হওয়াটা দুঃখের। তাহলে জাতির ইতিহাসই হয় অস্বীকৃত। আমাদের অপবাদ আছে ইতিহাস বিমুখ বলে। নিশ্চয়ই তেমন কিছু করবো না যাতে সভ্যতা, সংস্কৃতি বা ইতিহাসের স্রোত রুদ্ধ হবে এবং এই গ্রন্থাগারও বিনষ্ট হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র আজ এই যে সামাজিক রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও এটা জাতীয় জীবনে একটা অঙ্গভা রূপেই কাজ করছে—ক্ষয়, হিংসা, ঈর্ষা কিছুমাত্র কমেনি, বরং বাড়ছে এবং তার প্রভাব গ্রন্থাগারেও। এর প্রভাব কি করে কাটানো যাবে তা ভাববার সময় এসেছে আজ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল তা গ্রন্থাগারেও দেখা গিয়েছিল। গ্রন্থাগারও বেড়েছিল, কিন্তু আজ তার গতি মন্থীভূত, রুদ্ধ। এর থেকে মুক্তি চাই।

এটা ভারত সরকারও অবহিত নিশ্চয় আছেন। আর এই মুক্তি সহজ নয় বলেই কি ডক্টর নুরুল হাসান ভারত সরকার থেকে চেয়েছিলেন নিজেকে এর থেকে মুক্ত করে নিতে এক আইনের মাধ্যমে। ১৯৬৮-৬৯ সালে গ্রন্থাগারের

জন্য গঠিত কাউন্সিলে সদস্য ছিলেন ১২ জন। ১৯৬৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের পর এই কাউন্সিল আর মিলিত হননি। ১৯৭৩ এর ৪ জন সদস্য বিল্ডিং কমিটি অব ম্যানেজমেন্ট ও সব সদস্য সহ একবার মাত্র মিলিত হতে পেরেছিলেন। অতএব এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ৩০ জন সদস্যের অটোনমাস বোর্ড কতবার কি ভাবে এবং কোথায় মিলিত হতে পারতেন। আদর্শগতভাবে অটোনমাসের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই, কিন্তু সরকার যেখানে অর্থ বা নূতন পরিকল্পনার নিয়ামক হবেন, সেখানে অটোনমাস ব্যবস্থা হবে নিতান্ত অর্থহীন। সত্যিকারের অটোনমি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পাবেন না। তাছাড়া যদি গ্রন্থাগারের প্রধান যথেষ্ট সমিচ্ছাসম্পন্ন না হন, তবে পরিচালনায় ত্রুটি এসে পড়বে অনেক, যাকে আটকানো এক কঠিন সমস্যা হয়ে পড়বে, অথচ সরকার সহজেই তাঁর দায়িত্ব বহুলাংশে এড়িয়ে যেতে পারবেন। অটোনমির বিরুদ্ধতা এই জন্যই। পূর্বতন ভারত সরকার জাতীয় গ্রন্থাগারকে অটোনমাস বা স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার জন্য ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে এক বিল উত্থাপন করে ১৯৭৬ সালের মে মাসে ইমারজেন্সির সময়ে এটিকে আইনে পরিণত করেন। আশা করা যায় নূতন সরকার একে কার্যকরী করবেন না, কারণ এ পর্যন্ত কেবল ইমারজেন্সির সময় ছাড়া, বিল এবং আইনটির বিরোধীতা করে বহু সভা সমিতি গ্রহণ ও লেখা-পড়া হয়ে গেছে।

এরপর দেখা যাক, জাতীয় গ্রন্থাগারের কোন্ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কেমন ঘাটতি আছে। পি. এন. কাউল তাঁর বইতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে গ্রন্থাগারের স্থানীয় সদস্য ১৮·৩% এবং অন্যান্য সদস্য ৩·৭%, আর বই লেনদেন করা হয়েছে স্থানীয় ভাবে ১১·১% এবং অন্যান্য ০·৯%, অতএব জাতীয় গ্রন্থাগার সদস্য সংখ্যা কিংবা ব্যবহারের দিক দিয়ে প্রকৃত পক্ষে জাতীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে একমাত্র গ্রন্থাগারের এটা পেরে না ওঠারই কথা যদি নাকি এক সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (network of libraries বা library grid) গড়ে না ওঠে। হয়ত এত দিনে ৪।৬টা এই রকম জাতীয় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠা উচিত ছিল এদেশে। ডেলিভারী অব বুক্স্ এ্যাক্ট অনুসারে জাতীয় গ্রন্থাগার (বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লীতে) একখানা করে ভারতীয় বই পেয়ে থাকে যদিও এগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারের তুলনায় ছোট গ্রন্থাগার। এই আইন অনুসারে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাপ্তি সর্বাপেক্ষা বেশী। আবার এই আইন কার্যকর করার ব্যাপারে এই চার গ্রন্থাগারের মধ্যে অল্পই যোগসূত্র আছে। তাছাড়া বই জমা না দিলে প্রকাশকদের আজ পর্যন্ত কোন সাজা পেতে হয়নি। তাই অভিযোগ আছে যে অন্ততঃ ২০% দেশীয় প্রকাশন গ্রন্থাগারে জমা পড়ে না, অথচ ভারতীয় বইয়ের পুনঃপ্রকাশ এক দুরূহ সমস্যা। গ্রন্থাগারে জমা না পড়লে চিরকালের জন্য তা হারিয়েই গেল জাতির সামনে থেকে। ভারতের প্রকাশকরা এটা উপলব্ধি বা অনুভব করেন বলে মনে হয় না।

বই কেনার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ বর্তমানে ১৪ লক্ষ টাকা একথা আগে বলেছি। মুদ্রাস্ফীতির অবকাশ আছে তাছাড়া আমেরিকা ও বৃটেনের বই-ই এখানে কেনা হয় বেশী। অন্যান্য দেশের সঙ্গে গ্রন্থাগারের বাণিজ্যিক যোগ যোগ নেই। সেই হিসাবে সে সব বিভিন্ন বই এখা আসেও না। যদি এসে পড়ে তাহলেও সমস্যা আছে তা ব্যবহারের বন্দোবস্ত করার জন্য। অবশ্য জার্মান, রুশ রাশিয়ান ভাষার বই ব্যবহারের বন্দোবস্ত কিছুটা আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বই খুব তাড়াতাড়ি অব্যবহা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এসব বইয়ের দামও খুব বেশী অতএব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বই কেনার ব্যাপা সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। জ্ঞানে বই সং একটি মূল্যবান দিক। তবে দেখে শুনে নেওয়ার প্রয়োজ আছে। আবার ব্যক্তিগত মূল্যবান সংগ্রহ ধনী ব্য সমূহের কাছে চলে যাচ্ছে কিনা তা গ্রন্থাগারের ওয়াকিবহা থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। বাইরে আমাদের দেশে সংগ্রহ, মূর্তি প্রভৃতি চলে যাচ্ছে এমন সংবাদ বিরল ন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও সংগ্রহ দেশের বহু জায়গায় রয়ে গেছে

তা সংগ্রহ করতে না পারলেও অন্ততঃ এগুলির হদিস ও তালিকা হাতে থাকা এবং প্রয়োজন মত খোঁজ খবর গবেষকদের দিতে পারা জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য। ইদানীংকালে যথেষ্ট মূল্যবান সংগ্রহের দান জাতীয় গ্রন্থাগারে আসেনি।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যাবে না যে গ্রন্থাগারের সমস্ত বই তালিকাভুক্ত (Catalogue) করা সম্ভব হয়নি। এর অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে কর্মী সংখ্যার অভাব। বিদেশী সরকারের নথিপত্র ও ডকুমেন্টস্-এর এক বিরাট অংশ এর মধ্যে পড়ে। এগুলির ব্যবহারও সেজন্য সীমিত। আবার সংগ্রহ যা যা তালিকাভুক্ত হয়েছে সর্বভারতীয় ব্যবহারের জন্য ছাপা তালিকা (Catalogue) বহুলাংশেই রয়েছে পিছনে। গ্রন্থাগারের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি প্রচারে ছাপা তালিকা এক মস্ত ভূমিকায়। নূতন সংগ্রহের সর্বশেষ তালিকার (তা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হতে পারে—যথা : লেখক, আখ্যা, সংস্করণ, প্রকাশ সাল, ···ইত্যাদি) সর্বভারতীয় প্রচার অত্যন্ত জরুরী। ছাপা তালিকার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া অবস্থা চলে ভুলতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাহায্য (short cataloguing) নেওয়া চলতে পারে। ছাপাখানাগুলিও এভাবে কম তালে সমাধা করে দিতে পারবে বলেই মনে হয়। এই ছাপা তালিকা গ্রন্থাগারের প্রতি ভবনে থাকা একান্ত আবশ্যক পাঠকদের বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্যও। প্রায় ১০ বছরের গ্রন্থতালিকার আশু সংশোধন ও পরিমার্জন খুবই প্রয়োজন। তালিকা ভুল চিত্র দিতে থাকলে পাঠকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি গ্রন্থাগারে তাই হচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর, রেফারেন্সের কাজ সবই গ্রন্থ তালিকার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। অবশ্য এই দুই বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। জাতীয় গ্রন্থাগার পাঠকদের প্রয়োজনে গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করে দিয়ে থাকে। এই শাখাটি কতদূর যাবে তা ভেবে দেখবার। কোন জাতীয় গ্রন্থাগারের এক অতি অবশ্য কর্তব্য গ্রন্থপঞ্জী সংকলন। গবেষকদের প্রাথমিক প্রয়োজন গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করা বা তা হাতে পাওয়া।

এসব সমস্যার সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে গ্রন্থাগারের স্থান সংকুলানের সমস্যা। সাম্প্রতিক কালে গ্রন্থাগারের দুই প্রধান বাড়ীতেই জায়গার অভাব দেখা দিয়েছে। Reviewing Committee ১৯৬৯ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন স্থানাভাবের কথা এবং নতুন আর একটি বাড়ী তৈরীর সুপারিশও করেছিলেন। নতুন এ্যানেক্স বাড়ীটি অবশ্য খুবই চাপা ধরণের। গরমদেশে বই পত্র রাখার জন্য এবং কাজের উপযোগী কিনা অন্ততঃ ভবিষ্যতের বাড়ী তৈরীর জন্য তা ভাবা দরকার। নতুন বাড়ীতে পড়ার ব্যবস্থা এখনও সীমিত পর্যায়ে রয়েছে।

বইয়ের বাঁধাই, মেরামতি ও অন্যান্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা যতটা হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। অথচ ছেঁড়া বই পাঠককে দেওয়া চলে না বা হয় না। এ সবই গ্রন্থাগারের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে ফেলছে।

এই গ্রন্থাগার ভারতে সবচেয়ে বড় ঠিকই। আর এই বড়ত্বও তার সমস্যা। চারটি বাড়ীর কোথায় কি আছে, কেমন ভাবে তা ব্যবহার করা চলে, কি কি তালিকা কোথায় আছে, কেমন করে তা ব্যবহার করতে হবে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন Hand book বা Guide book গ্রন্থাগারের নেই। বিশেষতঃ কলকাতার বাইরের পাঠকদের জন্য এটা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে এগুলি প্রচার পুস্তিকা হিসাবে কাজ করতে পারে। যেহেতু আমাদের দেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি, এই গ্রন্থাগারে তাই পাঠক হয়ত জীবনে প্রথম পা দিলেন, আর সামান্য অসুবিধায় সম্মুখীন হয়েই ভাবলেন সরকারী অন্যান্য সংস্থার মতই এই গ্রন্থাগার কর্মবিমুখ। আবার বই লেনদেনের কোন কোন ক্ষেত্রে দেরী হতে থাকে যার খুঁটিনাটি পাঠকের বোঝা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে আজ গ্রন্থাগারের জটপাকানো অবস্থা। এর বই-

পত্র সাজানো এবং সরবরাহ বহু সহান্তরাল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল অথচ এখনই সোজা ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু অপেক্ষাও কেউ আর করতে রাজী নয়। কলকাতার যানবাহন সমস্যার মতই প্রায় অবস্থা গ্রন্থাগারের। বিরাট এক দৈত্যের চাপা পড়া অবস্থা যেন। সে চায় বাড়তে, সে চায় মুক্তি এবং এখনই।

কোন জাতীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি কি হবে তা নিয়ে বহু সভা সমিতি আলোচনা হয়ে গেছে (যথা —ভিয়েনা ১৯৫৮, ম্যানিলা ১৯৬৪, হেলসিঙ্কি ১৯৬৫, কুইটো ১৯৬৬, কলম্বো ১৯৬৭, কাম্পালা ১৯৭০)। Reviewing Committeeও তা খানিকটা বর্ণনা করেছেন। সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে এর অনেক ঘাটতি বা পিছিয়ে পড়ার দিক আছে, তবে নেতিবাচক কোন সমাধান এর পক্ষে হিতকর হবে না। যেমন কোন সময়ে ভাবা হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগার শুধুমাত্র গবেষণার জন্য। উপন্যাস দেওয়া বা বাড়ীতে বই দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হোক। শরৎচন্দ্র, Scott, Dickens এর উপন্যাস কি বন্ধ করা উচিত, অথবা যেখানে অন্য কোন ভাল পড়াশুনার ব্যবস্থা নেই সেখানে জাতীয় গ্রন্থাগার বাড়ীতে বই দেওয়া বন্ধ করতে পারে কি না। আবার এও দেখার দরকার গ্রন্থাগারের পাঠকেরা যথেষ্ট দায়িত্বশীল কিনা। অনেক নামকরা পাঠকের কাছে গ্রন্থাগারের বই-পত্র দীর্ঘদিন পড়ে আছে। আবার অন্যদিকে পাঠকের অসুবিধা হয়রানি না হয় তার দিকে সর্বপ্রথম নজর গ্রন্থাগারকে দিতেই হবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম বর্তমানে নিঃসন্দেহে সুবৃহৎ ও গৌরবান্বিত। এমন এক সময় ছিল যখন এটা ছিল চীন, ছিল ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারেরও পিছনে এবং ক্রমাগত পিছিয়েই পড়ছিল। এ্যান্টনি পানিৎজি (ইংলণ্ডের লোক নয় বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তও নয়) গ্রন্থাগারিক হিসাবে তখন বলতে পেরেছিলেন যে প্যারিসকে ছাড়িয়ে যেতেই হবে এবং তিনি তা করেছিলেন। আজ ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য বোধ হয় সেরকম দুঃসাহসিক কোন ব্যক্তি বা কর্মপন্থা চাই। পানিৎজি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমুখীনও হয়েছিলেন প্রয়োজন বোধে।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের কর্মী বিশেষতঃ বৃত্তি কুশলী কর্মী সম্পর্কে কিছু বলা উচিত বলে মনে করি। এই গ্রন্থাগারে একক সংস্থা হিসাবে অন্ততঃ ১৫০ জন বৃত্তিকুশলী কর্মী আছেন, গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি হিসাবে মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নেতৃত্ব এখান থেকে অনেক অনেক বেশী পরিমাণে আসা উচিত ছিল, যেমন প্রয়োজন ছিল গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগারের নেতৃত্ব। এর জন্য অবশ্যই বৃত্তিগত উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সভা সমিতি ও যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। তুলনামূলক ভাবে এই গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মচারীদের বেতনক্রম খারাপ।—হওয়া উচিত ছিল বেশী ও অন্যান্য সংস্থার অনুকরণীয়। উন্নতিও প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধাও কম। এদিকের সমস্যাগুলির আশু সমাধানের উপরও গ্রন্থাগারের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। আবার সর্বভারতীয় ভাবে গ্রন্থাগারকর্মী পর্যায়ে কখনও কখনও পারস্পরিক নিন্দা, হিংসা, ঈর্ষা, বিতাড়ন প্রভৃতিও এই গ্রন্থাগারের অথবা দুর্নামের সৃষ্টি করেছে। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কোন স্বীকৃত বা লিপিবদ্ধ পালনীয় নিয়মবিধি (Code of ethics) নেই, না জাতীয় স্তরে, না আন্তর্জাতিক স্তরে। কোন গ্রন্থাগারের বাস্তব এবং ভাবমূর্তির উন্নতি এগুলির উপরও নির্ভর করে। জাতীয় গ্রন্থাগার এসবের শিকার হয়েছে। বাইরের রাজ নৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার প্রভাব গ্রন্থাগারের কর্মীদের উপরও পড়েছে। যেমন ধরুন, আলিপুর জেলের কয়েদী পালানোর ব্যাপারে গ্রন্থাগারের নির্দোষ কর্মীরা পুলিশের মার খেয়েছে এবং পরবর্তীকালে কর্মচারীরা হয়েছে দ্বিধা বিভক্ত এবং গঠন করেছে দুই নতুন স্বতন্ত্র কর্মী সংস্থা। এতে ক্ষতি হচ্ছে গ্রন্থাগারের এবং কর্মচারীদেরও।

পরিশেষে কয়েকটি ছোট দেশের সর্বাপেক্ষা বড় জাতীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা দেখানো হল। এগুলি মাঝারি উন্নত বা উন্নতিশীল দেশ।

দেশ	গ্রন্থাগার স্থাপনের সাল	পুস্তক সংখ্যা
আর্জেন্টিনা	১৭৯৬	১৬ লক্ষ
অষ্ট্রেলিয়া	১৯০১	১৪½ লক্ষ
ব্রেজিল	১৮০৭	১৮ লক্ষ
চিলি	১৮১৩	১৪ লক্ষ
ফিনল্যাণ্ড	১৬৪০	১৬ লক্ষ
হাঙ্গেরী	১৮০২	২০ লক্ষ
ইস্রায়েল	১৮৮৪	২০ লক্ষ
জামাইকা	১৯৪৮	৬½ লক্ষ
মেক্সিকো	১৮৬৭	১২ লক্ষ
নরওয়ে	১৮১১	১৯ লক্ষ
যুগোস্লাভিয়া	১৮৩২	১৪ লক্ষ

উপরিলিখিত দেশগুলির আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার যথেষ্ট উন্নতির অপেক্ষা রাখে।

সহায়ক পঞ্জি :

(১) India's National Library (জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশন)

(২) Golden Jubilee Souvenir (ঐ)

(৩) Reviewing Committee Report

(৪) Khosla Committee Report

(৫) National Library Annual Reports

(৬) National Library Bill, 1972

(৭) National Library Act, 1976

(৮) Bibliographical Services throughout the World

(৯) The National Library, a brief note

(১০) The British Museum—a case study in architectural politics

(১১) বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিক

(১২) National Library, by P. N. Kaula

(১৩) Major libraries of the World (Bowker প্রকাশন)

(১৪) জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের বিভিন্ন প্রকাশন ও নথিপত্র।

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৮ জুলাই '৭৭, বেলা ৪ টায় পরিষদ ভবনে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বছরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়েছেন :

সভাপতি : শ্রীকণিভূষণ রায়

সহ-সভাপতি : সর্বশ্রী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জীচৌধুরী, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক : শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

যুগ্ম-সম্পাদক : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক : শ্রীশ্যামকৃষ্ণ সাহা

গ্রন্থাগারিক : শ্রীঅশোক বসু

সম্পাদক, গ্রন্থাগার : শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীসত্যব্রত সেন

কাউন্সিল সদস্য : সর্বশ্রী অরুণ রায়, আশীষ নিয়োগী, কালীপ্রসাদ, চঞ্চলকুমার সেন, দীপক রায়, মিনতি চক্রবর্তী, পরেশ সাহা, প্রদ্যোৎ বসু চৌধুরী, প্রবোধ বিশ্বাস, তপন সেন, তুষার সান্যাল, শশাঙ্ক বাগচী, সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও হিরণকুমার দত্ত।

* সাধারণ সভার বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

ত্রিবেণী হিতসাধন-সমিতি সাধারণ পাঠাগার-এর ৫৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত রবিবার ৩১শে জুলাই, ১৯৭৭ সন্ধ্যা ৬-টায় পাঠাগার কক্ষে ৫৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৫৭-তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন, ১৯৭৭-৭৮ সনের আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (বাজেট) ইত্যাদি অনুমোদন লাভ করে। সভা কর্তৃক আনীত প্রস্তাব সমূহও আলোচিত হয়।

সভার প্রথমে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঠাগারের প্রাক্তন সহঃ সভাপতি মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

আড়গ্রাম (বর্ধমান), ১৬ আগষ্ট '৭৭—বর্ধমান জেলার আমাদপুর ব্লকের অন্তর্গত আড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে গত ১৫ই আগষ্ট ভারতের ৩০-তম "স্বাধীনতা দিবস" গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগার ভবনে সকাল ৮ টায় জনসমাবেশের পর সভাপতি শ্রী চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করার পর বীর শহীদদের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্য ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভাপতি এবং সর্বশ্রী দিলীপ ঘোষ, বসন্ত মুখার্জী, উত্তম ঘোষাল ও অমলেন্দু চক্রবর্তী স্বাধীনতা দিবস সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরিশেষে শ্রীমতী অনিমা চক্রবর্তী উপস্থিত সকলেই মিষ্টিমুখ করান।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা গ্রন্থাগার

বিধান সভার সচিব জানান যে তাঁরা শীঘ্রই গ্রন্থাগারে একটি নূতন R & D বিভাগ খুলবেন। এবং একটি অনুলিপি সেবা কেন্দ্রও তার সাথে যুক্ত করা হবে। বিধান সভা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে নূতন কমিটি হয়েছে, তার চেয়ারম্যান হলেন বিধান সভার অধ্যক্ষ জনাব মনসুর হবিবুল্লা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের বার্ষিক অধিবেশন

বিগত ২৪-এ জুন '৭৭ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের ২৮-তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন গ্রন্থ-মঙ্গল কেন্দ্রে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীভূপেশ দাস।

সম্পাদক শ্রীবরুণ সরকার ১৯৭৬-৭৭ সালের হিসাব নিকাশ ও তাঁহার সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করেন। অতঃপর নিম্নোক্ত ১৫ জনকে লইয়া ১৯৭৭-৭৮ সালের কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়: সর্বশ্রী বিশ্বনাথ দাস, অমল সিংহ, বরুণ সরকার, বসলা কর্মকার, প্রভাত সামন্ত, ননীগোপাল পাল, জগন্নাথ শ্রীমানি, রমেশ চক্রবর্তী, দিলীপ সেন, কার্তিক সিং, সুধীর মল্লিক, রামনারায়ণ দাস, দেবব্রত ভট্টাচার্য, কমল দাসগুপ্ত ও তারক চক্রবর্তী।

গ্রন্থাগারের উন্নতিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী মোহিত গুপ্ত, বিজয় বসুরায়, তাপস চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দাস, বঙ্কিম হন্ত, হরেকৃষ্ণ ঘোষ ও প্রসূন হন্ত প্রমুখ সভ্যবৃন্দ।

সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ভাষণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হরিনাথ দে জন্ম-শতবার্ষিকী, ১৯৭৭

ন্যাশনাল লাইব্রেরী কলিকাতায় হরিনাথ দে জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এক বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করে। এই উপলক্ষে ৩০শে আগষ্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর রচিত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি : হাওড়া শাখা

গত ১৮ই জুলাই '৭৭ মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়ে শ্রীসাহিত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌরোহিত্যে হাওড়া জেলা স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের এক জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার নানান সমস্যা ও গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বাঁকুড়া জেলা স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

৩০শে জুলাই '৭৭ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবীপত্র দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার আইন, বেতনহার অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এবং লাইব্রেরী এ্যাটেনডেন্টপদে কর্মরত কর্মীদের জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট পদমর্যাদা দেওয়ার ইত্যাদি ব্যাপারে সরকার সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করবেন বলে জানান।

পল্লীশ্রী পাঠাগারে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, হীরাপুর, হাওড়া

গত ৩০শে মে '৭৭ পাঠাগারের উদ্যোগে, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীপতিতপাবন পাত্র। রবীন্দ্র-নজরুলের বহুমুখী প্রতিভার কথা আলোচনা করেন হাওড়া জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অধিকারিক শ্রীবিধানচন্দ্র প্রামাণিক।

আঁইয়া সাধারণ পাঠাগার, হুগলী

গত ১৫ই আগষ্ট '৭৭ পাঠাগারের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন পাঠাগারের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য শ্রীঅপনকুমার ভট্টাচার্য।

সম্প্রতি আঁইয়া বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগারের সাধারণ সভার অধিবেশনে পাঠাগারের কার্যনির্বাহক কমিটি পুনর্গঠিত হয়। নিম্নলিখিত সদস্যগণ কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন : সভাপতি—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি—কৃষ্ণচন্দ্র, সাধারণ সম্পাদক—গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক—তপনকুমার বসু, সহ-সম্পাদক—নিত্যগোপাল গোস্বামী (গ্রন্থাগারিক) সদস্যবৃন্দ—গোবিন্দ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অপন কুমার ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, মায়া দত্ত ও কল্পময় রায় (সরকারী বিভাগীয় প্রতিনিধি)।

কাশীপুর ইন্‌স্টিটিউট, কলিকাতা

এ বছর গ্রন্থাগারের নব-নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ হলেন :

সভাপতি—জীবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র। সহ-সভাপতি—বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ কুমার বসু, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক—চণ্ডী মুখার্জী। সহ-সম্পাদক—সুশীল মুখার্জী, তপন বিশ্বাস, মোহর রায়চৌধুরী। কোষাধ্যক্ষ—সনাতন চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক—গোপাল দে। সভ্যগণ—বলাই গুহ, কণীন্দ্র প্রসাদ নাথ, প্রভাস পাল। অতিরিক্ত সভ্য—জে. পি. দে।

পশ্চিমবঙ্গ সচিবালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা বৃদ্ধি

ক্যালকাটা গেজেট-এর (২৮. ৩. ৭৭) বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ মর্যাদার সমান করা হয়েছে।

সঙ্কলন : মিনতি চক্রবর্তী

বার্তা বিচিত্রা

আন্তর্জাতিক বই মেলা, ১৯৭৭

৮-১১ই সেপ্টেম্বর—আন্তর্জাতিক শিশু সাহিত্যের বই মেলা, ব্রাটিস্লাভা, চেকোশ্লোভাকিয়া।

৯-১৪ই সেপ্টেম্বর—আন্তর্জাতিক বই মেলা। মস্কো।

২৩-২৯ সেপ্টেম্বর—আন্তর্জাতিক বই মেলা। সোফিয়া, বুলগেরিয়া।

৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩রা অক্টোবর—গ্রন্থভত্ত গ্রন্থের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। ডুসেলডর্ফ, পশ্চিম জার্মানী।

১২-১৭ই অক্টোবর—আন্তর্জাতিক বই মেলা। ফ্রাঙ্ক-ফুর্ট, পশ্চিম জার্মানী।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সভার উদ্যোগে বই প্রদর্শনী

১৯৭৭ সালের বিভিন্ন সময়ে শিলিগুড়ি, আসানসোল ও বোলপুরে বই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দুর্গাপূজার সময় নয়া দিল্লীর কালীবাড়ীতে বই মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

ইয়াসলিক পাঠচক্র

১৪ই মে ১৯৭৭ তারিখে কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট-এ ইয়াসলিক-এর ১০২-তম পাঠচক্র সম্পন্ন হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ যোগেশ মিশ্র এবং বক্তব্য রাখেন সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর শ্রী এন. বি. ঘারাটে। আলোচনায় অনেকেই অংশগ্রহণ করেন।

একাদশ ইয়াসলিক সম্মেলন, ১৯৭৭

আগামী ২-৪ নভেম্বর '৭৭ পর্যন্ত কর্ণাটকে ধারওয়ার জেলায় কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় সংস্থা ইয়াসলিক-এর ১১শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক Prof. K. S. Hingwe এবং অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

সম্মেলনের সময় ইয়াসলিক-র সাধারণ সভাও অনুষ্ঠিত হবে।

শরৎ পুরস্কার, ১৯৭৭

এ বছর শরৎ সমিতি প্রবর্তিত শরৎ পুরস্কারের জন্য শ্রীগোপাল হালদারের নাম মনোনীত হয়েছে। শ্রী হালদারে সমগ্র সাহিত্য কীর্তির জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের ডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি হাওড়া জেলা শাখার এক প্রতিনিধি দল গত ৫ই আগষ্ট হাওড়া জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে জেলার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নানা সমস্যা সম্বলিত এক দাবী সনদ পেশ করেন এবং সত্বর সুরাহার জন্য আবেদন জানান। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হোক, মাসে ১লা বেতন প্রদান, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদান, অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা পাঠ্য-পুস্তক স্থাপন ও গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক নির্বাচনে স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আদিত্যপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী, অশোক কুমার দাস, মানিক অধিকারী।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন

ডঃ ভবতোষ দত্ত রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ডঃ দত্ত উক্ত ফাউণ্ডেশনের পূর্বতন চেয়ারম্যান ডঃ নীহাররঞ্জন রায়-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

সঙ্কলন : মিনতি চক্রবর্তী

সংসদ অভিধানমালা

সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত । সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু

ফেব্রুয়ারী '৭৬ পর্যন্ত প্রায়ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবন-চরিত। উচ্চ প্রশংসিত। [৪০···]

SAMSAD ENGLISH—BENGALI DICTIONARY

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত এই অভিধানের চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ ADDENDA সহ প্রকাশিত হল এবং মূল্যহ্রাস করা হল। [পঁচিশ টাকার স্থলে চব্বিশ টাকা]

SAMSAD BENGALI—ENGLISH DICTIONARY

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত। অর্ধলক্ষাধিক শব্দ ও শব্দসমষ্টি। SUPPLEMENT সংযোজিত। [২০···]

SAMSAD STUDENTS, ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত। সর্বসাধারণের বিশেষ করিয়া ছাত্রদের সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী। [১১···] [বোর্ড বাঁধাই ১৪···]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্য সংশোধিত। অর্ধলক্ষাধিক শব্দ ও শব্দসমষ্টি। [১৫ ··]

—শীঘ্রই প্রকাশিত হবে—

SAMSAD COMMON WORDS DICTIONARY
(ENGLISH — BENGALI)

সাধারণ ছাত্রদের অহরহ ব্যবহারের উপযোগী

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বই সমালোচনার জন্য দু'কপি করে পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৪৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/0674/57

Volume 27 : No. 5

Aug.-Sept. 1977

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

2 SEP 1977

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৬-৭ আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮৪

সূচী

সম্পাদকীয় ১১৫

২০শে ডিসেম্বর ১১৬

পুথি : সংগ্রহ ও সংরক্ষণ——অনিলচন্দ্র পাল ১১৭

দেশ : সাহিত্য সংখ্যা (১৩৮০-'৮৪) বিষয় সূচি——
বহু ঘোষদস্তিদার

(বৃটিশ) লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ও তার জন্মকথা——
দেবনারায়ণ চক্রবর্তী

পরিষদ কথা

সাম্প্রতিক বই

English Abstracts—Gouri Bandyopadhyay &
Dipak Ray

বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ সম্পাদনা : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা ১·৫

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ কলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় কলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ		১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২
কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৪৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory (1963) মূল্য ২·০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য ২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা-চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য ৫·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য ২·০০

ডঃ আশিস ওহদেদার—গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য ৪·০০

বাণী বসু (সঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৪,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২। মূল্য ৬·০০ [বাঁধানো ৮·০০]

খ্যাতিমান বৃত্তিকুশলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক : অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৬-৭

আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আইনের দাবীতে সোচ্চার হোন

কোন দেশের উন্নতি ও প্রগতি প্রমাণিত হয় সে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেখে। সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে উন্নততর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই। যেমন,—গ্রেটবৃটেন, চীন, আমেরিকা, চেকোস্লোভাকিয়া, রাশিয়া...ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কোন দেশে যদি গ্রন্থাগার সেবার অভাববোধ করা হয় তা'হলে বুঝতে হবে সে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও নৈতিক চরিত্র অনুন্নত।

জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতিতে এবং জাতীয় চরিত্রের মান উন্নয়নে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজ বা দেশের সে প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারছে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো, এখনো পর্যন্ত এ রাজ্যে আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গ্রন্থাগার আইনের দাবী নিয়ে সোচ্চার।—১৯৩২-এ কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৫৮-তে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জাতীয় অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথন-কৃত একটি খসড়া বিল ও স্মারকলিপি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পেশ করেছিল। ১৯৫৯-এ অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য বিধান পরিষদে একটি বেসরকারী বিলও পেশ করেছিলেন। ১৯৬৯-৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট আমলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আবার গ্রন্থাগার আইনের জন্য নূতন উদ্যমে আন্দোলন শুরু করে। নূতন ভাবে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করে পরিষদ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে পেশ করে। ১৯৭৪-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি যে গণ-[illegible]শাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করে তাঁরমধ্যেও গ্রন্থাগার আইনের অপরিহার্যতা স্বীকৃত হয় এবং দাবী সনদে তা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লে করা যেতে পারে, ভারতের অন্যান্য ৪টি রাজ্যের (অ কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র) মতো অন্যান্য রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন প্রা রাষ্ট্রপতি ডি. ভি. গিরি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধ্যাপক নুরুল হাসান।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযো করে পরিষদ গ্রন্থাগার আইনের দাবী রাখে। এবং দাবীর সপক্ষে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তাঁদের মতা ব্যক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রি গ্রন্থাগার আইনের সপক্ষে জনসাধারণের [illegible]চিন্তিত অভি প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থাগার আইনের দাবী জনসাধারণের দাবী। খুবই আশার এবং আনন্দের ব বর্তমান প্রগতিশীল বামফ্রন্ট সরকার 'সার্বজনীন গ্রন্থাগারস জন্য একটি নতুন সর্বাত্মক আইন প্রণয়ন' করবেন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমানে অধ্যাপক শ্রীপার্থ দে-কে প্রাথমিক ও মাধ্য শিক্ষার সাথে 'গ্রন্থাগার মন্ত্রী'র দায়িত্বও দিয়েছেন। অধ্যা পার্থ দে আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যত শী সম্ভব তিনি পশ্চিমবঙ্গে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার আইন প্রব করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারসেবী ও গ্রন্থাগারকর্মী কাছে আমাদের বক্তব্য হলো—সমস্ত গণ-সংগঠনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আইনের দাবীকে সোচ্চার করে তু আপনারা আপনাদের এলাকার নির্বাচিত বিধান স সদস্যদের গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়া বহাল করে তাঁদের এই আইন প্রবর্তনের সপক্ষে প্রতিশ্র আদায় করুন। দাবী করুন, জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭-এর মধ্যে অন্ততঃ একটি 'গ্রন্থাগার বিল খসড়া ক নিয়োগ করে জনসাধারণকে যেন আশ্বস্ত করে।

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৫৫ সালে এই দিনটিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বছরের গ্রন্থাগার দিবস নানা কারণে বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। পরিষদের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিষদ যে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে তার সার্থক পরিণতির সম্ভাবনা আজ উপস্থিত। বাযফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতির সার্থক রূপায়নের জন্য এই রাজ্যে জনগণের গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ গড়ে তুলতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদ যে সব বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চায়, তা হল—

(ক) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে এই রাজ্যে অবিলম্বে বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে।

(খ) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান সঙ্কটের অবসানের জন্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

(গ) রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজ্যের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় এবং গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(ঙ) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

উপরোক্ত দাবীগুলিকে কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করুন :

(ক) সমগ্র ডিসেম্বর মাস ধরে প্রচার অভিযান।

(খ) জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় জনসভা এবং প্রতিটি গ্রন্থাগারে আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন।

(গ) জনসভায় সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করা—স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন গণ সংগঠনের প্রতিনিধিদের আলোচনায় অংশগ্রহণে আহ্বান।

(ঘ) উপরোক্ত বিষয়ে প্রস্তাব নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সংবাদপত্র এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে প্রেরণ।

(ঙ) ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা কেন্দ্রীয় শোভাযাত্রা ও জনসভায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পুঁথি : সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

অনিলচন্দ্র পাল

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১ প্রাচীন ভারতবর্ষের যে-সব মূল্যবান সম্পদ এখনো এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে পুঁথি বা পুথি হল একটি। ভারতবর্ষের বিজ্ঞজনেরা বিদ্যাচর্চা করে তাঁদের ভাবনা প্রথম যুগে ভূর্জপত্রে পরবর্তীকালে তালপত্রে আর তারও পরে তুলট কাগজে লিখে গেছেন। যা এখন জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই দুর্ভাগা দেশে অল্পসংখ্যক লোকই এ-সবের খোঁজ-খবর রাখেন। আর জাতীয় সম্পদ হিসেবে তার সদ্ব্যবহারে এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে যে সে-ব্যবস্থা গৃহীত হবে, সে আশাও নেই। এ-দিকে তত্তদিনে বোধ হয় এই সম্পদটি অবলুপ্তির শেষপ্রান্তে উপস্থিত হবে।

১ প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যাঁরা বিদ্যাচর্চা করতেন; তাঁদের তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

ক. ব্রাহ্মণ্যপন্থী পণ্ডিত,

খ. বৌদ্ধ সন্ন্যাসী,

গ. জৈন আচার্য।

এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা একসঙ্গে মিলে বিদ্যাচর্চা করতেন। আবার স্বতন্ত্রভাবে নিজের ঘরে থেকেও কাজ করতেন। ছাত্ররা গুরুর সান্নিধ্যে জ্ঞানচর্চা করত আবার প্রয়োজনবোধে দূর থেকে পাঠাভ্যাস করত। পুথির অনুলিখন করত।

অপর দু'শ্রেণীর পণ্ডিতেরা সাধারণত বিহার বা আশ্রমে বাস করে পাঠাভ্যাস করতেন। বৌদ্ধবিহার জৈনমঠে গ্রন্থাগার অর্থাৎ সংগৃহীত পুঁথির সমাবেশ ছিল। সেই প্রথা এখনো চালু আছে। নেপাল, আসাম, রাজপুতনা, গুজরাটে অনেক জৈনমন্দির ও বৌদ্ধবিহারে বিভিন্নভাষায় ও নানান লিপিতে এখনো প্রচুর পুথির সন্ধান মেলে।

২ ডঃ সুকুমার সেনের মতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে গ্রন্থাগারের উল্লেখ নেই। তবে তিনি গ্রন্থাগারিকের প্রতিশব্দের সন্ধান পেয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে তাঁর মতে পুস্তপাল ছিলেন 'হিসাব রক্ষক'। পুস্ত থেকে যখন পুস্তক হয়েছে তখন পুস্তপাল পদবীর বিলুপ্তি ঘটেছে এ হল গুপ্তযুগের কথা। তার অনেকদিন পরে মধ্যযুগে রাজভাণ্ডারের গ্রন্থাধ্যক্ষের নাম ছিল গ্রন্থাধিকৃত। এই বংশমর্যাদামূলক পদবীটি এখন 'গাঁয়াইত'-এ পর্যবসিত হয়েছে। তাঁরা এখনো বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করে থাকেন।

৩ প্রাচীন পালী 'ফরী', মধ্যযুগীয় পালী 'পহ্‌লবী' এবং তৎপরবর্তী পালী 'কালী' হয়েছে।

পহ্‌লবী পুস্ত—পোস্ত—চামড়া। লেখার অন্যতম উপাদান হল চামড়া, তার থেকে সংস্কৃত পুস্তক-পুস্তিকা এবং বাংলার পুথি বা পুঁথি।

৩১ কোনো কোনো শব্দার্থের মধ্যে একটা গোটা ইতিহাস বা ইতিহাসের ধারা লুকিয়ে থাকে। Paper শব্দ এসেছে মিশরের Papyrus এর থেকে। এক রকম নলখাগড়া জাতীয় গাছের আঁশ থেকে প্রাচীন গ্রীস, মিশর, রোম লেখার প্রধানতম উপাদান সংগ্রহ করা হত। ভূর্জপত্রে লেখা হত। সেই জন্য সংস্কৃতে পত্র। পারস্যে লেখা হত পুস্ত্ বা চামড়ায়। পালী পুস্ত্ থেকে এল ভারতে পুস্তক তুলট কাগজ 'পত্র' উপাদানের পরবর্তী আবিষ্কার। সর্বশেষ

কাগজের আবিষ্কার হয় চীনে ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট 'হো-তি'র আমলে মন্ত্রী 'ৎসাই লুন' দ্বারা। পদ্ধতিটি ভারতে এল। মুসলমানদের দ্বারা ইউরোপেও গেল। চীনা শব্দ 'কী' (Zee) কিন্তু আমরা গ্রহণ করিনি। নিয়েছি আরবী শব্দ কাগজ। তাই অনেকের ধারনা ইউরোপ থেকেই মুসলমান আমাদের দেশে কাগজ এনেছেন। কাগজ লোংরা জিনিষ থেকে তৈরী হত আর তা যবন দূষিত বলে ভারতবর্ষের কেউ তাকে লেখার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু প্রচলিত ধারনাটি বর্তমানে অরুণাচলপ্রদেশে বৌদ্ধগুম্ফায় আবিষ্কৃত পুথিপত্রের মাধ্যমে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩১১ 'Pen' শব্দটির মূলে রয়েছে লাতীন Penna অর্থাৎ পালক। পূর্বে সর্বত্র পালক দিয়েই লেখা হত। এখন সব লেখনীই হল Pen. গ্রীকরা লিখত নলখাগড়ায় তৈরী লেখনী দিয়ে। তাকে বলত Calamus (কালামুস্)—আরবী কথা হল কলম। লোহা হলে তাকে বলা হত Calamus Stilus. পাখির পালক আমাদের দেশেও লেখনী হিসেবে ব্যবহৃত হত। নাম ছিল খাগের কলম। খগ অর্থে পাখি বুঝায়। শঙ্খচিলের কলম আর ময়ূর পালকের কলমের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। 'কলাপ'নামে সংস্কৃত ব্যাকরণটি ময়ূর পালকের কলমের দ্বারা লিখিত হয়েছিল। কলাপ অর্থে ময়ূরকেই বুঝায়। খাগের কলম অর্থে অনেকে লেখাপড়ার কথাই বলে থাকেন কিন্তু সে-ধারণাটি অমূলক।

তবে তূর্জ / তালপত্রে লেখার জন্য খড়ি (নলখাগড়া জাতীয়) ও শরের কলমের ব্যবহারই সর্বাধিক। শর রাজস্থানসহ উত্তর ভারতের অনুর্বর অঞ্চলের নদীর তীরে, বনে এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তে প্রচুর পরিমানে জন্মে থাকে। এখনো অনেক গুরুকুলেই শরের কলমের ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রদের হাতের লেখা শেখানোর জন্য শরের কলমের ব্যবহার পশ্চিমবাংলার প্রান্তদেশে সমধিক।

৩১২ পুথির অন্যতম উপাদান হল কালি। সারা ভারতবর্ষে নানা অঞ্চলে কালি তৈরীর উপাদান ও প্রস্তুতি-করণের পদ্ধতি ছিল বিভিন্নধরনের। তবে কালির রং সবরই উজ্জ্বল কাল রংয়ের। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য রংয়ের ব্যবহারের প্রাচুর্য দেখা গেছে। পশ্চিমবাংলায় যাঁড় অঞ্চল হল পুথির খনি। সেখানে কাল কালি প্রস্তুত হয় নিম্নোক্ত প্রণালীতে:

ক. কাঠের জাল, বিশেষ করে তেঁতুল কাঠের ছেওয়া জালে মাটির খোলায় [মৃত্তি ভাজার পাত্ররূপে ব্যবহৃত] যে ভুষো পড়ে (জমে যাওয়া কালির আস্তরণ) তা আলতো করে ঝিনুকের খোল দিয়ে তুলে নেওয়া হয়।

খ. তারপর ঐ ভুষো কেন্দুত পাতার রসের সঙ্গে ক্রমাগত সংমিশ্রণের চেষ্টা করা হয়।

গ. শেষে কাঁচা লোহা পাথরের বাটিতে [বাড়পাত্র ব্যবহার এখানে নিষিদ্ধ] কালি ঢালার পর ঘষতে হয়, লোহার সংমিশ্রণে কালি উজ্জ্বল দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ঘ. জলীয় অংশ শুষে নেওয়ার জন্য মাটির দোয়াতে কালি রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

ঙ. লাল কালির জন্য কখি মনসাগাছের ফলের ব্যবহার করা হত। পাকা কখিমনসার ফল রোদে শুকিয়ে নেওয়ার পর পাথরবাটিতে রস গেলে নিতে হয় এবং পূর্বোক্ত নিয়মে লোহা ঘষে দিতে হয়।

তবে স্থানভেদে অন্যান্য বস্তুর ব্যবহারও চলে। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে কালির ব্যবহার এবং প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস এখনো গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েই রয়েছে।

৪ পুথির সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং তার পরমায়ুর কারণ সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা দরকার।

পুথির বিষয়বস্তুর রচনা ও লিপিকরণ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিংবদন্তী আছে যে বিষ্ণুপুরের রাজারা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' নামক গ্রন্থখানি চুরি করেন বলে তার শোকে উন্মত্ত হয়ে বৃদ্ধ গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মশায় দেহত্যাগ করেন।

পুথির অধিকারীগণ তাই সংরক্ষণের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। একটি শ্লোকে আছে :

চৌরাৎ রক্ষ জলাৎরক্ষ রক্ষ মাং গ্লথ বন্ধনাৎ।
আমূর্ত্তা পরহস্তেভ্যা এবং বদতি পুস্তিকা॥

চোরের হাত থেকে, জলে নষ্ট [আবহাওয়া] হওয়ার থেকে পুথিকে রক্ষা করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত। আসল পুথি কোনো অপরিচিত ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হত না।

অনুলিখনের সময়ও শ্লীল, অশ্লীল এবং গল্পে, পদ্যে চোরের উদ্দেশ্যে দিব্য দিয়ে বাংলা পুথিতে অনেক কৌতুক-কর ভাষা লিখিত হতে দেখা যেত।—

উদাহরণ :

"অন্যের পর চুরি করিবেন জিনি।
তবে গর্দ্দভ তার জননী গৃহিনী॥"

অথবা

"এ পুস্তক যে চুরি করিবেক সে ঘরের মেয়ে সম্পর্কে যত থাকিবেক সে সেটা গোপাল গোয়ালীকে দিবেক।"

৪) **পুথির দীর্ঘজীবিতার কারণ :**

ক. পুথির লেখকগণ পুরুষানুক্রমে এ-গুলিকে রত্ন সম্ভারের মতো মনে করতেন। মূলপুথি থেকে সাবধানে অনুলেখন চলত। কিন্তু মূল পুথিটির ব্যাপারে স্বত্বাধিকারী ছাড়া অন্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

খ. পুথিগুলোকে লাল খেরু কাপড় দিয়ে বাঁধা হত। কাপড়ের মধ্যে নিশিন্দা, নিম, বচ ইত্যাদি গাছের পাতা ও ছাল রাখা হত। কেঁতুল বীজের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল।

গ. যে স্থানে প্রত্যহ পূজা হয় সেই দেবালয়েরই এক জায়গায় পুথিপত্র রাখার স্থান করে নেওয়া হত। তাই উই, আরশোলা, ইঁদুরেরা যাতে ক্ষতি না করতে পারে সে-দিকে প্রত্যহ লক্ষ্য পড়ত। ধূপধূনার গন্ধে অনেক ক্ষতিকর কীটাণুর আক্রমণ প্রতিহত করা হত।

যাঁরা গঙ্গা থেকে দূরে বাস করতেন তাঁরা গোয়ালকে গব্যের মতো পবিত্রজ্ঞান করতেন। তাঁরা তাই গব্যের বিসর্জন দেওয়ার মতো পুথিগুলিকে অর্থাৎ দুর্বোধ্য বা কীট-দষ্ট পুথিগুলি বংশ পরম্পরায় গোয়ালের মাচাতেই তুলে রাখতেন। এখনো অনেক জায়গায় ঐ-ভাবেই পুথি তোলা আছে। এ-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের (?) মতো মূল্যবান পুথি পেয়েছিলেন ৺বসন্তরঞ্জন রায়।

ঙ. তাঁরাও Silver fish এর মতো গ্রন্থকীটের খবর রাখতেন। Silver fish এর বাংলা প্রতিশব্দটি (আকলিক) লক্ষ্য করার মতো। ছাতাপুলি হল রাঢ়ের ভাষায় সাদা ছত্রাক জাতীয় রং-বাধী গ্রন্থকীট। অথবা তার পা দিয়ে শূলের মতো কাপড় ও পুঁথিকে বিঁধে ফেলার মতো ক্ষমতা থাকার দরুণও এই নাম।

চ. ছাপাখানা হওয়ার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবাই বইয়ের ব্যবহার শুরু করেন। তারপর থেকে পুথিগুলির উপর চাপ কম পড়তে থাকে।

ছ. ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের ভারতীয় শিক্ষা প্রতি অনীহা।

জ. পরবর্তীকালে Microfilm এর কল্যাণে পুথি দীর্ঘজীবিতা সূচিত হয়েছে।

৫ **পুথি পরীক্ষা :**

ক. পুথির একটা বড় সমস্যা হল তার বয়ঃক্রম নির্ণয়। প্রয়োজন হিসেবে একসময় পুথি বিদেশে চালান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাই প্রত্যয়ক পুথি ব্যবসায়ী নতুন পুথি অ্যাসিড্ জেশান জলে ভিজিয়ে রেখে ও পরে মাটি চাপা রেখে আধা প্রাচীন পুথি বলে চালিয়ে দিত। তাই পুথি কালনির্ণয়ের জন্য চাই বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা।

খ. পুথির রচনাকাল বা অনুলিখনের সময় নির্ণয় করতে হলে জানতে হয় : প্রাচীন অক্ষর, পুথি কাগজ, ভাষাগত শব্দের ব্যবহার।

পূর্বে লিপিকরগণ অনেক সময় লিপিকালের ন

মাস, পক্ষ, তিথি, বার, কোন মুখে বসে লিখেছেন এ-সবও লিখে রাখতেন। নিজের নিজের নামও উল্লেখ করতেন। যেমন :

লিখিতং শ্রীনন্দচন্দ্র দাস মিত্র
পঠনার্থে শ্রীগুপিনাথ দে।

[প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণ
—তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য]

গ. Colophon বা পুষ্পিকা না জানলে প্রাচীন পুথির কাল নির্ণয় সম্ভব নয়। তারতবর্ষে পুষ্পিকার ব্যবহার শুধু পুথির ক্ষেত্রেই নয়, মন্দির গাত্রেও ব্যবহৃত হত।

৯ কয়েকটি অমূল্য পুথির বিবরণ :

সম্প্রতি কয়েকটি গবেষণা সংস্থা অরুণাচল প্রদেশের কয়েকটি বৌদ্ধ গুম্ফা থেকে অমূল্য পুথির সন্ধান পেয়েছেন :

ক. মন্ত্র ডোং চুং গুম্ফা থেকে পাওয়া গেছে ডোকসং [Doksong] নামে এক পুথি যাতে ভগবান বুদ্ধের অমর বাণী লিখিত হয়েছে।

খ. আরেকটি পুথি যার নাম হল সুনাচো [TSUNNACHHO] তাতে সোনালী অক্ষরে শ্লোক লিখিত হয়েছে। যা হল মানসিক চিকিৎসার বিজ্ঞানসম্মত বিষের প্রথম গ্রন্থ।

গ. তাওয়াং মঠ থেকে পাওয়া গেছে আরো আশ্চর্যজনক পুথিপত্র যাতে রয়েছে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রচুর পুথি। বিজ্ঞান ও ধর্মিত বিজ্ঞানের প্রচুর উপকরণ এবং আকাশযান তৈরীর সূত্র। পুথিটির কাল নির্ণয় করা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ঘ. ঐ মঠ থেকে আর একটি পুথি পাওয়া গেছে যার নাম হল কেংগুর। তাতে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। কেংগুর ছাড়া তাওয়াং মঠে প্রচুর চিকিৎসার পুথি পাওয়া গেছে। কোনো পুথিরই রচনাকাল ও লিখনের সময় এক হাজার বছরের কম নয়।

৬১ এ-সবের দেখাদেখি আসাম সরকারও পুথি সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা অসমীয়া, সংস্কৃত এবং 'তাই' ভাষায় রচিত দুর্লভ পুথি সংগ্রহ করেছেন। যাতে ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রজাল বিচারের পুথিও আছে। পুথিগুলি সংখ্যায় ১১৫ খানি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ', হরিদেবের 'রামাভিষেক' নামে একটি সংস্কৃত নাটক। 'বিষ্ণুপুরাণ', 'কবচমালা' এবং জগন্নাথ ভট্টাচার্য বিরচিত কোচ রাজাদের ইতিহাস। সব ক'টিই দিলিমা কাছেরী রাজাদের আমলে রচিত বা অনুলিখিত হয়েছিল।

৬১১ সম্প্রতি আগ্রার লোহামণ্ডিতে অবস্থিত এক জৈনমন্দিরের রক্ষিত পুথির মধ্যে শাহনামার অনুলিখিত একটি পুথি পাওয়া গেছে। অবশ্য উক্ত জৈনমন্দিরের গ্রন্থালয়ে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ত্বের পুথি প্রাকৃত, সংস্কৃত, হিন্দী ভাষায় লিখিত মূল্যবান পুথিও স্থান পেয়েছে। কিন্তু পার্সী ভাষায় শাহনামার অনুলিখনটি অনন্য। একজন ব্রাহ্মণ সুদক্ষ লিপিকর এটি অনুলেখন করেছেন। সোনার জলের অক্ষর ও ছবিতে ভরপুর এই পুথিটি। প্রাচীন পারস্যের জীবনযাত্রার অনুকরণে অঙ্কিত চিত্রগুলি সত্যিই প্রশংসার দাবী করে। পুথিটি এতই মজবুত যে এখনো একশ বছর তাতে হাত দিতে হবে না সংস্কারের জন্য।

৬২ রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীযোগীন্দর সিং সম্প্রতিকালে রাজস্থান সরকারের এক পুথি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। পুথির সংখ্যায় প্রায় আট হাজারের মতো ছিল। কিন্তু প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল মাত্র চারশ খানি পুথি। রাজস্থানের ঐতিহাসিক ডঃ গোপাল নারায়ণ বাহুড়ার সাহায্যে সমস্ত পুথির তালিকা (Catalogue) প্রস্তুত করা হয়েছে। পুথিগুলির মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রের দুর্লভ পুথিও রয়েছে। ওস্তাদ নূর খানের তাবা একটি মূল্যবান সম্পদ। রাজস্থানের রাজবাড়াদের ইতিকথা ছাড়াও মোগল বাদশাহদের জন্মপত্রিকাও স্থান পেয়েছে। জন্মপত্রিকাগুলি হিন্দু পঞ্জিকামতে রচিত হয়েছে এবং গণনায় ভারতীয় সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হয়েছে। ইতিহাসের উপাদানরূপে এ-গুলির মূল্য আছে।

৬৩ হায়দারাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্'-এর তেলেগুভাষায় একটি অনুলিখিত পুথি আছে। এই পুথিটি হল পঞ্চতন্ত্রের সব চাইতে প্রাচীন পুথি। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের পার্সী অনুবাদও হয়েছিল। পার্সীতে তার নাম হল 'আনওয়ার-ই-সুহায়েলি'। রচনা-কাল ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দ।

বাদশাহ আকবর স্বাক্ষর করতে পারতেন

এই পুথিটি বোধ হয় ভারতের মাটিতে লিখিত হয়নি। কোনো মোগল বাদশাহ হয়ত বিদেশ থেকে তা তাঁদের পুথি-শালায় এনেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার নজরানা হিসেবে তা নিয়ে নেয়, পরে মুর্শিদাবাদের নবাবদের কাছে বিক্রী করে দেন। এই পুথিটিতে নিরক্ষর বাদশাহ আকবরের সই আছে। এর থেকে মনে হয় আকবর শাহ প্রয়োজনবোধে স্বাক্ষরাদি করতেন। ১৯০৪ সাল থেকে এই পুথিটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়।

৬৪ দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে তাঞ্জোর শহর। এখানে বৃহদীশ্বর মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। মন্দির সংলগ্ন 'সরস্বতী মহল' গ্রন্থাগার। পুথির সংখ্যা চল্লিশ হাজার। তার মধ্যে পঁচিশ হাজার পুথিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচুর পুথি আছে। তাই এখানে একটি গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কুষ্ঠ, লিউকোমিয়া, ক্যানসারোগের উপর পুথি-নির্ভর গবেষণা চলছে।

৬৫ ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে যে সমস্ত মূল্যবান পুথি রয়েছে তার মধ্যে 'ক্ষত্রভাব' পুথিটি পাঁচশ বছরের পুরানো। মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের এক মহামাত্য চূড়ামণি বটু দাসের পুত্র শ্রীধর দাসের রচিত 'সদুক্তি কর্ণামৃত' সাতশ বছরের পুরানো।

৬৬ মূল্যবান পার্সী পুথি

বাদশাহ আকবরের নির্দেশে কবিবর ফৈজী মহাভারতের নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে 'নল-দময়ন্তন' নামে একটি কাব্যরচনা করেন। তার অনুলিখিত একটি পুথি পাওয়া গেছে। পুথিটিতে একত্রিশটি ছবি আছে। লিপিকরের চিত্রকরের নাম পাওয়া যায়নি। ছবিগুলি চিত্রজগতে অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেবের সহোদর ভাই দারাশিকোহ্-এর না চির উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই অদ্বৈতবাদী ভারতপ্রেমি সুফীসাধীর অন্যতম পুথি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রাচীনত নজীর। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ১৬৫৯-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ রচনা শেষ করেছিলেন। উপরোক্ত দুটিই এখন ভিক্টোরি মেমোরিয়াল হলে স্থানলাভ করেছে।

৬৭ উড়িষ্যার পুথিগুলি অধিকাংশ তালপত্রে লিখিত সোজাসুজি লেখার অসুবিধে থাকায় গোলাকার অক্ষ লেখা শুরু হয়। তাই পূর্ব-ভারতীয় ভাষার সঙ্গে বৈশিষ্ট্য পার্থক্য এত বেশী। উড়িষ্যার অনেক মূল্যবান পু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রয়ি আছে।

বেশ কিছুদিন হল দিল্লীর এক পুরাতাত্ত্বিক প্রদর্শনী উড়িষ্যার একটি পুথি প্রদর্শিত হয়। পুথির প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্বের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুথিটি মন্দিরপ্রতিষ্ঠার জন্য ভিত্তিস্থাপনের নিয়ম ও মন্দিরের যা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যের প্রাচুর্য আছে। পুথিটিতে জগন্ন বলরাম, সুভদ্রাকে মহাকালীরূপে পূজা করার কথা বা হয়েছে। পুথিটি বিদেশীর অর্থপুষ্ট হয়ে পুস্তকাব প্রকাশিত হয়েছে।

৬৮ নেপালী, গুরুমুখী, মারাঠা, উর্দু প্রভৃতি অ ভাষাতে প্রচুর পুথির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তা তেলেগু, মালয়ালম ভাষাতেও এই অমূল্য সম্পদের অ নাই।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে, ছোট বড় বহু প্রচুর মূল্যবান পুথির সমাবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে সবগু যে অধিক মূল্যবান তা নয়। তবুও তার মধ্যে যে অ সম্পদ লুকিয়ে নাই; একথা জোর করে বলা যায় না।

৬৯ রাশিয়ার পুরানো যেকোনো শহরের এক জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালাবার সময় একজন রুশবিজ্ঞানী হি, কোলেলেভো একটি অদগ্ধ মৃতপাত্রের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা তিন খণ্ডে বিভক্ত এক পুথি আবিষ্কার করেছেন। ভূর্জপত্রে লিখিত এই পুথিটি প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ঐ পাত্রের মধ্যে সংরক্ষিত বলে মনে করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক যোগসূত্রের মূল্যবান দলিল বলেই এটিকে গ্রহণ করতে পারে।

৭ পুথি উদ্ধার : পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ বহু প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যাসাধনার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গ হল পুথির ভাণ্ডার। এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনের পর থেকে পুথি উদ্ধার চলেছে। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺দীনেশচন্দ্র সেন, ৺হারাধন বিদ্যানিধি পুথির উদ্ধার কার্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের গ্রন্থাগার আজ পুথিতে সমৃদ্ধ। তবুও একটা কথা বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে এখনো দিগন্ত উন্মোচনকারী অনেক পুথির উদ্ধারকার্য সম্পূর্ণ হতে পারেনি। আর মূল্যবান পুথিগুলোর উদ্ধার না হওয়ার কারণ হল :

১. ধর্মীয় অনুরাগ ও পুথিকে পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করা।
২. অনভিজ্ঞ ও অভাবী মানুষের কাছ থেকে অর্থের লোভ দেখিয়ে পুথি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করা।
৩. প্রত্নতত্ত্ব ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য।
৪. যাতায়াতের অসুবিধার জন্য অনাবিষ্কৃত অঞ্চল।

৮ (ক) পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের প্রচুর পুথি কোচবিহারের রাজবাড়ী থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) মালদহ, দিনাজপুর [প. ব.] মঙ্গলকাব্যগুলির বেশ কিছু পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং অনেকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশকারীরা অনেকেই ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

(গ) যাতায়াতের অসুবিধার জন্য অনেক অঞ্চলে এখন পর্যন্ত অনেক পুথির উদ্ধার কার্য আজও সম্ভব হয়নি। সেই অঞ্চল রাঢ়ভূমের কয়েকটি জেলার কয়েকটি মহকুমা নিয়ে গঠিত। স্বাধীনোত্তর যুগেও এ-সব জায়গায় ভাল রকম সুযোগ গড়ে ওঠেনি। এইসব মহকুমার মধ্যে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুরের ঘাটাল, হুগলীর আরামবাগ ও বর্ধমান জেলার সদর মহকুমার দামোদরের দক্ষিণাঞ্চলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১. বিষ্ণুপুর মহকুমার কাশিলাগ্রামের এক গৃহস্থের গোয়ালের মাচা থেকে পাওয়া গেছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', যা বাংলা সাহিত্যের এক দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে।

২. রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। রমাই পণ্ডিতের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র বিষ্ণুপুর মহকুমার বরনাপুর ও আরামবাগ মহকুমার ধাকন্দ গ্রাম। যোগাযোগের অভাবে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভাষাধারী ডোম পণ্ডিত ও বাগ্‌দি ধর্মপূজকদের কাছে যে-সব মঙ্গলকাব্যের পুথি আছে তার সন্ধান পণ্ডিত সমাজ আজও নিতে পারেনি।

৯ আমরা যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাই, তার একটি অনুলিখিত পুথি পাওয়া গিয়েছিল আরামবাগ মহকুমার বদনগঞ্জ গ্রামের তন্তুজদের বাড়ী থেকে। ৺হারাধন দত্ত বিদ্যানিধি তারই কপি করে ডঃ দীনেশ সেন মশায়কে দিয়েছিলেন। সেই পাঠের সঙ্গে ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী সংগৃহীত রামায়ণের পাঠ মিলিয়েই বর্তমানের কৃত্তিবাসী রামায়ণ। এই তন্তুজ পরিবারে এক সাধু অতিথি হয়ে এসেছিলেন আর এনেছিলেন রামায়ণের একটি পুথি। শুধু তাই-ই নয় সঙ্গে চর্যাপদ ধরনের দুর্বোধ্য কবিতাগ্রন্থের পুথি। কিন্তু সে-গুলি গেল কোথায় ?

১০ শ্রীরামকৃষ্ণ নিরক্ষর ছিলেন না

জয়রামবাটির কাছে শিহড়গ্রাম। এই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্তে লিখিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর পুথি আছে। উক্ত পরিবারের একজন তার পারিবারিক সম্পর্কে

আস্থাবান ছিলেন। যিনি শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতো দুরূহ গ্রন্থের অনুলেখনে সমর্থ হতে পারেন তাঁকে নিরক্ষর বলা সঙ্গত নয়। এ-সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে ধর্মগ্রন্থ ছাপা হওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত অনুলিখনের রীতি প্রচলিত ছিল। পূজা ও পাঠে পুথির থেকে পাঠই প্রশস্ত বলে মনে করা হত। পুথিটির ক্রমাগত ব্যবহারে তার ক্ষয় হচ্ছে। Micro-film করা দরকার।

১১ শুধু এই অঞ্চলে নয়, পুথির খোঁজে বেরলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গেলে যাচ্ছুয়ে প্রচুর মূল্যবান পুথি পাওয়া যেতে পারে। পুথিগুলিকে নিজের সংগ্রহে রাখা এবং তার অবক্ষয় ঘটানোকে জাতীয় অপরাধরূপে গণ্য হওয়া উচিত।

১২ **পুথির অবক্ষয় :**

মানুষ সুশিক্ষিত হলেই যে তার নৈতিক মান উন্নত হবে এমন কোন কথা নাই। প্রাচীনকাল বা বর্তমানযুগ বলে কিছুই নাই, মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে যেমন অনেক অন্যায় কাজ করে থাকে, তেমনি সামাজিক জীব হিসাবে তাকে তার ফল ভোগও করতে হয়।

ক. হীনযান ও মহাযানের যুগে নালন্দাবিহারের রত্নধি নামে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার আগুনের মুখে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাতে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। সে-অভাব আমরা আজও পূর্ণ করতে পারিনি।

খ. একটি পালী পুথি থেকে একটি পুথি খণ্ড করার মর্মান্তিক কাহিনী শোনা যায়। কাহিনীটি অবশ্য কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কবি কহ্লনের রাজতরঙ্গিনীতে পাওয়া যায়নি। তাই অনেকে এই ঘটনাটিকে অবাস্তব বলে মনে করেন। কিন্তু পুথির খণ্ড কাহিনীর মধ্যে কোনো আজগুবি ব্যাপার নাই এ-কথাও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। যাই হোক, ঘটনাটি এই রকম :

একবার কাশ্মীরের মহারাজা জয়াপীড় নগদে নেপাল রাজ্য আক্রমণ করতে যান। এবং পরাজিত হয়ে বন্দী হন। এ-দিকে রাজার তাপক রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করেন। পণ্ডিতরাণা মহারাজ প্রাণপণে প্রতিহত করার চেষ্টা করে শেষে একদল অনুচ নিয়ে রাজধানী থেকে এক অজ্ঞাত আশ্রয়ে চলে যান। তাঁ সেখানেও দানধর্ম ও অন্যান্য সুখ্যাতির কথা ছড়িয়ে পড়ে এক বৃদ্ধা উন্মাদ যুবকের জননীর অনুরোধ রাখতে গিয়ে তাঁ স্ত্রীধর্মের বিচ্যুতি ঘটে। এবং তিনি শাস্ত্রের বিধান অনুসা তুষানলে প্রাণত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করেন। এদিকে রাজা কৌশলে বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করে পুনরায় স্বীয়রে কাশ্মীর আক্রমণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তা মহারাণীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডেকে ঐ-ধরনের পাপের প্রায়শ্চিত্তে হওয়া উচিত তা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু রাজা তাঁ উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই সমস্ত শাস্ত্রগ্র ধ্বংস কামনা করলেন। শাস্ত্রগ্রন্থের দম্ভ পরিমাণ সোনা দি প্রচুর পুথি সংগ্রহ করলেন, শেষে সংগৃহীত পুথির সা আগুন লাগিয়ে দিলেন। তাতে জ্ঞান রাজ্যের প্রচুর মূল্যব তথা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল।

পাঠান বাদশাহ্‌দের আমলে বহু পুথি জলে ডুবে যে ফেলা হয়েছিল, 'এমনকি সেই সময়ে জলের অন্তর্গত এ পথ শাস্ত্রগ্রন্থের সমবায়ে নির্মিত হয়েছিল'।

শ্রীনগরের কাছেই 'বিচারনাগ' ও 'পণ্ডিতপুর' নামে গ্রাম বিদ্যাপীঠরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। পাঠান আক্রমণের স এখানকার অধিবাসীরা শত্রুর হাত থেকে পুথিগুলি বাঁচানর জন্য মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন কিন্তু পরে তা উদ্ধার করতে পারেননি। এই দুইক্ষেত্রে ভারত বিশেষ ভাবে শৈব ও তন্ত্রশাস্ত্রে অমূল্য গ্রন্থরাজি চিরত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গ. ইংরেজরা লুঠের মালের মতো পুথিপত্র Brit Museum এ জমা দিয়েছে। সে খেসারত আজও তা বাসীকে দিতে হচ্ছে। গবেষণার জন্য আজও আমা India Office Libraryর দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

৮. বহুমূল্য দেশে প্রত্নবস্তু হিসাবে প্রচুর পুথি এদেশ থেকে বিনাবাধায় চলে গেছে। ভারততাত্ত্বিকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও অনেক পুথি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিদেশে চলে গেছে।

ভগবানদাস কেবলদাস নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে-সব পুথি জার্মানীতে পাঠিয়েছিলেন, তারই ফলে পূর্ববাদিনের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় জৈন সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। সংবাদটি অবশ্যই ভারতীয়গণের পক্ষে আনন্দকর নয়।

১৩ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার পুরাবস্তুর ক্রয়বিক্রয় নিয়ে অনেক আইন রচনা করেছেন কিন্তু এর পরে যা করা দরকার সে-দিকে কেউ লক্ষ্য দিচ্ছেন না।

- তাই চাই পুথিকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা হোক্।
- আইনের মাধ্যমে পুথি সংগ্রহ করা হোক্।
- দেশে এবং বিদেশে প্রাপ্ত সমস্ত পুথির Micro-film করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
- মূল্যবান পুথিগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে জনীজনের হাতে পৌঁছে দেওয়ার স্থষ্ঠ ব্যবস্থা হোক্।

॥ সহায়ক পঞ্জি ॥

১ ঊনত্রিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধক ভাষণ : ডঃ সুকুমার সেনের অভিভাষণ। [যা Tape record এ বাজান হয়] চক্রবর্তী, বর্ধমান, ১৯৭২।

২ বাংলা ভাষা—ডঃ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য।

৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চার খণ্ডে)—ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ভূদেব চৌধুরী।

৫ গ্রন্থবিদ্যা—ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার।

৬ লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

৭ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ [পরিষৎ পুথিশালার সংগৃহীত]—তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

৮ অর্চনা। বৈশাখ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

৯ ভারতীয় সংবাদ সংস্থা 'সমাচার' পরিবেশিত সংবাদ।

গ্রন্থাগার কর্মী সুহৃদ ভাণ্ডারে মুক্ত হস্তে দান করুন

বিগত কয়েক বৎসর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর নানাভাবে বিপর্যয় নেমে আসছে। কখনও তাঁরা অন্যায় ভাবে কর্মচ্যুত হচ্ছেন, কখনওবা নানারকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে একক ভাবে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। সংগঠিত গ্রন্থাগার কর্মী ও তাঁদের প্রিয় সংগঠন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বন্ধু শশাঙ্ক বাগচীর ক্ষেত্রে অন্যায় ভাবে পদাবনতি ঘটানো হয়েছে কয়েক বছর আগে। এই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। এই মামলা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই ধরনের কাজে সাহায্যের জন্য গ্রন্থাগার কর্মী সুহৃদ ভাণ্ডার গঠন করা হয়েছে। পরিষদের সদস্য ও অনুরাগীদের নিকট আমাদের অনুরোধ এই তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করে সংগ্রামে সহায়তা করুন।

নিবেদক
প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দেশ : সাহিত্য সংখ্যা (১৩৬০-১৩৮৪) বিষয় সূচি

সংকলন : বঙ্কু ঘোষ বক্সিদার

বাংলা সাহিত্যে 'দেশ' পত্রিকার অবদান বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনাযোগ্য। সাপ্তাহিক পত্র ছাড়াও 'দেশ' কর্তৃপক্ষ বিশেষসংখ্যারূপে সাহিত্য সংখ্যা, বিনোদন সংখ্যা, শারদীয় সংখ্যা— প্রভৃতি প্রকাশ করে আসছেন প্রায় দুই যুগ ধরে। এই বিশেষসংখ্যাগুলি একাধারে মননশীল সাহিত্য ও রসসাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র শিক্ষক, গবেষক সকলের কাছেই এর মূল্য অপরিসীম।

গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে, বিশেষত সাময়িকপত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, বাংলা সাময়িকপত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির কোন সূচি প্রকাশিত না হলে ভবিষ্যত গবেষকদের অযথা কালক্ষেপ হবে। এ কাজে গ্রন্থাগারিকদের অনীহা থাকার কথা নয়। তবে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় প্রকাশকদের অনুৎসাহের জন্য। এসব কথা মাথায় রেখেও কাজে হাত দিয়েছি। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রবীণ চৌধুরীকে ধন্যবাদ, নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য।

এবার সূচিটির বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। সংলেখ-তে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তা' হলো: লেখকের নাম, লেখার নাম, পত্রিকার প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা। এবং প্রয়োজনবোধে 'নোট' দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে। সংলেখগুলি বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক সাজানো। ছদ্মনামগুলো যতদূর সম্ভব আসলনামে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয় শিরোনাম নির্বাচনে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাংলা - বিষয়সূচী' গ্রন্থটি আমাকে উপকৃত করেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৩৬৮ ও ১৩৬৯ সনে 'দেশ'-র কোন সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। তবে এ দু' বছর 'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয় এবং সে সংখ্যা দুটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অক্ষয়কুমার চৌধুরী—আলোচনা

সুবীরকুমার চৌধুরী—অক্ষয়কুমার চৌধুরী ও সরৎকুমারী চৌধুরাণী। ১৩৭৩; ১৪৭-৫৬।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—আলোচনা

প্রবোধচন্দ্র সেন—ইতিহাস-তপস্বী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ১৩৭৩; ১৫৭-৬৮।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—আলোচনা

নরেশ বসু—বেদে। ১৩৬৬; ১৫৯-৬৪।

অজিতকুমার চক্রবর্তী—আলোচনা

প্রমথনাথ বিশী—অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৩৭৩; ২০৯-১২।

অজিতকুমার চক্রবর্তী—পত্রাবলী

অজিতকুমার চক্রবর্তী—ভক্ত ও কবি : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী। ১৩৭৬; ১৫১-৭৪।

অজিত দত্ত—আত্মকথা

অজিত দত্ত—কবিতা লেখার কথা। ১৩৭৯; ১৯৪-২০২।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—আত্মকথা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বর সন্ধানে। ১৩৮৩; ১৪১-৫০

অনুবাদ সাহিত্য—আলোচনা

আদিত্য ওহদেদার—অনুবাদ সাহিত্য। ১৩৬৫; ১৬৮-৭২

অন্নদাশঙ্কর রায়—আলোচনা

যমুনা (ছদ্ম)—জীবন কাঠের সন্ধানী। ১৩৬৬; ১৬৫-৯।

অন্নদাশঙ্কর রায়—স্মৃতিকথা

অন্নদাশঙ্কর রায়—কবিগুরু। ১৩৬৯; ২৩-৪।

রবীন্দ্রনাথ অন্নদাশঙ্কর রচিত 'রাখী' কাব্যগ্রন্থ

সংশোধন করে যে নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন তারই আভাস পাওয়া যায়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জাতীয়তাবাদ

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী—অবনীন্দ্রনাথ ও শিল্পকলায় ভারত চিন্তা। ১৩৭৪ ; ১৮৯-৯২।

অভিযান্ত্রিক

সন্তোষকুমার ঘোষ—অভিযান্ত্রিক। ১৩৭১ ; ১৪১-৪।

অভিযান্ত্রিক একটি ভ্রান্তি বোধক গ্রন্থ।

অভ্র রায়—আত্মকথা

অভ্ররায়—নিজেকে লেখা—না লেখা। ১৩০৪ ; ১২১-৬।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত—আলোচনা

সুকুমার সেন—অম্বিকাচরণ গুপ্ত। ১৩৭৩ ; ১০৯-১৪।

অরুণকুমার সরকার—আত্মকথা

অরুণকুমার সরকার—দূরের আকাশ। ১৩৭৯ ; ২২৫-৩২।

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত—স্মৃতি কথা

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত—নিজেকে নিয়ে। ১৩৭৯ ; ২৪৭ ৫৬।

অশ্লীলতা—আলোচনা

অন্নদাশঙ্কর রায়—শিল্পীর স্বাধীনতা। ১৩৭৫ ; ২২৫-৮।

আদিত্য ওহদেদার—অশ্লীলতা অভিযোগে বাংলার নিষিদ্ধ বই। ১৩৭৫ ; ২১৩-২৪।

কিরণ চক্রবর্তী—অশ্লীলতা ও আবহ। ১৩৭৫ ; ২৭৫-৮।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য—সংস্কৃত সাহিত্যে আদিরস। ১৩৭৫ ; ১৯১-৯।

প্রমথনাথ বিশী—সাহিত্যে অশ্লীলতা। ১৩৭৫ ; ১৮৫-৯০।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—সাহিত্য ও অশ্লীলতা। ১৩৭৫ ; ২২৯-৩২।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—একজন অশ্লীল নাট্যকার। ১৩৭৫ ; ৩০৭-১২।

দীনবন্ধু মিত্র-র নাটক সম্পর্কে আলোচনা।

ভবতোষ দত্ত—বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা : উনবিংশ শতাব্দী। ১৩৭৫ ; ২০৩-১২।

রাজ্যেশ্বর মিত্র—বাংলা গানে অশ্লীলতা। ১৩৭৫ ; ২৯১-২।

লীলা মজুমদার—নারী সমাজ ও সাহিত্যে অশ্লীলতা। ১৩৭৫ ; ২৩৩-৬।

সন্তোষকুমার ঘোষ—ঘোমটা টানা। ১৩৭৫ ; ২৪৭-৫২।

সমরেশ বসু—আর কেউ না আঁধারে। ১৩৭৫ ; ২৪৩-৬।

সরোজ আচার্য- বিদেশী সাহিত্যে অশ্লীলতা। ১৩৭৫ ; ২৬৩-৭৪ ;

সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা : আদি ও মধ্যযুগ। ১৩৭৫ ; ১৯৭-২০২।

সুনীল রায়—সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গ। ১৩৭৫ ; ৩০৩-৬।

অশ্লীলতা ও ভারতীয় আইন

তারাপদ রায়—অন্ধ, অন্ধকার ঘর, কালো টুপি অথবা ভারতীয় আইন ও অশ্লীলতা। ১৩৭৫ ; ২৭৯-৮৬।

আন্না রাও—আলোচনা

কপিলা কাশীপতি—রবীন্দ্রনাথ ও তেলেগু সাহিত্য কবি আন্না রাও। ১৩৬৮ ; ১৭১-২।

আবু সয়ীদ আইয়ুব—আত্মকথা

আবু সয়ীদ আইয়ুব—ভাষা শেখার ভিন্নপর্ব এবং প্রসঙ্গত। ১৩৮৪ ; ৬৫-৭৬।

আমেরিকা—পুস্তক প্রকাশন

বইবাহিক, ছদ্ম—আমেরিকার পুস্তক প্রকাশন ব্যবস্থা। ১৩৬৫ ; ১৮১-৯০।

আশাপূর্ণাদেবী—আত্মকথা

আশাপূর্ণা দেবী—খেলা থেকে লেখা। ১৩৮২ ; ৪৯- ৬৪।

আশাপূর্ণাদেবী—আলোচনা

কণা বসু—ঘর আমার পৃথিবী। ১৩৭৬ ; ২০৩-১২।

আশুতোষ চৌধুরী—আলোচনা

দেবীপদ ভট্টাচার্য্য—আশুতোষ চৌধুরী। ১৩৭৩ ; ১১৫-২৪।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—আত্মকথা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—সবিনয় নিবেদন। ১৩৮২ ; ১০৩-৪০।

(স্যার) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—আলোচনা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—বাঙ্গালায় শিক্ষাসমস্যা ও আশুতোষ। ১৩৭১ ; ৩৩-৪৮।

(সৈয়দ) মুস্তাফা সিরাজ হৃদয়বত্তা ও ঐতিহ্য চেতনা। ১৩৭৬ ; ৩০০-২।

ইংরেজী ভাষা—আলোচনা

মৈত্রেয়ী দেবী—ভারতে ইংরেজী ভাষা। ১৩৬৫ ; ২০৩-১।

ইংরেজী সাহিত্য—আলোচনা

শিবনারায়ণ রায়—প্রবাসের জার্নাল। ১৩৬৫ ; ১৪৫-৬১।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী—আলোচনা

পুলিনবিহারী সেন—রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত রচনা। ১৩৭৩ ; ৩৩-৪১।

Stephen Phillips-র 'Marpessa' কবিতার অনুবাদ। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী অনূদিত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিমার্জিত।

ইটালীয় সাহিত্য—আলোচনা

আদিত্য ওহদেদার—বর্তমান ইটালীয় সাহিত্য। ১৩৬৭ ; ১২১-৬।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৭৩ ; ৭৭-৯২।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—আলোচনা

অমিতাভ গুপ্ত—বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত কলেজ। ১৩৬৪ ; ২১০-১৬।

ঈশ্বর গুপ্ত—আলোচনা

ভবতোষ দত্ত—ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় স্বদেশপ্রেম। ১৩৭০ , ১৮৪-৯৫।

উপন্যাস—আলোচনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র—উপন্যাস প্রসঙ্গে। ১৩৬৪ ; ৮৬-৮।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—আলোচনা

বুদ্ধদেব বসু—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৩৭০ ; ১৩৩-৮।

উমা সেন—আলোচনা

শাঙা বসু—উমা, একটি অসমাপ্ত কবিতা। ১৩৮৪ ; ৮৭-৯৫।

উমা (মোহিতচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ কন্যা) রবীন্দ্রযুগের একজন লেখিকা। উমাদেবীর পিতা মোহিতচন্দ্র সেন ছিলেন বাংলা দেশে সর্বপ্রথম রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনার পথপ্রদর্শক ও কাব্যগ্রন্থের সম্পাদক।

উর্দু সাহিত্য—আলোচনা

(সৈয়দ) আলী আসরাফ—পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু সাহিত্য। ১৩৬৭ ; ১৩৬-৮।

সাম্প্রতিক হিন্দী ও উর্দু সাহিত্য। ১৩৬০ ; ১৮১-৮।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র 'সম্মেলন' থেকে মুদ্রিত।

এজরা পাউণ্ড—আলোচনা

বিষ্ণু দে—ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড। ১৩৬৩ ৮৭-৯২।

এলন সুইস—আলোচনা

বিষ্ণু দে—ভারত পথিক ইংরেজ কবি। ১৩৬৪ ; ১২১-৮

১৯৪৪ সালে ইংরেজ কবি এলন সুইসের অকাল মৃত্যু হয়।

ওকাকুরা—আলোচনা

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়—জাপানী মনীষী ওকাকুরা ও বাংলা দেশ। ১৩৭০ ; ২৮৩-৮।

কণা বসুমিশ্র—আত্মকথা

কণা বসু মিশ্র—কেন লিখি। ১৩৮৪ ; ১৩১-৮।

কপালকুণ্ডলা—আলোচনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—আমার জীবনে কপালকুণ্ডলা ১৩৬৪ ; ১০৯-১২।

কবি কাহিনী—আলোচনা

অক্ষিতমূদন ভট্টাচার্য—কবিকাহিনীর শতবর্ষ। ১৩৮৪ ৭৭-৮৬।

এই 'কবি কাহিনী' সর্বপ্রথম ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কবিতা—আলোচনা

অজিত দত্ত—কবিতা লেখার কথা। ১৩৭৯ ; ১৯৪-২০২

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—নিজেকে নিয়ে। ১৩৭৯ ; ২৪৭-৫৬।
অরুণকুমার সরকার—দূরের আকাশ। ১৩৭৯ ; ২২৫-৩২।
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—কবিতার দিকে। ১৩৭৯ ; ২৩৩-৪২।
প্রেমেন্দ্র মিত্র—কবিতার জন্ম। ১৩৭৯ ; ১২১-৫।
বুদ্ধদেব বসু—কবি ও কবিতা। ১৩৭৯ ; ২০৩-৮।
— —কবিতার পক্ষ ও মিত্র : একটি খোলা চিঠি। ১৩৭৮ ; ৭৭-৯৪।
মণীন্দ্র রায়—আমি আর আমার কবিতা। ১৩৭৯ ; ২১৭-২৫।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়—এই সব পদ্য। ১৩৭৯ ; ২৫৭-৬০।
সুধ ঘোষ—পা তোলা পা ফেলা। ১৩৭৯ , ২৪৩-৬।
শিবরাম চক্রবর্তী কবিতার দাম্য। ১৩৬৫ ; ১০২-৪।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—কবিতার সুখদুঃখ। ১৩৭৯ ; ২৬১-৯।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়—কী ক'রে কী করে। ১৩৭৯ ; ২০৯-১৬।

কবিতা (পত্রিকা)—আলোচনা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—কবিতা ভবন : দুশো-দুই। ১৩৮১ , ১১৯-২২।

কবিতা সিংহ—স্মৃতিকথা

কবিতা সিংহ—বিশু ও দু'টি মরচেপড়া আলপিন। ১৩৮৩ ; ১২৫-৩৩।

কলিকাতা—আলোচনা

শৈল দে—কলকাতার ভবিষ্যৎ। ১৩৭৮ ; ১২১-৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ইতিহাস ও আলোচনা

জেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য -রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৮৩ ; ৬৩-৭২

কল্লোল পত্রিকা—আলোচনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র—কল্লোলের আলোচনা। ১৩৮১ ; ৭৯-৮৬।

কাব্য সংগীত

প্রেমেন্দ্র মিত্র - কাব্য সঙ্গীতের সমতা। ১৩৮০ ; ১৭২-৮০।

কাব্য সাহিত্য আলোচনা

আবু সয়ীদ আইয়ুব—কবিতা ও প্রেম। ১৩৮৩ ; ৭৫-৮৭

কালকূট,

দেখুন

সমরেশ বসু

কালিদাস (মহাকবি)—আলোচনা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে। ১৩৬৫ ; ১২১-৮।

কারিগরি বিজ্ঞান

ত্রিগুণা সেন—জাতীয়তাবোধ ও ভারতে কারিগরি বিজ্ঞানের প্রসার। ১৩৭১ ; ৮৭-৯৩।

কুলদারঞ্জন রায়—আলোচনা

লীলা মজুমদার—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কুলদারঞ্জন রায়। ১৩৭৩ ; ১৬৯-৭৪।

কোষগ্রন্থ—আলোচনা

রাজশেখর বসু—বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া। ১৩৬২ ; ১৯-২২।

ক্ষিতিমোহন সেন—স্মৃতিকথা

ক্ষিতিমোহন সেন—শরদায় চ মরদায় চ। ১৩৬৫ ; ১০৫-৯।

গীতাঞ্জলি - আলোচনা

ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গ। ১৩৬৭ ; ৫-১৪।
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও গীতাঞ্জলি। ১৩৬৭ ; ১৫-৩।

গোরা - আলোচনা

সরলাবালা সরকার—রবীন্দ্রনাথের গোরা। ১৩৬৪ ; ২৪৩-৮

গৌরকিশোর ঘোষ

শিশির লাহিড়ী—গৌরচন্দ্রিকা। ১৩৭৬ ; ৩০৭-৯।

গ্রন্থ নির্বাচন

সুধীরঞ্জন সিংহ—গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন। ১৩৬১ ; ১৩৩-৬।

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলায় প্রকাশিত পুস্তক

এক বছরের উল্লেখযোগ্য যে বই : ১৩৮০ ; ১৪৫-৮

১৩৮১ ; ৪৯-৫৫
১৩৮২ ; ১১৭-২৪
১৩৮৩ ; ১৩৭-৪৪
১৩৮৪ ; ২২১-৩১
১৩৮৫ ; ২১৭-২৫
১৩৮৬ ; ২০৭-১৬
১৩৮৭ ; ৩৩-৫১
১৩৮৮ ; ১৫৩-৭০
১৩৮৯ ; ১৪৭-৬০
১৩৯০ , ২৫৯-৭২
১৩৯১ ; ১৪৯-৬২
১৩৯২ ; ১৮৪-৯৪
১৩৯৩ ; ২১৩-২৪
১৩৯৪ ; ১৯৩-২০৬
১৩৯৫ ; ২৯৩-৩০২
১৩৯৬ ; ১৭৪-৮৩
১৩৯৭ ; ২৬৭-৮৬
১৩৯৮ ; ২০৩-২৪
১৩৯৯ ; ২৬৯-৯৪
১৪০০ ; ১৪১-৫৬
১৪০১ ; ১৩৯-
১৪০২ ; ২১১-২০
১৪০৩ ; ২০৯-২৮
•১৩৮৪ ; ১৬১-৮৩

[• ১৩৮৪ সংখ্যায় 'আমার মত' শিরোনামে ছোট গল্প প্রসঙ্গে তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, (সর্বশ্রী শঙ্করেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন।]

গ্রন্থপঞ্জী—রবীন্দ্র সাহিত্য

পুলিনবিহারী সেন—রবীন্দ্র পুথিচিত্র গ্রন্থপঞ্জী। ১৩৬২ ; ৭৯-১১৬।

গ্রন্থপঞ্জী, জাতীয়—আলোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতীয় গ্রন্থতালিকার ভূমিকা। ১৩৬২ ; ৪৩-৯।

চণ্ডালিকা—আলোচনা

আবু সয়ীদ আইয়ুব—প্রেমের দুইরূপ। ১৩৮০ ; ৮৭-৯৪।
চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা সম্পর্কে আলোচনা।

চলচ্চিত্র—আলোচনা

পঙ্কজ দত্ত—সাহিত্য ও চলচ্চিত্র। ১৩৮০ ; ১৫৯-৬৬।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

বুদ্ধদেব বসু—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৭৩ ; ১৯৩-৮।

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী—আত্মকথা

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী—আমার সাহিত্যকর্মের পূর্বাভাস। ১৩৮২ ৪৩-৮।

চিত্রবিদ্যা—আলোচনা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা। ১৩৭০ ১৩৯-৪০।

চিত্রাঙ্গদা—আলোচনা

আবু সয়ীদ আইয়ুব—প্রেমের দুই রূপ। ১৩৮০ ; ৮৭-৯৪।
চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা সম্পর্কে আলোচনা।

সুধিভূষণ সেনগুপ্ত—সমালোচিত প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা বিতর্ক। ১৩৭৯ ; ২৯৮-৩০৪।

চীন সাহিত্য—আলোচনা

তানওয়েন—সাম্প্রতিক চীন সাহিত্য। ১৩৬৭ ; ৮১-৩

চৈতন্যদেব আলোচনা

সুবোধ ঘোষ—প্রথম ভারত পথিক। ১৩৭৪ ; ৬৯-৭২।

ছিন্নপত্র—আলোচনা

বিপিনবিহারী গুপ্ত ছিন্নপত্র। ১৩৬০ ; ৭১-৫।

ছোটগল্প—আলোচনা

এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই। ১৩৮৪ ; ১৬৩-৮।
ছোটগল্প প্রসঙ্গে তিন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিজের বক্তব্য রেখেছেন। তিন সাহিত্যিক হলেন : শঙ্করেশ

রমাপদ চৌধুরী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । তাঁরা 'আমার মত' এই শিরোনামায় লিখেছেন ।

জগদানন্দ রায়—আলোচনা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—জগদানন্দ রায় । ১৩৭৩ ; ১৮১-৬ ।

বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা শ্রীজগদানন্দ রায়ের জীবনের প্রধান কীর্তি ।

জগদীশচন্দ্র বসু—আলোচনা

দেবেন্দ্রমোহন বসু—জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক দপ্তরের উল্লেখ । ১৩৭১ ; ৪৯-৫৪ ।

জরাসন্ধ

দেখুন

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ি জেলা—লোক সাহিত্য

প্রণবকুমার কুণ্ডু—বাংলার লোকসংস্কৃতি : জলপাইগুড়ি । ১৩৭২ ; ১৭২-৮০ ।

জাতীয়তাবাদ

মিতুনা সেন—জাতীয়তাবাদ ও ভারতে কারিগরি বিজ্ঞানের প্রসার । ১৩৭১ ; ৮৭-৯৩ ।

প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলার স্বাদেশিক গান । ১৩৬৪ ; ১০৫-১২ ।

জাতীয় সাহিত্য—আলোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতীয় সাহিত্য উন্নয়ন পরিকল্পনা । ১৩৬৫ ; ১৭৩-৮০ ।

জাপানী সাহিত্য—আলোচনা

অন্নদাশঙ্কর রায়—আধুনিক জাপানী সাহিত্য । ১৩৬১ ; ৬৭-৮০ ।

জার্মান সাহিত্য—আলোচনা

সরোজ আচার্য—যুদ্ধোত্তর জার্মান সাহিত্য । ১৩৬১ ; ৮৭-৯৮ ।

জীবনানন্দ দাশ—আলোচনা

লাবণ্য দাশ—স্মৃতির জীবনানন্দ । ১৩৭৭ ; ২৯৩-৬ ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—আত্মকথা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—আমার সাহিত্য জীবন আমার উপন্যাস । ১৩৮২ ; ১০১-৮ ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—আলোচনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—নীল রাত্রি ও বনের রাজা । ১৩৭৬ ; ২২৩-৩৩ ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বরাজ্যে স্বরাট । ১৩৬৬ ; ১২৫-৩০ ।

দর্শন—ভারতীয়

প্রিয়রঞ্জন রায়—ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞানের ঐতিহ্য । ১৩৭১ ; ৬৫-৭৮ ।

দামোদর—আলোচনা

কাননগোপাল বাগচী—সমগ্র উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন দামোদরের সমস্যাবলী । ১৩৭৮ ; ১৮৯-৯৬ ।

দার্জিলিঙ জেলা—লোক সাহিত্য

হরেন ঘোষ—দার্জিলিঙের লোক সংস্কৃতি । ১৩৭২ ; ১৮১-৬ ।

(ডেনিস) দিদিরো—আলোচনা

গৌরকিশোর ঘোষ—অমর একটি উপন্যাসের কথা । ১৩৬৩ ; ১২৯-৩৬ ।

দিনলিপি

রঞ্জন, ছদ্ম—লেখার কথা । ১৩৬০ ; ১৪৯-৫৭ ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—মন কণিকা । ১৩৬২ ; ৪৭-৫২ ।

দিনেন্দ্রনাথ—আলোচনা

জীবনময় রায়—রবীন্দ্র সংগীতের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ । ১৩৬৩ ; ১৪৫-৫২ ।

দিব্যেন্দু পালিত—আত্মকথা

দিব্যেন্দু পালিত—কিছু স্মৃতি, দুঃখ বোধ, কিছু অপমান । ১৩৮৩ ; ১৯৪-২০৬ ।

দিলীপকুমার রায় — পত্রাবলী

দিলীপকুমার রায়—রবীন্দ্রনাথকে দিলীপকুমার রায়ের পত্র । ১৩৮৪ ; ৫০-৪৮ ।

দিলীপকুমার রায়ের চিঠি । ১৩৮৩ ; ৩৪-৬৪ ।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী ।

দীনবন্ধু মিত্র—আলোচনা

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—একজন অশ্লীল নাট্যকার। ১৩৭৪ ; ৩০৭-১২।

দীনবন্ধু মিত্র—স্বদেশপ্রেম

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত—দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশচিন্তা। ১৩৭০ ; ২০৯-১৬।

দীনেন্দ্রকুমার রায়—আলোচনা

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্র। ১৩৭৩ ; ১৭৫-৮০।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—আলোচনা

পুলিনবিহারী সেন—কবি ভ্রাতা। ১৩৭২ ; ১৯।

দেবেশ রায় - আত্মকথা

দেবেশ রায়—ছিন্ন ভিন্ন এই সময়ের আধুনিকতা। ১৩৮৩ ; ১৮৩-৬।

'দেশ' পত্রিকা—আলোচনা

বিমল মিত্র—এক নম্বর বর্মন স্ট্রীট। ১৩৮১ ; ৯৭-১১২।

দেশ পত্রিকা অফিসের প্রথম ঠিকানা।

দ্বারকানাথ—আলোচনা

অমিতাভ গুপ্ত—দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাধি। ১৩৮৪ ; ৯৪-১০৪।

১৮৪৬ খৃঃ ১লা আগষ্ট দ্বারকানাথ লণ্ডনে দেহত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ - ধর্মান্দোলনে জাতীয়তাবোধ

বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়—বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলন ও ভারত সংস্কৃতি। ১৩৭৪ ; ৮৯-৯৪।

দ্বিজেন্দ্রলাল—আলোচনা

ভবতোষ দত্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা। ১৩৮৩ ; ৪৪-৬২।

দ্বিজেন্দ্রলাল—স্বদেশ প্রেম

রাজ্যেশ্বর মিত্র—দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম। ১৩৭০ ; ২৫৩-৭।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পত্রাবলী

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—পত্রাবলী। ১৩৮০ ; ৩১-৪৬।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ রায়—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৩৭৩ ; ১৩৩-৪৬।

নজরুল ইসলাম—আলোচনা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—কাজি নজরুল ইসলাম। ১৩৬৩ ; ১১৩-২০।

নদীয়া জেলা—লোক সাহিত্য

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়—নদীয়ার লোকসংস্কৃতি। ১৩৭২ ; ১৫৭-৬৬।

নবীনচন্দ্র—আলোচনা

দীপ্তি ত্রিপাঠি—কালের সাক্ষী ও কালের শিক্ষক নবীনচন্দ্র ১৩৭০ ; ২৪৯-৫১।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র—আলোচনা

দিব্যেন্দু পালিত—দেহ মনের বৈতালিক। ১৩৭৬ ; ২৬৭-৭৪।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র—আত্মকথা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র—আত্মকথা। ১৩৮২ ; ১০৯-১৮।

নলিনীকান্ত সরকার—আলোচনা

নলিনীকান্ত সরকার—ভারতী-র আড্ডা। ১৩৮১ ; ৪৩-৮

নলিনীকান্ত সরকার—স্মৃতিকথা

নলিনীকান্ত সরকার—স্মৃতিচারণ। ১৩৮১ ; ১২৯-৩২।

নাটক—আলোচনা

অন্নদাশঙ্কর রায়—নাটকের কথা। ১৩৬৩ ; ৩৩-৬।

নাটক ও উপন্যাস—আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বেতালের বৈঠক : নাটক ও উপন্যাসে প্রভেদ কি কি ? ১৩৬৯ ; ১৪৫-৬।

প্রবাসী-র বেতালের বৈঠক বিভাগে প্রশ্নকর্তা সুধীরঞ্জন মল্লিকের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—আলোচনা

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়—নদী যখন মোহনায়। ১৩৭৬ ; ২১০।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ—আলোচনা
পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, পত্র :—
রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। ১৩৬৯ ; ৩৫-৪২।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—স্মৃতিকথা
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—কবিতার দিকে। ১৩৭৯ ; ২৩৩-৪১।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত—স্মৃতিকথা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত—আত্মজীবনী। ১৩৮২ ; ৬৫-৭২।

নৃত্যনাট্য—রবীন্দ্রনাথ
শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ও তার অভিনয়। ১৩৬৪ ; ১২৯-৩৩।

পত্রাবলী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—হরিশঙ্করকে লেখা। ১৩৬৫ ; ১৫১-৪।

পদ-চারণ—আলোচনা
প্রমথ চৌধুরী—সনেট পঞ্চাশৎ ও পদচারণ : প্রমথ চৌধুরীর পত্রাবলী। ১৩৬৩ ; ২০-৪।

পরশুরাম
দেখুন
রাজশেখর বসু

পরিভাষা সমস্যা
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। ১৩৭১ ; ৭৯-৮৬।

পরিচয় পত্রিকা—আলোচনা
হিরণকুমার সান্যাল—পরিচয়ের আত্মকথা। ১৩৮১ ; ৮৭-৯৬।

পল্লীউৎসব—আলোচনা
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্র। ১৩৭৩ ; ১৭৩-৮০।

পশ্চিমবঙ্গ—আলোচনা
অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষার নৈরাজ্য। ১৩৭৮ ; ১২৯-৩৬।

অম্লান বসু—বাংলার সংকট ও সমাধানের পথ। ১৩৭৮ ; পৃ: ১০১-১২।

অমিত ভট্টাচার্য—পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও আমাদের সংকট। ১৩৭৮ ; ১৩৭-৪৪।

রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্য। ১৩৭৮ ; ১৮৭-৮।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ। ১৩৭৮ ; ১৬৩-৭২।

সন্তোষকুমার ঘোষ—এই বাংলা। ১৩৭৮ ; ১৪৫-৬২।

পশ্চিমবঙ্গ—নির্বাচন
শঙ্কর ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতি। ১৩৭৮ ; ১৭৩-৮৭।

পশ্চিমবঙ্গ—বেকার সমস্যা
সুব্রতেশ ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান সমস্যা ও সম্ভাবনা। ১৩৭৮ ; ১৯৭-২০২।

পশ্চিমবঙ্গ—রাজনীতি আলোচনা
অন্নদাশঙ্কর রায়—বিধা দীর্ণ মানস। ১৩৭৮ ; ৯৯-১০৮।
বিজয়কেশরী রায়বর্মণ—অন্যান্য বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা। ১৩৭৮ , ১১৩-২০।

পাঁচকড়ি দে—আলোচনা
বিমল মিত্র—পাঁচকড়ি দে। ১৩৭৩ ; ৮৭-৯২।

পুরুলিয়া জেলা
সুধীর করণ—পশ্চিম সীমান্তে বাঙলার লোক সংস্কৃতি। ১৩৭২ ; ১১৭-২৬।

পুস্তক প্রকাশন
অমিয় কুমার—বই আর বই। ১৩৬৩ ; ১৪৩।
প্রেমেন্দ্র মিত্র—গ্রন্থ পার্বণ। ১৩৬২ ; ১৭-৮।
বইবাহিক, ভক্ত—বইয়ের ব্যবসা। ১৩৬১ ; ৮৫-৮।
বিশু মুখোপাধ্যায়-প্রকাশক ও গ্রন্থকার। ১৩৬০ ; ১২৫-৩০।

পুস্তক প্রকাশন ও পাঠক
প্রকাশক-বই-পাঠক : আলোচনা। ১৩৬১ ; ৪৭-৮।
মনোজ বসু—বইয়ের দোকান। ১৩৬০ ; ৯৬-৯।

রূপদর্শী—পুরানো বইয়ের দোকান। ১৩৬১, ৮০-১।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—পুস্তক প্রকাশন ও পাঠক। ১৩৮০; ১০১-১০৪।

পূর্ব পাকিস্তান—সাহিত্য আলোচনা

গোলাম সাকলায়েন—পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্য। ১৩৮৪; ১৯৪-২০২।
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্ব পাকিস্তানের গল্প সাহিত্য। ১৩৮২; ১৩১-৩।

পূর্ব বাংলা—সংস্কৃতি ও সভ্যতা

অন্নদাশঙ্কর রায়—পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ১৩৮১; ৫৭-৮।

প্রতিভা বসু—আত্মকথা

প্রতিভা বসু—গল্প কবিতা উপন্যাস। ১৩৮২; ১২৪-৩২।

প্রতিভা বসু—আলোচনা

কবিতা সিংহ—আলোকাভিসারিকা। ১৩৭৬; ২৪৩-৮।

প্রতিভা বসু—স্মৃতিকথা

প্রতিভা বসু—পত্রাবলী প্রসঙ্গে। ১৩৮১; ৩৩-৪।

প্রফুল্ল রায়—আত্মকথা

প্রফুল্ল রায়—আমাদের নিজের মুখ। ১৩৮৩; ১৭৫-৮২।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আলোচনা

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বিজ্ঞানী গৌরব আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ১৩৭১, ৫৫-৬১।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—পত্রাবলী

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পত্রবিনিময়। ১৩৭১; ৬১-৪।

প্রবাসী—আলোচনা

পবিত্র গোস্বামী—প্রবাসীর আড্ডা। ১৩৮১; ৫৯-৬৪।

প্রবোধকুমার সান্যাল—আলোচনা

প্রফুল্ল রায়—ছোট ঘর : পৃথিবী জীবন। ১৩৮৬; ১৭৫-৮১।

প্রবোধকুমার সান্যাল—স্মৃতিকথা

প্রবোধকুমার সান্যাল—আদিপর্বের আভাস। ১৩৮৫; ১১৭-২০।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় (জীবনীকার)—আলোচনা

পুলিনবিহারী সেন, সংকলিত—প্রভাত-রবি (পত্রাবলী) ১৩৭৪, ১৩৭-৮৪।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়—স্মৃতিকথা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতনের প্রথম স্পর্শ ১৩৮৬; ৮৫-৯১।

প্রভাতদেব সরকার—আলোচনা

সত্যেন্দ্র আচার্য—দিনকাল। ১৩৭৬; ২৫৯-৬৭।

প্রমথ চৌধুরী—আলোচনা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—'সবুজ পত্র' প্রসঙ্গে। ১৩৮১ ১৬৫-৭।

প্রমথ চৌধুরী—পত্রাবলী

প্রমথ চৌধুরী—সনেট পঞ্চাশৎ ও পদচারণ : প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী। ১৩৮৩; ২০-৪।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি চিঠি। বিষয় : 'সনেট পঞ্চাশৎ' 'পদ-চারণ'। সংকলক : হলধর হালদার।

প্রমথনাথ বিশী—আলোচনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র—বড় বিস্ময় লাগে। ১৩৮৬; ১৯৩-২০০

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ—স্মৃতিকথা

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ—কবি স্মৃতি। ১৩৮৮; ২৯-৩২

প্রসন্নময়ী দেবী—আলোচনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—প্রসন্না, প্রিয়ম্বদাদিনী। ১৩৭৩ ১০৩-৮।

প্রসন্নময়ী (১৮৫৭-১৯৩৯) এবং প্রিয়ংবদা (১৮৭ ১৯৩৪) বাংলার দুই মহিলা কবি। সম্পর্ক—মা ও মেয়ে

প্রান্তিক—আলোচনা

প্রমথনাথ বিশী—"মৃত্যুদূত এসেছিল তব সভা হতে" ১৩৮৮; ৮৭-৯৪।

১৯৩৭ সালে কবি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যবশতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। 'প্রান্তিক' কাব্য এই অভিজ্ঞতারই ফসল।

প্রিয়ংবদা দেবী—আলোচনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—প্রসন্না, প্রিয়ভাষিনী। ১৩৭৩; ১০৩-৮।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—আলোচনা

সন্তোষকুমার ঘোষ—সোনার হরিণ। ১৩৬৬; ১৬২-৭৪।

প্রেমেন্দ্র মিত্র - স্মৃতিকথা

প্রেমেন্দ্র মিত্র—শোক, সংশয়, দাহন। ১৩৬৫; ৯১-২।

ফরাসী উপন্যাস—আলোচনা

সৌরকিশোর ঘোষ—অন্য একটি উপন্যাসের কথা। ১৩৬৩; ১২৯-৩৬।

ফরাসী সাহিত্য—২০ শতাব্দী আলোচনা

অরুণ মিত্র—সাগী এবং অন্য কয়েকজন। ১৩৬৭; ৪৭-৬৬।

ফাঁয়োয়াজ সাঁগা—আলোচনা

অরুণ মিত্র—সাঁগা এবং অন্য কয়েকজন। ১৩৬৭; ৪৭-৬৬।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আলোচনা

আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার—অরবিন্দের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র। ১৩৮১; ১৪৭-।

বিভূপদ ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬২; ১৩৪-৪০।

বঙ্কিমচন্দ্র—স্বদেশ ও প্রেম

তারাপদ মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ চেতনা। ১৩৭০; ২২৪-৩৩।

বঙ্গ সংস্কৃতি ও সভ্যতা—ইতিহাস ও আলোচনা

পিয়ের ফালো, এস জে—বাংলার সংস্কৃতি ও মিশনারী। ১৩৬২; ৪১-৬।

সুকুমার সেন—বাংলায় সংস্কৃতিতে মুসলমান প্রভাব ও মুসলমানী কেচ্ছা। ১৩৭২; ৪৩-৮।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়—আলোচনা

পরিমল গোস্বামী—ব্যঙ্গ রঙ্গপানি বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৩৭৩; ১৯৯-২০৮।

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়—আত্মকথা

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়—আমার লেখা। ১৩৮৩; ১১৭-২৪।

বর্ধমান—লোক-সাহিত্য

শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত—বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি। ১৩৭২, ৯১-১০৩।

বলরাম বসাক—আত্মকথা

বলরাম বসাক আমাকেই তোমেছুরে আমি। ১৩৮৪; ১৪৯-৫৬।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় - আলোচনা

সতীনাথ ভাদুড়ী—অনুসন্ধানী। ১৩৭৬; ১৩১-৬।

বাঁকুড়া জেলা—লোক-সাহিত্য

আনন্দ বাগচী—বাঁকুড়ার লোক সংস্কৃতি। ১৩৭২; ১২৭-৩৯।

বাংলা উপন্যাস—২০শ শতাব্দী

নগেন্দ্রনাথ মিত্র—পূর্বসাক্ষী (১০)। ১৩৭১; ১৭৩-৬।

বিমল মিত্র—বেগম মেরী বিশ্বাস (১০)। ১৩৭১; ১৩৩-৭১। ১৩৭২; ১৯৫-২০০।

সন্তোষকুমার ঘোষ—শেষ নমস্কার। ১৩৭৭: ২৮৭-৯২।

বাঙ্গালা উপন্যাস—২০শ শতাব্দী আলোচনা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাস: ১৯০১-২৫। ১৩৬৪; ১৩৭-৪৪।

হরপ্রসাদ মিত্র—বাংলা উপন্যাস: ১৯২৬-৫০। ১৩৬৪; ১৪৪-৫৬।

সরলাবালা সরকার—রবীন্দ্রনাথের গোরা। ১৩৬৪; ২৪৩-৮।

বাঙ্গালা কথা সাহিত্য—আলোচনা

সুবোধ ঘোষ—কথা সাহিত্যের বিষয় ও রীতি। ১৩৬০; ১৩৭-৪৪।

বাঙ্গালা কবিতা—২০শ শতাব্দী

নিশিকান্ত—অবাসান (কবিতা) ১৩৬৮ ; ১৮-২০ ।

—শতবার্ষিকীর বন্ধুর (কবিতা)—১৩৬৯ ; ১৯ ।

১৩৭৭ ; ১৪৩-৬ ।

বুদ্ধদেব বসু—উষান্ত । ১৩৬১ ; ২৬-২৮ ।

বাঙ্গালা কবিতা—২০শ শতাব্দী—আলোচনা

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা কবিতা (১৯২৬-৫০) ।

১৩৬৪ ; ১৬২-৮ ।

প্রমথনাথ বিশী—বাংলা কবিতা (১৯০১-২৫) ।

১৩৬৪ ; ১৫৭-৬১ ।

ভবতোষ দত্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ।

১৩৬৩ ; ৫৪-৬২ ।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—রবীন্দ্রনাথের কবিতা ।

১৩৬৪ ; ২৩৩-৪২ ।

বাঙ্গালা কবিতা—জাতীয়তাবাদ

ভবতোষ দত্ত—কাব্যে ভারতচিন্তা । ১৩৭৩ ; ১৫৫-৬৪ ।

বাঙ্গালা কবিতা (পূর্বপাকিস্তান)—আলোচনা

আশরাফ সিদ্দিকী—বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার কাব্য-সাহিত্য ।

১৩৬৩ ; ৯৯-১০৩ ।

বাঙ্গালা কবিতা সংকলন—সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাব্য সংকলন । ১৩৬২ ; ১১-৬ ।

বাঙ্গালা গান—আলোচনা

রাজেশ্বর মিত্র—বিংশ শতাব্দীর বাংলা গান ।

১৩৬৪ ; ২০৯-১৩ ।

বাঙ্গালা ছোটগল্প—২০শ শতাব্দী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—হাজারীবাগ । ১৩৭৭ ; ১৭৩-৮০ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভিখারিনী । ১৩৬১ ; ১০-৮ ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—বক্সেশ্বরী । ১৩৭৭ ; ১৬২-৭২ ;

বাঙ্গালা ছোটগল্প—২০শ শতাব্দী—আলোচনা

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলা ছোটগল্প ১৯০১-২৫ ।

১৩৬৪ ; ১৯১-৩ ।

গৌরকিশোর ঘোষ—বাংলা ছোটগল্প (১৯২৬-৫০) ।

১৩৬৪ ; ১৯৭-২০৮ ।

বাঙ্গালা দেশ—আলোচনা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা আজ জন্মভূমি বাংলা । ১৩৭৮ ; ৬৭-৭৬ ।

বাঙ্গালা দেশ—ইতিহাস ও সাহিত্য

আশরাফ সিদ্দিকী—পূর্ববাংলার সমসাময়িক সাহিত্য ।

১৩৬১ ; ৫৯-৬১ ।

বাঙ্গালা দেশ—রাষ্ট্রনীতি

বিনয় ঘোষ—বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতবোধ ।

১৩৭৪ ; ৭৩-৮০ ।

বাঙ্গালা দেশ—লোকসাহিত্য

বিজিতকুমার দত্ত—লোক কথায় বাংলা রূপকথা ।

১৩৭২ ; ৬৫ ।

বাঙ্গালা দেশ—শিক্ষাব্যবস্থা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—বাংলার শিক্ষাসমস্যা ও আশুতে

১৩৭১ ; ৩৩-৪৮ ।

বাঙ্গালা দেশ—স্বাদেশিকতা

প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা ।

১৩৭০ ; ১৪৭-১৬০ ।

বাঙ্গালা নাটক—২০শ শতাব্দী—আলোচনা

আবু সয়ীদ আইয়ুব—গল্পের যাদুখানে ব্রজ ।

১৩৭৭ ; ১৫৭-৬৮ ।

পঙ্কজ দত্ত—আধুনিক নাটকের ধারা । ১৩৬১ ; ১১৯-২

পঙ্কজ দত্ত—নাটক ও নাটকীয়তা । ১৩৬২ ; ১৪১-৬ ।

বাঙ্গালা নাটক—জাতীয়তাবাদ

সুকুমার সেন—নাটকে ভারত চিন্তা । ১৩৭৪ ; ১৪৯-৫

বাঙ্গলা নাটক ও নাট্যশালা—আলোচনা

স্মরণ আচার্য—বাঙালী ও তাহার নাট্য সংস্কার ।

১৩৬৪ ; ২২৬-৩২ ।

বাঙ্গালা প্রবন্ধ—২০শ শতাব্দী

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—লেখকের অমরতা। ১৩৬৪ ; ৮৯-৯৪।
প্রেমেন্দ্র মিত্র—বৃষ্টি এল। ১৩৬১ ; ৩৭-৯।
(সৈয়দ) মুজতবা আলী—চিঠা। ১৩৬১ ; ৪০-৬।
লীলা মজুমদার—বাংলা সাহিত্যে লেখিকা। ১৩৬১ ; ৭১-২

বাঙ্গালা প্রবন্ধ—২০ শতাব্দী—আলোচনা

ভবতোষ দত্ত—বাংলা প্রবন্ধ (১৯২৬-৫০)।
১৩৬৪ ; ১৭৪-৮৪।
সুকুমার সেন—বাংলা প্রবন্ধ (১৯০১-২৫)।
১৩৬৪ ; ১৬৯-৭৪।

বাঙ্গালা প্রবাদ—আলোচনা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—বাঙলা প্রবাদ-প্রবচন।
১৩৭২ ; ৫৯-৬৪।

বাঙ্গালা ভাষা—আলোচনা

রাজশেখর বসু—বাংলা ভাষার গতি। ১৩৬০ ; ৬৭-৮০।
হীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—রাষ্ট্রভাষা ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৮ ; ১২৫-৩৪।

বাঙ্গালা রম্যরচনা

সুশীল রায়—বাংলার রম্যরচনা। ১৩৬০ ; ১৬৭-৭১।

বাঙ্গালা সঙ্গীত—জাতীয়তাবাদ

রাজেশ্বর মিত্র—বাংলা সঙ্গীত ও ভারত চিন্তা।
১৩৭৪ ; ১৬৫-৭২।

বাঙ্গালা সাহিত্য—আলোচনা

অন্নদাশঙ্কর রায়—পূর্ববাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি।
১৩৬১ ; ৪৭-৮ ;
আশরাফ সিদ্দিকী—পূর্বাংলার সমসাময়িক সাহিত্য।
১৩৬১ ; ৫৯-৬১।
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের সম্ভাবনা।
১৩৬০ ; ১৩১-৩৬।
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—লেখকের অমরতা। ১৩৬৪ ; ৮৯-৯২।
পি কালো, এস জে—একজন বিদেশীর চোখে বাংলা সাহিত্যে পাঁচ বৎসর। ১৩৬০ ; ৮৭-৯০।
বিমল কর—দশজন লেখক। ১৩৬৪ ; ৯৭-১০২।

এই দশজন লেখক হলেন—সর্বশ্রী বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সমীর মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, অন্নদা রায়, সমরেশ মজুমদার, কণা বসুমিশ্র, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত ও বলরাম বসাক।

রমানাথ রায়—সাহিত্য, বাস্তবতা এবং অন্যান্য। ১৩৮৪ ; ১৩৯-৪২।
রাজশেখর বসু—পরিপূর্ণ সাহিত্য। ১৩৬৬ ; ৮৩-৪।
লীলা মজুমদার—বাংলা সাহিত্যে লেখিকা। ১৩৬১ ; ৭১-২।
সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী—বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ধারা। ১৩৬১ ; ৯৭-১০৯।
সুবোধ ঘোষ—নতুন ক'রে পাব বলে। ১৩৬১ ; ৩০-৬।

বাঙ্গালা সাহিত্য—ইতিহাস ও আলোচনা

হরপ্রসাদ মিত্র—সাহিত্যের মডক ও মেরুদণ্ড। ১৩৬২ ; ৬৯-৭৩।

বাঙ্গালা সাহিত্য—জাতীয়তাবাদ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসে ভারত চিন্তা।
১৩৭৪ ; ৮১-৮।

বাঙ্গালা সাহিত্য—নিসর্গ চর্চা

রাজশেখর বসু—নিসর্গচর্চা। ১৩৬১ ; ১৯-২২।

বাঙ্গালা সাহিত্য (পূর্ব পাকিস্তান)—আলোচনা

নীলিমা ইব্রাহিম—পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন সাহিত্য।
১৩৬৭ , ১২৭-৩৪।

বাঙ্গালা সাহিত্য—সংস্কৃত পণ্ডিতদের দান

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—বাংলা সাহিত্য সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ। ১৩৭৩ ; ৫২-৮।

বাংলা সাহিত্য—স্বাদেশিকতা

দিলীপকুমার বিশ্বাস—সাহিত্যে স্বদেশ চিন্তা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর। ১৩৭০ ; ১৬১-৬৩।

প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ চেতনা। ১৩৭৭ ; ১৪৭-৬০।

বাঙ্গালা স্বরলিপি—ইতিহাস ও আলোচনা

শান্তিদেব ঘোষ—বাংলা স্বরলিপির ইতিহাস। ১৩৭৩ ; ৫৯-৬৪।

বাঙ্গালা হাস্যকৌতুক ও বিদ্রূপ সাহিত্য

ইন্দ্রমিত্র, ছদ্ম—আর কোনদিন এই বাড়ীতে আসবেন না। ১৩৭৭ ; ২৫৯-৬২।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—কাটামুণ্ডের উপখ্যান। ১৩৭৭ ; ২৫৬-৮।

— তপনের চৌরচর্চা।—১৩৭৭ ; ২১৯-২৬।

প্রমথনাথ বিশী—রসমিক বিন্দু। ১৩৭৭ ; ১৮৫-৯৪।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—অনাদত্ত যুগেও। ১৩৭৭ ; ১৮১-৪।

বিমল কর—অভিনব প্রেম। ১৩৭৭ ; ২৩৯-৫৪।

বিমল মিত্র—মহেশ্বরবাবু। ১৩৭৭ ; ২১১-৮।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহিলাদের মহিমা। ১৩৭৭ ; ২০১-৬।

লীলা মজুমদার—সাংবাদিকের ডায়েরী। ১৩৭৭ ; ২০৭-১০।

শিবরাম চক্রবর্তী—চন্দ্রের বহর। ১৩৭৭ ; ১৯৫-২০০।

সমরেশ বসু—খাঁচাকল। ১৩৭৭ ; ২২৭-৩৮।

বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাদেশ—জাতীয় স্বাস্থ্য—আলোচনা

বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য। ১৩৬৯ ; ৫৫।

বিচিত্রা—আলোচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—বিচিত্রা হে বিচিত্রা। ১৩৮১ ; ৬৯-৭৮।

'বিচিত্রা' একটি সাময়িক পত্র।

বিজ্ঞান—আলোচনা

জ্যোতির্ময় গুপ্ত—পরিবর্তনের পটভূমি বিজ্ঞানের ইতিহাস-চর্চা। ১৩৭১ ; ১৪৫-৭।

প্রিয়রঞ্জন রায়—ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞানের ঐতিহ্য। ১৩৭১ ; ৬৫-৭৮।

বিজ্ঞান—পরিভাষা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। ১৩৭১ ; ৭৯-৮৬।

বিজ্ঞান শিক্ষা—বাংলা ভাষার মাধ্যমে—আলোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা। ১৩৭১ ; ১৩৩-৪০ ;

বিজ্ঞানে—ঋতু

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়—ভারতীয় বিজ্ঞানে ঋতু পরিবর্তন। ১৩৭১ ; ১১৭-২৬।

বিজ্ঞাপন—আলোচনা

পত্রনবীশ—বিজ্ঞাপনের ভাষা, ছবি। ১৩৬১ ; ১০৯-১৮।

বিধুশেখর শাস্ত্রী—আলোচনা

সুকিতকুমার মুখোপাধ্যায়—বিধুশেখর ও বিশ্বভারতী ১৩৬৬ ; ২৩০-২।

(স্বামী) বিবেকানন্দ—জাতীয়তাবাদ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু—স্বামী বিবেকানন্দের ভারতচিন্তা ১৩৭৩ ; ১২৯-৪০।

বিবেকানন্দ—স্বদেশ প্রেম

শঙ্করীপ্রসাদ বসু—স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ চিন্তা ১৩৭০ , ২৭৩-৮২।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—আলোচনা

গৌরকিশোর ঘোষ—রাণুর মেজকা। ১৩৬৬ ; ১২০-৪।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—পত্রাবলী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—হরিপদকে লেখা। ১৩৬৫ ১৫১-৪।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—স্মৃতিকথা
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—হরিশঙ্করকে লেখা। ১৩৬৪; ১৪১-৪।

বিমল কর—আত্মকথা
বিমল কর—আমার লেখা। ১৩৮২; ১৪১-৫২।

বিমল কর—আলোচনা
শ্রীবেন্দু মুখোপাধ্যায়—মায়াবী নিবাস। ১৩৭৬; ২৯২-৬।

বিমল মিত্র—আত্মকথা
বিমল মিত্র—আমি বিশ্বাস করি। ১৩৮২; ৭৩-১০০।

বিমল মিত্র—আলোচনা
প্রফুল্ল রায়—ঘরে ঘরে বোনা। ১৩৭৬; ২১৩-২২।

বিশ্বভারতী—আলোচনা
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—বিশ্বশেখর ও বিশ্বভারতী। ১৩৬৬; ২৩০-২।

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (সঙ্গীতগুরু)—আলোচনা
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত গুরু। ১৩৬৮; ১০৫-১২।

বীরভূম জেলা—সংস্কৃতি ও সভ্যতা
সাধিদেব ঘোষ—বীরভূমের সাংস্কৃতিক জীবন। ১৩৭২; ১০৩-১৬।

বীরুপাক্ষ
দেখুন
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বুদ্ধদেব গুহ—আত্মকথা
ভদ্রদেব গুহ—আত্মকথা। ১৩৮৩; ১৫১-৬২।

বুদ্ধদেব বসু—আলোচনা
বিমল কর—নিঃসঙ্গ শিল্পী। ১৩৬৬; ১৮১-৯।

বুদ্ধদেব বসু—পত্রাবলী
বুদ্ধদেব বসু—কবিতার শত্রু ও মিত্র: একটি খোলা চিঠি। ১৩৭৮; ৭৭-৯৪।
—বুদ্ধদেব বসুর চিঠি: রবীন্দ্রনাথকে লেখা। ১৩৮১; ২২-৩২।

বুদ্ধদেব বসু—স্মৃতিকথা
বুদ্ধদেব বসু—কবি ও কবিতা। ১৩৭৯; ২০৩-৮।

বৈকালী
পুলিনবিহারী সেন—বৈকালী পরিচয়। ১৩৭৪; ৫৩-৬৪।
১৯২৬ সালে যে মাসে বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ একচল্লিশটি গান ও কবিতার একটি খাতা প্রবাসীতে দিয়ে যান। খাতাটির নাম দেন—বৈকালী। খাতার প্রথম পৃষ্ঠার তারিখ—বৈশাখ ১৩৩৩।

ভারত—ইতিহাস
প্রমথনাথ বিশী—ভারতচিন্তা। ১৩৭৪; ৬৫-৮।

ভারত—পাশ্চাত্য প্রভাব
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার। ১৩৬৯, ১৬৭-৮২।

ভারত—পুস্তক প্রকাশন
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতীয় প্রকাশন শিল্প। ১৩৬৪; ২১৪-২০।

ভারত—ভাষাসমস্যা
মৈত্রেয়ী দেবী—ভারতে ইংরেজী ভাষা। ১৩৬৪; ২০৩-১।

ভারত—রাজনীতি
নির্মলকুমার বসু—ভাষা ও গড়া। ১৩৭৮; ৯৫-৮।

ভারত—সংস্কৃতি ও সাহিত্য
অন্নদাশঙ্কর রায়—ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ। ১৩৬২; ২৬-৮।

ভারতী – আলোচনা

নলিনীকান্ত সরকার - ভারতীর আজ্ঞা। ১৩৮১। ৫৩-৮।
'ভারতী' একটি সাময়িক পত্রের নাম।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পঞ্চাশ বছর। ১৩৭১; ১২৭-৩২।

ভারতীয় সাহিত্য—আলোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—দূরের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ। ১৩৮১; ৬২-৭০।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য পরিচয়। ১৩৬৪; ১৮৫-৯০।

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য। ১৩৮১; ৯২-৯।

ভাল্লাথোল—আলোচনা

অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—ভাল্লাথোল : অনুবাদক। ১৩৬৫; ১৩৬।

বি, বিশ্বনাথন—মহাকবি ভাল্লাথোল। ১৩৬৫; ১৩৩-৪।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো—আলোচনা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বিজয়ার করকমলে। ১৩৬৯; ১২১-৩২।
রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (বিজয়া) সম্বন্ধে আলোচনা।

মতি নন্দী—আত্মকথা

মতি নন্দী—বাদশ ব্যক্তি। ১৩৮৩; ১৩৩-৪০।

মধুসূদন—স্বদেশপ্রেম

প্রবোধনাথ বিশী—মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ। ১৩৭০; ১২৭-৯।

মণিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—আলোচনা

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—বোধোদয়। ১৩৭৬; ৩১০-১২।

মণিশংকর মুখোপাধ্যায়—আত্মকথা

মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—প্রথম সোনার ধান। ১৩৮২; ১৮৯-৯৮।

মণীন্দ্র রায়—আত্মকথা

মণীন্দ্র রায়—আমি আর আমার কবিতা। ১৩৭৯ ২১৭-২৫।

মনোজ বসু—আলোচনা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—অভিভবের পিপি। ১৩৮৬ ১৪৭-৫৩।

মহাশ্বেতা দেবী—আত্মকথা

মহাশ্বেতা দেবী—আমি, আমার লেখা। ১৩৮৩ ৮৯-৯২।

মহেন্দ্রলাল সরকার—আলোচনা

নরেন্দ্রনাথ ঘোষাল—(ডঃ) মহেন্দ্রলাল সরকার ও ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা। ১৩৭১; ১০৩-১৫।

মার্কিন সাহিত্য—আলোচনা

বিষ্ণু দে—সাম্প্রতিক মার্কিন সাহিত্য। ১৩৬৭; ৩৯-৪৬

মাতৃভাষা—উন্নয়ন পরিকল্পনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনা। ১৩৬৪; ১৭৩-৮০।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র—একটি নাম আর কয়েকটি বই। ১৩৬৭ ১৮৭-৯২।

মালদহ জেলা—লোক সাহিত্য

তারাপদ সাহিড়ী—মালদহের লোকসংস্কৃতি। ১৩৭১ ১৬৭-৭২।

মিহির মুখোপাধ্যায়—আত্মকথা

মিহির মুখোপাধ্যায়—আনন্দ আমার। ১৩৮৪; ১০৩-৮

মুজতবা আলী—আলোচনা

ইন্দ্রমিত্র—আরেক পঞ্চতন্ত্র। ১৩৭৬; ১৮৫-৯০।

মুর্শিদাবাদ জেলা—লোক সাহিত্য

মৈত্রেয় ঘটক—মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতি। ১৩৭১ ১৫১-৬।

মুসলিম সাহিত্য—আলোচনা

(কাজী) আবদুল ওদুদ—মুসলিম জগতে নতুন চিন্তা। ১৩৬৭ ; ৯৯-১১২।

(সৈয়দ) মুস্তাফা সিরাজ—আত্মকথা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি। ১৩৬৩ ; ১০৫-১৬।

মেদিনীপুর জেলা—লোক সাহিত্য

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—লোকসংস্কৃতি : মেদিনীপুর। ১৩৭২ ; ১৩৯-৫০।

মোরান হাউস—আলোচনা

মৃণাল ঘোষ—মোরান সাহেবের বাগান ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৮ ; ১৮৯-৯২।

১২৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম চন্দননগরে আসেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত ভাগীরথী তীরের মোরাদসাহেবের এই সুন্দর বাগানবাড়ীতে তিনি দীর্ঘকাল যাপন করেন। মোরান হাউসের এই শান্ত পরিবেশ তাঁর অন্তরকে নিবিড়-ভাবে স্পর্শ করে। জীবন স্মৃতির মধ্যে রয়েছে কবির এই অবিস্মরণীয় অনুভূতির কথা।

মোহিতচন্দ্র সেন - পত্রাবলী

পুলিনবিহারী সেন, সংকলিত—সম্পাদক ও কবি : মোহিত চন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী যোগে রচিত বিবরণ। ১৩৭৮ ; ৩৩-৬৬।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার—আলোচনা

দীপা মজুমদার—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কুলদারঞ্জন রায়। ১৩৭৩ ; ১৬৯-৭৪।

রবীন্দ্রকাব্য—আলোচনা

অমিয়সূদন ভট্টাচার্য—কবি কাহিনীর শতবর্ষ। ১৩৮৪ ; ৭৭-৮৬।

কবি-কাহিনী একটি কাব্যগ্রন্থ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রচিত এই কাব্যগ্রন্থটি প্রথম পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায়, সংকলিত—রবীন্দ্রকাব্যে পাঠ ভেদ : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। ১৩৬৯ ; ৩৩-৪২।

প্রমথনাথ বিশী—"মৃত্যামৃত এসেছিল তব সভা হতে"। ১৩৬৮ ; ৮৭-৯৬।

প্রমথনাথ বিশী—সীমার মাঝে অসীম তুমি। ১৩৬৭ ; ১৯-৩০।

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—রবীন্দ্রনাথের কবিতা। ১৩৬৪ ; ২৩১-৪২।

রবীন্দ্রকাব্য ও সঙ্গীত

পুলিনবিহারী সেন—বৈকালী-পরিচয়। ১৩৭৪ ; ৪৩-৬৪।

১৯২৬ সালে মে মাসে বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্র নাথ একচল্লিশটি গান ও কবিতার একটি খাতা প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য দিয়ে যান ; গুচ্ছটির নাম 'বৈকালী', ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩।

রবীন্দ্রচর্চা

বিমলচন্দ্র সিংহ—রবীন্দ্র নিদিধ্যাসন। ১৩৬৩। ৯৫-৮।

রবীন্দ্রচর্চা বা রবীন্দ্রধ্যান কিরূপ হওয়া উচিত তাহাই আলোচিত হয়েছে।

রথীন্দ্রকুমার বাগচী—শতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রচর্চা। ১৩৬৯ ; ৯৭-১২০।

রবীন্দ্র দর্শন

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সর্বাগ্রেষিক রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৮ ; ৭৭-৮০।

রবীন্দ্রনাটক—আলোচনা

শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ও তার অভিনয়। ১৩৬৪ ; ১২৯-৩০।

রবীন্দ্রনাথ—আমেরিকা ভ্রমণ

টীকেন হে—রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা ; ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অনূদিত। ১৩৬৯ ; ৬৫-৯৬।

শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত :

(বৃটিশ) লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন ও তার জন্মকথা

দেবনারায়ণ চক্রবর্তী

ইন্ডেক্টস্ ট্রাভি লার্কল, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর আর একটি গ্রন্থাগার পরিষদ শতবর্ষে পদার্পণ করল। বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থাগার পরিষদটির নাম লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন। লক্ষ্য করার বিষয়, বৃটেনের ডাক টিকিটের মত এই গ্রন্থাগার পরিষদটির আখ্যাভাগেও সংশ্লিষ্ট দেশের নাম যুক্ত হয় নি। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত প্রত্যেকের কাছেই এটা নিঃসন্দেহে সুখের বিষয় যে, ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থাগার পরিষদ আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন শতবর্ষে পদার্পণ করার পরের বছরেই (বৃটিশ) লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এই বিরল গৌরবের দাবিদার হ'তে চলেছে। লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের গত একশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক বাধা-বিপত্তি ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অবশেষে সাফল্যের শিখরে আরোহন করতে সমর্থ হয়েছে এবং একই সঙ্গে বর্তমান যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির প্রধান নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ার্লাণ্ড নিয়ে গঠিত যুক্তরাজ্যের সরকারী সনদপ্রাপ্ত একটি বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৮ খৃ:-এ রাণী ভিক্টোরিয়া অ্যাসোসিয়েশনকে যে রাজকীয় সনদ প্রদান করেছিলেন, তাতে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও ক্ষমতার উল্লেখ পাওয়া যায় : গ্রন্থাগারের কাজে নিযুক্ত অথবা আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করা ; গ্রন্থাগার পরিচালনার উন্নতিসাধন করা ; গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা ; সাধারণের ব্যবহারের জন্য বহু সংখ্যক রেফারেন্স ও লেণ্ডিং লাইব্রেরি স্থাপন করা ; গ্রন্থবিদ্যা বিষয়ক অধ্যয়ন ও গবেষণার উন্নতিসাধন এবং এই কাজে উৎসাহিত করা।

অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একটি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সকল স্তরের প্রতিনিধিত্ব থাকে। কাউন্সিলের যাবতীয় কার্যাবলী ৭টি স্থায়ী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়, যথা : প্রকাশন ; শিক্ষা ; জাতীয়, শিক্ষায়তন ও মেডিকেল গ্রন্থাগার ; সাধারণ গ্রন্থাগার ; বিশেষ গ্রন্থাগার ; প্রকাশন ; গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার জন্য একটি 'মূল্যায়ণ পর্ষৎ' ও বোর্ড অব অ্যাসেসর্স।

১৯৭৬ খৃ:-এ প্রকাশিত লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বশেষ বর্ষপঞ্জী থেকে জানা যায়, এই প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্য সংখ্যা পঁচিশ হাজারেরও বেশী, যার মধ্যে প্রায় ১৪০০০ সদস্য চার্টার্ড লাইব্রেরিয়ান হিসাবে স্বীকৃত এছাড়াও অন্যান্য দেশে প্রায় ২৬০০ সদস্য (ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক) ছড়িয়ে আছেন। অবশ্য এর মধ্যে ব্যক্তিগত সদস্যই বেশী।

যুক্তরাজ্যে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ বিভিন্ন শাখা ও শ্রেণীর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সমগ্র যুক্তরাজ্যে ১২টি শাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ কর্মস্থল অনুসারে এই সমস্ত শাখার সদস্যপদ লাভ করে থাকেন।

শাখাগুলির মুখ্য কাজ হ'ল আঞ্চলিক সদস্যদের সংগঠিত করা এবং সম্মেলন, আলোচনা চক্র ও সংবাদ বুলেটিন

প্রকাশের ব্যবস্থা করা। গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য ভিন্ন। একই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং সমভাবাপন্ন সদস্যদের একত্রিত করে বৃত্তিমূলক কার্যাবলীর (যথা : গ্রন্থসূচীকরণ, শিক্ষা, ছুম্প্রাপ্য গ্রন্থ ইত্যাদির) উন্নতিসাধন করা। সদস্যগণ তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী ছুটি গোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভ করতে পারেন। অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাসিষ্টাণ্ট লাইব্রেরিয়ানস (AAL) এইরূপ একটি গোষ্ঠী, যার কার্যাবলী মূল অ্যাসোসিয়েশনের মতই পরিব্যাপক। ১৯৩০ খৃঃ-এ AAL এক চুক্তির ভিত্তিতে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আগামীদিনের প্রতিপ্রতিদন্দ্বিতায় গ্রন্থাগারিকদের স্বার্থরক্ষাই এই গোষ্ঠীর মুখ্য কাজ।

লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব সদর দপ্তর লণ্ডনে অবস্থিত। কাউন্সিল ও তার কমিটিগুলির নির্দেশ অনুযায়ী প্রায় ৩৫ জন অফিসার, গ্রন্থাগারিক ও কর্মিক অ্যাসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কার্যাবলী নির্বাহ করেন। সদর দপ্তরে বহুল ব্যবহৃত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রটি সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। এ-ছাড়াও অ্যাসোসিয়েশনের একটি পৃথক প্রকাশনা বিভাগ রয়েছে। ১৯৭৬ খৃঃ পর্যন্ত এর প্রকাশিত গ্রন্থাদির সংখ্যা ১২০ (AAL বা এ-ধরণের গোষ্ঠীগুলির হিসাব এখানে ধরা হয় নি)। অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি সাময়িক পত্র : প্রথমটি 'দ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন রেকর্ড' (মাসিক, সদস্যদের জন্য), আর অন্যটি 'জার্নাল অব লাইব্রেরিয়ানশিপ (ত্রৈমাসিক) ; ২টি সূচিগ্রন্থ : বৃটিশ হিউম্যানিটিজ ইণ্ডেক্স ও বৃটিশ টেক্‌নোলজি ইণ্ডেক্স, লাইব্রেরি অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যাবস্ট্রাক্টস (দ্বিমাসিক) এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র প্রকাশিত 'লাইব্রেরি অ্যাণ্ড ইনফরমেশন বুলেটিন' (অনিয়মিত)।

লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের আবশ্যিক ব্যয় নির্বাহ হয় সদস্যদের চাঁদা ও প্রকাশনা থেকে সংগৃহীত আয় থেকে। বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের জন্য মাঝে মাঝে অন্যান্য সূত্র থেকেও অনুদান পাওয়া যায়। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে মোট ব্যয়ের পরিমাণ আনুমানিক ৬০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৪ লক্ষ টাকা। ১৯৭০ থেকে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক। বর্তমানের এই আর্থিক সচ্ছলতা অ্যাসোসিয়েশনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশ্বস্ত করে। কিন্তু বিগত একশ বছরের আর্থনীতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, অ্যাসোসিয়েশন বহুবার দেউলিয়া হবার পর্যায়ে নেমেছিল। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য এবং সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একাধিকবার শূন্য তহবিল নিয়ে পরিষদকে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আজকের গ্রন্থাগার-বৃত্তির পক্ষে সৌভাগ্যের বলতে হবে যে, কোন সময়েই গ্রন্থাগার পরিষদগুলি, কয়েকজন উৎসাহী ও শক্তির সদস্যকর্মীর সাহচর্য লাভে বঞ্চিত হয়নি। যেসকল স্বেচ্ছা-সেবী প্রতিষ্ঠান বিগত একশতক বা তারও বেশী সময় ধরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, তার মধ্যে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন একটি অনুপম স্থান লাভ করেছে, যার পিছনে ছিল উৎসাহী গ্রন্থাগারকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ঐক্যবদ্ধ হয়ে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির শক্তিবৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন করা। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের গত একশ বছরের ইতিহাস বিবৃত করার সুযোগ না থাকায় আমরা কেবলমাত্র এই প্রতিষ্ঠানের জন্মকথা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব; যদিও লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সমগ্র ইতিহাস গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিশ্বাসী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত মূল্যবান—এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৪ই অক্টোবর লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃঃ পর্যন্ত এর নাম ছিল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অব দ ইউনাইটেড কিংডম (LAUK)। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এর প্রতিষ্ঠার বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অক্সফোর্ডের বোদলিয়ান লাইব্রেরির কিউরেটর অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ১৮৭৬-এর ১৮ই মার্চ লণ্ডনের অ্যাকাডেমি পত্রিকায় দুজনাকে লিখিত এক নিবন্ধে গ্রন্থাগারিকদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের

প্রস্তাব করেন। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই নিবন্ধটি এবং মেলভিল ডিউই, ফ্রেডরিক লিওপোল্ড, বাউকার প্রমুখ কয়েকজনের উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রম। আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার ঘটনা ইংলণ্ডের গ্রন্থাগারিকদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত ফিলাডেলফিয়া গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের প্রতিবেদনে লণ্ডন ইনস্টিট্যুশনের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক এডওয়ার্ড উইলিয়ম বায়রণ নিকলসন লণ্ডনেও অনুরূপ সম্মেলনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। টাইম্‌স পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের সমর্থন উদ্ধৃত করে তিনি এই সম্মেলনের পুনরুল্লেখ করেন। এর পর লণ্ডনস্থ গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে নিকলসন যুক্তরাজ্যের অন্যান্য গ্রন্থাগারিকদের কাছে এক বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে এই সম্মেলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের কাছেও এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। ১৮৭৭ খৃঃ-এর ২-৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ৯টি দেশ থেকে (অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, গ্রীস, ইটালী, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র) মোট ১৪০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে মোট উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ২১৬। আমেরিকার বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন জে. উইনসর, সি এ. কাটার, এস. এস. গ্রীণ, মেলভিল ডিউই ও চার্লস ইভান। লাইব্রেরী অ্যাসোঃ অব ইউনাইটেড কিংডমের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বৃটিশ মিউজিয়মের মুখ্য গ্রন্থাগারিক জন উইন্টার জোন্স এবং মুখ্য সম্পাদক হিসাবে নিকলসন (লণ্ডন ইনস্টিট্যুশন) ও হেনরি আর টেডার (অ্যাথেনিয়াম) এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে রবার্ট হ্যাডিসন (লণ্ডন লাইব্রেরী) নির্বাচিত হন। প্রথম সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যুক্তরাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের তখন নিতান্তই শৈশব অবস্থা। মাত্র ৭৪টি নগর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন গ্রহণ করেছিল। ১৮৭০ খৃঃ-এর শিক্ষা আইন ও LAUK-র কার্যাবলী আরো অধিক সংখ্যক নগরে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন গ্রহণে প্রভূত করেছিল এবং এই সংখ্যা ১৮৮৯ খৃঃ-এর মধ্যে ১৯৪টি, ১৮৯২-এ ৩২৩টি এবং ১৯০৯-এ ৫৭০টিতে পৌঁছেছিল।

প্রথম দিকে ALA-র জন্মে LAUK-র সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। ১৮৮২ খৃঃ-এর জুলাই পর্যন্ত উভয় সংস্থার মুখপত্র ছিল 'লাইব্রেরী জার্নাল'। এ-সময়ে LAUK-র সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭৫ এবং সি এ কাটার প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ALAর সদস্য সংখ্যায় ছিগুণ। পরে বৃটিশ গ্রন্থাগারিকগণ তাঁদের নিজস্ব মুখপত্রের জন্য চাপ সৃষ্টি করায় ১৮৮৪ খৃঃ-এর জানুয়ারী মাসে আরনেষ্ট পি. চমাসের সম্পাদনায় 'লাইব্রেরী ক্রনিক্‌ল্' আত্মপ্রকাশ করে। এর পরে স্যার জন ইয়ং ওরাকার ম্যাকএলিষ্টারের সম্পাদনায় 'দ্য লাইব্রেরী'র প্রকাশনা শুরু হয়। ইতিমধ্যে লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন যে কার্যসূচী গ্রহণ করে তার মধ্যে সূচী-করণের নিয়মাবলী, গ্রন্থাগার সহকারীদের শিক্ষণ, ইংরাজী সাহিত্যের সূচীপ্রণয়ন, সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন উল্লেখযোগ্য।

১৮৯২ খৃঃ-এ অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবক্রমে বৃটিশ পার্লামেন্ট যুক্তরাজ্যের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করেন। একই বছরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার বেলআমে সদস্যদের কল্যাণে একটি হিতকরী তহবিল গঠন এ-সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। ১৮৯৪ খৃঃ-এ জেমস ডাক ব্রাউনের প্রস্তাবক্রমে লণ্ডনের ক্লারেনডনেল অঞ্চলে প্রথম অবাধ প্রবেশ ব্যবস্থায় সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জনসাধারণ ও গ্রন্থাগারের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থা পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে ব্যাপক বিতর্কের সূচনা করে।

১৮৯৫ খৃঃ-এ সোসাইটি অব পাবলিক লাইব্রেরিয়ান্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একই বছরের জুলাই মাসে মুখ্য গ্রন্থ

গারিকের অবসর গ্রন্থাগার কর্মীগণ তাঁদের নিজস্ব সংগঠন লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যাণ্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। ১৯৩০ খৃঃ-এ যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুঃসময়ের দিনে দৃঢ়তার সাথে লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত সহকারী গ্রন্থাগারিকদের এই সংগঠনের স্বাধীন অস্তিত্ব ও নিরবিচ্ছিন্ন সাফল্য গর্ব করার মতো।

১৮৯৬ খৃঃ-এ একটি বিশেষ সাধারণ সভায় সংবিধান সংশোধনের পর LAUK নতুন নাম 'The Library Association' পরিগ্রহণ করে। অন্যের এই প্রথম দুই দশকে লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন সমগ্র যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল, যার ফলশ্রুতি পরবর্তী-কালে এই প্রতিষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী সাফল্য পরিলক্ষিত হয়।

সহায়ক পঞ্জী :

(১) Haslam, D. D. (A) short history of the Library Association. (In *Journal of Librarianship*, Vol. 6, No. 3; July 1974.)

(২) The Library Association Year Book, 1976.

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥
পি-১০৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-১৪

প্রিয় বন্ধু,

পরিষদের প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব সমাগত। পুনর্মিলন উৎসব পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে আগামী ১৯শে নভেম্বর ১৯৭৭ (শনিবার) পরিষদ ভবনে ৬-৩০ টায় এক সভা আহূত হবে।

সভায় আপনার উপস্থিতি একান্তভাবেই কামনা করি।

প্রদ্যোৎ বসু চৌধুরী
সম্পাদক
ছাত্র সংযোগ উপসমিতি

পরিষদ কথা

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২৮ আগষ্ট '৭৭ (রবিবার) বিকেল ৩টা

আলোচ্য বিষয় :

১। গত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী-পাঠ ও অনুমোদন

২। ১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক বিবরণী অনুমোদন

৩। ১৯৭৬-৭৭ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন

৪। সম্মানিত সদস্য অনুমোদন

৫। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য 'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক' দান

৬। ১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন

৭। সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা

৮। বিবিধ (সভাপতির অনুমতিক্রমে)

মোট ২৪৪ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ-সভাপতি শ্রীকবিভূষণ রায়। পরিষদ কর্মসচিব শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ও গ্রন্থাগার বৃত্তিভূষণী এবং বিদ্যোৎসাহী কয়েকজনের মৃত্যুতে একমিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করেন। সভা কোচবিহার মেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সদন, পুরুলিয়ার গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের ছাত্র এবং সদস্য গত ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৭ তারিখে দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত দীনেশ সেনের প্রতি, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী গ্রয়াত ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আহমেদের প্রতি, গত ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৬ পরিষদের ছাত্র ও সদস্য তুষার মজুমদারের অকাল মৃত্যুতে, পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি বিপ্লবী ও শিক্ষানুরাগী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ই মে ১৯৭৭ বিধান সেবা সদনে দেহত্যাগ করায় এবং প্রয়াত আচার্য ও গ্রন্থাগারানুরাগী জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়।

অতঃপর সভার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। সভায় পরিষদের সম্মানিত সদস্য নির্বাচনের জন্য কাউন্সিল অনুমোদিত প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিলের ২৮শে আগষ্ট ১৯৭৭, তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভা গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসারে, গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্রীপ্রবীণচন্দ্র বসুকে সম্মানিত সদস্য (Honorary Member)-রূপে গ্রহণ করিবার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নিকট সুপারিশ করিতেছে'।

সভার সানন্দে ও সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৩৮৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য 'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক' লাভ করেন শ্রীসত্যব্রত সেন।

এরপর সভাপতির অনুরোধে পরিষদের নবনিযুক্ত সাম্মানিক সদস্য শ্রীপ্রবীণচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে পরিষদ কর্তৃক তাঁকে যে সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

CALCUTTA

কর্মসচিব গত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণ পাঠ করেন এবং তা অনুমোদিত হয়। সাধারণ সভার বিবরণ সম্পর্কে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় জানতে চান যে সভ্য সংখ্যা হ্রাস পাওয়া রোধ করতে পরিষদ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এরপর পরবর্তী আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনার পূর্বে কয়েকজন সদস্য আগে নির্বাচন করে পরে অন্য আলোচনায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সর্বশ্রী অজয় মুখার্জি, মদনকুমার রায় ও দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা হোক এবং পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই আলোচনার ভিত্তিতে সর্বশ্রী তপন সেনগুপ্ত, প্রবীর রায়চৌধুরী, আশিস নিয়োগী ও অমলাংশু সেনগুপ্ত বলেন যে বার্ষিক বিবরণী ইতিমধ্যেই সকলের কাছে পৌঁছে গেছে, এ ছাড়া বহুদূর থেকেও বিভিন্ন প্রতিনিধি এসেছেন তাঁদের কথা ভেবে নির্বাচন আগে করাই উচিত। সভাপতি বলেন যে সাধারণ সভার সদস্যগণ যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে নির্ধারিত বিজ্ঞপ্তির ক্রম অনুযায়ী আলোচনা না করেও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। শ্রীমদন প্রসাদ সিংহ ও শ্রীবিধান অধিকারী প্রস্তাব করেন যে নির্বাচন অন্তর করে একই সঙ্গে সভার অন্য আলোচনা চলতে পারে।

কিন্তু আলোচনায় কোন ঐকমত্য না হওয়ায় সভাপতি আগে নির্বাচন হবে কি না, এই প্রস্তাবের উপর সভার মতামত আহ্বান করেন। সভার অধিকাংশ সদস্য (ভিন্ন মত বাদে) প্রথমে নির্বাচনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

অতঃপর সভাপতি নির্বাচন পরিচালনার ভার শ্রীনাড়ি গোপাল ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব অর্পণ করেন, এবং শ্রীভট্টাচার্যকে সহযোগিতা করার জন্য সর্বশ্রী সুনীলকুমার রায় ও বিধান অধিকারীকে নির্বাচন করেন।

নির্বাচন আরম্ভের পূর্বে যে সমস্ত পদে একটির বেশি মনোনয়ন পত্র জমা পড়েনি সেই সব পদে বৈধ মনোনয়নপত্র দাতাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়।—

কর্মকর্তা পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন :

সভাপতি : শ্রীকলিকৃষ্ণ রায়

যুগ্মকর্মসচিব : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীসত্যব্রত সেন

সম্পাদক, প্রবাসীর : শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

প্রতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন :

বর্ধমান জেলা : জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

হাওড়া জেলা : সবুজ প্রবাসীর, নিজবালিয়া

মেদিনীপুর জেলা : গ্রাম স্বরাজ পরিষদ, দক্ষিণ চাঁচারিয়া

কর্মসচিব যে সমস্ত জেলা থেকে কোন মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি অথচ নির্বাচিত হওয়ার মত যোগ্যতা আছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম কাউন্সিল সদস্যপদের জন্য প্রস্তাব করেন এবং সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সর্বসম্মতিক্রমে কাউন্সিল সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয় :

বাঁকুড়া জেলা : ধ্রুব সংহতি, বালসী

বীরভূম জেলা : নেতাজী সাহিত্য পাঠাগার, পাচসার

কোচবিহার : নেতাজী স্মৃতি পল্লী পাঠাগার, নাজির হাট

দার্জিলিং : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মহকুমা প্রবাসীর, শিলিগুড়ি।

হুগলী জেলা : হুগলী জেলা প্রবাসীর পরিষদ, চুঁচুড়া। ত্রিবেণী-হিতসাধন সমিতি সাধারণ প্রবাসীর।

জলপাইগুড়ি : মাল প্রগতি সংঘ, মাল

যাদবপুর : প্রগতি সংঘ, যাদবপুর

মুর্শিদাবাদ : বহরমপুর গার্লস কলেজ, বহরমপুর

নদীয়া : নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, মূর্শী

পশ্চিম দিনাজপুর : পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট।

নির্বাচন আরম্ভের পূর্বে নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সদস্যদের ওয়াকিবহাল করান সভাপতি ও কর্মসচিব। এই অবসরে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নির্বাচন শেষে এবং ভোট গণনা চলাকালীন সভায় আবার আলোচনা শুরু হয়। সভায় কর্মসচিব ১৯৭৬-৭৭, সালের বার্ষিক বিবরণ পেশ করেন। বিবরণ প্রসঙ্গে কর্মসচিব শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে স্বল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটুকু কাজ হয়েছে তার জন্য তিনি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।—

বার্ষিক বিবরণীর উপর আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, বার্ষিক বিবরণীর সঙ্গে যুগ্ম-কর্মসচিবের পদত্যাগ পত্র ছাপানো ঠিক হয় নি, বিশেষতঃ এর ফলে বার্ষিক বিবরণীর জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী বলেন, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির যে হিসাব একস্থানে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে পরবর্তী অংশের মিল নেই, এছাড়া তিনি লাইব্রেরীয়ার জন্য সরকারী সাহায্য কি হ'ল তা-ও জানতে চান। শ্রীঅজয় ঘোষ বলেন, সদস্য সংখ্যার হিসাবে ভুল না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের সংখ্যা হিসাব করেই এই সংখ্যা দেখানো হয়। কিন্তু প্রতি বছর বেশ কিছু ছাত্র আর সদস্যপদ পুনর্বীকরণ করান না। এ ছাড়া তিনি বলেন শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ পেশায় গ্রন্থাগারিক ছিলেন না, এ কথা লেখার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

শ্রীঅজয় রায় বার্ষিক বিবরণী বহির্ভূত বিষয় নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করলে শ্রীঅরুণ রায় Point of Order তোলেন। সভাপতি শ্রীঅজয় রায়কে বিবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেন। শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে দামী বছরে গ্রন্থাগারে মাত্র ১৭ খানা বই কেনা হয়েছে, এটা খুবই অল্প। লাইব্রেরীর প্রকাশের জন্য কেন সরকারী অনুদান পাওয়া যায় নি এবং কেনই বা ছাত্র-সংযোগ সমিতি রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভার দায়িত্ব নেন নি। শ্রীঅশোক দে বার্ষিক বিবরণীর সঙ্গে যুগ্ম কর্মসচিবের পদত্যাগ ছাপানো নিয়ে আপত্তি করেন।

শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন পরিষদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়া তিনি গ্রন্থাগারে পত্রিকার যান নিরুদ্যমী বলেও অভিযোগ করেন। শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় বার্ষিক বিবরণীতে জেলা ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা দেওয়ার আবেদন করেন এবং শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক বলেন, যে আগামী বছরের বার্ষিক বিবরণীতে সম্মানিত সদস্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হয়।

বার্ষিক বিবরণীর সঙ্গে যুগ্ম-কর্মসচিবের পদত্যাগ ছাপানোর প্রসঙ্গে শ্রীঅরুণ রায় বলেন যে, প্রত্যেক সদস্যেরই এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। কি বাইরে পাঠানোর সময় যেন এই অংশ বাদ দিয়ে পাঠানো হয়। শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বার্ষিক বিবরণীর পরিশি অংশের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন বর্তমানে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোল যে সুযোগ এসেছে তার সদ্ব্যবহারের জন্য সকলের এগি আসা উচিত। শ্রীশান্ত বাগচী বলেন, একটু সচেষ্ট হলে পরিষদের সদস্য হ্রাস রোধ করা যেতে পারে, বিশেষত বছরে সদস্য সংখ্যা হ্রাসের পরিমান অনেক কম।

আলোচনার শেষে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দেন ক সচিব। তাঁর বক্তব্যের পর কার্য বিবরণী সভায় স মোদিত হয়।

অতঃপর সভায় ১৯৭৬-৭৭ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষি হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রীসত্যব্রত সেন। আলো প্রসঙ্গে শ্রীদেবদাস চট্টোপাধ্যায় জানতে চান যে ICSS Project প্রকল্পের যিনি দায়িত্বে ছিলেন তার কা কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছে কিনা, তা ছাড়া ঐ প্রকল্পের C ordinator তাঁর নিজের নামে কিভাবে টাকা জমা দেন বা পরিষদের অর্থ? শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ বলেন

ICSSR Project ও ISM Project নিয়ে আলাদা করে হিসাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা কেন করা হয় নি ?

আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে কোষাধ্যক্ষ জানান যে যেহেতু এই Project-এর কাজ শেষ হলেও হিসাব সম্পূর্ণ হয় নি, তাই আলোচ্য বছরে কোন পূর্ণাঙ্গ হিসাব দেওয়া হয় নি, তবে আগামীবারে দেওয়া হবে। আর Project-এর কাজের হিসাব আলাদা করে দেওয়ার কথা হয়েছে কেবল ISM Project সম্বন্ধে, তার হিসাব দেওয়া হয়েছে।

ICSSR Project সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে কর্মসচিব জানান যে Project Co-ordinator-কে অবিলম্বে টাকা ফেরৎ দিয়ে হিসাব মিটিয়ে ফেলার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে, এবং এই কাজের সংশ্লিষ্ট Co-ordinator-কে তাঁর কাজ সঠিক হয় নি বলে জানানো হয়েছে। সর্বশ্রী দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ ঘর ও মদন রায় জানতে চান যে এই সিদ্ধান্ত কেন বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করা হয়নি। কর্মসচিব জানান যে যুগ্ম-কর্মসচিবের পদত্যাগ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তাই তা প্রকাশ করা হয়েছে কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কিন্তু কারো কাজ অন্যায় হয়েছে বলে কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। অতঃপর সভা বার্ষিক হিসাব অনুমোদন করে।

এরপর নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ সংবিধান উল্লেখ করে বলেন যে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে প্রস্তাব পাঠাতে হলে সাধারণ সভার অন্ততঃ ৭ দিন পূর্বে পাঠাতে হবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে সভার ৪ দিন আগে এই ধরণের প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে, যদ্যপরই এই সময়ে কোন প্রস্তাবই সংবিধান সম্মত নয়। কর্মসচিব শ্রীঘোষের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ধন্যবাদ জানান এবং এই ত্রুটি স্বীকার করেন।

বিবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় প্রেরিত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে যেহেতু গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহ রবিবার ছুটি থাকে না এবং সে কারণে, সেখানকার প্রতিনিধিদের সভায় উপস্থিত হতে অসুবিধা হয়, সেইজন্য সাধারণ সভা কোন সাধারণ ছুটির দিনে করার কথা বিবেচনা করা হোক। শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় জেলা শাখা গঠন সম্পর্কেও কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন।

কর্মসচিব জানান যে সাধারণ সভার তারিখ ধার্য হয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় এবং পরিষদের জেলা শাখা গঠনের দায়দায়িত্ব সাধারণ গ্রন্থাগার সমিতির ও কার্য-নির্বাহক সমিতির, তাই সব প্রস্তাবই কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় পেশ করা হোক।—এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন বলেন, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা কাম্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা প্রস্তাব করেন যে অর্থের দায়ভার করার জন্য বার্ষিক বিবরণী 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সঙ্গে পাঠানো হোক। শ্রীদেবদাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগারের বই নিয়ে রেখেছেন, তাঁদের অবিলম্বে বই ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। অরুণ আদিত্য প্রস্তাব করেন যে নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করা দরকার। এছাড়া পরিষদে একটি Refresher Course-ও চালু করা হোক। শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ বলেন, গ্রন্থাগার পত্রিকা ও বার্ষিক বিবরণ ঠিকমত পৌঁছায় নি, এই সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ভালো প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠানোর জন্য সকলকে আহ্বান জানান এবং পত্রিকা প্রকাশনে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।

অতঃপর সভায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন-পরিচালকমণ্ডলী।

নির্বাচনের ফলাফল :

সভাপতি : শ্রীকণিভূষণ রায়

সহ-সভাপতি : সর্বশ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য
সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী
যুগ্ম-সম্পাদক : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক : শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীসত্যব্রত সেন
গ্রন্থাগারিক : শ্রীঅশোক বসু
সম্পাদক, গ্রন্থাগার : শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

কাউন্সিল সদস্য : ॥ ব্যক্তিগত ॥

সর্বশ্রীঅরুণকুমার রায়, আশীষ নিয়োগী, কালীপ্রসাদ, চঞ্চল কুমার সেন, তপনকুমার সেন, দুয়ারকান্তি সান্যাল, দীপক কুমার রায়, পরেশচন্দ্র সাহা, প্রদ্যোত বসু চৌধুরী, প্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস, মিনতি চক্রবর্তী, শশাঙ্ককুমার বাগচী, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণকুমার দত্ত।

কাউন্সিল সদস্য : ॥ প্রতিষ্ঠানগত ॥

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, কলিকাতা ; নজরুল পাঠাগার, কলিকাতা ; কানাই স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা ; নেতাজী স্মৃতি পল্লী পাঠাগার, কোচবিহার ; ব্রত সংহতি, বালসী, বাঁকুড়া ; পাঁচ সভা, বীরভূম ; জাড়গ্রাম রাধেলাল পাঠাগার, বর্দ্ধমান ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাব-ডিভিসনাল লাইব্রেরী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ; হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, চুঁচুড়া, হুগলী ; ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ গ্রন্থাগার, হুগলী ; নবমুক্ত গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া ; মাল প্রগতি সংঘ, মাল, জলপাইগুড়ি ; প্রগতি সংঘ, ঝবিপুর, মালদা ; দক্ষিণ চাঁচারিয়া গ্রাম স্বরাজ পরিষদ, প্রতাপপুর, মেদিনীপুর ; বহরমপুর গার্লস কলেজ, মুর্শিদাবাদ ; নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর ; ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর, ২৪ পরগণা ; পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সভার কাজ শেষ হয়। সভাপতি ও সভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানান কর্মসচিব। সভাপতি সকলের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কাউন্সিল সভা

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

আলোচ্য বিষয় :

১। গত কাউন্সিল সভার বিবরণী অনুমোদন
২। ৪২-তম বার্ষিক সভার বিবরণী পাঠ
৩। কাউন্সিলে Co-option
৪। ৭-জন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন
৫। বিভিন্ন উপসমিতি গঠন
৬। গ্রন্থাগার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নির্বাচন
৭। ১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ
৮। ১৯৭৭-৭৮ সালের কার্যসূচী
৯। ১৯৭৭-৭৮ সালের সংশোধিত বাজেট অনুমোদন
১০। বিবিধ

মোট ২৮জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকলিভূষণ রায়।—

১। সভায় যুগ্মকর্মসচিব শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় গত ২৮শে আগষ্ট ১৯৭৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভা ও সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ করেন এবং তা' অনুমোদিত হয়।

কাউন্সিল ও সাধারণ সভার বিবরণ বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন নেই, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে প্রসঙ্গ উল্লেখ সহ সংক্ষিপ্তাকারে কাউন্সিল ও সাধারণ সভার বিবরণ লেখা হবে। তবে কেউ বিশেষ করে ভিন্নমত পোষণ করলে বা তাঁর বক্তব্য নথিভুক্ত করতে চাইলে সভাপতির নির্দেশানুসারে তা লিপিবদ্ধ করা হবে।

২। আগামী বৎসরের জন্য কাউন্সিল সদস্যপদে সর্বশ্রী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, গোপিকা ঘোষ ও অরুণ আদিত্যের নাম প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়।

৩। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যপদে সর্ব্বশ্রী অরুণ কুমার রায়, চঞ্চল কুমার সেন, হিরণকুমার দত্ত, কালীপ্রসাদ, শশাঙ্ককুমার বাগচী, গৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্যের সমর্থনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। বিভিন্ন উপসমিতি গঠনের প্রসঙ্গে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে আগে বার্ষিক কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করে তারপর বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করা হোক। সেইমত কর্মসচিব আগামী বছরের কর্মসূচী সম্পর্কে এক বিবরণ দেন। এই কর্মসূচীতে রয়েছে রাজ্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী জোরদার করা, বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের সমস্যার সমাধানে সরকারী মহলকে তৎপর করা, পরিষদের প্রকাশন বিভাগ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশ, ডাইরেক্টরী ও পরিভাষা কোষ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা, Refresher Course প্রবর্তন করা, সরকারী নীতি নির্ধারক কমিটিতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য পরিষদের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করা,...ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সংযোগ ও সমন্বয় কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন শ্রীসত্যব্রত সেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি গঠনের প্রস্তাব দেন শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনার পর স্থির হয়, তার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

অতঃপর কর্মসচিব বিভিন্ন উপসমিতি গঠনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবানুসারে সর্বমোট ৯টি সাব-কমিটি ও একটি অস্থায়ী সাব কমিটি গঠিত হয়।

বিভিন্ন উপসমিতি গঠন প্রসঙ্গে যুগ্মকর্মসচিব প্রস্তাব করেন যে উল্লিখিত সমিতি ছাড়াও (১) সংবিধান অনুযায়ী ও সংশোধন; এবং (২) পরিষদকর্মীদের চাকুরীর সর্তাবলী সম্পর্কে দুটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। এই প্রসঙ্গে স্থির হয় যে আগামী কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

একই সদস্যের নাম বিভিন্ন উপসমিতিতে সংযোজিত করার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত হয় যে সদস্যদের পছন্দানুসারে যে কোন তিনটি উপসমিতিতে তাঁর নাম রাখা হবে। একই সদস্য তিনটির বেশি উপসমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক সমস্ত উপ সমিতিগুলির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন এবং গ্রন্থাগারিক পদাধিকারবলে শিক্ষণ উপসমিতির সদস্য হবেন।

অতঃপর গ্রন্থাগার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক পদে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মল্লিকের নাম প্রস্তাব করেন পত্রিকা সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৭৭-৭৮ সালের হিসাব পরীক্ষক হিসাবে মেসার্স জর্জ রিড অ্যাণ্ড কোম্পানীকে সর্বমোট ২৫০ টাকার পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিয়োগের প্রস্তাব করেন কোষাধ্যক্ষ। এই প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর কোষাধ্যক্ষ ১৯৭৭-৭৮ সালের সংশোধিত বাজেট পেশ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে স্থির হয় যে সরকারের অনুদানের অনুমোদন সাপেক্ষে ঘাটতি বরাদ্দ ব্যয় করা যাবে, অন্যথায় বিভিন্ন উপসমিতির সদস্যরা অন্ততপক্ষে বরাদ্দ ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ কম ব্যয় করার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। অতঃপর ব্যয় বরাদ্দের কিছু রদবদল সহ বাজেট অনুমোদিত হয়।

বিবিধ আলোচনার প্রসঙ্গে কর্মসচিব জানান যে আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর '৭৭ পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসম্ভু ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হবে।

শ্রীনগাঙকুমার বাগচীর 'কেস' চলাকালীন ব্যয় বাবদ মাসিক আটশত টাকা অনুমোদিত হয় তবে এই টাকা দানের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। সমস্ত টাকাই পরিষদের 'গ্রন্থাগারকর্মী সুহৃদ ভাণ্ডারে' জমা পড়বে এবং প্রয়োজনানুযায়ী খরচ হবে। শ্রীঅশোক দাস – ৫০ টাকা, শ্রীকণিভূষণ রায় ২৫ টাকা ও শ্রীহিরণকুমার দত্ত ২০ টাকা 'গ্রন্থাগার কর্মী সুহৃদ ভাণ্ডারে'র জন্য একত্রিত দান হিসাবে সেক্রেটারিয়েটের হাতে শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ১০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

অতঃপর সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে পরিষদের সম্মানিত সদস্য শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুকে কাউন্সিল সভায় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে সভায় বিজ্ঞপ্তি পাঠান হবে।

সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

★　★　★

ডেপুটেশন, সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ

(১লা জুলাই ১৯৭৭ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নূতন বেতন কাঠামো দাবী

অবহেলিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের একটি পরিকল্পনা বিগত ২।৩ বছর ধরে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। ২৭শে জুলাইয়ের সভাধিবেশনে পরিষদের পক্ষ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়। অবশেষে এই বিষয়ক ফাইলটি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের বিবেচনার জন্য আসে। পরিষদের পক্ষ থেকে ৬, ১৪ ও ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিষয় সুপারিশ করে ফাইলটি অর্থ দপ্তরে প্রেরণ করেছেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি লিখিত স্মারকলিপির মাধ্যমে পরিষদের পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দ্রুত বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হয়।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেনের পুনর্বহাল দাবী

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেনকে বিনা কারণে কর্মচ্যুত করার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং শ্রীসেনের পুনর্বহাল দাবী করে ১লা জুলাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নিকট এবং ২০শে ও ২৭শে জুলাই রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের নিকটও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এই বিষয়ে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আরো তিন বার সাক্ষাৎকার হয়। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে শ্রীঅশ্বিনী সেনের পুনর্নিয়োগে আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ কার্যকর করার জন্য মেদিনীপুর জেলার DSEO যে টালবাহানা করছেন তার প্রতিবাদ জানিয়ে ১২শে সেপ্টেম্বর DDPI (Soc. Edn. নিকট এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে নিকট বক্তব্য ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেলন

গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ নির্বাচনের স্বাধীনতা খর্ব করা প্রকাশিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে উৎকৃষ্ট প্রণোদি ভাবে গ্রন্থ-ক্রয় ও সরবরাহ করার প্রতিবাদ জানিয়ে এ উক্ত সংস্থায় রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির পুনর্গঠন দাবী ক ২০শে ও ২৭শে জুলাই তারিখে রাজ্যের প্রাথমি মাধ্যমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক প দের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

উক্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী করে এ কাউন্সেলনের সদর দপ্তর কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থা করের সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পক্ষ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় সংবাদপত্রে এক বিবৃ দেওয়া হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বক্তব্যকে উ

করে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় লেখা হয়।

ইউ জি সি-র আওতা বহির্ভূত বে-সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে

২০শে জুলাই এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ মহাশয়ের নিকট সাক্ষাৎকারের সময় উপরোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে কয়েক মাস আগে রাজ্য সরকার ঘোষিত বেতনক্রমের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সরকারী সার্কুলারের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দেখিয়ে এই সম্পর্কে অবিলম্বে নূতন বেতনক্রম প্রবর্তন দাবী করা হয়। সরকারী সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ, কর্মিকদের বেতনের সমতুল এই নূতন বেতনক্রম প্রবর্তন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

ইউ জি সি বেতনক্রমের ডিফেরেন্স সম্পর্কে

১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট এক স্মারকলিপিতে ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে চালু ইউ জি সি বেতনক্রমে গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ডিফেরেন্স বিষয়ে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নানা রকম গড়িমসি, ধীরে কাজ করার নীতি এবং কতকগুলি ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হয়। সম্প্রতি যে ডিফ-হক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাও বলা হয়। এই কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে একটি Implementation Committee গঠনের অনুরোধ জানান হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

প্রস্তাবিত ইউ জি সি বেতনক্রম সম্পর্কে

১-৪-১৯৭০ তারিখ হতে ইউ জি সি-র সুপারিশক্রমে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নূতন বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য এক সার্কুলার রাজ্য সরকার সমূহের নিকট প্রচার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে ভারত সরকার ও ইউ জি সি-ও এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করছেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহেলিত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বেতনক্রম চালু করার সময় রাজ্য সরকারকে উদার ও সহানুভূতির মনোভাব নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান হয়। বিশেষ করে বলা হয় যে সার্কুলারে উল্লিখিত বর্তমান চালু বেতনক্রম (existing pay scale) সম্পর্কে কঠোর মনোভাব নিলে অনেক কর্মীই বঞ্চিত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের বাইরে অন্য সব বৃত্তিকুশলী কর্মীদের এই পরিকল্পনার বাইরে রাখার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ইউ জি সি বেতনক্রমের আওতায় আনা সম্পর্কে

রাজ্য সরকার সরকারী কলেজের শিক্ষকদের ইউ জি সি বেতনক্রমের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কয়েক বছর আগেই। কিন্তু সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক আজও ইউ জি সি বেতনক্রমের আওতায় আসেন নি। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট সাক্ষাৎকারের সময় এই বিষয় একটি স্মারকলিপি পেশ করে এই শ্রেণীর কর্মীদের ইউ জি সি বেতনক্রমের আওতায় আনার অনুরোধ জানান হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

শ্রীশশাঙ্ক বাগচীর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ

ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিকাল রিসার্চের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীশশাঙ্ক বাগচীকে অন্যায় ও খাম-

যেভাবেই যে পদ্ধতি করা হয়েছে, তাতে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবী জানিয়ে ১৬শে আগষ্ট এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

ষ্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর চারজন সহকারী গ্রন্থাগারিকের বেতনক্রম সম্পর্কে

রাজ্য সরকারের সার্কুলার অনুযায়ী ষ্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর চারজন সহকারী গ্রন্থাগারিক ওয়েষ্ট বেঙ্গল য়ুনিয়ন এডুকেশন সার্ভিসের সমতুল বেতন ক্রম পাওয়া উচিত। তা বিগত কয়েক বৎসর তাদের দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম চালু করা সম্পর্কে

প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী কর্মীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বেতনক্রম প্রথা (অনসলিডেটেড পে) অবসান করে এবং সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম চালু করার দাবী জানিয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের নিকট এক স্মারক লিপি পেশ করা হয়।

অন্যান্য স্মারকলিপি পেশ ও সাক্ষাৎকার

(ক) ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপিতে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে পরিভাষা প্রণয়ন ও প্রকাশন সম্পর্কে পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট আর্থিক অনুদান প্রার্থনা করা হয়।

(খ) ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপিতে রাজ্যের টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক বাংলা ভাষা প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

(গ) সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গ্রন্থাগারিককে কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডি এ ইত্যাদি না দেওয়ার এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষন করে চিঠি দেওয়া হয়।

(ঘ) নবগ্রাম হীরালাল কলেজের গ্রন্থাগারিক এবং বহরমপুর গার্লস কলেজের গ্রন্থাগারিকের এক-হক ও ডিপ্লেসন সম্পর্কিত বিষয়ে DDPI-র সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

(ঙ) দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিককে ইউ জি সি বেতনক্রমের জন্য সুপারিশ করার জন্য উক্ত কলেজের অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত সাক্ষাৎকারের সময় পরিষদের প্রতিনিধির সঙ্গে কলেজ টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক এবং সভানিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি ও উপস্থিত ছিলেন।

(চ) ২০শে জুলাই, ১৯শে সেপ্টেম্বর DDPI (Social Education)র নিকট ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠন ও প্রকাশনে সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করে সাক্ষাৎ করা হয়।

(ছ) ৬ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতা গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল শিক্ষনের পুনর্বহালের প্রশ্নে DDP (Social Education)র সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়।

(জ) অমুক জেলা গ্রন্থাগার কমিটির পুনর্গঠন করে জেলা গ্রন্থাগারিককে বাদ দিয়ে কমিটি পুনর্গঠনের প্রতিবাদ জানিয়ে ২৬শে সেপ্টেম্বর DDPI (Social Education) নিকট চিঠি।

(ঝ) সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মীনিয়োগে বয়সসীমা বৃদ্ধি করতে অনুরোধ জানিয়ে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট ১৯শে সেপ্টেম্বর এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

।। অন্যান্য সভা ।।

'পপসি' সম্পর্কে আলোচনা সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিক ব্রাঞ্চি মার্কেন্টাইল যৌথ উদ্যোগে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় অধ্যাপক গণেশ ভট্টাচার্য্য (ডি আর টি সি) 'পপসি' ইণ্ডেক্সিং প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বৃটেনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা সভা

২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে পরিষদ ভবনে নীল পলিটেকনিকের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডি ই ডেভিনসনকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন শ্রীকনিভূষণ রায়। অধ্যাপক ডেভিনসন বৃটেনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষন বিষয়ে আলোচনা করেন

প্রতিবেদন : মিলন্তি চক্রবর্তী

সাম্প্রতিক বই

কুলদীপ নায়ার। দি জাজমেন্ট ; অনীশ মিত্র অনূদিত। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ১২.০০।

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত। জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল। কলিকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৭। ১০.০০।

গৌরীন সেন। তালাশ। কলিকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৭। ৭.০০। (রাজনৈতিক উপন্যাস)।

তরুসখ বসু। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য বিচার। কলিকাতা, মণ্ডলবুক হাউস। ১০.০০।

কেতকী কুশারী ডাইসন। বকুল। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৫.০০। [কবিতা]।

বিষ্ণু দে। উত্তরে থাকো মৌন। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৫.০০। [কবিতা]।

গৌতম রায়। গ্রীক প্রেমকথা। কলিকাতা, নাথ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭। ১২.০০।

সুজিতনাগ, সম্পাদিত। আচার্য সুনীতিকুমার। কলিকাতা, নিউ বুক এন্টার প্রাইজ, ১৯৭৭। ৮.০০।

বেহুইন। জেল ও জল্লাদ। কলিকাতা, পূর্বাচল, ১৯৭৭। ২খণ্ড। প্রতি খণ্ড ১২.০০। [সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা]।

আবু সয়ীদ আইয়ুব। পথের শেষ কোথায়। কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭। ১২.০০। [প্রবন্ধ]।

বকুল সেনগুপ্ত। ইন্দিরা একাদশী। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। সুলভ সং ৫.০০ ; শোভন সং ১০.০০।

বীরেন্দ্র দত্ত। রানার চলেছে, রানার। কলিকাতা, সাহিত্য সংস্থা, ১৯৭৭। ১০.০০। [কবি সুকান্তের জীবন কথা]।

আশিতাপ্রসাদ মজুমদার ও সুধীরকুমার অধিকারী, সম্পাঃ। শরৎ-জিজ্ঞাসা। বর্ধমান, ধ্বনি কার্যালয়, ১৯৭৭।

গোপালচন্দ্র রায়, সম্পাদিত। শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা। কলিকাতা, সাহিত্য সদন, ১৯৭৭। ১০.০০।

শৈবেন্দু মুখোপাধ্যায়। ভাওলা। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৮.০০। [উপন্যাস]।

মুক্তি চৌধুরী—ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর। কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৭৭। ১৭.০০।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়। ভেঙে যায় অনন্ত বাধায়। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৫.০০। [কবিতা]।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত। নিত্যার্থসংকর : সিদ্ধি ও নির্বাচন। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৬.০০।

সুমুখ দাসগুপ্ত ও পবিত্রোষ পাল। অন্ধকারের দিনগুলি। কলিকাতা, গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৭৭। ৬.০০। [পঃ বঙ্গে পুলিসী রাজত্বের নেপথ্য কাহিনী]।

তথাগত গুপ্ত। ইন্দিরার জেলে নকশাল বন্দী। কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৭৭। ৮.০০।

চাপকা সেন। পুত্র, পিতাকে। কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৭। ১৮.০০। [উপন্যাস]।

শ্রীপান্থ। যখন ছাপাখানা এলো। কলিকাতা, সংস্কৃতি ও গবেষণাকেন্দ্র, ১৯৭৭। ১৮.০০। [গত দু'শ বছরের মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাস]।

সলীল চট্টোপাধ্যায়। শ্বেত পাথরের টেবিল। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৬.০০ [সরল গল্পের সংকলন]।

হিমানীশ গোস্বামী। দাবা কেমন করে খেলতে হয়। কলিকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৭। ১৫.০০।

গোপাল হালদার। সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা। কলিকাতা, অরুন, ১৯৭৭। ১০.০০।

বিষ্ণু দে। যামিনী রায়। কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭। ১৫.০০।

নরীন্দ্রকুমার ঘোষ। বাংলা বানান। কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭। ১০.০০। [বাংলা বানান সম্পর্কে]।

অরুণ সেন। 'এই মৈত্রী! এই মনান্তর!' কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭। ১০.০০। [চিঠি পত্রে সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দের বন্ধুত্ব ও মনান্তরের ইতিহাস]।

সুরমা ঘটক। ঋত্বিক। কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭। ২০·০০। [ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে]।

সুমুদকুমার ভট্টাচার্য। উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস। কলিকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ১৯৭৭। ১৮·০০।

সেদুইন। গ্যাং অফ কোর। কলিকাতা, অন্বেষা, ১৯৭৭। ১৪·০০। [চীনের বর্তমান রাজনৈতিক কলাব ইতিহাস]।

সুবল সেনগুপ্ত। রাজা রাজনীতি। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৮·০০। [রাজনৈতিক প্রবন্ধ]।

হরেনারায়ণ ভট্টাচার্য। হিন্দুদের দেবদেবী (সচিত্র)। কলিকাতা, কার্মা কে. এল. এম, ১৯৭৭। ১৭·০০।

আনন্দ রায়, সম্পাদিত। বুদ্ধদেব বসু ; নানা প্রসঙ্গ। কলিকাতা; বর্ণালী, ১৯৭৭। ১২·০০।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। হিমযুগ। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৫·০০। [কবিতা]।

বিমল মিত্র, অনূদিত। ও হেনরীর শ্রেষ্ঠ গল্প। কলিকাতা, অমর সাহিত্য, ১৯৭৭। ১৪·০০।

বিভূপ্রসাকর। ছদ্মছাড়া মহাপ্রাণ ; দেবকীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রবিওয়াল অনূদিত। কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭। ২ খণ্ড। একত্রে ২৬·০০। ['আওয়ারা মসীহা'-র বঙ্গানুবাদ]

বিমল কর। প্রচ্ছন্ন। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ১০·০০ [উপন্যাস]।

জনার্দন ঠাকুর-এ ইন্দিরা এণ্ড কোং। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৮·০০। [অলদি প্রাইম মিনিস্টারস্ মেন-এর বঙ্গানুবাদ]।

উত্থানপদ বিজলী, অনূদিত। এক বসন্ত। কলিকাতা, শৈব্যা পুস্তকালয়, ১৯৭৭। [কোরিয়ার কবিতা]

শিবরাম চক্রবর্তী। হর্ষবর্ধনের নানান কাণ্ড। কলিকাতা, শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭। ৫·০০। [ছোটদের জন্য হাসির গল্প]।

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনূদিত। প্রতিবেশী সংবাদ। কলিকাতা, প্রাইমা পাবলিকেশনস, ১৯৭৭। ১০·০০। [সমকালীন অসমীয়া কবিতা]।

কল্পতরু সেনগুপ্ত, সম্পাদিত। নজরুল গীতি অন্বেষা। কলিকাতা, ছায়ানাল বুক এজেন্সী, ১৯৭৭। ১০·০০।

ভদ্রেন্দু সহকার। ইন্দিরা গান্ধী ও গোয়েন্দা দপ্তর। কলিকাতা, মণ্ডল এণ্ড সন্স, ১৯৭৭। ৬·০০।

শৈলেশ দে। গান্ধীজী ও নেতাজী। কলিকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৭৭। ২·০০।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সিলোটিনে আলপনা। কলিকাতা. লিপনেট, ১৯৭৭। ৫·০০। [কবিতা]।

যোগেশ বিশ্বনাথম্, অনূদিত। এখন যে হাওয়া বইছে। কলিকাতা, নিউ বুক সেন্টার, ১৯৭৭। ৫·০০। [অন্ধ্রের বিপ্লবী সাহিত্য কর্মীদের লেখা গল্পের সংকলন]।

জ্ঞানেন বসু। যা বলা হয়নি। কলিকাতা. রিজেন্ট পাবলিকেশন, ১৯৭৭। ১০·০০। [জনতা সরকারের ছ'মাসের রাজত্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য]।

উমা বাসুদেব। রহস্যময়ী ইন্দিরা গান্ধী। কলিকাতা রিজেন্ট পাবলিকেশন, ১৯৭৭। ১০·০০। [The faces of Indira Gandhi-র বঙ্গানুবাদ]।

প্রবোধচন্দ্র সেন। ছন্দ পরিক্রমা। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা ১৯৭৭।

জয়প্রকাশ নারায়ণ। কারাবাসের কাহিনী। কলিকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ৫·০০। [জরুরী অবস্থায় জেলে আটক থাকার সময়ের একটা অংশে ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই থেকে ৫ নভেম্বর—মোট সাড়ে ৩ মাসের দিনলিপি এই 'কারাবাসের কাহিনী']।

জ্যোতির্ময় বসু। টাকা ও অবতার গোপন উৎস কলিকাতা. বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭৭। ১০·০০ [ইন্দিরা সরকারের দুর্নীতির কাহিনী]।

সুবর্ণন রায় চৌধুরী। ইন্দিরাশাহী। কলিকাতা, নবজাতক ১৯৭৭। ৬·০০।

বীর মশারফ হোসেন। আমার জীবন ; ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৮৪। ২০·০০।

সম্পাদন : অমলেন্দু আচার্য

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar. Vol. 27, No. 1. April-May '77

Editorial Page 1

It deals with the circumstances for which a good number of library workers have lost their job. These are the case of victimisation. We firmly believe that it is not possible to give proper service to the readers if the library workers have no service security. And also we demand that all terminated employees must be reinstated immediately with full benefits.

Assessment of the use of books by the users of books. By Dr. Jimutabahan Ray Page 3

It aims to discuss the nature of the use of books. It also surveys on the procedure in which the account of the use of books are taken in different kinds of libraries. In order to make the analysis on the subject it is provided with some statistics.

Welcome address of the Reception Committee to 33rd Conference Bengal Library Association. Page 13

—Expressed hope for the grand success of the conference and it would be able to show a new line in which the seeds of greater library movement could be launched.

33rd Bengal Library Conference, Chinsura, 8-10, April, 1977.

Opening Session :

Inauguration Session was started with a song. President of the Conference was Sri Bimalendu Majumder, the Chief guest was Sri Baidyanath Banerjee Chaudhury and the inaugarator was Prof. Chandrasekhar Debnath.

1st. Session : Deals with 'the public library and its services'. The session was conducted by Arunkanti Dasgupta.

2nd. Session : Deals with 'Academic Libraries and their services'. The session was conducted by Sri Santi Pada Bhattacharya. All participants discussed the problems faced by the academic libraries and they also tried to show a guide line through which the problems could be solved.

Closing Session : It was conducted by Sri Phanibhusan Ray. Some proposals were taken after discussion.

The official proposals of the 33rd Conference of Bengal Library Association have been mentioned :

1. Demands free and integrated public library system under law.
2. 2.5% from education budget to be spent in the development of libraries.
3. Immediate implementation of library centred educational system and recommendations of Kothari Commission.
4. School library system is to be introduced.
5. Public libraries are to be used as Information Centres.

6. Standard of service of the public libraries is to be improved. B.L.A is requested to frame some norms considering the levels of the public libraries.
7. Proposal on Raja Rammohan Roy Library Foundation.
8. Proposal on the removal of illiteracy.
9. Proposal on National Library.
10. Proposal on educational library
11. Proposal on users' library education.
12. Proposal on College and University Library.

List of participants in the 33rd Bengal Library Conference of Cluchura, 1977. Page 35

Obituary : Gurudas Bandyopadhyay Page 38

The Association pays homage to the departed soul of Late Gurudas Bandyopadhyay.

Vol. 27, No. 2 **May-June '77.**

(Special issue on Library Legislation)

Editorial in favour of library legislation

Page 37

It has traced on the need of disseminating information to the people. Public library can play the role of collecting and circulating information. It also points out that the academic libraries like Universities and Colleges play important role in the circulation of information although services rendered by them are not up to the level. But the school and the public libraries are lacking in respect of the utilisation of information. It advocates that the scheme of irradication of illiteracy should be library centred and there should be integrated library system in our state under library law in order to save from the decaying

নতুন প্রকাশিত হল :

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

শ্রী গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। খ্রীঃ অব্দের হাজার বছরের মধ্যে হিউ-এন-সাঙ, ইৎ-সিং প্রমুখ যাঁরা ভারতে এসেছেন এবং কাম্বপ, মাতঙ্গ প্রমুখ যাঁরা চীনে গিয়েছেন তাঁদের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস। চারটি বিদেশ মানচিত্র। [১০·০০]

অন্যান্য বই :

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্য সমূহের বিবরণ; ভারতীয় সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫·০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ও লাহুড়ির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশদ পরিচয়। [২০·০০]

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

শতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। কয়েকটি মানচিত্র। [১৫·০০]

বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তত্ত্ব, বিবর্তন ও কয়েকটি বিশিষ্ট কীর্তনীয়ার জীবন-চরিত। ১০ ছবি। [১০·০০

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১০টি সেরা সংস্কৃত নাটকের গল্পরূপ। [৮·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

condition of our public libraries. Almost all the political parties expressed their view in favour of library legislation. It may also be mentioned that Left Front has included library legislation in their Election Manifesto.

Proposal : Page 39

Proposals of the 33rd Conference of B.L.A. has already mentioned in Vol. 27, no. I.

Why we need library legislation in West Bengal ? Page 44

Deals with the need for library legislation in West Bengal and has also explained here how library legislation can help to start an integrated free library system in our state. It gives us a clear picture of different kinds of libraries in West Bengal such as libraries run on subscription, run by the assistance of the Govt. and finally it analyses the problems faced by these libraries.

Vol. 27, No. 3, June-July 77

Editorial : National Library and NISSAT Page 47

The editor is in favour of repealing the National Library Act of 1976. He feels that the administration of the National Library should not be placed under an autonomous body. It should be controlled by the Central Govt. which will remove the different difficulties and solve various problems which the National Library is facing now-a-days.

NISSAT : A scheme was made in a conference hold on September in 1974 to establish national central body of information to help the libraries in supplying information to readers when necessary. But nothing tangible is yet to happen.

National Library and its present problems. (2) By Anadi Gupta. Page 49

Abstracts will be published with the Abstracts of Vol. 27, No. 5.

Inter-library Resource Centre. By Sasanka Kr. Bagchi. Page 53

Inter library Resource Centre has been established at Delhi and also at Hyderabad. This is a very welcome news for the research-scholars specially for the researchers on social science.

Practically inter library service has not yet been materialized though much discussion about it has taken place. By this system research-scholars will get research materials ready at hand through the medium of one particular library. But the preparation of a Union Catalogue is sine-qua-non for its successful functioning which is not yet been done fullfledgedly. Some small efforts have been made which are not adequate enough. The basic point of the Scheme of the Inter library Resource Centre will be that different libraries should deposit their journals and serials to a particular definite centre so that the research-scholars can use the materials according to their needs. The Union Council of Social Science Research and Jawaharlal Nehru University at New Delhi have jointly established such a resource Centre. The Indian Council of Social Science Research will establish four such resource libraries at four different zones of the country. The eastern centre will be in Calcutta, Western centre in Bombay, northern centre in Jawaharlal Nehru University, Southern Centre in Osmania University of Hyderabad.

The demand for the repeal of the National Library Act. Page 56

On May 18, 1977 a convention was held by the B L A, IASLIC and the staff of the National Library in the 'Students' Hall' demanding the repeal of the Indian National Library Act of 1976 under the presidency of Sri Sudhangshu Kr. Bose of Hindustan Standard.

Many other renowned personalities took part in it and placed their respective views expressing grave concern over the Act. The convention thought that the introduction of such an Act would denigrate the dignity and status of the National Library of India.

Library Science. By Sibendranath Kanjilal. Page 60

The Librarian holds a very responsible position in the present set-up of the society.

Library is, so to say, a repository of knowledge where scholars and serious readers come to satisfy their thrust of knowledge and get necessary information to suit their needs.

The duty of the librarian is to help the readers get the right book at the right time without wasting time of the readers.

With this end in view, he should procure and arrange all sources of information for the readers in an organised way. He should be dynamic and alert and keep pace with the advancement of knowledge so that he will be a friend and guide to those who come to the library. Service to the readers should be the motto of every Librarian.

Spot Light on Libraries : Page 62

Panihati Club : According to the annual report of 1976-77 of the library, the total

নবন সাহিত্যে—
দুঃসাহসিক অভিযান
ক্যাম্পিং হলিডে
(নরওয়ে-ডেনমার্ক-সুইডেন পর্ব)
অধীর ঘটক
দশ টাকা
প্রকাশক :
অভিযাত্রী ৩৪/১ মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬
প্রাপ্তিস্থান :
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মাথ ব্রাদার্স
ডি. এম. লাইব্রেরী

লেখা-পড়ার অসুবিধা হচ্ছে ?
—আসুন—
আমরা ভালো উচ্চশিক্ষিত চোখের ডাক্তার দিয়ে চোখ পরীক্ষা করে সস্তায় চশমা দিয়ে থাকি।
রেইনবো
৮১/২এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-৯৬১১

number of books was more than three thousand. Paucity of purse was the reason for such a meagre collection.

Abhijatri Pathagar, Kidderpore : The annual get-together of the Pathagar was held on June 9 at the Rabindra Sadan under the presidency of Sri Dhiren Ganguly (D.G.). Litterateur Bimal Mitra was the chief guest. Tagore's 'Seshraksha' and 'Virpurush' were staged there at the end of meetings.

Chinsurah Kisore Pragati Sangha, Chinsurah : On June 4, 1977 a condolence meeting was held to pay homage to Late Sunitikumar Chatterjee.

Pallimangal Library, Mankar, Burdwan : On May 22, 1977 its 20th Annual General meeting was held. Sriharsha Bose presided over it and Mr. Abdul Halim Headmaster of the Mankar High School was the Chief Guest.

Tusar Smriti Granth-niketan, Srikrisnapur. Midnapore : On May 16 a function was held under the presidency of the retired Headmaster, Sri Chandra Mohan Jana. In that function Maouri Tarun Sangha of Block No. 2 under Mahisadal Police Station was announced as the "Feeder Library".

Suberban Library and Nalini Smriti Free Reading Room : Recently its annual general meeting was held. At present it contains more than nine thousand books and periodicals. With the help of British Council a "textbook" section was opened here.

Tribeni Welfare Public Library : A condolence meeting was held on May 6, 1977 to pay homage to the memory of Late revolutionary Gurudas Bandyopadhyaya. General Secretary Nani Gopal Bandyopadhyaya spoke of the different aspects of Late Gurudas Bandyopadhyaya.

Tamluk Zilla Library : From February 28 to March 4 an exhibition on Village arts and crafts was held. A large number of people used to visit the exhibition and spoke in praise of it. Sri Ram Ranjan Bhattacherjee, the District Librarian was the president.

The Special annual general meeting of the West Bengal Sponsored Library Committee : On May 15 an emergency meeting of Govt. Sponsored Library Committee (Phulia Krittivas Smriti Granthagar) was held. 28 representatives from 40 Sponsored Library participated in it.

Howrah District Conference : An annual assembly of Howrah District Central Library Staff was held on May 20, 1977 under the presidency of Sri Pravat Kumar Bhattacharjee. Various problems of library workers were discussed.

A Memorandum sent to the Governor, West Bengal Page 64

W. B. G. S. L. E. Asson. sent a memorandum to the Governor on 26. 5. 77 to remove the distressing condition of the Sponsored Library Workers of W. Bengal.

UGC circular for revision of pay scales of the Librarians etc. Page 66

Volume 27, No. 4 July-August, 1977

Editorial : The other side of the library movement : Page71

The editor emphasises the need and importance of library movement in the Country and the library-workers have a vital role to play for mobilizing different forces together

for the success of such a movement. To give impetus to this movement, the library movement must be united with teachers and students movement, labour movement, illiteracy removal movement and the like.

Reception to the Education Ministers by the Bengal Library Association : Page 73

On July 27, 1977 a reception was accorded to three Education Ministers of West Bengal : Prof. Shambhu Ghosh, Prof. Partha Dey and Md. Abdul Bari at the premises of the Bengal Library Association. Sri Phani Bhusan Ray presided over the function.

Sri Bimal Chandra Chatterjee, Secretary, of B L A gave a brief perusal of the activities of the Bengal Library Association. He said goverment's aid is too meagre to tackle the problems of libraries. He emphasised that the government should step in, in a big way to help them in the solution of various problems.

Prof. Shambhu Ghosh spoke about the tradition of the Bengal Library Association and promised possible help to them with the limited resource inherited by tham from their predecessors.

Sri Prabir Raychowdhury submitted a memorandum to the education ministers. The salient features of the memorandum were as fallows :—

(1) To establish subscription-free libraries for satisfying various demands of the people, eradicating illiteracy and spread of primary education in the state.

2 2·5 percent of the education budget to be spent for libraries.

3 To introduce libraries both at the Secondary and Higher Secondary Schools.

4 To spend at least 6·5 percent for Libraries out of the budgets of College, Polytechnique and University.

5 To reconstruct the state planning Committee of the Raja Rammohan Roy Library Foundation.

6 To consult the Bengal Library Association and such other associations before introducing any change in the state library system.

7 To reinstate the sacked and adversly affected librarians in other ways.

8 To appoint trained persons in different posts of libraries.

9 To solve the diverse problems of librarians in a fair way.

10 Our promise and expectation.

প্রাচীন শিল্পোদ্যোগের

অভিনন্দন—

অয়েলস্ এণ্ড কার্টেনাইকার্স

বাড়প্রাম, মেদিনীপুর ৭২১৫০৭

About Illiteracy in India. By Satyananda Mondal. Page 84

After 30 years of independence India has not been able to eradicate illiteracy completely. Several factors are responsible for this situation. Some of them are : intense poverty, slavery and zamindary, foreign domination, population explosion, woeful condition of communication in rural areas, defective method of teaching etc.

The author thinks that library professionals have a vital part to play in removing illiteracy from our country.

The administrative problems of libraries of West Bengal. By Gouranga Kanti Chatterjee, Retired Social Education Director. Page 88

The author stresses the importance of libraries in education. He opines that standard of education of a country is inextricably connected with the status and position of libraries of that country. Librarians have a definite role in eradicating and spreading mass education. This presupposes the availability of financial resources which is very meagre in solving many problems of the libraries. The problems being enormous, cannot be tackled without Government's stepping in, in a bigway. So he appeals to the Government for financial help.

National Library and its present problems (2) by Anadi Gupta. Page 91

Abstracts with the last instalment.

News Snippets : Page 96

Survey of the reading habit of the teachers : Recently a survey was made regarding the reading habit of the teachers. This was done by Sri D. N. Aiamwar in connection with his M. Ed. examination.

Krishan Chandar : Recently the renowned Urdu poet Krishan Chandar passed away. He was 62. He wrote more than hundred books in fiction, story and drama etc. He was awarded with Soviet Desh Satitya Reward in 1966 and was adorned with Padmabhusan in 1969. The polyglot Krishan Chandar was connected with the progressive literary movements.

International Book Fair : In the month of February, 1978 a bookfair will be organised by the National Book Trust in Delhi. There will also be an international Seminar on that occasion. Publishers of Africa, West Asia will also be invited with the publishers of other countries.

Sahitya Academy Reward (1976-77) : Seventeen litterateurs in different languages got the Sahitya Academy Rewards for 1976-77 for their valuable contributions to literature. Sm. Maitrayee Devi, the writer of the the fiction 'Na Hanyate' received this award for Bengali literature.

Dewey Decimal Schedule : Recently a Hindi version of Dewey Decimal Schedule has been published.

Prison Diary : Mass leader Joy Prakash Narayan's 'Prison Diary' has been published recently from Pune. It deal wite his assorted expericnces during his confinement in the Emergency period.

Directory of Indian Women today : This is a remarkable addition to the recently published books. It contains six thousand biographies of remarkable Indian women.

The pitiable condition of the jail library. The young M. P. Sri Nathuram Singh described the deplorable condition of jail libraries during his interview with a journalist. Excepting torn and tattered books, nothing is available there. Books sent from outside seldom get a proper place.

English Abstracts : **Gouri Bandyopadhyaya & Dipak Roy**

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বই সমালোচনার জন্য দু'কপি করে পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৪৬৬)

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 27 : No. 6-7 Sept.-Nov. 1977

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8366

ENGLISH ABSTRACTS 156 to 162.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C.I.T. Scheme 52
Calcutta-700014.

28 NOV 1977

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪

সূচী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগার : অগ্রগতি ও দিক

সমাজশিক্ষা কর্মীর চিন্তা ভাবনা—সত্যব্রত সেন

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার সংবাদ

বিজ্ঞাপনী : [illegible]

বার্তা বিচিত্রা

English Abstracts—Dipak Kumar Roy

বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ সম্পাদনা : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৪ সি. এম

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৪৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory (1963) মূল্য ২০·০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য ২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা-চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য ৪·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য ২·০০

ডঃ আশিস ওয়দেদার—গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য ৪·০০

বাণী বসু (সঙ্কঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২। মূল্য ৫·০০ [বাঁধানো ৮·০০]

খ্যাতিমান বৃত্তিকুশলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য ১৯২৫ সালে এই দিনটিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বছরের গ্রন্থাগার দিবস নানা কারণে বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। পরিষদের জন্মক্ষণ থেকে সমুন্নত ও সম্প্রসারিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিষদ যে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে তার সার্থক পরিণতির সম্ভাবনা আজ উপস্থিত। বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এবং এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে গ্রন্থাগার মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে ঘোষণা করেছেন যে তিনি একটি 'গ্রন্থাগার আইন খসড়া বিল কমিটি' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা আশা করবো, এ সম্পর্কিত কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে অবিলম্বে এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং গ্রন্থাগার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি সত্বর গঠিত হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ১৯৭৮-এর মধ্যে গ্রন্থাগার আইন বিল বিধানসভায় গৃহীত হয় এবং এ রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা যায়। তাই বলে, গ্রন্থাগারকর্মী ও দরদীরা চুপ করে বসে থাকলে হবে না। বামফ্রন্টের এই প্রতিশ্রুতির সার্থক রূপায়ণের জন্য এই রাজ্যে জনগণের গ্রন্থাগার আন্দোলনে জোয়ার হতে হবে যতদিন না প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়।

গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ উপলক্ষে পরিষদ যে সব বিষয় সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চায়, তা হল :

(ক) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে এই রাজ্যে অবিলম্বে বিনা চাঁদায় সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে। (খ) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান সঙ্কটের অবসানের জন্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে। (গ) রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্ব সময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। (ঘ) রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৮·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় এবং গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। (ঙ) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

উপরোক্ত দাবীগুলিকে কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করুন :

(ক) সমগ্র ডিসেম্বর মাস ধরে প্রচার অভিযান। (খ) জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় জনসভা, মিছিল এবং প্রতি গ্রন্থাগারে আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, বক্তৃতা ইত্যাদি আয়োজন। (গ) জনসভায় সর্বস্তরের মানুষের একত্রিত করা—স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ্ এবং বিভিন্ন গণ সংগঠনের প্রতিনিধিদের আলোচনায় অংশগ্রহণ আহ্বান। (ঘ) উপরোক্ত বিষয়ে প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, গ্রন্থাগারমন্ত্রী, সংবাদপত্র এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে প্রেরণ।

গ্রন্থাগার দিবস গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে গঠনমূলক আত্মসমালোচনা তথা আত্মশুদ্ধির দিন। তাই এই দিবসে আমাদের শপথ নিতে হবে সমাজ তথা দেশকে সেবা করার যতটুকু সুযোগ আমরা পেয়েছি তাতে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। আমরা যদি আমাদেরকে সমাজে অপরিহার্য করে তুলতে পারি, তবেই আমাদের সার্থকতা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৮
বিজ্ঞপ্তি

কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী :—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বা সংস্থাসমূহের নিকট হতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। কোন গ্রন্থাগার বা সংস্থা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে আগ্রহী হলে তা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবাকারে বিস্তারিত বিবরণ সহ পরিষদের কর্মসচিবের নিকট প্রেরণ করুন। সম্মেলন ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় এই সম্মেলনে মূল আলোচ্য বিষয় হবে : পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের খসড়া। ১৯৬৯ সালে উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত "Draft for West Bengal Library Act" প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে বলে স্থির হয়েছে। এই বিশেষ ইংরেজী বয়ান ১ টাকায় বিনিময়ে পরিষদ কার্যালয় থেকে পাওয়া যাবে। পরে বাংলা অনুবাদ ছাপা হবে।

(গ) সম্মেলনে আর কি আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত এ সম্পর্কে পরিষদের সদস্যদের নিকট হতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে আহ্বান করা যাচ্ছে। লিখিত আকারে এই প্রস্তাব পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

জেলা শাখা সম্পাদকের প্রতি আবেদন

প্রিয়বন্ধু,

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও সুপ্রসারিত নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী এবং রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। তা' আপনার অজানা নয়। পরিষদের জেলা শাখা গঠন ও তার সুপরিচালনা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই অবিলম্বে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন থেকে জেলা শাখা পুনর্গঠনের অনুরোধ জানাই।

জেলা শাখা পুনর্গঠনে আপনার জেলার পরিষদের কাউন্সিল সদস্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে অগ্রসর হতে পারেন। সম্মেলন কবে নাগাদ ডাকছেন সে বিষয়ে কিছু সময় হাতে রেখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে জানাবেন, কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হবে। সম্মেলন ডাকা প্রভৃতি বিষয়ে কোনও অসুবিধা থাকলে সেগুলি অবশ্যই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জানাবেন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়
শশাঙ্ক কুমার বাগচী
সম্পাদক
সংগঠন ও সমন্বয় উপ সমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

১৫, ১২, ৭৭

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন গ্রন্থাগার : অগ্রন্থাগারিক সমাজশিক্ষা কর্মীর চিন্তাভাবনা

সত্যব্রত সেন

গত ৭ই নভেম্বর '৭৭ থেকে ৯ই নভেম্বর '৭৭ তারিখে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম শহরে ঐ জেলা স্থানস্থ গ্রন্থাগার কর্মী ও সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিকদের এক মনোজ্ঞ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আহ্বান করেছিলেন ঐ জেলারই সমাজ শিক্ষা আধিকারিক।

এই সেমিনারটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিকদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগার নিয়ে চিন্তা ভাবনা। পাঁচটি প্রবন্ধ আলোচনার্থ উপস্থাপিত হয়েছিল সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকারিকদের পক্ষ থেকে। ওঁরা বিভিন্ন সমস্যার পাঁচটি দিক বেছে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পাঁচটি দিক ছিল: (ক) গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন প্রশাসনিক সমস্যা, (খ) পরিচালন সমস্যা (গ) সেবার সমস্যা (ঘ) পারস্পরিক সংযোগ ও সমন্বয় স্থাপন সমস্যা (ঙ) বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের অংশগ্রহণ বিষয়ক সমস্যা। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে উপস্থাপন করেছিলেন, সুনীল মান্না, অনিল সিংহ, নিরঞ্জন মাহাতো, ব্যোমকেশ সিন্ধান্ত ও মায়াহরণ খাঁড়া। এঁদের উপস্থাপনভঙ্গী ও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রন্থাগারিকদের মত মনে না হলেও গ্রন্থাগার ঘরণী মনের বিভূতি লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রবন্ধে প্রথমে আমি উক্ত প্রত্যেকটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে উপস্থাপন করছি :—

সুনীল মান্না : দৈনন্দিন প্রশাসন সমস্যা

"গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং উহাকে প্রতিদিন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মূলত সমাজবদ্ধ মানুষকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হতে সাহায্য করা। তাই দৈনন্দিন প্রশাসন যাতে সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলে সেই বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন প্রশাসনের নানা সমস্যা থাকায় গ্রন্থাগারগুলি ঠিক মত সাধারণের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে নি।

দৈনন্দিন প্রশাসন কার্যকে মোটামুটি দুই ভাগে করা যায়—(ক) দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম (খ) সাংগঠনিক কাজকর্ম।

দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে (১) প্রাত্যহিক কার্যকাল ও কর্মীগণের উপস্থিতি (২) বই আদান প্রদান ও সাধারণ পাঠক (৩) উপযুক্ত খাতাপত্র ও পুস্তক রক্ষণাবেক্ষণ (৪) সম্প্রসারণ কার্য (৫) ছুটি (৬) বিল ইত্যাদি প্রস্তুত করা ও যোগাযোগ প্রভৃতি। সাংগঠনিক কাজকর্মের মধ্যে পড়ে (১) অধিবেশন আহ্বান ও নীতি নির্ধারণ এবং (২) গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরণী ও আয় ব্যয়।

উপরোক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন প্রশাসন কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে দেখা যায় প্রশাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা জটিল অথচ সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠে না। তাই উপরিউক্ত দিকগুলির বিভিন্ন সমস্যাবলী আলোচনা চক্রে উপস্থাপিত করা হলো।

ক (১) প্রাত্যহিক কার্যকাল কি ভাবে বিন্যস্ত করা উচিত? কার্যকাল ঘোষনা কে করবেন? পাঠকে সুবিধার দিকে বেশী নজর দেওয়া উচিত, না কি পরিচালন কমিটির ইচ্ছাধীন? পাঠকের ইচ্ছার যদি মর্যাদা দেওয়া না হয়, তাহলে করনীয় কি হবে?

কর্মীগণের উপস্থিতি নিয়মানুযায়ী হওয়া উচিত কি কর্মীগণের অনিয়মিত উপস্থিতি কিভাবে সংশোধন করা

যেতে পারে? এক্ষেত্রে কমিটির ভূমিকা কি হবে এবং কর্মীগণের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা?

ক (২) বই আদান প্রদান ও সাধারণ পাঠকক্ষ :—

গ্রন্থাগারের সর্বপ্রকার কাজকর্মের মধ্যে উক্ত বিষয়টি সর্বপ্রধান। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থাগার উক্ত বিষয়ের জন্য সমস্যা জর্জর। তাই সমস্যাগুলি প্রশ্নাকারে উপস্থাপিত করা হলো।

পুস্তক আদান প্রদান কার্যকে ঠিকমত পরিচালিত করতে হলে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত?

পাঠক নির্বাচনের প্রয়োজন আছে কিনা বা পুস্তকের ক্ষতির জন্য জামিন স্বরূপ অর্থ বা ব্যক্তিগত জামিন প্রয়োজন কিনা?

গ্রন্থাগারে যদি সাধারণ পাঠকক্ষ থাকে তবে তার পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত? পুস্তক পত্রিকা ও খবরের কাগজের নিরাপত্তার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? আদান প্রদান কার্যে গ্রন্থাগারিকের ও কমিটির ভূমিকা কি হতে পারে? পাঠকের সংগে মধুর সম্পর্ক স্থাপনে গ্রন্থাগারিকের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত? বই বাঁধাইর সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় কি?

ক (৩) উপযুক্ত খাতাপত্র ও পুস্তক রক্ষণাবেক্ষন :— কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রন্থাগারের খাতা পত্র পরিচালন কমিটির প্রধান নিজ দায়িত্বে রাখেন। সেইসব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজকর্মের খুবই অসুবিধা অনুভব হয়। তাই উক্ত বিষয়েরও বিভিন্ন সমস্যা আছে। যেমন গ্রন্থাগারের খাতাপত্র রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত? পরিচালক কমিটির প্রধান হিসাবে খাতাপত্র যদি নিজের কাছে রাখেন তাহলে খাতাপত্রের নিরাপত্তা কি বজায় থাকে না? পুস্তক রক্ষনাবেক্ষন ও সুসজ্জিত করার দায়িত্ব কার? কি কি খাতাপত্র দৈনন্দিন প্রশাসনের সংগে যুক্ত?

ক (৪) সম্প্রসারণ কার্য :— সম্প্রসারণ কার্যসূচীও দৈনন্দিন প্রশাসনের একটি অপরিহার্য্য বিষয় এবং গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তুলতে খুবই কার্যকরী মাধ্যম। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নানা অসুবিধার জন্য সম্প্রসারণ কার্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সম্প্রসারণ কার্যসূচীর মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলি সহজেই গ্রন্থাগারের সাহায্যে পরিচালিত করা যেতে পারে? উক্ত কার্যসূচীর জন্য গ্রন্থাগারিক, সাইকেল, ভিহন বা পরিচালক কমিটির কোন ভূমিকা আছে কিনা? সম্প্রসারণ কার্যসূচী গুলি রূপায়ণে বাধা কোথায়? গ্রন্থাগারে সাইকেল আছে কিনা বা সাইকেল সরবরাহের যৌক্তিকতা আছে কিনা?

ক (৫) ছুটি :—প্রতি গ্রন্থাগারের প্রশাসনে ছুটি বিষয়ে একটি সাধারণ নীতি থাকা একান্ত দরকার। নীতি নির্ধারণ আজও হয় নাই। সাপ্তাহিক ছুটি কি ভাবে হওয়া উচিত এবং প্রতিটি গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিল থাকা কি উচিত? কর্মীগণের নৈমিত্তিক ছুটি ও অর্জিত ছুটি কিভাবে মঞ্জুর হবে? সার্ভিস বই কে রাখবেন এবং কি ভাবে পূরণ হবে?

ক (৬) বিল ইত্যাদি প্রস্তুত করণ ও যোগাযোগ প্রভৃতি :—

বর্তমান ব্যবস্থায় বিল প্রস্তুত করণ পদ্ধতি সঠিক কিনা, যদি না হয় তার জন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে? পরিচালক কমিটি সরকারী অর্থ অন্যভাবে ব্যয় করার পক্ষপাতি কি না, যদি হয়, তাহলে উক্ত বিষয়কে প্রতিরোধ করা যাবে কি ভাবে? নৈমিত্তিক ব্যয়ের পরিমান প্রশাসনের উপযুক্ত কিনা? যদি না হয় তবে উক্ত সুপারিশ কি হতে পারে? অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রন্থের ই, ও, এল, ইহের কোন সম্পর্ক থাকা উচিত কিনা? মাসে মাসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়মিত জমা পড়ে কিনা, যদি না পড়ে তবে পরিচালক কমিটির গাফিলতি না কর্মীগণের অবহেলা? বিল ইত্যাদি প্রস্তুত করণ ও এ সংক্রান্ত খাতা পত্র রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব কার? আয় ব্যয়ের হিসাব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত দাখিল হলেও কর্মীগণ নিয়মিত বেতন ও ভাতা পান না। এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি হতে পারে? হিসাব্ড ফাণ্ড থাকা উচিত কিনা এবং কত পরিমান এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে?

(খ) সাংগঠনিক কাজকর্ম :—

সাংগঠনিক কাজকর্ম সাধারণতঃ গ্রন্থাগারিকের সহায়তায় পরিচালক কমিটি পরিচালনা করেন। এ সাংগঠনিক কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত না হলে দৈনন্দিন প্রশাসনের উপর প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাই গ্রন্থাগারগুলির প্রশাসন কাজকর্মকে বিশেষ ক্ষমতার সংগে পরিচালিত করতে হলে পরিচালন কমীটিকে যথেষ্ট দায়িত্বশীল হতে হবে, যা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না।

(গ) অধিবেশন আহ্বান ও নীতি নির্ধারণ :—

বর্তমান শ্লনদর্ড ব্যবস্থায় পরিচালক কমিটির গঠন কিভাবে সম্ভব কিনা? পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগনের কি কি বিশেষ গুনাবলী থাকা প্রয়োজন? পরিচালন কমিটির অধিবেশন নিয়মিত হওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? পরিচালক কমিটির সংগে গ্রন্থাগারিকের নিম্নরূপ সম্পর্ক কি হওয়া উচিত? গ্রন্থাগারিক কোন দল বা মতের পক্ষপাতি হলে প্রশাসনে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে কিনা? নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে পরিচালক কমিটি গ্রন্থাগারিকের মতামতের মূল্য উপলব্ধি করে কিনা? কর্মী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রন্থাগারিকের অগোচরে হওয়া উচিত কিনা? কর্মীদণের কাজকর্ম দেখা শোনার দায়িত্ব কার?

গ্রন্থাগার প্রশাসনে কর্মীগণের বদলীর প্রয়োজন আছে কি? বদলীর ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অনুসরন করা যেতে পারে?

খ (২) গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরণী ও আয় ব্যয় :—

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যমূলক কর্মসূচী সম্পাদন হয় কিনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তার মূল্যায়ন হওয়া দরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, উক্ত মূল্যায়নের গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি বার্ষিক বিবরণী, উক্ত বিবরণী নিয়মিত না হওয়ায় গ্রন্থাগারের কাজের ব্যাঘাত হয় কিনা? বার্ষিক বিবরণীতে কি কি বিষয় স্থান পাওয়া উচিত এবং এর ফলে গ্রন্থাগারের আসল চিত্র ফুটে উঠে কিনা ও পাঠকবর্গের উৎসাহ বৃদ্ধি করা যায় কিনা?

আয় ব্যয়ের হিসাব ও বার্ষিক বিবরণী দৈনন্দিন প্রশাসনে অপরিহার্য্য ও পথ প্রদর্শক কিনা?

সাধারণ গ্রন্থাগার আধুনিক সমাজে সর্বশ্রেণীর সর্ববয়সে মানুষের আত্মিক মিলন মন্দির। সেবার মনোভাব নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিচালিত হলে সাধারণে গ্রন্থাগারের প্রভাব অপরিসীম। তাই দরকার দৈনন্দিন দক্ষ প্রশাসন। দক্ষ প্রশাসন পাঠকের উপর তথা সর্বশ্রেণী মানুষের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বর্তমান ব্যবস্থা নানা সমস্যায় দক্ষ প্রশাসন কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে রূপায়িত হ সম্ভব নয়।

অনিল সিংহ : গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচা সমস্যা

"গ্রামীণ গ্রন্থাগার সাধারণভাবে পল্লী অঞ্চলে অবস্থি সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে ঘিরে যে জনসমা তার বিভিন্ন স্তর বা অবস্থার কথা বিচার করেই পরিচা ব্যবস্থায় এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ ভাবে যে সমস্যায় জর্জরিত তার সমাক বিশ্লেষণ করাই আ উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগারগুলি আজ যে সব সমস্যার সম্মুখী তাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি (১) পরিচালক সমিতি সংক্রান্ত, (২) কর্মী সংক্রান্ত (৩) পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত।

১। পরিচালক সমিতি সংক্রান্ত সমস্যা :

• গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ভার 'সমিতি পঞ্জি আইন' (Society Registration Act) অনুস পঞ্জীভুক্ত সমিতির উপর ন্যস্ত। অনুমোদন দানের পূর্বে সমস্ত সমিতিগুলি খসড়া আইনগুলি (bye-Law) খুঁটি দেখার কোন ব্যবস্থা নাই।

• অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই পঞ্জিভুক্ত সমি গুলি প্রায়ই গোষ্ঠী কোন্দলে পর্যুদস্ত। বেশীর ভাগ ক্ষে আইনানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী নির্বাচন তো দূ

কথা, রিটিং তাকার ব্যবস্থাও হয় না। ফলে দেখা যায় একই কমিটি বহু বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে।

• বহু ক্ষেত্রেই সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা বিষয়ে নজর দেওয়ার সময় পান না।

• গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে এই সমস্ত কমিটির ক্ষমতা কতটুকু সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট নীতি নাই।

• গ্রন্থাগারের তহবিলসমূহ সম্পাদকের হাতেই পড়ে কিন্তু এই তহবিলের অপব্যবহার বা অপচয় রোধে কমিটি কতখানি দায়ী, কমিটির সদস্যদের কাছে তা পরিষ্কার নয়।

২। কর্মচারী সংক্রান্ত সমস্যা :

• প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন লাইব্রেরী পিওন আছেন। নির্দেশ আছে যে লাইব্রেরী পিওন শাখা লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং মহিলাদের পাঠাভ্যাসের সুবিধার জন্য পুস্তক আদান প্রদানের ব্যাগ নিয়ে যাতায়াত করবেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের এই উদ্দেশ্যটি মৃতপ্রায়। ফলে বই লেনদেনের ব্যাপারে সাহায্য করাই এখন তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

• গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরিকল্পনা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

• বিভিন্ন কারণে কর্মীগণ নিয়মিত বেতনলাভে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

• কোথাও কোথাও আবার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মীগণের বেতনের কিছু অংশ পরিচালন ব্যয় বাবদ কেটে নেওয়া হয়।

• কর্মীগণের পদোন্নতি, ছুটির সুযোগ নাই—চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশ নাই।

৩। পরিচালন ব্যবস্থাদির সমস্যা :

• ১৯৫২-৫৩ সালে এই রাজ্যে গ্রামীণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তখন থেকেই গ্রন্থাগারের আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বরাদ্দ হয়েছিল মাসিক ৫০ টাকা, যা আজও একই আছে। মেদিনীপুর জেলার অনুসন্ধিত নিয়মানুসারে এই বরাদ্দের অর্থেক পুস্তক ক্রয় বাবদ খরচ করতেই হয়। সুতরাং বাকি ২৫ টাকায় কেরোসিন খরচও কুলায় না ; অন্যান্য খরচ করা ত দূরের কথা।

• ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তর (সমাজ শিক্ষা) থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল—'অন্যান্য কাজ সহ গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বয়স্ক শিক্ষা কার্যসূচীতেও অংশ নেবে' কিন্তু এই ব্যাপারে ২।৪ খানি পুস্তক গচ্ছিত করা ছাড়া আর এগোনো সম্ভব হয় নাই। সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী বই থাকলেও বসে পড়ার ব্যবস্থা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নাই।

• প্রায়শই দেখা যায় হিসাবপত্র সংক্রান্ত খাতাপত্রাদি সম্পাদক মহাশয় হেপাজতে রাখায় ফলে পরিদর্শনের সময়, তিনি উপস্থিত না থাকলে, ঐ সমস্ত খাতাপত্র দেখা যায় না।

• জেলা গ্রন্থাগারের গ্রাম্যমাণ শাখাটি নানা কারণে বিপর্যস্ত, ফলে সক্ষম হয়েও গ্রন্থাগারগুলি বই-এর সাহায্য পায় না।

• বারবার ও হাত বদলের ফলে প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রচুর বই নষ্ট হচ্ছে—কিন্তু অর্থাভাবে বইগুলো বাঁধানো যাচ্ছে না এবং বই থাকা সত্ত্বেও পাঠকগণকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

• উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে সরকারী ও বেসরকারী অর্থানুকূল্যে সংগৃহীত প্রচুর পুস্তক, আসবাবপত্রাদি রাজিতে ও ছুটীর দিনগুলিতে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে।

• গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের কোন নির্দিষ্ট নীতি নাই। জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মহাশয়ের নির্দেশক্রমে আজকাল ব্লকস্তরে সমাজশিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিকগণ দেখাশোনা করবার চেষ্টা করছেন মাত্র। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে

১) এই সমস্ত সম্প্রসারণ আধিকারিকগণের লাইব্রেরির পরিচালন সংক্রান্ত শিক্ষণ না থাকায় সঠিক পদ্ধতি হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে পারছেন না।

২) বিভাগীয় সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় বহুক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মী বা সম্পাদকগণ কাগজপত্রাদি দেখানোর অনীহা প্রকাশ করেন।

৩) সর্বোপরি ব্লকস্তরের এই সমস্ত সম্প্রসারণ আধিকারিকগণ বি. ডি. ও.র নির্দেশে অন্যান্য বিভাগের কাজের জন্য এত বেশী সময় দিতে বাধ্য যে নিজস্ব বিভাগীয় কাজকর্ম দেখাশোনার সময় খুবই কম পান।"

উপসংহার—

এই সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করছি।

• পঞ্জিভুক্ত সমিতির গ্রন্থাগার পরিচালন সংক্রান্ত কমিটি গঠনে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার।

• পরিচালন কমিটি গঠনের ব্যাপারে ও কমিটি সদস্যদের দায় দায়িত্বের ব্যাপারে সরকারী সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা আবশ্যক।

• গ্রঃ বঃ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি সুস্পষ্ট সার্ভিসরুল (নিয়োগ ও বদলী পদ্ধতি, ছুটি বেতন ক্রম, নির্দিষ্ট দিনে বেতনপ্রাপ্তি, স্থায়ীকরণ ইত্যাদি সম্বলিত যাবতীয় নিয়মকানুন) থাকা একান্ত আবশ্যক।

• গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রত্যেকটী ব্যাপারে জন্য নির্দিষ্ট অর্থ দরকার—যথা পুস্তক ক্রয়, দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ক্রয়, নৈমিত্তিক খরচ, আলো ও গৃহ মেরামতী, ব্যয় ইত্যাদি।

• প্রতি গ্রন্থাগারের সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠকক্ষ থাকা প্রয়োজন।

• গ্রন্থাগারের আয় ও ব্যয় প্রতি বছর পরিচালন কমিটির সভায় অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী মঞ্জুরী দান হওয়া উচিত।

• পুস্তক বাঁধাই ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার এবং বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

• গ্রন্থাগার পরিচালন ও পরিদর্শনের বিষয়ে সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকারীকগণের সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ; পরিদর্শন ব্যাপারে সুস্পষ্ট দায় দায়িত্বের নির্দেশ থাকা দরকার এবং বিভাগীয় কাজে ৯০ ভাগ সময় ব্যয়িত হওয়ার জন্য সরকারী স্তরকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার।

নিম্নমান মাঝারো : গ্রামীণ গ্রন্থাগার সেবার সমস্যা

গ্রামীন গ্রন্থাগার সেবার সমস্যাগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (১) গ্রামীন গ্রন্থাগারের বিশেষ সমস্যা ও (২) সাধারণ সমস্যা যা গ্রামীন গ্রন্থাগারে সেবার উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ সমস্যাগুলিকে প্রথমে আলোচনা করা যাক।

(ক) পুস্তক ভাণ্ডারের সমস্যা

গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক ভাণ্ডারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন হাজারের বেশী পুস্তক থাকে না। এই পুস্তকের মধ্যে সাহিত্য, ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি পুস্তকের বিভাগ সমস্ত আনুপাতিক হারও বজায় রাখা হয় না। পুস্তকে ৬০।৭০ ভাগই উপন্যাস নাটক ইত্যাদি দিয়ে পূর্ণ। শিশু পাঠ্য ও রেফারেন্সের পুস্তক সংগৃহীত হয়না বললেই চলে নব সাক্ষর বয়স্কদের জন্যও যথেষ্ট পরিমানে পুস্তক রাখা হয় না। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। পাঠকদের-ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে না পারায় ক্রমশ পাঠক সংখ্যার অবনতি হচ্ছে।

(খ) আর্থিক অস্বচ্ছলতা জনিত সমস্যা

গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলির আর্থিক অস্বচ্ছলতাজনিত সমস্যা অন্যান্য বহু সমস্যার মূল কারণ। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। কঠিনতম বাধা অনুদান এর গ্রামীন গ্রন্থাগার জন্য থেকে অভাব

কোনও পরিবর্তন হয়নি। মাথিক অনুদান (কন্টিনজেন্সি-বাবদ) ১৯৪৪-৪৫ সালে যা করা সম্ভব হতো বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য তাও করা সম্ভব হচ্ছে না। এই অবস্থায় ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগুলি গড়ে উঠতে পারছে না।

(গ) গৃহ আসবাবপত্র ও স্থান সংকুলানের সমস্যা

গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির জন্য সরকারী কোন গৃহ পরিকল্পনা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চালু সাধারণ পাঠাগারগুলিকে অনুমোদন দিয়ে গ্রামীন গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহ সমস্যা ও আসবাবপত্রের সমস্যা পাঠাগারের সুষ্ঠ সেবার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরিকল্পিত গৃহব্যবস্থা ও উপযুক্ত আসবাবপত্রের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে পুস্তক সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য স্থান পাওয়া যায় না।

(ঘ) পাঠকের অভাবজনিত সমস্যা

গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলিতে আশানুরূপ পাঠক না থাকায় অনেকক্ষেত্রে জটীল সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। সাধারণতঃ এই গ্রন্থাগারগুলিতে দৈনিক পাঠকের উপস্থিতি ১৫।১৬ জন এবং নথীভূক্ত পুস্তক গ্রহীতার সংখ্যা অনধিক ১০০। এঁদের মধ্যে সারাবছরে ৫৫।৫৬ টা পুস্তক লেনদেন করেন এর সংখ্যা খুববেশী হলে ৩০ জন। তার মধ্যে শিশু ও নবসাক্ষর ব্যক্তি নাই বললেই চলে।

গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলি গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য সাধারণ পাঠাগার গুলিতে নিয়মিত পুস্তক ধার দিয়ে ঐ সকল পাঠাগারকে সচল রাখতে সাহায্য করবে—এই ধরণের কথা গ্রামীন গ্রন্থাগার পরিকল্পনাতে আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা মৃত বা মৃতপ্রায়। ফলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই উভয় প্রকার পাঠকের অভাব—গ্রামীন গ্রন্থাগার সেবার ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে।

ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগার সেবায় কিছু সার্বজনীন সমস্যা ও গ্রামীন গ্রন্থাগার সেবার ক্ষেত্রে সমস্যা হিসাবে দেখা যায়। এইরূপ প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির পর পর আলোচনা করা হল :

১। গ্রন্থাগার অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজ জীবনে চিহ্নিত হয়নি

"……বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর মানুষ যখন বাবহারিক জীবনে প্রবেশ করে তখন সংসারের ক্ষুদ্র বাস্তবের সংঘাতের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা বজায় রাখার জন্য তাকে বিভিন্ন ধারার জ্ঞানান্বেষণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। ভারতে অদ্যাবধি গ্রন্থাগারকে ঐভাবে ভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে না!

২। পল্লী অঞ্চলে পাঠ-অভ্যাস গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ ও উদ্যমের অভাব

শিক্ষা বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের মধ্যে পাঠ-অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য মূলতঃ তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যথা (১) অনুকরণ পদ্ধতি (২) ফরমাল পদ্ধতি ও (৩) প্রাগম্যাটিক পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অন্তর্নিহিত আগ্রহকে জাগাতে পারেনা বলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু অপর দুটি অত্যন্ত কার্যকরি পদ্ধতি। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে পরিবেশ ও উদ্যম উদ্যমের অভাব থাকায় ঐ দুটি পদ্ধতি ও বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। ফলে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পল্লী অঞ্চলে পাঠক তৈরী করা একটা গভীর সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাতে গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত গুরুত্বের অভাব।

সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য ভারত যে ব্যয় করা হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় তা অতি নগণ্য। দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ—এই সত্যটা জাতীয় ব্যয় বরাদ্দে স্বীকৃতি পায়নি। ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের গ্রন্থাগারের উপর নিযুক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে তুলনা-মূলক হিসেব থেকে দেখা যায় যে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের অনুপাত ভারতের সঙ্গে আমেরিকার ১:৪১ এবং শিক্ষাখাতে

ব্যয়ের অনুপাত ১:৮৯ ও সাধারণ গ্রন্থাগারের খাতে ব্যয়ের অনুপাত ১:৪১৬। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের পক্ষে সাধারণ পাঠাগার খাতে ব্যয় করা যা সম্ভব তাও করা হয়নি। এর দ্বারা জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাতে গ্রন্থাগারের গুরুত্বের অভাবই প্রমাণিত হয়।

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সাধারণ পাঠাগারের উন্নতি মানসে যে সকল সরকারী কমিটি যে সকল সুপারিশ রেখেছিল সরকার তা কোন সময়ই পুরোপুরি কার্যকর করেননি। বিশেষ করে সব কমিটিই গ্রন্থাগার আইন প্রনয়ণ করে গ্রন্থাগার সেবাকে আরও জোরদার করার কথা বলেছেন কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য সরকারই এতে কর্ণপাত করেননি।

উপরিলিখিত বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন :—

১। অনুন্ন কত সংখ্যক পুস্তক গ্রামীন গ্রন্থাগারের পুস্তক ভাণ্ডারে থাকা প্রয়োজন ও বিভিন্ন প্রকারের পুস্তকের আনুপাতিক হার কি রূপ হওয়া উচিত।

২। পাঠকের সংখ্যা কি ভাবে বাড়ার সম্ভব ও পাঠ অভ্যাস গড়ে তুলতে গ্রন্থাগার কি ভূমিকা নিতে পারে।

৩। গ্রামীন গ্রন্থাগারের আর্থিক সংস্থান কিভাবে বাড়ান যায় এবং সরকারী মাসিক কন্টিনজেন্সি অনুদানের পরিমানে কি হওয়া উচিত।

৪। গ্রামীন গ্রন্থাগারের গৃহ, আসবাব পত্র কিরূপ হওয়া উচিত। একটি আদর্শ গৃহ ও আসবাবপত্রের চিত্র নির্দেশ।

৫। জনসাধারনকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সজাগ ও আগ্রহী করে তোলার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে তার পথ নির্দেশ।

৬। একটি আদর্শ গ্রামীন গ্রন্থাগারের বিবরণ।

র‍্যাঙ্গনাথন সিদ্ধান্ত : রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ

"বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলি আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর থাকিয়া কার্য করার জন্য জনশিক্ষার প্রসার আশানুরূপ কার্যকরী হইতেছেনা।" এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে যে সমস্যাগুলি আগরুক হইয়া উঠে, তাহা নিম্নরূপ :—

(১) রাজ্য হইতে গ্রামস্তরের গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা কমিটি দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী (Bye-laws) পৃথক সত্তায় আত্মকেন্দ্রিক ভাবে রচিত হয়। বিভিন্নস্তরের গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন বা সংযোগ স্থাপনের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সেখানে পরিস্ফুট হয় না। সংবিধানের মধ্যে এই গ্রন্থাগারগুলির পারস্পরিক সংযোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব সরকারও গুরুত্ব দিয়া আরোপ করেন নাই।

২) সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় পরিকল্পনার অভাবে রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বা সংযোগ নাই। মহকুমা গ্রন্থাগারগুলি জিলা-গ্রন্থাগার হইতে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির মহকুমা গ্রন্থাগার হইতে এবং পল্লী পাঠাগারগুলি মহকুমা বা গ্রামীন গ্রন্থাগার হইতে নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার বা কার্যসূচীক্রমে গ্রন্থ লেন-দেন করিতে পারিতেছে না, ফলে, পল্লী অঞ্চলের পাঠকবর্গ উচ্চস্তরে গ্রন্থাগারগুলির সঞ্চিত গ্রন্থরাশির রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকে।

উপযুক্ত সংযোগ স্থাপনে সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ লেন-দেনের মাধ্যমে কর্মধারার ব্যাপক প্রসার ও গ্রামাঞ্চলে পাঠকবর্গের উৎসাহবর্ধন এবং আশা পূরণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

(৩) গ্রন্থাগারগুলির এই গ্রন্থ লেন-দেনের বিষয় কিঞ্চিৎ আগ্রহ থাকিলেও উপযুক্ত পরিবহন অভাবে তা ব্যাহত হয়। মহকুমা গ্রন্থাগারের কোন গ্রন্থ-সংবাহন (Book Mobile Van) নাই। জিলা গ্রন্থাগারে সংবাহন (van) গ্রন্থ বহনের মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত থাকিয়া সরকারী—পরিভ্রমন কার্যেই অধিকাংশ সময় নিযুক্ত থাকে। সুতরাং জিলা গ্রন্থাগারের সহিত মহকুমা

গ্রামীন গ্রন্থাগারের পারস্পরিক মৌলিক সংযোগ যথাযথ রক্ষিত না হওয়ায় উহাদের কর্মপ্রসারে (Service to feeding Centres) বিঘ্ন ঘটে এবং সেগুলিকে আপন আপন সীমীত সংগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়।

(৪) শাসনতান্ত্রিকভাবে উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলির নিম্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারের কার্যের তত্ত্বাবধান বা পরিদর্শন করিবার সুযোগ কোথাও নাই। ফলে, নিম্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারের কাজকর্ম সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিবার সুযোগ নিম্ন পর্যায় গ্রন্থাগারগুলির থাকে না।

গ্রন্থাগার বিভাগটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচালনা করিতে হইলে গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন, বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদির যথাযথ ব্যবস্থা ছাড়াও রাজ্য গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারের পরিদর্শন ভার গ্রহন করিতে হয়। রাজ্য গ্রন্থাগার যেমন জেলা-গ্রন্থাগারের পরিদর্শন ভার গ্রহন করিবে, জেলা গ্রন্থাগারগুলিও অনুরূপ ভাবে অধীনস্থ মহকুমা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ ও পল্লী গ্রন্থাগার সমূহের পরিদর্শন ভার গ্রহন করিতে হইবে। জেলা গ্রন্থাগার নিজ তত্ত্বাবধানের নূতন পুস্তকাদি বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদি করিয়া দিয়া শাখা গ্রন্থাগারগুলির সুবিধা করিতে পারে। বিদেশে এই প্রথা প্রচলন আছে। এই ধরনের তত্ত্বাবধান এখানেও চালু করা প্রয়োজন।

(৫) জিলা গ্রন্থাগারের উপর জিলার যাবতীয় গ্রন্থাগারের নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে জিলা গ্রন্থাগার অধীনস্থ গ্রন্থাগারগুলিকে কার্য ও নীতি বিষয়ক নির্দেশ দিয়া কার্যে সহায়তা করিতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করিবার জন্য প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করা হইল।

১। গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ লেন-দেনের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট 'নিয়মাবলী' প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না?

২। যদি হয় তিন স্তরের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ সাধন করা হইবে।

৩। জিলা গ্রন্থাগার জিলার যাবতীয় গ্রন্থাগারের সম্বন্ধ সাধন করিয়া গ্রন্থ লেন-দেনের ব্যাপারে কিরূপ সহায়তা করিতে পারেন?

৪। জিলা গ্রন্থাগারের অধীনে মহকুমা গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগারের অধীনে গ্রামীন গ্রন্থাগার এবং গ্রামীন গ্রন্থাগারের অধীনে পল্লী পাঠাগারগুলিকে আনিয়া সরকারী সংস্থা ভিত্তিতে একটি পরিদর্শন-কাঠামো নির্ণয় করা সম্ভব কিনা?"

মায়াহরণ ধাঁড়া : বয়স্ক শিক্ষাক্রমে গ্রামীণ গ্রন্থাগার

ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যাপক নিরক্ষরতা সমাজে অচলায়তন সৃষ্টি করে আছে তার নির্বাসনের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানারূপ চিন্তা ভাবনা করা হলেও এ ব্যাপারে গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলির প্রকৃত ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে সঠিক কোন পথনির্দেশ করা হয় নাই, তাই এ বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ৭টি বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১। গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলির অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ।

২। গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলির নিজস্ব গৃহে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠন।

৩। গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলির অধীনস্থ শাখা কেন্দ্র গুলিতে অনুরূপ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠন।

৪। নব সাক্ষরদের ক্ষেত্রে—উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহের দ্বারা হলোআপ ব্যবস্থা সংগঠিত করা।

৫। গ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কৃষক ও অন্য বৃত্তি ধারী জনগনের জন্য তাদের কারিগরি জ্ঞানোন্নেষের সহায়তা করা।

৬। গ্রন্থাগারের শিক্ষিত পাঠক-সমাজকে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে উদ্বুদ্ধ করা।

৭। গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সহায়তা করা।

* গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ গ্রামেই অবস্থিত। গ্রন্থাগারটি তার নিজস্ব গৃহে—পুস্তক পাঠে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে প্রধানতঃ কাজ করেন। কাজেই গ্রন্থাগার আসবে পুস্তক পাঠে অক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রন্থাগারগুলি কিভাবে কাজ করবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির এলাকাধীন সাক্ষর এবং নিরক্ষর ব্যক্তিগণের তুলনামূলক বিচারে যদি নিরক্ষর ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক হয়—গ্রন্থাগারটি তবে সংখ্যালঘুদের মধ্য হতে কিছু পাঠকবর্গকে নিয়ে কাজ করছে। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে প্রতিষ্ঠানটির সহানুভূতি এবং জনপ্রিয়তা কমছে। প্রচলিত ব্যবস্থাতে গ্রন্থাগারগুলির নিবিড় কাজের জন্য কোন নির্দিষ্ট এলাকা নেই—আবার এলাকা নির্দিষ্ট থাকলেও সেই এলাকার সাক্ষর-নিরক্ষরের একটি পরিসংখ্যান গ্রন্থাগারগুলির হাতে নেই। ফলে গ্রন্থাগারটি তার এলাকার কতজনের জন্য সেবাকার্য্য সম্পাদন করছে তার পরিষ্কার চিত্রও অজানা থাকছে।

* গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির দ্বারা তার নিজস্ব গৃহে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠন। গ্রন্থাগার সমাজমুখী তাই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সমাজের মানুষকে তার আপন স্বরূপ বোঝাবার, যুগের স্বরূপ বোঝাবার ও জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বরূপ বোঝাবার পক্ষে গ্রামবাসীগণের কাছে একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান। অথচ পল্লী সমাজে এখনও প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লোক নিরক্ষরতার শিকার হয়ে আছে। ফলে এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর ব্যক্তিগণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উদাসীন। গ্রন্থাগার গৃহগুলিতে নিয়মিত কিছু পাঠক আসেন। সন্ধ্যার পর এখানে আলো জ্বলে। অন্ততঃ এই নিয়মের সুযোগে

নতুন প্রকাশিত হল :

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

শ্রী গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। খ্রীষ্ট জন্মের হাজার বছরের মধ্যে হিউ-এন-ৎসাঙ, ইৎ-সিং প্রমুখ যাঁরা ভারতে এসেছেন এবং কাস্তপ, মতিঙ প্রমুখ যাঁরা চীনে গিয়েছেন তাঁদের তথ্যবহুল ইতিহাস। চারটি বিরল মানচিত্র।
[১০·০০]

অন্যান্য বই :

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্য-সমূহের বিবরণ; ভারতীয় সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫·০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ও সাম্প্রতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশদ পরিচয়। [২০·০০]

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

সতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। কয়েকটি মানচিত্র।
[১৫·০০]

বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ভব, বিবর্তন ও কয়েকটি বিশিষ্ট কীর্তনীয়ার জীবন-চরিত। ১০ ছবি। [১০·০০

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১০টি সেরা সংস্কৃত নাটকের গল্পরূপ। [৮·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

এখানে কিছু বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের এনে তাদের স্বাক্ষরিত জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একটি আদর্শ গ্রন্থাগারের মৌলনীতি অনুযায়ী গ্রন্থাগার গৃহে চার্ট, পোষ্টার, মডেল, চিত্র, মানচিত্র ও সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্যে একটি তথ্যবিভাগ থাকবে। আধার পথশিক্ষার জন্য নিয়মিত-আলোচনা চক্র, গল্প-আসর, গানবাজনার আসর শ্রব্য-দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার ম্যাজিক ল্যানটার্ণ ইত্যাদি ব্যবহার ব্যবস্থাদি থাকবে—যেগুলি বয়স্ক শিক্ষারও শিক্ষণ মাধ্যম ও উপকরণ এবং এই ব্যবস্থাগুলি বয়স্ক-মনকে সহজে আকৃষ্ট করে। এইরূপ অবস্থায় গ্রন্থাগার গৃহে যদি একটি বয়স্কশিক্ষা সংগঠিত হয় তার দ্বারা যেমন নিরক্ষরদের আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন করে গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যাবৃদ্ধি করা যাবে তেমনি আদর্শ গ্রন্থাগারের মৌলনীতিগুলিও গ্রন্থাগার গৃহে পরিবেশিত ও পরিসেবিত করার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে।

* গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির অধীনস্থ শাখা প্রতিষ্ঠান-পল্লী পাঠাগারগুলিতে অনুরূপ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠন। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলি তার অধীনস্থ এলাকাধীন কিছু পল্লী পাঠাগারকে সাইকেল মারফৎ পুস্তক আদান প্রদান কার্য্য করবেন, ফলে এই পল্লী পাঠাগারগুলি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠান সত্তাহিসাবে সংগঠিত হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কোথাও কার্য্যকরী হয় নাই। এই ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করতে পারলে পল্লী পাঠাগার গুলি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। ফলে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সংগঠন এই পল্লী পাঠাগার গুলিতেও সম্প্রসারিত করার সুযোগ আসবে।

* নব সাক্ষরদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহের দ্বারা কলো-আপ ব্যবস্থা সংগঠিত করা। গ্রন্থাগার কর্তৃক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হলে ৬ মাস সময়ের ব্যবধানে বেশ কিছু সংখ্যক নব সাক্ষর বা নব সাক্ষর ব্যক্তি গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠক হিসাবে আসবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর এই সমস্ত নব সাক্ষর পাঠকেরা যাতে আবার নিরক্ষরতায় পর্য্যবসিত না হন তার জন্য তাদের কাছে আকর্ষণীয় অনুশীলন যোগ্য পুস্তক সরবরাহের দায়িত্ব গ্রন্থাগারগুলির উপর এসে পড়বে। এই কাজটি বিশেষ ধরনের একটি কঠিন কাজ। কারণ যদি গ্রন্থাগারগুলি তার নিজের গৃহের কেন্দ্র ছাড়া পল্লী পাঠাগার গুলিতে আরও ৪টি কেন্দ্র সংগঠিত করেন তবে এরূপ ৪টি কেন্দ্রে প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর ১০০ জন করে নব সাক্ষর হবেন। এমত অবস্থায় গ্রন্থাগারকে তার অধীনস্থ পল্লী পাঠাগার সহ ১০০ জনের কলো-আপ পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে ১টি গ্রন্থাগারের ১০০ জন পাঠকের ব্যবস্থাসম্পন্ন করার জন্য প্রায় ৫০০০ পুস্তকের পুস্তক সম্ভার গঠন করতে হবে। এমত অবস্থায় ৬ মাস অন্তর আরও ১০০ পাঠকের জন্য কলোআপ পুস্তক ব্যবস্থার এক সুকঠিন দায়িত্ব আসবে। এবং এই ধরণের উপযুক্ত পুস্তক তালিকা পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

* গ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কৃষক ও অন্যবৃত্তি ধারী জনগনের জন্য তাদের কারিগরি জ্ঞানোন্মেষের সহায়তা করা। বিজ্ঞান সম্মত কৃষি বিষয়ে সমগ্র দেশের কৃষকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু সঠিক নির্দেশনার অভাবে কৃষকগণ অসহায় অনুভব করছেন। একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের এলাকাধীন জন-সংখ্যার প্রায় শতকরা ৯৪ ভাগ কৃষিজীবি। আর্থিক উন্নতির সঠিক নির্দেশনার জন্য পুস্তক সরবরাহ যদি গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম করণীয় হয় তবে এইরূপ অল্প শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তিভোগী লোকেদের জন্য সহজ বোধ্য অথচ বিজ্ঞান সম্মত পুস্তক সরবরাহের দায়িত্ব গ্রন্থাগার-গুলিকে গ্রহণ করতে হবে। এবং একটি কৃষি তথ্য বিভাগ গড়ে তুলে এইরূপ জনগণকে গ্রন্থাগার মুখী করে, তোলা যেতে পারে। ফলে এইসব অল্পশিক্ষিত লোকে অনুশীলনের অভাব হেতু নিরক্ষর পর্য্যবসিত হওয়ার থেকে অব্যাহতি পাবে।

* গ্রন্থাগারের শিক্ষিত পাঠক সমাজকে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে উদ্বুদ্ধ করা।

গ্রন্থাগারগুলিতে আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন যাঁরা নিছক অবসর বিনোদনের জন্য বা আনন্দ লাভের জন্য পুস্তক পাঠ করেন এবং গ্রন্থাগারের সভ্যভুক্ত হন। তাঁরা গ্রামের জনগণ সম্বন্ধে উদাসীন কিংবা অবহেলা দেখান। এরূপ শিক্ষিত পাঠক শ্রেণীকে সমাজ মুখী করতে পারলে অনেক অতিষ্ট পূরণ হতে পারে। গ্রন্থাগারে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র থাকলে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এইসব পাঠককে এই কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত করে তাদের নিজস্ব ধ্যান ধারণার যেমন পরিবর্তন সম্ভব হবে তেমনি এই সমস্ত লোকের প্রতিভা অনুসন্ধান করে তাদের দ্বারা গল্প-আসর, সরল আলোচনা, সংবাদপত্র পাঠ, গান বাজনার আসর, ছোট ছোট নাট্যানুষ্ঠান, কাব্য গ্রন্থ পাঠ, ধর্মালোচনা প্রভৃতির দ্বারা কেন্দ্রটিকে প্রাণ চঞ্চল এবং মনোরম করাও সম্ভব হবে।

* গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গুলিকে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সহায়তা করা। গ্রামের মধ্যে বর্তমান অবস্থায় কিছু বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র বিভিন্ন ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানেও অনুরূপ ভাবে নব শিক্ষিত বয়স্ক গণ তাদের আকস্মিক জ্ঞান লাভের পর ফলো আপ বা অনুশীলন ব্যবস্থার জন্য পুস্তকাভাবে সদ্য স্বাক্ষর প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পুনরায় নিরক্ষর হওয়ার পথে চলেছেন। এইরূপ অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলিতে যদি উপযুক্ত পুস্তক সম্ভার এই ফলো আপ ব্যবস্থার জন্য গড়ে তোলা যায় এবং পুস্তক সম্ভার গড়ে উঠলে ঐরূপ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে প্রতিষ্ঠান সমূহ হিসাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির ব্যবস্থাধীনে আনা যেতে পারে।

উপরের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলির উপর সুচিন্তিত বক্তব্য প্রয়োজন :

১। বয়স্ক শিক্ষা সূচীর জন্য গ্রন্থাগারটির এলাকা নির্ধারণ ও ঐ এলাকায় একটি সমীক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বই, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রবন্ধ সংকলন। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি, কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি, কোষ-গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি, অশ্লীলতা নিবারক আইন এ দেশে কবে কেন হয়েছিল, গান্ধীজী কি বই পড়তেন, রবীন্দ্র-রচনার সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্য; পাশ্চাত্য সাহিত্যের একশত নির্বাচিত বইয়ের সটিক তালিকা (লাইব্রেরিয়ান ও পাঠকদের পক্ষে অপরিহার্য); প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা। মূল্য ৬·০০।

জেনারেল বুক্‌স্

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

অথবা

১১৯ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩

ভ্রমণ সাহিত্যে—

দুঃসাহসিক অভিযান

ক্যাম্পিং হলিডে

(নরওয়ে-ডেনমার্ক-সুইডেন পর্ব)

অধীর ঘটক

ছয় টাকা

প্রকাশক :

অভিযাত্রী ৩৪/১ মদন মিত্র লেন

কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান :

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, নাথ ব্রাদার্স

ডি. এম. লাইব্রেরী

কিনা? এই সমীক্ষা কিভাবে পরিচালনা হবে। সমীক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে?

২। গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলিতে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠন সম্ভব কিনা? কেন্দ্রের পরিচালনা দায়িত্ব কার উপর দেওয়া হবে। গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতির এই কেন্দ্রের ব্যাপারে কি দায়িত্ব নেবেন?

৩। পল্লী পাঠাগারের কেন্দ্রগুলি সংগঠিত করা সম্ভব হলে গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি হবে। পরিচালন দায়িত্ব কার উপর থাকবে?

৪। কেন্দ্রগুলির আর্থিক সংস্থান কি ভাবে হবে?

৫। সভ্য সাক্ষরদের জন্য পুস্তক সম্ভার গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা কি ভাবে করা হবে?

৬। অল্পশিক্ষিত কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তিধারিদের জন্য বিজ্ঞান সম্মত সহযোগী পুস্তক ব্যবস্থা এবং চার্ট পোষ্টার ডায়েল সহ একটি তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার কি নীতি হবে?

৭। শিক্ষিত পাঠকদের বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে আনার জন্য কি কি দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। এবং তাদের জন্য কোন ভাবে চেতনা বৃদ্ধি সম্ভব কিনা?

৮। অন্যান্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করার জন্য গ্রন্থাগার গুলির কার্যসূচী কি হবে।

উপরোক্ত প্রবন্ধসমূহ থেকে নিম্নবর্ণিত বক্তব্য কটি বিশ্লিষ্ট হয়ে উঠেছে :

(১) গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয় নি। ফলে সঠিক মান বজায় থাকছে কিনা বা রাখার উপায়-বাৎলাবার উপযুক্ত লোক নাই।

(২) সম্ভ্রান্ত আধিকারিকরা (সমাজশিক্ষা) আইনানুগই হোক কিংবা বে-আইনী হোক ওপরওয়ালার নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে অবস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েন—এবং গ্রন্থাগার বিষয়ে যথেষ্ট পাঠ তাঁদের না থাকায় পরিষ্কার নির্দেশ দিতে গিয়ে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন না।

(৩) গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি কতখানি জনস্বার্থ মুখী সেবিষয়েও তাদের সংশয় কাটাতে পারেন না। কিভাবেই বা জনস্বার্থমুখী করা যায় সেবিষয়েও সংশয়াচ্ছন্ন।

(৪) এক গ্রন্থাগারের সঙ্গে অন্য গ্রন্থাগারের (স্তর ভেদ সত্ত্বেও) সংযোগ ও কার্যাবলীর সমন্বয়ের প্রয়োজনীতা বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হলেও উপায় বাৎলানোর দায়িত্ব নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

(৫) বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার কথা তাঁরা স্বীকার করে থাকেন।

(৬) গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীরাও নানাদিক থেকে অবহেলিত ও অসহায়।

এই অবস্থায় গ্রন্থাগার বিষয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা অত্যন্ত বাস্তব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তার উত্তর সংশ্লিষ্ট সেমিনারটি কি তৈরী করেছে তা আমরা এখনও জানতে পারি নি। সংক্ষিপ্ত উত্তর বোধ-হয় একটাই যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোর সমাজজীবনে গুরুত্ব-পূর্ণভূমিকা থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার আইনের বাঁধনহীন সরকারী ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য উপযুক্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ-ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ক্রমশ রোগগ্রস্ত হয়ে পঙ্গুত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। বিশ বছর বয়স যৌবনের জয়গান করার বয়স। তখনই যদি এই দুর্দশায় শিকার হয়, তবে ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার! সমাজশিক্ষা সম্ভ্রান্ত আধিকারিকরা সেদিন যৌবন - গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে এরূপ মতৈক্য ঘোষণায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যেও যে গ্রন্থাগার দরদী মন আমরা দেখতে পেলাম।

পরিষদ কথা

গত ১০ই অক্টোবর তারিখে মেদিনীপুরে কে. জি. কলেজ অব্ কমার্সে শ্রীঅমূল্যরতন ঘোড়ই মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পরিষদের মেদিনীপুর জেলা শাখা 'এ্যাডহক্' কমিটি গঠিত হয়।

গত ৬ই নভেম্বর মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে পরিষদের জেলা শাখা 'এ্যাডহক্' কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় নভেম্বর মাসের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে একশত জন সদস্য করণ ও আগামী ডিসেম্বরে পূর্ণাঙ্গ জেলা শাখা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে।

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেন পরিষদের জেলা শাখা 'এ্যাডহক্' কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

বদলির আদেশ স্থগিত

ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ-এর সহকারী গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক) শ্রীশঙ্কর কুমার বাগচীকে তাঁর বর্তমান পদে কাজ করে যেতে অনুমতি দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্তা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীবাগচীকে ইতিপূর্বে অন্যায়ভাবে গ্রন্থাগার সহকারীর পদে বদলীর আদেশ দেওয়ার ঘটনাটি আদালতে নিয়ে যেতে হয়। মামলাটি বর্তমানে অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে শ্রীবাগচীকে বদলীর আদেশের বিরুদ্ধে পরিষদ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো ছাড়াও আদেশটি প্রত্যাহারের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়।

বহরমপুর গার্লস কলেজের গ্রন্থাগারিক ৩০০-৬০০ টাকা বেতন হার পেলেন

বহরমপুর গার্লস কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি কা ব্যানার্জী ইতি পূর্বে কলেজ গ্রন্থাগারের হারে বেত পাচ্ছিলেন না। সম্প্রতি বেতন হার সম্পর্কে এক সরকা আদেশ পেয়েছেন। জানা গেছে শ্রীমতি ব্যানার্জীকে ৩০ ৬০০ টাকা বেতন হার মঞ্জুর করা হয়েছে। এ বিষয়ে বঙ্গী গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে বহুদিন থেকে দাবী জানানো হয়েছে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি, আই, টি স্কীম নং ৫২, কলিকাতা-১৪

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানশিক্ষণের সমাবর্তন উৎসব আগামী ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ তারিখে বিকাল ৫-৩০টায় পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ ও দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পরিষদের শিক্ষণ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক প্রমীলচন্দ্র বসু। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

ভবদীয়—

প্রবীর রায়চৌধুরী

কর্মসচিব

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭

গ্রন্থাগার সংবাদ

চুঁচুড়া কিশোর গ্রন্থাগার, হুগলী

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর '৭৭ সংঘের পক্ষ থেকে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৫৭তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শ্রীকমল কুমার চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন পুরকায়েত, কমল চট্টোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক গণেশ নন্দী জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অধিকারিক বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, আলোচনার শেষে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সৌজন্যে "বিদ্যাসাগর" ছায়াছবি দেখানো হয়।

পল্লীশ্রী পাঠাগার, জীরাপুর, হাওড়া

গত ২রা অক্টোবর '৭৭ মহাত্মাগান্ধীর ১০৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সন্ধ্যায় পাঠাগার কক্ষে শ্রীপতিতপাবন পাত্রের পৌরোহিত্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীকালীপদ মণ্ডল পাঠাগারের ১৯৭৬-৭৭ সালের হিসাব-নিকাশ ও সম্পাদকীয় বিবরণ পেশ করেন ও অনুমোদন লাভ করে। সভা কর্তৃক আনীত প্রস্তাব সমূহও আলোচিত হয়।

প্রগতি সঙ্ঘ, অবিপুর, মালদহ

১০ই সেপ্টেম্বর '৭৭ সঙ্ঘের একবিংশতি বার্ষিক সাধারণ সভা এবং কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় ২৬শে সে তারিখে। সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, অর্থাভাবে সভ্যসংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। সভ্য সংখ্যা ৯৬ জন, আজীবন সভ্য ৮ জন। বইয়ের সংখ্যা ১৩১৬ খানা। জেলা গ্রন্থাগার থেকে নিয়মিত বই পাওয়া যায়। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। খেলাধূলারও ব্যবস্থা আছে। একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল। (১) সভাপতি—কালীভূষণ সিংহ (২) সহ-সভাপতি—গৌরপ্রসাদ ভট্টাচার্য (৩) সম্পাদক—শচীন্দ্রনাথ সিংহ (৪) সহ-সম্পাদক—সুরেশচন্দ্র সিংহ (৫) সদস্য—হবিবপুর উন্নয়ন সংস্থার সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকারিক (৬) বিজেন্দ্রনাথ সরকার (৭) নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৮) অমিয় কুমার সিংহ (৯) নগেন্দ্রনাথ দাস (১০) প্রভাতী সাহা (১১) মনোজকুমার মণ্ডল (১২) পঞ্চানন সিংহ, প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমনির্ভর গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক বিল প্রস্তুত করার যে উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিয়েছেন তাতে গ্রন্থাগার কর্মীরা আনন্দিত। সরকারের এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান কর্মী সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ও নদীয়া শাখার সম্পাদক শ্রীমদন মল্লিক। গ্রন্থাগার কর্মীরা আশা করেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে মহাশয় সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে, সত্বর সুব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্যে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন।

•

সম্প্রতি রাজ্য সরকার, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ১০০ টাকা হারে পূজা অনুদান মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যের শ্রমনির্ভর গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক রাজ্যের প্রাথমিক মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার দপ্তরের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীপার্থ দে মহাশয়ের কাছে এক স্মারক লিপি পেশ করেন এবং আবেদন জানান যাতে সর্বস্তরের শ্রমনির্ভর গ্রন্থাগার কর্মীরা ঐ সুযোগ পান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বশাসিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া

হাওড়া জেলার জুজারসা শক্তি পাঠাগারের (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) শ্রীবিমান চন্দ্র হাজরাকে বিনা কারণে গেত বৎসর কাল কর্মচ্যুত করা হয়। পাঁচসার এম. এল. এ শ্রীসন্তোষ রাণা ও পঃ বঃ গভঃ স্বশাসিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া শাখার প্রচেষ্টায় শ্রীহাজরা গত ২৬শে সেপ্টেম্বর '৭৭ চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়েছেন।

•

সমিতির হাওড়া শাখার উদ্যোগে গত ২১।৯।৭৭ উপশিক্ষা অধিকর্তার (সমাজ শিক্ষা) নিকট জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের এক দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং আশু মীমাংসার জন্য আবেদন জানান হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী অগ্রীম ইনক্রিমেন্ট ও পাঠা পুস্তকাগার স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

•

গত ১লা নভেম্বের '৭৭ হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে শ্রীআদিত্যপ্রসাদ কুণ্ডুচৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে জেলার স্বশাসিত গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার বিবিধ সমস্যা, সমিতির বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যত আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

সভাশেষে এক প্রতিনিধিদল হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারক মহাশয়ের কাছে নিম্নলিখিত দাবীগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল—নিয়মিত বেতন প্রদান, পূজা অনুদান ও বর্ধিত মহার্ঘভাতা, প্রতিনিধি দলে ছিলেন শ্রীঅশোককুমার রাণা, মানিক অধিকারী, অসিত ব্যানার্জী, বলরাম মণ্ডল, নিরাপদ মণ্ডল।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার

সাংস্কৃতিক জগতে সুপরিচিত মধ্যকলকাতার এই পুরাতন গ্রন্থাগার কর্তৃক ২৮শ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সংস্কৃতসহ দশটি বিভাগে এবং প্রবন্ধ, ছোট গল্প, বিতর্ক,

প্রকাশিত হল :

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ভারতের সংগীত গুণী

১ম খণ্ড ; মূল্য ১৫ টাকা

অতীতের খ্যাতনামা সংগীত শিল্পীদের জীবনী অত্যন্ত মনোরম ভঙ্গীতে আলোচিত হয়েছে। বইখানি বহু খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

সংগীত সম্বন্ধে আরো যে কয়খানি বই সংগীত জগতে সমাদর লাভ করেছে

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস

মূল্য ১৫ টাকা

নারায়ণ চৌধুরীর

কাজী নজরুলের গান

নজরুল-গীতির বিভিন্ন দিক দিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা।

মূল্য ৬ টাকা।

সুবিনয় রায়ের

রবীন্দ্রসংগীত সাধনা

সুকুমার রায়ের

বাংলা সংগীতের রূপ

মূল্য ৮ টাকা।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের

বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর

৬ খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৫ টাকা।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গীতসূত্রসার

মূল্য ২০ টাকা।

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

কবিতা ও শিশু-চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয়গুলির নাম—বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর কর্মসংস্থানের উপায় (প্রবন্ধ), "সভার মতে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই" (বিতর্ক) এবং "উচ্চাশা" (কবিতা)। বিষয় বিবরণ ও নাম দেবার জন্য প্রবাসীর কার্যালয় ২৩।৮এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭০০০০৯ যোগাযোগ করতে হবে।

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, গয়েশপুর, পুরুলিয়া

গত ২৫।১১।৭৭ তারিখে বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের একত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীভরতচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং স্থানীয় বহু বক্তা সাহিত্য প্রসঙ্গে ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় লোক সঙ্গীত যুযুর গান ও পুতুলনাচ ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন, শ্রীকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর

তমলুক, মহিষাদল ১নং ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে 'তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন' গ্রামীণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং স্বর্গীয় তুষারকান্তি পালের স্মৃতিতর্পন উপলক্ষে ২৬-৩০শে নভেম্বর '৭৭ পর্যন্ত ৫দিনের অনুষ্ঠান চলে। ২৬শে নভেম্বর ১নং ব্লকের শ্রীধরপুর অভিযান সংঘকে কিতাব লাইব্রেরী করে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। ২৮শে নভেম্বর তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন প্রাঙ্গনে স্বর্গীয় তুষারকান্তি পালের স্মৃতিতর্পন এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মূলসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী। সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী কিতীশ চন্দ্র পাল, বঙ্কিম ব্রহ্মচারী, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। উক্ত সভায় আইনের মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী সাধারণ ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতিকল্পে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভাস্থলে পাঠাগারের কয়েক বৎসরের কার্য্যাবলীর দৃষ্টান্ত বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং আলোকচিত্র সম্বলিত প্রদর্শনীটি বিশেষ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

স্পোর্টস লাইব্রেরী, কলকাতা

সম্প্রতি ময়দানে কলাডি এসোসিয়েশনের তাঁবুতে স্পোর্টস লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। তিনি বলেন শুধু বাংলাতেই নয় ভারতেই এই ধরনের লাইব্রেরীর অভাব ছিল।

বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁদোয়া। নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

কাঁদোয়া, নদীয়া গত ২৩শে কার্ত্তিক (ইং ১২-১১-৭৭) তারিখে বেলা ৫ ঘটিকায় কাঁদোয়া গ্রামে বিবেকানন্দ পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ও দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জী মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাংবাদিক শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহরায় মহাশয় এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহার ভাষণে পাঠাগারটি যাতে সরকারী গ্রামীণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয় তাহার জন্য সভাপতি মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীদিলীপ ঘোষাল পাঠাগারের পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করেন। এ ছাড়া সভাপতি, প্রধান অতিথি, অনুষ্ঠানের উদ্বোধক, দেব প্রসূন ঘটক, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

অনিবার্য কারণ বশতঃ শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ দস্তিদার সংকলিত 'দেশ : সাহিত্য সংখ্যা (১৩৬০-১৩৮৪) বিষয় সূচি' বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না : সম্পাদক।

বিয়োগ পঞ্জী

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১২৯৬-১৩৮৪

খ্যাতনামা বৈষ্ণব তত্ত্ববিদ্ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজগ্রাম বীরভূমের কুড়মিঠায় ২৭ ডিসেম্বর '৭৭ পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বাংলা ১২৯৬ সালের ২৪ চৈত্র তিনি কুড়মিঠায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে পিতা ধনওয়ারীলাল মুখোপাধ্যায় ও আট বছর বয়সে মাতা কুসুমণি দেবী মারা যান।

কুড়মিঠা থেকে সিউড়ী ষোল মাইল পথ তিনি পায়ে সিউড়ী থেকে প্রকাশিত 'বীরভূমি' মাসিক পত্রিকায় হরেকৃষ্ণের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম গদ্য লেখা বের হয় 'প্রাচীন মঙ্গল ডিহি'।

কলকাতায় ইস্টানী থেকে 'মুকুল' পত্রিকা বের হত। হেঁটে সিউড়ীর লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে যেতেন। বীরভূমের হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী এই পত্রিকায় 'মুকুর' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। হরেকৃষ্ণ তাঁর ভুল দেখিয়ে একটি প্রতিবাদ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রতিবাদ দেখে মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী কুড়মিঠায় লোক পাঠিয়ে হরেকৃষ্ণকে হেতমপুরে নিয়ে আসেন। তখন হরেকৃষ্ণের বয়স মাত্র পঁচিশ বছর সেই সময়ে তাঁর পরামর্শ অনুসারে বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হন এই সমিতির উপদেষ্টা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি, সম্পাদক মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী, সহকারী সম্পাদক হন—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পায়ে হেঁটে প্রায়ে ঘুরে তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেন। তিন খণ্ডে লেখেন 'বীরভূম বিবরণ'; ১২২৬ সালে হেতমপুর কলেজ প্রাঙ্গণে হরপ্রসাদকে সম্বর্ধনার জন্য এক সভা হয়। সেই সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে 'সাহিত্য-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমবয়সী অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন 'চণ্ডীদাস-পদাবলী'। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কবি জয়দেব ও গীত গোবিন্দ এবং পদাবলী পরিচয়। সম্পাদনা করেছেন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

ভ্রম সংশোধন

অনবধানবশত পরিষদের ছাত্রসংযোগ সমিতির সদস্য হিসাবে সর্বশ্রী তপন ঘোষ ও চন্দ্রিমা দাশগুপ্তের নাম বাদ পড়ে গেছে।

এছাড়া ছাত্রসংযোগ সমিতির সুপারিশক্রমে এবং কার্যনির্বাহক সমিতিতে অনুমোদনক্রমে ছাত্র সংযোগ সমিতিতে শ্রীদীপকসুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মসচিব

বার্তা বিচিত্রা

কবি শঙ্খ ঘোষ আকাদেমি পুরস্কার পেলেন

এ বছর বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য গ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বাবরের প্রার্থনা'। এ বছর বিভিন্ন ভাষায় রচিত ১৯টি বইকে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিটি প্রাপককে ৫০০০ টাকা ও একটি তাম্রপত্র দেওয়া হয়।

শ্রী শঙ্খ ঘোষ একজন সুপরিচিত কবি এবং বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম: নিহত পাতাল-ছায়া, কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, ইত্যাদি।

আশাপূর্ণা দেবী 'জ্ঞানপীঠ' পেলেন

এ বছরের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলেন কথা সাহিত্যিকা আশাপূর্ণা দেবী—তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য। পুরস্কারের পরিমান লাখ টাকা। উপন্যাসটি ১৯৬০—৬১ সালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিধর্মী ভারতীয় সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সম্ভবতঃ মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং বাঙালী হিসেবে তৃতীয় যিনি এ পুরস্কার পেলেন। তাঁর এ উপন্যাসে ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। আমরা যতদূর জানি, এ পর্যন্ত তাঁর সর্বমোট বইয়ের সংখ্যা ১৬২। ছোটগল্প লিখেছেন হাজারের ওপর। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো: সুবর্ণলতা, অখ বহুদূর কথা প্রভৃতি।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: জন্ম শতবার্ষিকী

এ বছর বিভিন্ন জায়গায় কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৫৫) এবং সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭—১৯৩৮) জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো: করাঙ্গুল (১৩১৮), ধানদূর্বা (১৩১৮), শান্তিজল (১৩২০) এবং একখানি কাব্যসঙ্কলন – শতনরী (১৩৩৭) একদা কাব্যরসিকদের তৃপ্তি দিয়েছিল। কথা সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: বরণডালা (১৯১০), পুষ্পপাত্র (১৯১০), সওগাত (১৯৩১), দূরছায়া (১৯১২), আগুনের ফুলকি (১৩১১), পরগাছা (১৯১৭), ও দুই তীর (১৯১৮)।

ছাত্র পুনর্মিলন সমিতি ১৯৭৭-'৭৮

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আগামী ২১শে জানুয়ারী ১৯৭৮ তাং পরিষদের প্রধাগার বিজ্ঞানশিক্ষণ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্র পুনর্মিলন সমিতির পক্ষ থেকে বর্তমান / প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন এবং পরিষদ ভবনে নিম্নস্বাক্ষর-কারীদের সাথে যোগাযোগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মজুমদার ও শ্রীপার্থি সেন
যুগ-সম্পাদক
ছাত্র পুনর্মিলন সমিতি

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar Vol. 27, No. 5 Aug-Sept, '77

Editorial Page 99

It deals with the literacy, poverty and their impact on library. The 8th day of September is celebrated every year under the auspices of UNESCO. Unesco has also advocated on funtional literacy instead of conventional literacy. Various attempts have been made to analyse the role of libraries in literacy movement. It is agreed by all concerned that libraries should be used as information centres. In this way it can help to expedite the literacy work. It should also be noted that even today in Britain public libraries are taking part in the expansion of literacy work.

Gurudas Bandyopadhyay : a devout Social worker. By Prof Arobinda Bhattacharya. Page 101

It is in memory of late Gurudas Bandyopadhyay who passed away on 6th May, 1977. It throws some light on the dynamic personality of late Bandyopadhyay and the role played by him in varions fields of our social and cultural life. In one hand he was a reputed freedom fighter and on the other hand he was on idealist, man of literature and a real participant of library movement. He took active part in the affairs of Bengal library Association and loved the Association from the core of his heart. Bandyopadhyay's death shocked the lovers of library profession and Bengal Library Asson.

Role of the people in library movement. By Sayed Asraf Kermani. Page 104

It traces on the long drawn library movement of Bengal and the role of rural libraries of Bengal during freedom movement. It points out that library can act as an important part in the removal of illiteracy and emphasis has been made on the mass participation in library movement. It expresses on the importance of the mass communication and mass enlightenment with regard to library movement. Steps are to be teken by B.L.A. in such a way that the wave of library movement may be scattered far and wide in our rural Bengal.

National Library and its problems (3). By Anad Gupta. Page 106

(It also includes the abstracts of previous two instalments).

It has traced on the services of our National Library. It also points out how service of this library have been rendered for the last 30 years. It has referred in the committee set up by the Central Government to go into pros and cons of the said library. The Reviewing Committee of 1968 did not solve the basic problems of the library. There was fundamental difference between the Reviewing Committee of 1968 and previous Richey Committee. In Richey Committee no librarian was

taken but in the Reviewing Committee two former librarians were taken as members. The aim of the Reviewing Committee was that the readers and the common people would judge how far the library had achieved its goal. It has also brought to our notice with regard to the various probems of the library and made their suggestions for improvement.

The author has identified the problems and tried to find out the remedies of such problems. It has also analysed here how far National Library achieved national pride. In order to achieve the past glory of this library, the author has given some suggestions. It has traced on the formation of the some norms so that professionally qualified staff of this library may increase their efficiency.

Association News Page 110.

Annual general meeting and the election of the Office-bearers and the Council members of the Bengal Library Association for 1977-78 were held in the Association Building on 28th July 1977 at 4p.m. The following persons have been elected for this year :

OFFICE BEARERS

President : Sri Phanibhusan Ray

Vice-Presidents : Sarvasree Amiya Bandyopadhyay, Bijoyanath Mukhopadhyay Baidyanath Banerjee Chaudhuri, Ramranjan Bhattacharya and Sudhananda Chattopadhyay.

Secretary : Sri Prabir RayChaudhuri.

Jt. Secretary : Sri Bimalchandra Chattopadhyay.

Asstt. Secretary : Sri Ramkrisihna Saha

Librarian : Sri Asok Basu.

Treasurer : Sri Satyabrata Sen.

Editor, Granthagar : Sri Pradip Chaudhuri

COUNCIL MEMBERS

Sarvasree Arun Ray, Ashis Neogy, Kaliprasad, Chanchalkumar Sen, Dipak Ray, Minati Chakraborty, Paresh Saha, Pradyot Basu Chaudhuri, Prabodh Biswas, Tapan Sen, Tushar Sanyal, Shashanka Bagchi, Sudhendu-Bhusan Bandyopadhyay, Sourendramohan Gangopadhyay & Hirankumar Datta.

Spot Light in Libraries. Page111.

Snippets. Page 113

English Abstracts : **Dipak Kumar Ray**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১১ই জানুয়ারী পঃ বঃ শনদর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিকালে ৪টায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে এক জনসভা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও দেবব্রতী প্রভাস ঘোষ বক্তৃতা দেবেন। সভার বিস্তৃত বিবরণ শনদর্ড কর্মী সমিতির বন্ধুরা জানাবেন। প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীকে উক্ত সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বই সমালোচনার জন্য দু'কপি করে পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-GL-2
Postal Regd No. WB/CC-2145
Regd No. RN/2674/57

Volume 27 : No. 8

Nov.-Dec. 1977

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

2 4 DEC 1977

ENGLISH ABSTRACTS 183 to 184.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudrance 191B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৯ পৌষ, ১৩৮৪

সূচী

সম্পাদকীয়
জীবনীকোষ গ্রন্থ—প্রবোধ ভট্টাচার্য
কর্মহীন যুব জনতা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন
—শঙ্করকুমার বাগচী
প্রেস : সাহিত্য সংখ্যা (১৩৮০—১৩৮৪) বিষয় সূচি
—মনু ঘোষ ধন্যবাদ ১৯৩
পরিষদ কথা ১৯৩
পরিষদ বিজ্ঞপ্তি ২০১, ২০৩, ২২২
পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
শিক্ষণের সমাবর্তন উৎসব
গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন
গ্রন্থাগার সংবাদ
বার্তা বিচিত্রা
বিয়োগপঞ্জী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের
পরীক্ষার ফল
Memorandum submitted to the Hon'ble
Education Minister, Govt. of India

বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ সম্পাদনা : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory (1963) মূল্য ২·০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য ২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা-চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য ৫·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য ২·০০

ডঃ সাবিত্রী ওহদেদার—গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য ৪·০০

বাণী বসু (সঙ্কঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২। মূল্য ৫·০০ [বাঁধানো ৮·০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী | সহযোগী সম্পাদক : অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৯ | পৌষ, ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের সমস্যা

স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের প্রবর্তন শুরু হয় ১৯৪৫-৪৬ সাল। বর্তমানে এ রাজ্যে সর্বমোট ৭৬১টি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার আছে (জেলা গ্রন্থাগার ১৭, শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার ৩৮ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ২৩, এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৬৮৩)। এগুলির ব্যয়ভার বহন করে থাকেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। কর্মিদের বেতন নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্মিদের তুলনায় অনেক কম, আজকের দিনে তা দিয়ে একজন লোকের ভরণ-পোষণও চলে না। তাঁদের পে-স্কেলগুলি এখানে উল্লেখ করতে আমাদের লজ্জা হচ্ছে। বেতন ছাড়া গ্রন্থাগারের জন্য আনুষঙ্গিক যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, তা উল্লেখিত হলে আপনারা বুঝতে পারবেন সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব কিনা। আনুষঙ্গিক খরচ করা হয়:

(ক) গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে যেখানে মাসিক ৫০ টাকা। তার থেকে স্থানীয় ব্যবস্থা হিসাবে, ২৫ টাকায় বই কেনা হতে পারে। বই কেনার অন্য কোন অনুদান নেই।

(খ) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ১২০০/১৮০০ টাকা বার্ষিক আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অনুদান দেওয়া হয়। জেলা গ্রন্থাগারকে ঐ দুই খাতে যথা ২০০০ ও ৩০০০ টাকা দেয়। এই অর্থও নগণ্য সমান।

আর্থিক সচ্ছলতার জন্য গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন সমস্যায় বিপর্যস্ত। নীচে কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা হলো।

(১) শহর এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিতে হয়। অত্যধিক ইলেক্ট্রিক খরচ, ডেয়োদিন খরচ ও পত্রপত্রিকার দামে ক্রমবৃদ্ধির জন্য পুস্তক ক্রয় খুব সামান্যই হয়ে থাকে। ফলে গ্রন্থাগারের কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত। জনসাধারণের স্বার্থের কথা ভাবা যায় না। চাঁদা চালাতে হয় এবং তা উত্তরোত্তর বাড়াতে হয়—তাতেও সংগ্রহ খুব যৎসামান্য। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে পাঠক সংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি।

(২) দীর্ঘদিন এই অঘটনের কথা লিখে চেঁচামেচি করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বিশেষ অনুদান দেওয়া প্রথা চালু হয়েছে গত ৩৪ বছর ধরে। দুর্নীতিতে সহযোগী না হলে বা বিশেষ প্রভাবশালী না হলে, এই বিশেষ অনুদান পাওয়া যায় না।

(৩) গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় নেই প্রতি গ্রন্থাগারই স্ব স্ব প্রধান—কাঁরো সঙ্গে কারো যোগাযোগ প্রায় কোনক্ষেত্রেই নেই।

(৪) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের কোথাও জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক (DSEO) মহাশয় নিয়োগ করেছেন আবার কোথাও স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত। নিয়োগ নিয়মও কিছু প্রবর্তিত হয়নি। কোথাও এইসব নিয়োগে সরকারী অনুমোদন দরকার, কোথাও দরকার হয় না।

(৫) বর্তমানে যে ছয়টি শ্রেণীর কর্মিরা এইসব স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে কাজ করছেন, তাদের মধ্যে সর্বনিম্নশ্রেণী

কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারে নিযুক্ত ঐ শ্রেণীর কর্মিদের তুলনায় প্রতি মাসে ৬৫ টাকা কম পান—এবং সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারে নিযুক্ত সমশ্রেণীর কর্মিদের তুলনায় প্রতি মাসে ২৫০ টাকা কম পান।

(৬) অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার মধ্যে একমাত্র কনট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু হয়েছে মাত্র ১৯৭৪ সালে। ফলে ইতিমধ্যে যাঁরা অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন বা যাঁরা গেছেন, তাঁরা শূন্য হাতে গেছেন। গ্র্যাচুইটি, বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, সন্তানের শিক্ষাভাতা, পর্বতাকল ভাতা, কিছুই নেই,—যা সরকারী কর্মচারী কেন; প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুলাদির শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও রয়েছে।

(৭) পনসর্ড গ্রন্থাগারে এখনো মাসিক নির্দ্দিষ্ট (fixed) বেতনের গ্রন্থাগারকর্মী আছেন, যাঁরা প্রবর্তনকালে ঢুকেছিলেন, যাঁরা স্কুল ফাইনাল পাশ নন—অথচ প্রায় ৫০ বা তদূর্দ্ধে বয়স হয়েছে। এঁদের সহকর্মী পিয়নও এঁদের চেয়ে বেশী বেতন পান—এঁদের প্রতি এতটুকু সুবিচার হয়নি!

(৮) প্রতি মাসে নিয়মিত বেতনাদি দেওয়ার ব্যবস্থাও নেই। কোন কোন জেলায় ৩।৪ মাস পরেও বেতনের টাকা যায়। আবার মনি অর্ডার কমিশন বেতনাদির টাকা থেকে অথবা গ্রন্থাগারের আনুষঙ্গিক খরচের মাসিক ৩০ টাকা অনুদান থেকে কেটে নেওয়া হয়। ফলে, গ্রন্থাগারকর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নয়ত গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৯) এই পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নিয়োগ-নিয়ম (Recruitment Rules) যেমন নেই, সার্ভিস রুলও নেই; যখন যেমন, তখন তেমন, করে চাকুরী ও মাইনে। প্রমোশনেরও কোন সুযোগ নেই।

(১০) গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনভার, কোথাও সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন-এক্ট অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতির উপর বা ট্রাষ্ট কমিটির উপর, কিংবা কোথাও এতদুভয় কমিটির উপর ন্যস্ত। এতদুভয় কমিটিই বেশী। রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতি হলেও নিয়ম মত কার্যক্রম চলে না—চালানোও সম্ভব না। ৩/৫ বছরেও নির্বাচনাদি হয় না। ফলে কায়েমী স্বার্থ জন্ম নিয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। গ্রন্থাগার যে এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তার পরিচালনব্যবস্থা যে একটু স্বতন্ত্র ধরণের তা অনুধাবন করার চেষ্টাও সরকারী ব্যবস্থাপনায় আছে কিনা সন্দেহ। ফলে গ্রন্থাগারগুলির সামাজিক অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

(১১) দীর্ঘ ২২ বছরের মধ্যে এই পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি কাজের কোন মূল্যায়ণও হয়নি। মূল্যায়ণ করবার মত গ্রন্থাগার বিষয়ে অভিজ্ঞ পারদর্শী লোকও নেই সরকারী ব্যবস্থাপনায়। অথচ, কর্মীরা বাস্তবক্ষেত্রে থেকে বুঝতে পারছেন, এখানে আরও পুস্তক, কর্মপরিধি বাড়ানো নিতান্ত দরকার নিয়ন্ত্রণতান্ত্রীকরণ শিক্ষার কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে আজীবন শিক্ষার সহায়তা, পুনর্নিরক্ষরতা রোধ ব্যবস্থায় এইসব গ্রন্থাগারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোসিও-ইকনমিক (Socio-Economic) উন্নয়নেও এর ভূমিকা অপরিসীম। আজ, এইসব গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যাও বাড়ানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণকে যদি সমাজ সচেতন করে অনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তা হলে সরকারকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২টি মূল দাবী মানতে হবে। তা'হল :

(ক) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রন্থাগার উন্নয়নে ও পরিচালনায় নিয়মশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা—গ্রন্থাগারের সামাজিক প্রয়োজন ও অস্তিত্ব নিশ্চিত করা—গ্রন্থাগারগুলি জনস্বার্থমুখী করে গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত করা।

(খ) পনসর্ড গ্রন্থাগারকর্মীদের অবহেলা না করে—সমমর্যাদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীর সমতুল বেতন হার, ভাতাদি, অবসরকালীন সুযোগসুবিধা ও চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান।

আমরা তাঁদের এ দাবী দু'টি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা চাই, পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে নিজস্ব গ্রন্থাগার আইন চালু করা হোক এবং পনসর্ড প্রথা বাতিল করে সুষ্ঠ নিয়মের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হোক।

জীবনীকোষ গ্রন্থ

প্রবোধ ভট্টাচার্য

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই জানেন যে কোন রেফারেন্স গ্রন্থাগারে 'হুজস্ হু' বা জীবনীকোষ জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন কি অপরিসীম। সুই শোর 'হুজস্ হু' জাতীয় গ্রন্থসম্পর্কে বলেছেন যে এতে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নামধাম ও অন্যান্য জীবনী সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্তাকারে পদবী অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা থাকে। এ ধরণের জীবনীকোষে সাধারণতঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবিত অথবা প্রয়াত যারা উল্লেখ্য ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জীবনীকোষ প্রসঙ্গ উঠলেই সবচেয়ে পরিচিত ও বহু ব্যবহৃত যে জীবনীকোষটির নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে সেটি হোল লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'হুজস্ হু' বার্ষিক জীবনীকোষটি। এটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৪৯ সালে। হুজস্ হু জীবনী-কোষটি শুধুমাত্র জীবিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিতেই সীমাবদ্ধ। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রয়াত ব্যক্তিদের 'হু ওয়াজ হু' গ্রন্থে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিদেশীভাষায় জীবনীকোষ গ্রন্থগুলির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হলেও ভারতীয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এ ধরনের উচ্চমানের জীবনীকোষ গ্রন্থ খুবই কম। ফলে ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলিতে ভারতীয় ভাষায় রচিত উচ্চমানের উপযুক্ত জীবনীকোষ গ্রন্থের অভাবে অনুসন্ধান সেবা বিশেষ-ভাবে ব্যাহত হয়। এই প্রসঙ্গে ডেক্সিনতন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতি শ্রীবিজনেন্দু বসুমহাশয়ের অভি-ভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীবসুমহাশয় বলেন যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার গ্রন্থাগারিকদের সুনামের একটি মুখ্য কারণ ভাল ভাল রেফারেন্স গ্রন্থ—যা থেকে গ্রন্থাগারি-কেরা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য তড়িৎ গতিতে দিতে পারেন। বাংলাভাষায় বহু রেফারেন্স বইয়ের বিশেষ করে বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের জীবনীকোষ বিখ্যাত লেখকদের যেমন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বা নজরুলের গ্রন্থপঞ্জীর প্রয়োজনের কথা বলাই বাহুল্য।

এখন দেখা যাক এ পর্যন্ত কি হারে বিভিন্ন ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় জীবনীকোষ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীঅমিতাভ চ্যাটার্জি ও শ্রীনিমাই ঘোষ সঙ্কলিত এবং ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান রেফারেন্স পাবলিকেশন্স—এ বিবলিওগ্রাফী" গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন ধরনের জীবনী কোষ গ্রন্থ প্রকাশের মোট সংখ্যা ৬৬টি। এর মধ্যে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪০টি, বাংলায় ৫টি, হিন্দিতে ৪টি ও মারাঠি ভাষায় মোট ৩টি মাত্র। এ ছাড়া ২টি করে পাঞ্জাবী ও তামিল ভাষায় এবং ১টি করে অসমীয়া, ওড়িয়া গুজরাটী, তেলেগু ও মালয়ালম ভাষায় জীবনীকোষ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিকে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করলে দেখা যায় ভারততত্ত্বে ১৩টি, ইতিহাসে ১১টি, সাহিত্যে ১০টি, সাধারণ বিষয়ে ৭টি, শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানে ৩টি করে, শিল্পকলা, ধর্ম, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ২টি করে এবং কিশোর সাহিত্য, কৃষি, মনোবিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানে ১টি করে। এছাড়া গ্রন্থাগারিকদের জীবনীকোষ সংক্রান্ত দুটি গ্রন্থ আছে সেগুলির একটি হোল দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত এস এন. কে. সোরেন সম্পাদিত "ডাইরেক্টরী অফ লাইব্রেরী এণ্ড হুজস্ হু ইন্ লাইব্রেরী প্রফেশন ইন দিল্লী"। অপরটি হোল মিউ দিল্লীর প্রিমিয়ার পাব্লিশার প্রকাশিত এস আর. কে. খোসলা ও এম. কে. কাউর সম্পাদিত "হেন অফ লাইব্রেরি সায়েন্স এণ্ড লাইব্রেরিজ ইন্ ইণ্ডিয়া"। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় এ ধরণের গ্রন্থে

প্রকাশন কত কম। অথচ রেফারেন্স প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে এই জীবনীকোষ গ্রন্থগুলির ব্যবহার যে কত ব্যাপক সে কথা বলে শেষ করা যায় না। বিশেষ করে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে যে কোন প্রখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুতে অথবা কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলে যে স্মৃতিচারণ বা সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করা হয় তার প্রস্তুতিতে এই ধরণের গ্রন্থগুলি প্রভূত সহায়তা করে।

শুধু কি তাই। গ্রন্থাগারিকেরা যে পেশাদারি স্তরে উন্নীত হয়েছেন সে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেউ কেউ এ গ্রন্থটি ব্যবহার করেছেন। আমেরিকার সিট্‌সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ডীন অধ্যাপক হারল্ড ল্যানকার 'হুজস্ হু ইন্ আমেরিকা'র (১৯৬০-৬১ সংস্করণ) পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে এতে মোট ১৮ কোটি জনসাধারণের মধ্যে নিবিড়ভাবে বাছাই করে মাত্র ৪৪,২০০ জন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রন্থাগারিকেরা হোল শতকরা ০.৮ ভাগ, চিকিৎসক ৪.৮ ভাগ, ধর্মীয় যাজক ৬.৮ ভাগ, আইনবিদ্ ও বিচারক ৮.১ ভাগ এবং শতকরা ২০ ভাগ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাবিদ্। অধ্যাপক ল্যানকার আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার-এর তথ্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে সে সময়ে আমেরিকায় মোট ৪৫ হাজার গ্রন্থাগারিক, ২ লক্ষ ১৬ হাজার চিকিৎসক, ২ লক্ষ ৫৩ হাজার যাজক এবং ২ লক্ষ ২৬ হাজার বিচারক ও আইনবিদ্ ছিলেন। এই দুটি তথ্য থেকে অঙ্কের সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করে অধ্যাপক ল্যানকার দেখিয়েছেন যে, 'হুজস্ হু ইন্ আমেরিকা' গ্রন্থটিতে গ্রন্থাগারিকদের শতকরা অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা চিকিৎসক, আইনবিদ্ বা বিচারকদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। (The librarian search for status, by Harold Lancour. Library Quarterly, Oct. 1961).

কাজেই গ্রন্থাগারিকতাকে আরো পেশাদারি করার জন্য আমরাও বাংলাভাষায় উপযুক্ত মানের রেফারেন্স বইয়ের প্রকাশনের ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অগ্রণী হবার অনুরোধ জানতে পারি।

সদ্য প্রকাশিত হল :

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

শ্রী গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। খ্রীঃ অব্দের হাজার বছরের মধ্যে হিউ-এন-ৎসাঙ, ইৎ-সিং প্রমুখ যাঁরা ভারতে এসেছেন এবং কাশ্যপ, মাতঙ্গ প্রমুখ যাঁরা চীনে গিয়েছেন তাঁদের তথ্যবহুল ইতিহাস। চারটি বিরল মানচিত্র। [১০·০০]

অন্যান্য বই :

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্য-সমূহের বিবরণ; ভারতীয় সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫·০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ও গান্ধীপ্রতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশদ পরিচয়। [২০·০০]

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। কয়েকটি মানচিত্র। [১৫·০০]

বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

ডঃ ব্রহ্মেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তত্ত্ব, বিবর্তন ও কয়েকটি বিশিষ্ট কীর্তনীয়ার জীবন-চরিত। ১০ ছবি। [১০·০০]

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১০টি সেরা সংস্কৃত নাটকের গল্পরূপ। [৮·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

কর্মহীন যুব জনতা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

শশাঙ্কশেখর বাগচী
ব্যুরো অব্ এডুকেশন্যাল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ, কলিকাতা-১৯

কর্মহীন যুব-সমাজ আজ দেশের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। এই সমস্যা ভারতের অন্যান্য রাজ্য সমূহের মত পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে এবং তা যথেষ্ট স্ফীতকায়। যুব-সমাজের কর্মহীনতা দূরীকরণ বিষয়ে বহুকমের পরিকল্পনা ইত্যাদির খবর শুনে থাকি। কিন্তু তা'সত্ত্বেও শিক্ষিত বেকার-জনতার সংখ্যা আজ ১৩ লক্ষের উপর। সমাজে আজও বিস্ফোরণ যে ঘটেনি সে নেহাৎ আমাদের ভাগ্য বলে। কিন্তু এই 'ভাগ্য-বল' বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকবে এটা ভাবা ঠিক নয়। দেশের শিক্ষিত 'জন-গণ-'এর বিরাট এক অংশ কেন কর্মহীন সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে এবং থাকা স্বাভাবিক। সেই কর্মহীন শিক্ষিত মানুষদের কোন পথে 'কর্ম' সংস্থান করা যাবে সে নিয়েও মত পার্থক্য থাকতে পারে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কর্মহীন শিক্ষিত যুব-জনতার কোন অংশকে 'কর্ম' যোগান সম্ভব কিনা সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে এখানে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে, নিবন্ধে উপস্থাপিত চিন্তা আমার একান্তই ব্যক্তিগত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা অপর কোনও সংস্থার বক্তব্যের সঙ্গে গরমিল ঘটলেও ঘটতে পারে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং সেই সূত্রে কিছু কর্মহীন যুবক-যুবতীর বেকারত্ব মোচন সম্ভব কিনা সেই চিন্তাই আমার বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অধিকতর সক্ষম ব্যক্তিবৃন্দ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে তদ্বিষয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যেতে পারে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং তাকে বাস্তবায়িত করে কর্মহীন যুব-সমাজের কর্মসংস্থান বিষয় নিয়ে আলোচনার পূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে কি বলা প্রয়োজন। জনজীবনে গ্রন্থাগারকে সার্থক রূপে ব্য করাই গ্রন্থাগার আন্দোলন। কিন্তু উন্নত সুসংব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং মানুষের জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে 'গ্রন্থাগার'-কে যুক্ত করা গ্রন্থাগা আন্দোলনের লক্ষ্য হলেও সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে হলে উদ্যমশীল কর্মীদলের প্রয়োজনীতাকে মনে রাখতে হয়। রাজ্যের প্রায় চার হাজার 'সাধারণ গ্রন্থাগার' অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে কর্মী অভাবে সেবাদানে অক্ষম হয়ে পড়ছে। এই সকল গ্রন্থাগারকে সুসংগঠিত করতে হলে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান যেমন দিতে হ তেমনি কর্মীর ব্যবস্থা করাও—আজ অত্যন্ত জরুরী এ রাজ্যের স্ফীত কলেবর শিক্ষিত বেকার সমস্যা দূরীকরণে মতই তা গুরুত্বপূর্ণ।

জনসাধারণের কল্যাণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আবশ্যকত বিষয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ ইদানিং কিছুটা অনুকূ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা ঠিক। কিন্তু তাঁদের এ অংশ রাজ্যে নিরক্ষরতার আধিক্যের প্রশ্ন তুলে গ্রন্থাগারে প্রাধান্য দিতে এখুনি সম্মত নন। ওঁদের বক্তব্য হল— সাক্ষর মানুষের হার যেখানে এত কম, সে ক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহার করবেন কে? কাজেই নিরক্ষর দূরীকরণে তাঁরা যে পরিমান জোর দিতে চাইছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ততটা নয়। অর্থাৎ গ্রন্থাগা আন্দোলনকে তাঁরা এখুনি বাস্তবায়িত করতে উৎসা নন।

রাজ্যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাধিক্য খুবই তা ঠিক সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে গ্রন্থাগার শুধুমাত্র সাক্ষ

ব্যক্তিকেই সাহায্য করে না। নিরক্ষর মানুষও সুসংগঠিত গ্রন্থাগার থেকে তাঁর নানা প্রয়োজনে সাহায্য পেতে পারেন। যে মানুষ সাঁতার কাটতে পারেন না তিনি কিন্তু জলাশয়ে স্নান করে ক্লেদমুক্ত হতে পারেন এবং তা স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনেই আবশ্যক। অনুরূপ যুক্তিতেই 'স্বাক্ষর —নিরক্ষর' এর প্রশ্ন সরিয়ে রেখে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হ'বে।

'সাধারণ গ্রন্থাগার' গুলি আজ কর্মী অভাবে প্রায় অচল বা পুরাপুরি অচল হয়ে পড়েছে। কাজেই এই সকল 'সাধারণ গ্রন্থাগারে' কর্মী সংস্থানের পরিকল্পনা নিলে এখুনি প্রায় চার হাজার কর্মহীন যুবক চাকুরী পেতে পারবেন। বেকারত্বের গ্লানি মুক্ত হয়ে সমাজের গঠন মূলক কাজে অংশ নেবেন। সুপ্ত প্রায় জনকল্যাণী সংগঠন গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাণ সঞ্চারিত হবে। জনশিক্ষার সুস্থতম প্রধান হাতিয়ার 'গ্রন্থাগার' ক্রমে মানুষের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে শুরু করবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল হবে অদূর ভবিষ্যতে।

কর্মহীন শিক্ষিত যুবকদের রাজ্যের 'সাধারণ গ্রন্থাগারে' কর্মসংস্থান করা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে যে সাত শতাধিক 'পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার' রয়েছে সেখানেও বেশ কিছু সংখ্যক কর্মপ্রার্থীকে চাকুরী দেয়া যেতে পারে। কারণ এই সকল গ্রন্থাগারে শুরুতে যে কর্মীসংখ্যা ছিল তা-ই রয়েছে গত তিন বৎসর ধরে।

'সাধারণ' ও 'পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার'-এর বাইরে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন করে অন্ততঃ দু'জন করে গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ করলে প্রায় আর তের হাজার যুবককে চাকুরী দেয়া সম্ভব। রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেহাৎ-ই 'নাম কা ওয়াস্তে'। এই ব্যবস্থায় ছাত্র শিক্ষক উভয় সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। অথচ শিক্ষার স্বার্থে এটা যে হওয়া উচিত নয় এই সত্য কথাটি স্বীকার করতে বাধ্য। তাই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলে কর্মহীন যুব সমাজের একটা অংশকে কর্মসংস্থান করে দেয়া প্রকৃতই সম্ভব।

রাজ্যের অপরাপর গ্রন্থাগারগুলিতেও কর্মী অভাব রয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান বিশেষের গ্রন্থাগারগুলিতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী সরবরাহের ব্যবস্থা করলে আরও অন্ততঃ হাজার দু'য়েক কর্মীর প্রয়োজন হবে। গত দশ বৎসর বা তারও বেশী সময় এই সকল গ্রন্থাগারের অনেক কয়টিতে কোনও গ্রন্থাগার কর্মীর পদ সৃষ্টি হয়নি বা নতুন কর্মী নিয়োগ হয়নি। ফলে গ্রন্থাগারগুলির সেবাদান স্থবিরতা হয়ে পড়ছে। কাজেই এদিকটাতেও দৃষ্টি দেয়া আজ প্রয়োজন।

কর্মহীন শিক্ষিত যুব-সমাজকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে কাজ দেয়ার বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এর সঙ্গে যুক্ত আর্থিক দায় দায়িত্বের প্রশ্ন এসে পড়ে। আলোচনা প্রসঙ্গে 'সাধারণ গ্রন্থাগার' সমূহের আর্থিক অনটনের কথা বলেছি। তাই এটা আশা করা যাবে না যে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষগণ তাঁদের সামর্থে গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগ করতে সক্ষম হবেন। কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রাজ্য সরকারকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে যে ব্যবস্থার কথা আমার মনে আসছে তা হল— 'স্পেশাল ক্যাডার গ্রন্থাগারিক' নিয়োগের পরিকল্পনা। বিষয়টি নতুন নয়। বিগত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে অনুরূপ 'স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক' নিয়োগ করে রাজ্যের বেকার সমস্যা হ্রাস করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এই উদ্যোগে রাজ্যের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় উপকৃত হয়েছিল এবং বেশ কিছু নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিতও হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকল্পে 'স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষকদের' বেতন প্রথমে সাতান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা নির্দিষ্ট হয়। পরে তারা নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে বেতন স্কেল পেয়ে পুরাপুরি প্রাথমিক শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন।

কাজেই রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহে এই মুহূর্তে উপযুক্ত বেতন স্কেল ইত্যাদি সহ গ্রন্থাগারিক নিয়োগে

সম্ভব না হলেও 'স্পেশাল ক্যাডার গ্রন্থাগারিক' নিয়োগ ততটা অসম্ভব নয়। তবে বর্তমান বাজার দর যা তাতে সাতাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় কিছু বেশী বেতন না দিলে চলবে না। আপাততঃ 'স্পেশাল ক্যাডার গ্রন্থাগারিক-দের' মাসিক বেতন অন্তত একশত টাকা হওয়া প্রয়োজন। পরবর্তী কালে প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্রমিক পর্যায়ে এঁদের নিয়মিত গ্রন্থাগারিক রূপে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিতে আত্মা-করণের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এই ব্যবস্থায় জেলা শিছু কোটা নির্দ্ধারণ করে অগ্রসর হলে আগামী পাঁচ বৎসরে বহু গ্রন্থাগারেই কর্মী সরবরাহ সম্ভব হবে এবং সেগুলি কর্মক্ষম হয়ে সাধারণের সেবায় সক্ষম হবে। পরিকল্পনার রূপায়ণে প্রয়োজনীয় আর্থিক ভার রাজ্য সর-কারকেই বহন করতে হবে। তবে দি-মুখী লাভের কথা চিন্তা করলে এই ব্যয় খুবই সঙ্গত মনে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

পৌরসভা গ্রন্থাগার সমূহে কর্মীদের বেতন ও ভাতা রাজ্য সরকার বহন করে থাকেন। কাজেই পৌরসভা গ্রন্থাগারগুলিতে বাড়তি কর্মীর সরবরাহ ও তার ব্যয় রাজ্য সরকারকেই মেটাতে হবে। এ ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার-গুলির সেবাদান সমস্যা এবং রাজ্যের ক্রীতকায় বেকার সমস্যা ভেবে দেখলে আবশ্যকীয় ব্যয় অনুমোদন করা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে না।

অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগারের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে অনুদান দিয়ে থাকেন তার ১০% যদি কেবল ছাড়া কর্মী নিয়োগ, আসবাব পত্র ইত্যাদি বাবদ খরচ করা যেতে পারে। সেই শর্ত পালনের মাধ্যমেই ঐ সকল গ্রন্থাগারে কিছু কর্মী নিয়োগ সম্ভব হবে বলে মনে করা চলে। অপরাপর প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী সংস্থান করতে রাজ্য সরকার থেকে কিছু চাপ সৃষ্টি করা হলে সুফল মিলতে পারে। আর্থিক ভার সরকারকে তাহলে বহন করতে হয় না, অথচ কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বেকার যুবকের কর্ম সংস্থান ঘটে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার জনতার সমস্যার কিছুটা মোকাবিলা সম্ভব। উপরুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে এগুলে জন কল্যাণী প্রতিষ্ঠান 'গ্রন্থাগার' এবং রাজ্যের যুব সমাজ দুই-ই উপকৃত হবে। দেশের এবং দশের স্বার্থে রাজ্য সরকার কিছু করতে চাইলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের কথা অবশ্যই ভেবে দেখতে পারেন। অর্থচিন্তা এখানে বাধা হওয়া উচিত নয়। আশা করা যায় তা হবেও না।

নববর্ষের শুভেচ্ছা

শুভ নববর্ষে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—সম্পাদক

শিক্ষাজগৎ ও সরকার

পশ্চিমবাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের নবগঠিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার অরাজকতা দূর করে পড়াশোনা ভালোভাবে চালানোর পক্ষে অনুকূল পরিবেশ ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা।

- পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ সমাজকেও পঙ্গু করবে— তাই, ছাত্র সমাজের কাছে সরকারের আবেদন, তাঁরা যেন নিজেরাই এই অন্যায় ও অসততার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।
- সর্বপ্রকার সমাজবিরোধী প্রবণতা থেকে ছাত্রসমাজ নিজেদেরকে দূরে রাখুন, স্কুলে-কলেজে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলুন।
- দেশের সুস্থ ও সুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন,— পচাগলা সংস্কৃতির পংকিল আবর্তে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেবেন না।

নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ.—সেজন্য সরকার জনগণের সহযোগিতার একটি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তাছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে।

শিক্ষাজগৎকে দুর্নীতিমুক্ত করা শিক্ষার সম্প্রসারণে জনগণের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ১৩১৮২/৭৭

দেশ : সাহিত্য সংখ্যা (১৩৬০--১৩৮৪) বিষয় সূচি

মধু ঘোষদস্তিদার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি-৩২

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথ—আলোচনা

অজিতকুমার চক্রবর্তী—ভক্ত ও কবি : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী। ১৩৭৬ ; ১৫১-৭৫।

অন্নদা শঙ্কর রায়—কবিগুরু। ১৩৬৯ (রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা) ; ২৩-৪।

রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর লিখিত 'রাখী' কাব্যগ্রন্থের সংশোধন করে যে গদ্যময়তার পরিচয় দিয়েছেন তারই আভাস পাওয়া যায়।

অমিতা রায়—কমানিয়ায় রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৮ (রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা) ; ১৮১-৮।

অমিয়কুমার মজুমদার—রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্র নাথ। ১৩৮১ ; ১৩১-।

আদিত্য ওহদেদার—রবীন্দ্র গ্রন্থের উৎসর্গপত্র। ১৩৮১ ; ১২৩-।

আবু সয়ীদ আয়ুব—নয়নে যেন আঁখি। ১৩৮৩ ; ৭৭-৮৮।

— —পদ্মের মাতখানে ব্রজ। ১৩৭৭ ; ১৪৭-৬৮।

— —পাঁচজনের সখা। ১৩৭৯ ; ১৭১-৯০।

— —প্রেমের দুই রূপ। ১৩৮০ ; ৪৭-৫৭।

চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা আলোচ্য বিষয়।

কণিকা কাশীপতি—রবীন্দ্রনাথ ও ডেনেশ সাহিত্যকবি আন্দারসেন। ১৩৬৮ ; (জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা) ; ১৭১-২।

কবি প্রণাম (সম্পাদকীয়)। ১৩৭৭ ; ১৩৫

— । ১৩৭৮ ; ৩১

— । ১৩৮১ ; ৭

কাজুও আজমা ও শ্রীঅমিয়মূদন ভট্টাচার্য—জাপানী সাংবাদিকদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ; ১৩১৬। ১৩৭৭ ; ২৬৩-৮।

কিতিমোহন সেন—শংকরায় চ মহত্তরায় চ। ১৩৬৪ ১০৪-৯।

কিতিশ রায়—একটি উৎসবের ভূমিকা। ১৩৬৪ ; ১৩৭-৪০ হাজেরীতে রবীন্দ্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

"জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি"। ১৩ (রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা) ; ৭৫।

১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ এ প্রবন্ধ শেষ অভিভা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

জীবনময় রায়—রবীন্দ্র সংগীতের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনা ১৩৬৩ ; ১৪৪-২।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগী শুরু। ১৩৬৮ ; ১০৪-২০।

দেবব্রত সেন—ঐতিহ্য, বাঙালী ও পঁচিশে বৈশাখ। ১৩৮ ১০৪-৬।

নিরুপমা সরকার—আবির্ভাব তিথি। ১৩৬০ ; ৬৮।

— —কবি পরিচিতি। ১৩৬৩ ; ১২৫।

নিশিকান্ত—মধ্যাহ্নান (কবিতা)। ১৩৬৮ ; ১৮-২০।

নেপাল মজুমদার—শিলাইদহে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন ১৩৭৯ ; ২৯৫-৭।

পঁচিশে বৈশাখ (সম্পাদকীয়)। ১৩৬৩ ; ৯-১০।

— — । ১৩৬৪ ; ৮১।

পুলিনবিহারী সেন—কবি ভ্রাতা। ১৩৭২ ; ১৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের স সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে।

— —ভক্ত ও কবি : অজিতকুমার ও রবীন্দ্রনা ১৩৭৬ ; ১৩১-৪৬।

— —রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র। ১৩৬৯ জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা ; ৪৩-৬৪।

বিবরণসূচি :—(১) রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত পত্রপত্রিকা।

(২) 'ভারতীতে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বঙ্গে সমাজ বিপ্লব, বাঙালীর আশাও নৈরাশ্য' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

(৩) বালক পত্রিকায় (১২৯২) সূচীপত্র।

(৪) অকাল বিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসুর পত্র বিনিময়।

— — — । ১৩৭০ ; ১২১-৩২।

— —রবীন্দ্র পরিচয় গ্রন্থপঞ্জী। ১৩৬২ ; ৭৯-১১৬।

— রবীন্দ্র সংবর্ধনা। ১৩৬৫ ; ৯৩-৭।

সম্ভবতঃ কবির জীবনে সর্বপ্রথম মানপত্র লাভ (১লা শ্রাবণ, ১৩০৮)।

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়—দুই কাল : দুই কবি। ১৩৭৯ ; ১৬৩-৭০।

দুই কবি : রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—নিলচিক রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৩ ; ১১৪-৬।

প্রবোধচন্দ্র সেন— বঙ্গদর্শনের উৎপত্তা রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬২ ; ১৪৭-৫৬।

— —রবীন্দ্র চিন্তায় ভারতবর্ষ। ১৩৭৪ ; ১১৭-২৭।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার। ১৩৬৯ ; ১৬৭-৮২।

প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্র চর্চা। ১৩৬২ ; ৭৫-৭৮।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ—কবি স্মৃতি। ১৩৬৮ ; ২৯-৩২।

বিপিনবিহারী গুপ্ত—ছিন্নপত্র। ১৩৬০ ; ৭১-৫।

বিক্টু দে—ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড। ১৩৬০ ; ৮৭-৯২।

বিভূপদ ভট্টাচার্য—আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে। ১৩৬৪ ; ১২১-৮।

— —বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬২ ; ১৩৪-৪০।

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—রবীন্দ্র শব্দের অর্থ বিচার। ১৩৬৮ ; ১৭৩-৮।

বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালী। ১৩৬৯ ; ২৫-৩২।

ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৬৩ ; ৬৩-৭২।

মহাকবি (সম্পাদকীয়)। ১৩৬৭ ; ১।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পশ্চিম বেশের বহু দুয়ার। ১৩৬৯ ; ১৮৩-৯০।

মুজতবা আলী—কবিগুরু গুরুদেব। ১৩৬৮ ; ৯৫-১০০।

— —উইণ্টার নিৎস-কৃত কবি রবীন্দ্রনাথের মর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। ১৩৬৯ ; ১৬১-৬।

— —রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ। ১৩৭০ , ১৪১-৬।

বিশ্বভারতী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচীব ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন সেন। সঙ্গীত ও চিত্রে উৎসাহ দিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল।

মৃণাল ঘোষ—মোরাণ সাহেবের বাগান ও রবীন্দ্রনাথ। ১২৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম চন্দননগরে আসেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত ভাগীরথী তীরের মোরাণ সাহেবের এই সুন্দর বাগানবাড়ীতে তিনি দীর্ঘকাল যাপন করেন। মোরাণবাউসের এই শান্ত পরিবেশ তাঁর অন্তরকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে। জীবন স্মৃতির মধ্যে রয়েছে কবির এই অবিস্মরণীয় অনুভূতির কথা।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। ১৩৬৬ ; ২১৭-২৯।

রঞ্জন, ডক্টর—দ্বিতীয় মত। ১৩৬৮ ; ১৭৯-৮০।

— —দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৫ ; ৯৮-১০১।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত—শতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রচর্চা। ১৩৬৯ ; ৯৭-১২০।

রবীন্দ্র চেতনা (সম্পাদকীয়)। ১৩৭০ ; ১১৩।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী (সম্পাদকীয়)। ১৩৬৮ ; ১৭।

রবীন্দ্রনাথ—অপ্রকাশিত কবিতা। ১৩৬৫ ; ৮৩-৪।

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের

প্রথমা কন্যার নামকরণ উপলক্ষে কবির আশীর্বাণী।
রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদকীয়)। ১৩৮৩ ; ৮১-২।
রবীন্দ্র প্রসঙ্গ। ১৩৭২ ; ৩১-৬।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিহারীলাল গুপ্ত পরিবারের মধ্যে যে যোগসূত্র ছিল তা' আলোচিত হয়েছে।
রবীন্দ্র স্মরণে (সম্পাদকীয়)। ১৩৭২ ; ১৭।
রিচার্ড চার্চ—সমাহিত কবি। ১৩৮৮ ; ১৪৩-৪২।
লখধর সিংহ—রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার অ আ ক খ। ১৩৮৮ ; ১৩৫-৪২।
শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাংগ শিক্ষায় সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের স্থান। ১৩৮০ ; ৫৮-৮৪।
— —শান্তিনিকেতনের নৃত্য আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান। ১৩৮৮ ; ১০১-৪।
শিবনারায়ণ রায়—চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। ১৩৮২ ; ১৫৭-৬৭।
শিবরাম চক্রবর্তী - হাসির গল্পের আদিক। ১৩৮৩ ; ৯৩-৪।
সম্পাদকীয়। ১৩৭৯ ; ১৩৫-৬।
সরলাবালা সরকার—রবীন্দ্রনাথের সোনা। ১৩৬৪ ; ২৪৩-৮।
সরোজ আচার্য—রবীন্দ্রোত্তর কাল। ১৩৮০ ; ১১৮-২১।
সরোজকুমার বসু—মণীষুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ। ১৩৮৩ ; ৩৭-৪৪।
সুজিতকুমার সেনগুপ্ত—সমালোচিত পৌঢ় রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রাঙ্গদা বিতর্ক। ১৩৭৯ ; ২৯৮-৩০৪।
সুনেত্রা সরকার—জীবনস্মৃতিতে কবির জীবন। ১৩৮২ ; ১৬৯-৭৬।
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩৭২ ; ৩৭-৪১।
সীফেন হে—রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা ; অনুবাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৩৮৯ ; ৬৪-৯৬।
হারীৎকৃষ্ণ দেব—রাষ্ট্রভাষা ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৮ ; ১২৫-৩৪।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বঙ্গসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩৭২ ; ৪৩-৫২।
— —বিজয়ার করকমলে। ১৩৮৯ ; ১২১-৩২।
রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্পর্কে আলোচনা।
— মর্ত্যপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। ১৩৮৮ ; ৭৭-৮০।
— রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। ১৩৬৭ ; ১৪২।
— রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা। ১৩৭১ ; ২৫-৩২।
— স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। ১৩৭০ ; ১১৫-২০।

রবীন্দ্রনাথ—পত্রাবলী

পুলিনবিহারী সেন, সংকলিত—প্রভাত-রবি (পত্রাবলী)। ১৩৭৪ ; ১৩৭-৮০।
জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী।
— —সম্পাদক ও কবি : মোহিতচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী যোগে রচিত বিবরণ। ১৩৭৮ ; ৩৩-৩৬।
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পত্রবিনিময়। ১৩৭১ ; ৬৩-৪।
বিপিনবিহারী গুপ্ত—ছিন্নপত্র। ১৩৮০ ; ৭১-৪।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পত্রাবলী। ১৩৮৩ ; ১১-৬।
— —। ১৩৮৮ ; ২১-৮।
নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।
— —। ১৩৭১ ; ১৯-২১।
কুচবিহারের মহারাণী সুনীতিদেবী ও ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি।
— —। ১৩৭৭ ; ১৩৭-৪২।
— —। ১৩৮০ ; ১৭-৩০।
— —রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ১৩৬৪ ; ৮২।
— —। ১৩৮২ ; ৯-২২।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায়, সজনী ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, সমর সেন এবং কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি।
— —রবীন্দ্রনাথের চিঠি। পত্রাবলী। ১৩৮৩ ৯-৩৪।
দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্রাবলী।

— —রবীন্দ্রনাথের চিঠি : প্রতিভা বসুকে। ১৩৮৩; ২১।
— —: বুদ্ধদেব বসুকে। ১৩৮১; ৯-২০।
— — (সরলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত অপ্রকাশিত পত্র)। ১৩৮০; ৬৭।
— —কবি সুধীন্দ্রনাথকে। ১৩৭৯; ১৩৭-৪২।
— —রবীন্দ্রনাথের পত্র, দিলীপকুমার রায়কে। ১৩৮৪; ৯-৩০।
— — । সাধনার রূপ। ১৩৮৯; ২০-১।
১১ মার্চ ১৯০১-এ প্রীশচন্দ্র ঘোষকে লেখা পত্রটি ১৩০৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী' তে "সাধনার রূপ" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই চিঠিখানিতে রবীন্দ্রনাথের সত্যোপলব্ধির আভাষিত।
রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। ১৩৮২; ২২-৪৩।
রবীন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের চিঠি :—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ভারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, সমর সেন ও কাত্যায়নীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রনাথ—ভাষণ
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে বোধে যবে করে মুখোমুখি। ১৩৮৮; ৭৪।
১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ-এ প্রদত্ত শেষ অভিভাষণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।
রবীন্দ্র সংগীত—আলোচনা
শিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—সহজসুরে। ১৩৮০; ১১৬-৭।
লিমা সেন—রবীন্দ্র সংগীতে কীর্তন। ১৩৮০; ১১৯-২২।
সুকুমার দাস—রবীন্দ্র সংগীতে কাব্য সংগীতের প্রভাব। ১৩৮০; ১২৯-৩৬।
দেবব্রত মিত্র—শিক্ষা পরিকল্পনায় রবীন্দ্র সংগীত। ১৩৮০; ১৩৮-৪০।
শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্র সংগীতের বৈশিষ্ট্য। ১৩৮২। ১২৪-৩০।
শুভ গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসংগীতের ধারা ও বৈচিত্র্য। ১৩৮০; ১১১-৫।
শৈলজারঞ্জন মজুমদার—রবীন্দ্রসংগীতের গায়কি। ১৩৮০। ৯৪-১০২।
সন্তোষকুমার ঘোষ—এই যে তাঁহার প্রেম। ১৩৮০; ৮৭-৯৪।
সুচিত্রা মিত্র—গায়কি নয়, চং বদলায়। ১৩৮০; ১০৩-৪।
সুবিনয় রায়—রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদ। ১৩৮০; ১০৭-১০।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—আশ্রমজীবন ও রবীন্দ্রসংগীত। ১৩৮০; ১২৩-৮।
রবীন্দ্র সংগীত—স্বরলিপি
শান্তিদেব ঘোষ · রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি। ১৩৮৩। ৭৩-৪।
রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্য—আলোচনা
শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রসাধনায় সংগীত ও নৃত্য। ১৩৮৯; ১৩৭-৪৪।
হিরণ্ময় রায়—একটি উৎসবের ভূমিকা। ১৩৮৫; ১৩৭-৪০।
হাঙ্গেরীতে রবীন্দ্র প্রবাসজ্ঞাপন।
পুলিনবিহারী সেন, সংকলিত—রবীন্দ্রসম্বর্ধনা। ১৩৮৪; ৯৩-৭।
সম্ভবতঃ কবিজীবনের সর্বপ্রথম মানপত্র—১লা শ্রাবণ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।
রবীন্দ্র সংবর্ধনা
পুলিনবিহারী সেন, সংকলিত—কবি সংবর্ধনা: ১৩১৮-২৮। ১৩৮৮; ৩৩-৭১। (আলোকচিত্র সহ)।
প্রথম প্রকাশ সংবর্ধনা হয় ১লা শ্রাবণ ১৩০৮, মজঃফরপুরে।
রবীন্দ্রজয়ন্তী। ১৩৮৮; ৭৩।
আলোকচিত্রসহ।

রমাপদ চৌধুরী—আলোচনা

যতি নদী—আমরা গাছের মত পাশাপাশি। ১৩৭৬; ২৯৭-৯।

রমাপদ চৌধুরী—আত্মকথা

রমাপদ চৌধুরী—কবি, ছন্ন, এক কিশোর বালক। ১৩৮২; ১৫৩-৭০।

রমেশচন্দ্র দত্ত—স্বদেশ প্রেম

বিজিতকুমার দত্ত—রমেশচন্দ্রের রচনায় স্বদেশ প্রেম। ১৩৭০, ২৩১-৪৭।

রাজশেখর বসু—আলোচনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র—মুখ ও মুখোশ। ১৩৮৭; ৩১-২।

সুনীল রায়—খাঁটি খনিজ সোনার কাহিনী। ১৩৮৬; ১০৫-৮।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—আলোচনা

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—রামনারায়ণ তর্করত্ন। ১৩৬৪; ১৩৩-৪।

রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত "কুলিনকুল সর্বস্ব" বাংলার প্রথম নাটক এবং সর্বপ্রথম অভিনীত হয়।

রামমোহন রায় — আলোচনা

দিলীপকুমার বিশ্বাস—রামমোহন রায়ের ভারতচিন্তা। ১৩৭৪; ১০৩-১৬।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জীবনী ও আলোচনা

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৩৭১; ৯৫-১০২।

রাশিয়া—পুস্তক প্রকাশন

সমুদ্র গুপ্ত—সোভিয়েট সাহিত্য জগৎ। ১৩৬৪; ১৯১-৪।

রাশিয়া—ভ্রমণ ও বিবরণ

বিমলচন্দ্র সিংহ—রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়া। ১৩৬৪; ২২৯-৩২।

রুশ সাহিত্য—আলোচনা

শুভময় ঘোষ—সাম্প্রতিক রুশ-সাহিত্যের দু'চার কথা। ১৩৬৭; ৪৭-৫৭।

সমুদ্র গুপ্ত—সোভিয়েট সাহিত্য জগৎ। ১৩৬৪; ১৯১-৪।

লীলা মজুমদার—আলোচনা

মহাশ্বেতা দেবী—চেতনার দুই বিশ্ব। ১৩৭৬; ১৯১-২০২।

লেবেদিয়েভ—আলোচনা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত—সেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেদিয়েভ ১৩৬২; ২৯-৩৯।

লোক সাহিত্য—আলোচনা

আনন্দ বাগচী—বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি। ১৩৭২; ১২৭-৩৯

তারাপদ সাহিড়ী—মালদহের লোকসংস্কৃতি। ১৩৭২ ১৬৭-৭২।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকসংস্কৃতি : মেদিনীপুর ১৩৭২; ১৩৯-৪০।

প্রণবকুমার কুণ্ডু—বাংলার লোকসংস্কৃতি : জলপাইগুড়ি ১৩৭২; ১৭২-৮০।

বিজিতকুমার দত্ত—লোককথায় বাঙলা রূপকথা। ১৩৭১ ৬৪।

মৈত্রেয় ঘটক—মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতি। ১৩৭১ ১৫১-৬।

শৈলেন্দ্রনাথ দামন্ত—বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি। ১৩৭১ ৯১-১০৩।

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়—মণীয়ার লোকসংস্কৃতি। ১৩৭১ ১৫৭-৬৬।

সুবীর করণ—পশ্চিম-সীমান্ত বাঙলার লোকসংস্কৃতি ১৩৭২; ১১৭-২৬।

হরেণ ঘোষ—বাঙ্গিদিঘের লোকসংস্কৃতি। ১৩৭২; ১৮১-

শংকর

দেখুন

মনিশংকর মুখোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়—আত্মকথা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়—এই সব গদ্য। ১৩৭৯ ; ২৫৭-৬০।

— —গদ্যের গাইয়ে। ১৩৮৩ ; ১৬৯-৭৪।

শঙ্খ ঘোষ—আত্মকথা

শঙ্খ ঘোষ—পা তোলা পা ফেলা। ১৩৭৯ ; ২৪৩-৬।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—সাগরের হাওয়া। ১৩৭৬ ; ১৮১-২।

শনিবারের চিঠি—আলোচনা

অশোক চট্টোপাধ্যায় শনিরঙ্গনের আরম্ভের কথা। ১৩৮১ ; ১১৩-৮।

'শনিবারের চিঠি' একটি সাময়িক পত্র।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়—আত্মকথা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়—গল্পলেখার আরোজন। ১৩৮৩ ; ৯৩-৬।

শরৎকুমারী চৌধুরী—আলোচনা

রথীন্দ্রকুমার চৌধুরী—অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও শরৎকুমারী চৌধুরানী। ১৩৭৩ ; ১৪৭-৫৬।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—বাইশ বছর আগে পরে। ১৩৮৬ ; ১৩৭-৪০।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—দিনলিপি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—রন-কনিকা। ১৩৮৫ ; ১৪৭-৫০।

শান্তিনিকেতন—আলোচনা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্ব। ১৩৬৬ ; ৮৫-৯১।

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। ১৩৬৬ ; ২১৭-২৯।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়—বিদ্যুশেখর ও বিশ্বভারতী। ১৩৬৬ ; ২৩০-২।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও গীতাঞ্জলী। ১৩৬৭ ; ১৫-৮।

— — —শান্তিনিকেতনের স্মৃতি। ১৩৬৬ ; ৯৩-১০৫।

শিক্ষা - ইতিহাস ও আলোচনা

রাজশেখর বসু—শিক্ষার আদর্শ। ১৩৬৫ ; ৮৫-৯০।

শিক্ষা ও শিক্ষকতা

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষায় নৈরাজ্য। ১৩৭৮ ; ১২৯-৩৬।

শিক্ষা সমস্যা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—স্বাধীনতায় শিক্ষা সমস্যা। ১৩৬০ ; ১০৫-৮।

শিবনাথ শাস্ত্রী—আলোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৩৭৩ ; ৬৫-৭৬।

শিলাইদহ—আলোচনা

গোপাল মজুমদার—শিলাইদহে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন। ১৩৭৯ ; ২৯৫-৭।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—স্মৃতিকথা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—এইখানে বেঁচে থাকা। ১৩৮৩ ; ১৮৭-৯৪।

শেখর বসু—আত্মকথা

শেখর বসু—আমার মতো হতে চাই। ১৩৮৪ ; ১৬৩-৮।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—আত্মকথা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—লেখার ভূমিকা। ১৩৬৫ ; ১১৩-৮।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—আলোচনা

রমাপদ চৌধুরী—হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। ১৩৬৬ ; ১৪১-৬।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—স্মৃতিকথা
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—কাজি নজরুল ইসলাম। ১৩৬৪; ১১৩-২০।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—আত্মকথা
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—আমার লেখা। ১৩৮৩; ১৬৩-৬৮।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—আলোচনা
অজিত দত্ত—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। ১৩৭৩; ১২৫-৩০।

সংগীত - আলোচনা
উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—সংগীত ও চিত্রবিদ্যা। ১৩৭০; ১৩৯-৪০
রাজ্যেশ্বর মিত্র—বাংলা গানে অশ্লীলতা। ১৩৭৪; ২০১-২।
শার্ঙ্গদেব—গানের আদর। ১৩৬১; ৮৯-৯।

সংবাদপত্র – আলোচনা
সৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত—বাংলা সাংবাদিকদের ভারত-চিন্তা। ১৩৭৪; ১৭৩-৮৭।
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—সাহিত্য ও সংবাদপত্র। ১৩৬০; ৯১-৪।

সংস্কৃত কলেজ—ইতিহাস ও আলোচনা
অমিতাভ গুপ্ত—বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত কলেজ। ১৩৬৬, ২১০-৬।

সংস্কৃত সাহিত্য—আলোচনা
গোপিকামোহন ভট্টাচার্য—সংস্কৃত সাহিত্যে আধিরস। ১৩৭৪; ১৯১-৬।

সংস্কৃতি
অন্নদাশঙ্কর রায়—সংস্কৃতির কথা। ১৩৬০; ৮১-২।
রজতশেখর বসু—সংস্কৃতি ও সাহিত্য। ১৩৬৩; ১৭-৯।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—আলোচনা
অমিয়কুমার মজুমদার—রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ১৩৮১; ১৩১-।

সনেট পঞ্চাশৎ—আলোচনা
প্রমথ চৌধুরী—সনেট পঞ্চাশৎ ও পদচারণ। ১৩৬৫ ২০-৪।

সন্তোষকুমার ঘোষ—আত্মকথা
সন্তোষকুমার ঘোষ—এই কথাটি। ১৩৮২; ১১৯-২৪।

সন্তোষকুমার ঘোষ—আলোচনা
প্রবোধবন্ধু অধিকারী—একদেব। ১৩৭৬; ২৮৩-৮।

সবুজ পত্র - আলোচনা
অতুলচন্দ্র গুপ্ত—সবুজপত্রের আভা। ১৩৬২; ২৩-৪।
'সবুজপত্র' একটি সাময়িক পত্রিকা।
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—সবুজপত্র প্রসঙ্গে। ১৩৮১; ৬৫-৭

সমরেশ বসু—আত্মকথা
সমরেশ বসু—গাছে অচিন পাখি। ১৩৮২; ১৮১-৮।
— —নিজেকে জানার জন্য। ১৩৮২; ১৭১-৯।

সমরেশ বসু আলোচনা
সোমনাথ ভট্টাচার্য—বিষয়মুক্ত। ১৩৭৬; ৩০৩-৬।

সমরেশ মজুমদার—আত্মকথা
সমরেশ মজুমদার—জীবিত মানুষের গল্প। ১৩৮৫ ১২৭-৩০।

সমাজতত্ত্ব
নরেন্দ্রনাথ মিত্র—স্বরূপ চর্চা। ১৩৬৩; ১০৭-১৩।
বিজয়কেশরী রায় বর্মন—অসমে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিকা। ১৩৭৮; ১১৩-২০।

সমীর মুখোপাধ্যায়—আত্মকথা
সমীর মুখোপাধ্যায়—কি লিখি কেন লিখি। ১৩৮৫ ১০৯-১৪।

সমীর রক্ষিত—আত্মকথা
সমীর রক্ষিত—প্রস্তুতি পর্ব। ১৩৮৪; ১১৫-২০।

সম্পাদকীয়

কবি প্রণাম—১৩৭৪ ; ৩১। ১৩৭৬ ; ১৩৭। ১৩৭৭ ; ১৩৪। ১৩৭৮ ; ৩১। ১৩৮১ ; ৩১।

পচিশে বৈশাখ। ১৩৬০ ; ৬৪।

পচিশে বৈশাখ। ১৩৬১ ; ৭-৮।

পচিশে বৈশাখ। ১৩৬২ ; ৭-১০।

পচিশে বৈশাখ। ১৩৬৩ ; ৯-১০।

পচিশে বৈশাখ। ১৩৬৪ ; ৮১।

পচিশে বৈশাখ। ১৩৬৫ ; ৮১-২।

পচিশে বৈশাখ। ১৩৬৯ ; ১৭।

পচিশে বৈশাখের সংকল্প। ১৩৭১ ; ১৭।

মহাকবি। ১৩৬৭ ; ১।

রবীন্দ্র চেতনা। ১৩৭০ ; ১১৩।

রবীন্দ্র—জন্মোৎসব। ১৩৭৩ ; ৩১-২।

রবীন্দ্র—জন্মোৎসব। ১৩৭৪ ; ১৩৫-৬।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী। ১৩৬৮ ; ১৭।

রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৬ ; ৮১-২।

রবীন্দ্র স্মরণে। ১৩৭২ ; ১৭।

সম্পাদকীয়। ১৩৭৯ ; ১৩৫-৬।

—। ১৩৮২ ; ৭।

সম্পাদকীয়। ১৩৮৩ ; ৭।

*১৩৮০ এবং ১৩৮৪-তে কোন সম্পাদকীয় ছিল না।

সরলা দেবী—আলোচনা

ভবতোষ দত্ত—বাংলাসাহিত্যে জননী ও কন্যা। স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী। ১৩৭৩ ; ৯৩-১০২।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী—আলোচনা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মন্ত্রদ্রষ্টা। ১৩৬৯ ; ১৪৩-৮।

স্বদেশীগান

প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলার স্বাদেশিক গান। ১৩৬৪ ; ১০৫-১২।

সাময়িকপত্র

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—সবুজপত্রের আড্ডা। ১৩৬২ ; ২৩-৫।

বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্য পত্র। ১৩৬০ ; ১০৮-১৭।

সাময়িক পত্র

আরো দেখুন

সাহিত্যের আড্ডা—আলোচনা

সাময়িক পত্র—স্বাদেশিকতা

বিনয় ঘোষ—বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশচিন্তা। ১৩৭০ ; ১৭৫-৮৭।

সাহিত্য—আলোচনা

অলবেরুনী, ছদ্ম—সাহিত্যের ভূগোল। ১৩৬১ ; ৭৩-৯।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যে যাত্রা ও ইঙ্গিত। ১৩৬০ ; ৮৩-৬।

পঙ্কজ দত্ত—সাহিত্য ও চলচ্চিত্র। ১৩৬০ ; ১৪৯-৬।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—সাহিত্যের উপকরণ। ১৩৬০ ; ১২৩-৪।

রাজশেখর বসু—সাহিত্যের পরিধি ১৩৬৪ ; ৮৩-৪।

রাজশেখর বসু—সংস্কৃতি ও সাহিত্য। ১৩৬৩ ; ১১-৯।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—সাহিত্য ও সংবাদ পত্র। ১৩৬০ ; ৯১-৪।

সরোজকুমার বসু—রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৩ ; ৩৭-৪৪।

সাম্প্রতিক হিন্দী ও উর্দু সাহিত্য। ১৩৬০ ; ১৮১-৮। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র 'সম্মেলন' হইতে উদ্ধৃত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—বুড়োর চোখে রাগী-ছোকরার দল। ১৩৬৭ ; ৩৩-৮।

সুবোধ ঘোষ—সাহিত্যের কারুকলা। ১৩৬৩ ; ২৫-৩২।

সাহিত্য একাডেমি—আলোচনা

প্রমথনাথ বিশী—সাহিত্য আকাদমীর আদর্শ ও প্রচার। ১৩৬৪ ; ১৪১-৩।

সাহিত্যে পুরস্কার—আলোচনা

ইন্দ্রমুকুর—পুরস্কার প্রসঙ্গ। ১৩৬২ ; ৬০-৮।

সাহিত্যের আড্ডা—আলোচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—বিচিত্রা যে বিচিত্রা। ১৩৮১ ; ৬৩-৭৮।

'বিচিত্রা' একটি সাময়িক পত্র।

অশোক চট্টোপাধ্যায়—শনিমণ্ডলের আরম্ভের কথা। ১৩৮১ ; ১১৩-৮।
শনিবারের চিঠি-র জন্মকথা
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—কবিতা স্তবন : দুশো-দুই। ১৩৮১ ; ১১৯-২২।
পরিমল গোস্বামী—প্রবাসীর আড্ডা। ১৩৮১ ; ৫৯-৬৪।
প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের কাল। ১৩৮১ ; ৭৯-৮৬।
বিমল মিত্র—এক নম্বর বর্মনস্ট্রীট। ১৩৮১ ; ৯৭-১১২।
'দেশ' পত্রিকা অফিসের সর্বপ্রথম ঠিকানা।
হিরণকুমার সান্যাল—পরিচয়-এর আড্ডা। ১৩৮১ ; ৮৭-৯৬।
পরিচয় একটি সাময়িক পত্র।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সাহিত্যের আড্ডা। ১৩৮১ ; ৪৭-৫২।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—স্মৃতিকথা
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—শান্তিনিকেতনের স্মৃতি। ১৩৮৬ ; ৯৩-১০৫।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—আলোচনা
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়—দুই কাল : দুইকবি। ১৩৭৯ ; ১৬৩-৫।
দুই কবি—রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ।

—পত্রাবলী
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথকে লিখিত। ১৩৭৯ ; ১৪৩-৬২।

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়—আলোচনা
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—নাভিমূলে ফিরে যাব। ১৩৭৬ ; ২৮৯-৯১।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—স্মৃতিকথা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—কবিতার সুখ-দুঃখ। ১৩৭৯ ; ২৬১-৯।
— —স্বীকারোক্তি, স্মৃতি, স্বপ্ন। ১৩৮২ ; ১৯৯-২১০।

সুবোধ ঘোষ—আলোচনা
সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়—প্রেম : প্রত্যয় : পরিধি। ১৩৬৬ ২০১-৬।

সুবোধ ঘোষ—স্মৃতিকথা
সুবোধ ঘোষ—সেদিনের আলোচনা। ১৩৮২ ; ৪৫-৫২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়—আলোচনা
সুভাষ মুখোপাধ্যায়—কী ক'রে কী ক'রে। ১৩৭৯ ২০৯-১৬।

সুভাষচন্দ্র—আলোচনা
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩৭২ ৩৭-৪১।

সুনীল রায়—আলোচনা
আনন্দ বাগচী—নিঃসঙ্গ নায়ক। ১৩৭৬ ; ২৩৩-৪২।

স্ট্রীট সাহিত্য—আলোচনা
নকুল চট্টোপাধ্যায়—বিলিতি স্ট্রীট সাহিত্য। ১৩৭৫ ২৮৭-৯০।
অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে লণ্ডনে রাস্তায় রাস্তায় হকাররা একপ্রকার পুস্তক বিক্রী করে বেড়াত যে বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ভিত্তিহীন অ উপায়ের একেই স্ট্রীট সাহিত্য বলা হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী—আলোচনা
ভবতোষ দত্ত—বাংলাসাহিত্যে জননী ও কন্যা : স্বর্ণকুমা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী। ১৩৭৩ ; ৯৩-১০২

স্বাদেশিকতা—ঈশ্বর গুপ্ত
ভবতোষ দত্ত—ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় স্বদেশপ্রেম। ১৩৭ ১৮৯-৯৫।

স্বাদেশিকতা—রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর
হিরণকুমার বিশ্বাস—সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা : রামমো থেকে বিদ্যাসাগর। ১৩৭০ ; ১৬১-৭০।

স্বাদেশিকতা—রবীন্দ্রনাথ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। ১৩৭০ ; ১১৫-২০।

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়—আলোচনা

প্রবন্ধ লেখ—অন্ত দেশ অন্ত ভাষ। ১৩৭৬ ; ২৪৯-৫৮।

হিন্দী সাহিত্য—আলোচনা

সাম্প্রতিক হিন্দী ও উর্দু সাহিত্য (প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র হইতে উদ্ধৃত)। ১৩৬০ ; ১৮১-৮।

হিন্দুমেলা—ইতিহাস

ভূদেবমুখোপাধ্যায়—হিন্দুমেলা ও ভারতচিন্তা। ১৩৭৪ ; ৯৭-১০২।

হিরন্ময়ী দেবী

ভবতোষ দত্ত—বাংলা সাহিত্যে জননী ও কন্যা : স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী। ১৩৭৩ ; ৯৩-১০২।

হুগলী জেলা—ভাস্কর্যকলা

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলীর মন্দির ভাস্কর্যকলা। ১৩৭২ ; ৮১-৯০।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বদেশপ্রেম

আশুতোষকুমার চক্রবর্তী—কবি হেমচন্দ্রের রচনায় স্বদেশপ্রেম। ১৩৭০ ; ২১৭-২৪।

নিম্নলিখিত সংলেখ দুটি ভুলক্রমে বাদ পড়ে :

বাঙ্গলা কবিতা—২০শ শতাব্দী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অপ্রকাশিত কবিতা। ১৩৬৫ ; ৮৩-৪। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনছাত্র গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রথমা কন্যার নামকরণ উপলক্ষে কবির আশীর্বাণী।

বাঙ্গালা সাহিত্য—বিদেশী প্রভাব

জ্যোতির্ময় দত্ত—বাংরিজি সাহিত্যে ক্ষুব্ধিতবংশ। ১৩৭৫ ; ২৫৭-৬২।

এই দশকের গোড়ার দিকে এ দেশে এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়, যেগুলি হলো : নির্বিচারে অতিরঞ্জন, বাংলা ভাষার অন্যান্য লেখকদের প্রতি অবজ্ঞা এবং ইংরেজীর প্রতি মোহ। এদেরই লেখক 'ক্ষুব্ধিতবংশ' বলেছেন।

শুদ্ধি সংশোধন

"প্রেস : সাহিত্য সংখ্যা (১৩৬০—১৩৮৪) বিষয়সূচি"—এই মুখবন্ধে বিষয় শিরোনাম নির্বাচনে যে বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখিত হয়েছে, অনবধানতা বশতঃ লক্ষকের নাম এবং বইয়ের নাম ভুল ছাপা হয়েছে। আসলে হবে : কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য লক্ষলিত 'বিষয় শিরোনাম'। এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীভবতোষকুমার বসাক। —সম্পাদক

পরিষদ কথা

১। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থদের সঙ্গে আলোচনা

১৬ই অক্টোবর, ১৯৭৭ তারিখে অধ্যাপক পার্থ দে'র সঙ্গে পরিষদের কর্মসচিব এবং আরো কয়েকজন প্রতিনিধির নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয় (ক) স্পনসর্ড কর্মীদের জন্য নূতন বেতনক্রম এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রবর্তন (খ) সরকার প্রদত্ত ১০০ টাকা অনুদান যাতে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মী পান তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন (গ) বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন (ঘ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের নূন্যতম শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ (ঙ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের অর্থ অপচয় সম্পর্কে তদন্ত (চ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি, এবং গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কমিটিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধি গ্রহণ (ছ) পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক কাজে সরকারের অনুদান বৃদ্ধি (জ) জেলা সমাজ উপদেষ্টা পর্ষদগুলি পুনর্গঠন এবং তাতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধি গ্রহণ (ঝ) কতিপয় গ্রন্থাগারে প্রচলিত 'কনসলিডেটেড' বেতন প্রথার অবসান (ঞ) কলকাতা সেবকতারতী গ্রামীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওনের পুনর্নিয়োগ ইত্যাদি।

২। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চরম অবহেলিত অবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক পার্থ দের নিকট স্পনসর্ড কর্মচারী সমিতির ডেপুটেশন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমর্থন

গত ১৪ই নভেম্বর '৭৭ শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধক্রমে রাজ্যের গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির এক প্রতিনিধিদল মহাকরণে মন্ত্রী শ্রীপার্থ দে'র সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন জেলা শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব। মন্ত্রী মোহদয়কে এই দিন সমিতির পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবং তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় :

(১) জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদগুলি পুর্নগঠন এবং এগুলিতে নূন্যপক্ষে দুজন গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে যুক্ত ব্যক্তিকে সদস্যরূপে অর্ন্তভুক্তি করণ।

(২) রাজ্যসরকার সরকারের কর্মসূচীর ২৯নং ধারা অনুসারে অবিলম্বে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য খসড়া আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন এবং তাহাতে গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি গ্রহণ।

(৩) ক) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় বাড়ী ভাড়াভাতা, চিকিৎসা ভাতা, পাবতা ভাতা, সন্তানসন্ততিদের শিক্ষার সুযোগ, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা, মহার্ঘ ভাতা, পদোন্নতির সুযোগ ইত্যাদি।

খ) গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সার্ভিস রুলস ও নিয়োগের নিয়মকানুন।

গ) অ'ডিওভিজুয়াল ইউনিট সেন্টার-কাম-লাইব্রেরী, মিউজিয়াম-কাম-লাইব্রেরী, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির কর্মী এবং স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির নন্-ম্যাট্রিক গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারীদের নিম্নি বেতনের পরিবর্তে একটি সুষ্ঠু বেতনক্রম প্রবর্তন।

ঘ) পাচলোকী সেবকতারতী ২৪ পরগণা) গ্রন্থা গারের দুজন কর্মী পুর্নবহাল।

(৪) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির জন্য কর্তিপেক্ষী ও পুস্ত ক্রয় বাবদ অনুদানবৃদ্ধি ও এ ব্যাপারে একটি নিয়ম বেঁ দেওয়া।

(৫) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের রাজ্য স্ট্যানিং কমিটির পুর্নগঠন ও এতে বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্থানসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধিদের সদস্যরূপে গ্রহণ।

(৬) দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে স্থানসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহার ক্রমবিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মতি ও অনুমোদনলাভেও আটক হয়ে রয়েছে। অবিলম্বে তা কার্যকর করার দাবী জানান হয়।

(৭) প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তারিখে কর্মীদের বেতনভাতা সরাসরি কর্মীদের হাতে প্রদান।

মাননীয় মন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়ে জানান যে বিষয়গুলি সম্পর্কে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বেতনহার পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি জানান যে এটি মন্ত্রীসভায় আলোচিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তিনি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তাঁকে এ বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে জানানোর জন্য অনুরোধ জানান হয়।

৩। উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা)'র নিকট ডেপুটেশন

১৪ই নভেম্বর '৭৭ পঃ বঃ গভঃ স্থানসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা) ডঃ এস, কে, গুপ্ত'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

১। পাঁচলোকী সেবকভারতী (২৪ পরগণা) গ্রন্থাগারের দুজন কর্মীর পুনবহাল।

২। হাওড়া জেলার স্থানসর্ড গ্রন্থাগারগুলির উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকের অতিরিক্ত বেতনবৃদ্ধির (advance increment) প্রাপ্য মেটানো;

৩। আমতা, হরিশ্চন্দ্রপুর ও পুরাতন মালদা মহকুমা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে যাঁরা গ্রন্থাগারিক পদে কাজ করছিলেন তাঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জন সাপেক্ষে মহকুমা গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ অনুমোদন;

৪। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের কর্মীদের এনগ্রাসিয়া ১০০ টাকা প্রদান ও এই গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সম্পর্কে সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটী গঠন।

ডঃ গুপ্ত প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়ে জানান যে অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্ট ও এনগ্রাসিয়া প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারীদের নির্দেশ দেবেন এবং উপরের তিনটি মহকুমা লাইব্রেরীর বর্তমান কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি দেবেন। পাঁচলোকী সেবক ভারতী গ্রন্থাগারের বিষয়ে আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সমিতিকে সহযোগিতা দানের অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান যে নন্‌ম্যাট্রিক গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার সহকারীদের বেতনহার সম্পর্কিত বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রীর নিকট থেকে এলে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিমূলক গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউ জি সি) চেয়ার ম্যানের নিকট স্মারকলিপি পেশ।

১৭ই অক্টোবর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বশেষ সার্কুলারে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা আছে তার উল্লেখ করে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বার্থে তার বিভিন্ন দিকে সংশোধন দাবী করে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

৫। উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯-১-৭৮ তারিখে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু

ঘোষের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বক্তব্য শোনেন এবং এই সম্পর্কিত বক্তব্য কিছুদিন বাদে পরিষদকে আবার জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই সাক্ষাৎকার ও প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কর্মসচিব ১৬-১১-৭৭ তারিখে অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ করেন: (ক) শ্রীপান্থ বাগচীর প্রতি অবিচার (খ) বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক যারা ইউ জি সি বেতন ক্রমের আওতায় আসেন নি তাদের বেতন ক্রম সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ও সার্কুলার (গ) সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতন ক্রমের প্রবর্তন (ঘ) যারা ইউ জি সি বেতন ক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে এক-হক পাচ্ছেন তাদের ডিস্পেনসের কাজ শেষ করা এবং যাদের ক্ষেত্রে এই কাজ শেষ হয়েছে তাদের বকেয়া বেতন দেওয়া (ঙ) ইউ জি সি বেতন ক্রম সম্পর্কে সর্বশেষ সার্কুলার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পুনরায় এক সাক্ষাৎকারের প্রতিশ্রুতি দেন। নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে উচ্চশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কর্মসচিব পুনরায় এই বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেন। ১২ই ডিসেম্বর তারিখে পরিষদের কর্মসচিব এক লিখিত পত্রে ঐ বিষয়গুলি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

৬। উপশিক্ষা অধিকর্তার (সমাজশিক্ষা) সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

পরিষদের কর্মসচিব ১৬ই নভেম্বর তারিখে উপশিক্ষা অধিকর্তার (সমাজশিক্ষা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করেন ও লিখিত বক্তব্য পেশ করেন (ক) বিভিন্ন পৌরসভা ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারে কনসলিডেটেড বেতন ক্রমের অবদান (খ) কলকাতা মেট্রোপলিটান গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওনের পুনর্নিয়োগে (গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্য আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি (ঘ) মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের সমস্যা।

৭। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবক্রমে পরিষদের সভাপতি, কর্মসচিব, পৌরসভা গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির সভাপতি, উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা), যুগ্ম উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা) এবং মেদিনীপুর জেলার সমাজ শিক্ষা অধিকারিক ৮ই ডিসেম্বর তারিখে মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিলিত হন। সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হয় এবং অধিকাংশ বিষয়ে সর্বসম্মতক্রমে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। ইউ জি সি চেয়ারম্যানের নিকট চিঠি

ডঃ নীহার রঞ্জন রায়কে ইউ জি সি-র লাইব্রেরী সাবজেক্ট প্যানেলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করায় প্রতিবাদ জানিয়ে পরিষদের কর্মসচিব ইউ জি সি-র চেয়ারম্যানের নিকট ১৯-১২-৭৭ তারিখে এক চিঠি লেখেন।

৯। গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট চিঠি

পরিষদের কর্মসচিব ২১-১২-৭৭ তারিখে লেখা এক চিঠিতে রাজ্যের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে-কে অনুরোধ জানান যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও যুগ্ম পৌরসভা গ্রন্থাগার সমিতি হতে ব্যক্তিগত নামে কোন সদস্য না করে উভয় সংস্থার সভাপতি ও কর্মসচিবকে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সিলের রাজ্য পরিষদের কমিটির সদস্যভুক্ত করা হোক।

১০। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ তারিখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল অধ্যাপক চন্দ্রের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং এক স্মারকলিপি পেশ করেন। (এই স্মারকলিপি গ্রন্থাগারের এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।)

১১। গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

২৪শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলনে কর্মসচিব ঘোষণাকাল এবং সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ক উপসমিতির সচিব যোগদান করেন। এই উপলক্ষে অধ্যাপক পার্থ দের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় (ক) পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের নূতন বেতনক্রম ও অন্তবর্তীকালীন সাহায্য (খ) গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কমিটি গঠন (গ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের রাজ্য পরিচালনা কমিটিতে উক্ত সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয়কে গ্রহণ।

১২। বিশ্ববিদ্যালয় পে কমিশনে স্মারকলিপি

১৯-১২-৭৭ তাং পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে যুক্তিগ্রাহ্য আনুপাতিক বেতন বিন্যাস ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে বক্তব্য রাখেন এবং স্মারকলিপি পেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মীদের যুক্তিভিত্তিক পদনাম এবং ন্যূনতম যোগ্যতা কি হওয়া উচিত···ইত্যাদি বিষয়েও বক্তব্য রাখা হয়।

১৩। অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের নিকট স্মারকলিপি।

গত ২১-১২-৭৭ তারিখ বিকেল ৪টার সময় পরিষদের পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রীর কাছে ৩টি বিষয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।—(১) কলেজ গ্রন্থাগারিকদের যে ইউ জি সি বেতন ক্রম নির্ধারিত হয়েছে তার বকেয়া টাকা তাঁরা এখনো পান নি, বকেয়া টাকা যেন সত্বর দেওয়া হয়। (২) বেতন বিন্যাস সাপেক্ষে সরকারীকর্মী প্রাথমিক, ও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রভৃতিদের যে অন্তবর্তী অনুদান ১৫ এবং ২৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে তা পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারকর্মীরা পাচ্ছেন না। অথচ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ইত্যাদি সবই সরকার বহন করে থাকেন। কাজেই তাঁদের এ টাকাও সত্বর দেওয়া উচিত। (৩) সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিকদের যাতে UGC Pay Scale দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর জেলা শাখার পুনর্গঠন

গত ১৬. ১২. ৭৭ তারিখে মেদিনীপুর কে. ডি. কলেজ অফ কমার্স-এ অনুষ্ঠিত মেদিনীপুর জেলার পরিষদের সভ্যদের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে জেলার জন্য ২২ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন জেলা গ্রন্থাগারিক অশ্বিনী সেন এবং সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমন্মথ নাথ সিকদার। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সহ-সভাপতি তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা ও শ্রীশশাঙ্ক বাগচী।

সভার প্রারম্ভেই পূর্বের এ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক জেলা শাখাকে শক্তিশালী ভাবে গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তৎপর কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচন এবং সর্বশেষে আদর্শ গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কেও আলোচনা হয়। ঐ সভার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে ঐ সভা থেকেই জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনব্যবস্থা, রাজনাধারণ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা ও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ঐ দিনই বিকাল ৪টায় একই স্থানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক মন্মথ নাথ সিকদার। উপরোক্ত প্রস্তাব-গুলি ঐ জনসভা থেকেও সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এবং ঐ প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিক্ষাব্রতী ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিদের নিয়ে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠিত হয়।

পরে জেলা শাখার উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার দরদীরা সংগঠিতভাবে বাসযোগে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সভা ও মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি, আই, টি স্কীম নং ৫২
কলিকাতা-১৪

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নিয়োজিত বেতন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার কর্মীদের নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুযায়ী কয়েকটি গ্রুপ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সুপারিশ চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সুপারিশগুলির ভিত্তিতে গ্রুপ সভাতে একটি কাঠামো তৈরী হবে। পরবর্ত্তীকালে কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বেতন কমিশনের নিকট ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে স্মারকলিপি পেশ করা হবে। তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং কার্যনির্বাহক সমিতি, কাউন্সিল এবং সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সদস্যদের ঐ সব সভায় উপস্থিত থাকতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি। **সভাগুলি পরিষদ কার্যালয়ে (এণ্টালী পদ্মপুকুরের নিকট উপরোক্ত ঠিকানায়) নিম্নে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে :**

২২শে জানুয়ারী বিকাল ৩টায়—সরকারী, স্পনসর্ড ও বেসরকারী কলেজ (বৃত্তিমূলক ও সাধারণ উভয়ই), পলিটেকনিক, পি জি বেসিক ট্রেনিং কলেজ, সেরামিক, লেদার, টেক্সটাইল প্রভৃতি সরকারী বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মী।

২৩শে জানুয়ারী বিকাল ৩টায়—প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার (রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং উত্তরপাড়া, নর্থ বেঙ্গল, কালিম্পং, বাণীপুর, টাকী, দীঘা প্রভৃতি সরকারী গ্রন্থাগার) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার এবং সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের কর্মীদের সভা। পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি।

২৪শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায়—সরকার পরিচালিত, স্পনসর্ড, এবং সাহায্যপ্রাপ্ত দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়, এবং জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনষ্টিট্যুটের গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা।

২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায়—পঃ বঃ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, বিধান সভা গ্রন্থাগার, কোর্ট লাইব্রেরী এবং সরকারের যাবতীয় বিভাগীয় গ্রন্থাগারের (ল্যাণ্ড রেভিনিউ, হেলথ, এগ্রিকালচার, ইণ্ডাষ্ট্রি, লেবার, ইনফরমেশন, স্ট্যাটিসটিকাল বুরো, পাবলিক ওয়ার্কস প্রভৃতি) কর্মীদের সভা।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পে কমিশন সম্পর্কিত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

আপনারা হয়ত অবগত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত (Sponsored) প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত (Aided) প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে যথাযথ সুপারিশ করার জন্য এক বেতন কমিশন নিয়োগ করেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই বেতন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করবে। ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখের মধ্যে স্মারকলিপি পেশ করতে হবে। প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার নিকট আমাদের আবেদন যে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অবিলম্বে সরবরাহ করুন :

(ক) গ্রন্থাগারের নাম (খ) গ্রন্থাগারের পরিচালনা (সরকারের পরিচালনাধীন হলে কোন বিভাগের অধীনে / স্পনসর্ড / সাহায্যপ্রাপ্ত ইত্যাদি) (গ) গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পদের নাম, পদের বেতনক্রম, পদে ন্যূনতম বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিভিন্ন পদের মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা (ঘ) বিভিন্ন পদের নিয়োগের সর্তাবলী (ঙ) বিভিন্ন পদের পদোন্নতির সুযোগ (চ) অন্যক্ষেত্রে নিযুক্ত সমতুল কর্মীদের বেতন (জানা থাকলে) (ছ) বেতনক্রম ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব।

কোন কোন ধরণের কর্মীরা এই বেতন কমিশনের আওতায় আসবে এবং কমিশনের কি বিচার্য বিষয় তা খবরের কাগজে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পারবেন। সময় অত্যন্ত অল্প। **তথ্যগুলি সর্বশেষ ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে পাঠাতে হবে।**

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

২রা জানুয়ারী, ১৯৭৮

অনুগ্রহপূর্বক এই বিজ্ঞপ্তিটি গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে প্রচার করবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সমাবর্তনের উৎসব

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট শিক্ষণের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সাম্মানিক সদস্য এবং শিক্ষণ বিভাগের পরিচালক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। ছাত্রদের দীক্ষান্ত ভাষণ দেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান ডঃ ভবতোষ দত্ত।

সভার প্রারম্ভে সভাপতির নাম প্রস্তাব করেন কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার পর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপবিভাগের রিপোর্ট পেশ করেন ঐ উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রীহিরণকুমার দত্ত। শ্রীদত্ত বলেন যে এ বছর পাশের হার শতকরা ৮৫.৭ ভাগ। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪২ জন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩৬ জন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেছেন শ্রীপিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি এ বছর কুমার মনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় পদক লাভ করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন ডঃ ভবতোষ দত্ত।

দীক্ষান্ত ভাষণে ডঃ দত্ত বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগারের প্রসার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ দিয়ে এক মহত কাজে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায় যে নিরক্ষরতার পরিমাণ শতকরা ৬৭ ভাগ। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না বরং বহু সাক্ষর ব্যক্তি পাঠ্যবস্তুর অভাবে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যাচ্ছেন—এটা ভয়াবহ ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে তিনি বলেন যে পঃবাংলার জেলাগুলি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্ব দান করলেও কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার হতাশা ব্যঞ্জক। প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

সরকার গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার কথা বলছেন এটা আনন্দের কথা এটা হলে পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগারের যথেষ্ট প্রসার বাড়বে আশা করা যায়।

সভাপতির ভাষণে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন যে বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মধ্যে প্রাচীনতম শিক্ষণ এটি ১৯৩৭ সালে এর সূত্রপাত। তার আট বছর পরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ক্লাশ শুরু হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের সূত্রপাত হয় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ সালে। অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ শুরু করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্থান এক্ষেত্রে তৃতীয়। দূরদেশ হতেও আমাদের এখানে শিক্ষণ গ্রহণ বহু ব্যক্তি এসেছেন এবং আমাদের শিক্ষণের প্রশংসা করে গেছেন।

পরিষদের সভাপতি শ্রীকনিভূষণ রায় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদন : রামকৃষ্ণ দা

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান

২০শে ডিসেম্বর '৭৭ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ডাকে "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রাক্কালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে একটি সুসজ্জ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমাকরে সভায় উপস্থিত হয়। সভার কাজ শুরু হয় বিকাল ৫-৩০ মিনিটে। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅনিলভূষণ রায় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে।

পরিষদের পক্ষ থেকে প্রবীর রায়চৌধুরী পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করে বঙ্গজনীবী লাহিড়া বসু গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি আপামর জনসাধারণের বহুমুখী চাহিদা পূরণে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরে এ রাজ্যের গ্রন্থাগারের অবস্থা পর্যালোচনা করে আইনভিত্তিক নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী জানান। বামফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচীতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য অভিনন্দন জানান এবং এই কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানান।

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবচ্ছলতার জন্য শিক্ষাবাজেটের শতকরা ২·৫ ভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের বাজেটের শতকরা ৬·৫ ভাগ ব্যয় করার জন্য দাবী করেন। রাজ্যের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫০০ কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ২০০ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার আছে—শিক্ষার ব্যবস্থার বিপর্যয়ের এটা একটি অন্যতম কারণ তিনি বলেন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করলে শিক্ষার সহায়ক হিসেবে এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষপ্রাপ্ত যুবকদের কর্মে নিয়োগের সম্ভাবনা হিসেবেও দেখা যেবে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনায় গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এইরাজ্যের গ্রন্থাগার-কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন চরম অবহেলিত। সেইজন্য গ্রন্থাগারকর্মীদের যথাযোগ্য বেতন ও পদমর্যাদার দাবী জানান।

পরিশেষে গ্রন্থাগারকর্মীদের তরফ থেকে সুধী, সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ার কাজে বর্তমান সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান এবং পরে প্রস্তাবগুলি পাঠকরেন।

অতঃপর প্রস্তাব সমর্থন করেন সনসর্ভ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি সত্যব্রত সেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে তিনি এসেছেন এই কারনে যে বর্তমান সরকার জনগণের সরকার এবং সেই সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি জানতে চান, বুঝতে চান গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। বর্তমান সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও জনগণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও এ রাজ্যে এমন গ্রাম অনেক আছে যেখানে ছেলেমেয়েদের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, পানীয়জলের সুব্যবস্থা নেই—আর যা রয়েছে তারও কোন সংস্কারের

ব্যবস্থা নেই। যাই হোক এই বিপর্যয়ের অবস্থার মধ্যে গণতন্ত্রের বনিয়াদকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী সমস্ত কিছুকেই অগ্রাধিকার দেবে।

শ্রীপার্থ দে বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চাই, কিন্তু বর্তমান অবস্থা যা রয়েছে তার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার আইন আমরা চালু করব, গ্রন্থাগার কর্মীদের পদমর্যাদা ও বেতন সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ভাবে সুবিচার করব। কারণ এ সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং অগ্রগতির সহায়ক।

পরে পঃবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী, জাতীয় লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীআশীষ নিয়োগী, এবং ত্রিপুরা লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে শ্রীরজতকান্তি গুহ গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য জ্ঞাপন করতে উঠে শ্রীকবিভূষণ রায় বলেন, শিক্ষাকে স্কুল, কলেজের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রন্থাগার মুখী করে তুলতে হবে। গ্রামের মানুষকে শিক্ষার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ ভাগ কৃষক। অতএব এই কৃষক জনসমাজকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত না করলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বানোন্নয়ন সম্ভব নয়। পরিষদ কর্তৃক সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় কথা ঘোষণা করেন।

নিম্নে গৃহীত প্রস্তাবগুলি দেওয়া হলো:

(১) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে অবিলম্বে বিনা চাঁদায় রাজ্যব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে এবং গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। পনসর্ভ প্রথার অবসান ঘটিয়ে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।

(২) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান আর্থিক সংকটের অবসানের জন্য এবং উন্নত ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

(৩) প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(৪) গ্রন্থাগারগুলির জন্য নিয়মিতভাবে অধিক সংখ্যায় গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকাদি সংগ্রহের জন্য এবং গ্রন্থাগারের কার্যধারা উন্নত ও সম্প্রসারিত করার জন্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় এবং গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(৫) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বার্থে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

এই সভা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সভা তাই আশা করছে যে উপরে উল্লিখিত দাবীসমূহ পূরণে সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সত্বর তৎপর হবেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার হুগলী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও, মঙ্গলবার ২০।১২।৭৭ তারিখে উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে পাঠাগার গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এতদুপলক্ষে রাত্রি ৭টা পাঠাগার কক্ষে এক জনসভার আয়োজন করা হয়।

পাঠাগারের সহ সভাপতি শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভার কার্য পরিচালনা করেন। আলোচনার সূত্রপাত করে পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক তথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম কাউন্সিলার এবং পরিষদ হুগলী জেলা শাখার সংগঠক সম্পাদক শ্রীননীগোপাল

বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশেষ দিনটির উদযাপনের তাৎপর্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন। জনশিক্ষার প্রসার, সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্বল সাধনে দেশের গ্রন্থাগারগুলির মহান ভূমিকার কথা ব্যক্ত করে বলেন যে সরকারের অবহেলায় আজ দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলি ধ্বংসের পথে উপনীত হয়েছে। নিঃশুল্ক এবং সুলভ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকারকে রূপদান করতে হলে ও জনশিক্ষার প্রসারকল্পে অবিলম্বে প্রয়োজন—সারা দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন, প্রতিটী গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী অনুদান এবং সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মিছিল ও জনসভায় যোগদানকারী পাঠাগারের প্রতিনিধিগণ সভায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করেন।

সর্বশ্রী নীলমনি ঘোষক, বীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, নিমাই নাথ, এবং নন্দীগ্রাম প্রমুখ পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং অনুরূপ দাবী জানান।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়:

১। জনশিক্ষার প্রসার, জাতীয় সম্বল সাধন, সমাজ উন্নয়ন ও সুলভ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারকল্পে এই সভা সারা দেশে অবিলম্বে উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী জানাচ্ছে।

২। এই সভা নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং প্রতিটী গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী অনুদান মঞ্জুর করবার আবেদন করছে।

৩। এই সভা শিক্ষা বাজেটে ন্যূনপক্ষে ২·৫ শতাংশ ব্যয় করবার দাবী করছে।

৪। এই সভা স্থানসর্ত ব্যবস্থা রহিত করে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বেতন দাবী করছে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ মাননীয় হুগলী জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী (গ্রন্থাগার বিষয়ক), মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় সম্পাদক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে প্রেরণ করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কাশীনগরে গ্রন্থাগারদিবস

গত ২০শে ডিসেম্বর '৭৭, মঙ্গলবার কাশীনগর (KASHINAGAR 24 Prs.) 'মিলন সঙ্ঘ' ময়দানে হাতিয়ার সাহিত্য সংসদ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর সত্য সত্যানন্দ মণ্ডলের সৌজন্যে মিলন সঙ্ঘের প্রয়োজনায় স্থানীয় স্কুল কলেজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃবৃন্দ, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ ও জনসাধারণের মিলিত প্রচেষ্টায় 'গ্রন্থাগার দিবস' বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে জনসভায় গ্রন্থাগার দিবসের বিশেষ তাৎপর্য, আমাদের দাবী, গ্রন্থাগার ও পাঠকের সমস্যাবলী, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, আন্তঃ গ্রন্থাগার পরিসেবা ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত ও গবেষণা ধর্মী বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী মিহিরকান্তি ভাদুরী, সত্যানন্দ মণ্ডল, সুভাষ প্রামাণিক, বিবেকানন্দ মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ দাস বিশ্বাস, শনৈশ্চর ভট্টাচার্য্য, তপন সিংহ, অজিত হালদার, বিভূতি প্রামাণিক, শশাঙ্ক নিয়োগী, প্রবেশ পাঠক, উমাপদ সাহা প্রমুখ।

জন সভায় বহু গ্রন্থাগারের সাহিত্য পত্রিকা, বিজ্ঞাপন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বক্তব্য ও আবেদন, দাবী ও দাবী রাখেন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। সভার শেষের দিকে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন, অরবিন্দ হালদার, বিভূতি প্রামাণিক, ইতা মণ্ডল, নিবেদিতা ও নন্দিতা মণ্ডল, পত্রলেখা মণ্ডল, বিকাশ প্রামাণিক প্রমুখ।

'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' প্রস্তাবিত সমস্ত দাবীসহ সভায় বিশেষ কয়েকটি সুপারিশ রাখা (ও গ্রহণ করা) হয়। যেমন—(ক) সমস্ত বিষয়ের বই লাইব্রেরীতে রাখতে হবে, (খ) লাইব্রেরীয়ানদের মাহিনা দিতে হবে, (গ) লাইব্রেরী আইন প্রবর্তন করতে হবে, (ঘ) গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান ও 'বাড়ী গিয়ে বই দেওয়া' Home Push Issue লাইব্রেরীর প্রচলন করতে হবে···ইত্যাদি সেগুলির অন্যতম।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কাশীনগর উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক উমাপদ সাহা। প্রধান ও

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভূতি প্রামানিক (স্থানীয় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার) ও বিবেকানন্দ মণ্ডল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হিতেশ ভট্টাচার্য্য।

সংক্ষেতি, আমতা, হাওড়া

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়।—

(ক) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে এই রাজ্যে অবিলম্বে বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে।

(খ) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান সঙ্কটের অবসানের জন্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

(গ) রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্ব সময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় এবং গ্রন্থাগার ভূখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(ঙ) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

অগ্রণী, দমদম

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় দাবীগুলির ভিত্তিতে অগ্রণী-র উদ্যোগে ব্যাপক পোষ্টারিং আলোচনা ও পুস্তক সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। এটা পুরো ডিসেম্বর মাস ধরেই চলে। এ ব্যাপারে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বাঁকুড়া।

গত ২০শে ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলা সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শ্রীতারাপ্রসাদ সিংহরায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঁকুড়াজেলা গ্রন্থাগার ভবনে "গ্রন্থাগার দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও উন্নতির উপায়" সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। জেলার কলেজ গ্রন্থাগার ও সাধারণ পাঠাগারের কর্মীগণের একটি মিছিল জেলা গ্রন্থাগারে উপস্থিত হয়।

বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী, হুগলী

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্যগ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর ভাষণে তিনি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান এবং গ্রন্থাগারিকের মূল কাজ কি তা ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভা থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত দাবীগুলি সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ও দাবীগুলির প্রতিলিপি মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমদিনাজপুর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয় কর্তৃক ২০শে ডিসেম্বর এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় এবং সেইসঙ্গে পত্রপত্রিকার প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণকে গ্রন্থ তথা গ্রন্থাগারমুখী করার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এইরাজ্যে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন মাধ্যমে বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। (২) জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। (৩) প্রতিটি উচ্চ এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হবে। (৪) গ্রন্থাগারে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ক্রয় এবং বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক

কাজের জন্য গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। (৫) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বার্থে গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে। এই সভায় সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীসন্তুনাথ রায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু।

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার ও পরিষদের মেদিনীপুর জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে

গত ২৪.১২.৭৭ তাং রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মেদিনীপুর জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভার পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক মন্মথনাথ সিকদার এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীনবেন্দ্রনাথ দাস।

রবীন্দ্র পাঠাগার, নৈহাটি

নৈহাটি রবীন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে একটি সভা এবং আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, সরকার অনুমোদিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও যেন তেমন বিশেষ দৃষ্টি দেন। পাঠাগারের সহ-সম্পাদক বলেন, গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুদানের ব্যাপারে এখনই আইন করার প্রয়োজন হয়েছে। বর্তমান সরকার গ্রন্থাগারের নিজস্ব আইন প্রণয়নে যে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি তার প্রশংসা করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

গত ২০শে ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে বহরমপুর গার্লস কলেজে শ্রীশৈলেন অধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় বিনা চাঁদায় আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রাম্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২'৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়, পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসত্যব্রত রায় এবং প্রস্তাব সমূহ সমর্থন করেন বহরমপুর গার্লস কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভায় সর্বশ্রী যোগেশ কুমার সিংহ (কে, এন, কলেজ বহরমপুর), দীপক গুপ্ত (কান্দীরাজ কলেজ), রাধা সাধন সরকার (বান্ধব সমিতি, লালবাগ), গুরু মজুমদার (মহাকালী পাঠশালা, খাগড়া), অশোক রায় (কে, এন, কলেজিয়েট স্কুল) প্রস্তাবাদির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গত ৪ ডিসেম্বর '৭৭ তাং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এবারই প্রথম গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। উক্ত সভায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী, গ্রন্থাগার কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী সমিতির প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুবল চৌধুরী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রধান শ্রীবিজয় নাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীঅশোক রায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীকমল কুমার সেন ও শ্রীঅশোক বসু প্রমুখ। সভায় কয়েকটি প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রতিবেদন : মিনতি চক্রবর্তী ও সত্যব্রত ঘোষাল

গ্রন্থাগার সংবাদ

ভূষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন, মেদিনীপুর

গত ২৯শে নভেম্বর '৭৭ ভূষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক সমাজ শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র জানা কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি নিঃশুল্ক পাঠাগারের দাবী করে সরকারী আইন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করার আবেদন করেন। পাঠাগার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে ও কিভাবে লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষাপ্রসারের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে।

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া

গত ৪.১২.৭৭ তাং-এ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির কর্মকর্তা ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সভাপতি—শ্রীপতিতপাবন পাত্র; সহ-সভাপতি—শ্রীপঙ্কচরণ বাড়ুই; সাধারণ সম্পাদক—শ্রীকালীপদ মণ্ডল; সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক—শ্রীঅশোককুমার দাস; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীভরত চন্দ্র সরদার; সদস্যগণ—সর্বশ্রী কটিকচন্দ্র সাউ, লক্ষণচন্দ্র দে, বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎকুমার নস্কর, সুনীল মুখোপাধ্যায় এবং F.S.E.O (Sankrail Block).

জাতীয় গ্রন্থাগারকর্মী পরিষদ : নিরক্ষরতা দূরীকরণ

গত ৩০ ডিসেম্বর '৭৭ তাং জাতীয় গ্রন্থাগারকর্মী পরিষদ আয়োজিত 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং আমাদের কর্তব্য' সম্পর্কে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রভাপচন্দ্র চন্দ্র। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, বর্তমানে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ২৩ কোটি। এতদিন ধরে শিক্ষার প্রসারের জন্য কোন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল না। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন, প্রসঙ্গত তিনি বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে গ্রন্থাগার গুলিকে যথাযথ সরকারী সাহায্যের অনুরোধ করেছেন পরিষদের স্মারকলিপিতে আর-ও কয়েকটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।—এ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন; জাতীয় গ্রন্থাগারকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার জন্য পূর্ববর্তী সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা কার্যকরী হবে না।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন। তাঁরা হলেন : সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী দীপেন ঘোষ, হীরেন দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত আন্তরিক নিয়োগী। কর্মীপরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডি. কে. সরকার শিক্ষামন্ত্রীর হাতে, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাবিধ্বস্ত অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর দুর্গত মানুষদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০১ টাকা দেন।

মাজু পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপন

গত ১৪ ডিসেম্বর হাওড়া জেলার মাজু পাবলিক লাইব্রেরির পঞ্চাশত্তর বছর পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীসত্যব্রত সেন বলেন যে, যেহেতু শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে, সেইহেতু জাতীয় বহু কর্ম প্রয়াসকে গ্রামমুখী করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু পঞ্চাশত্তর বছর আগে এই সুদূর গ্রামে যাঁরা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন তাঁদের দূরদর্শিতার মূল্যায়ন সহজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রভৃতির মাধ্যমে সমস্ত মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সেখানে অনেক বলেন যে, সাধারণ মানুষ ও গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্রন্থাগারিক সেতুর কাজ করে। সেজন্য তাঁর নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। নইলে গ্রন্থাগারের গঠনমূলক কর্মপ্রয়াস ব্যাহত হবে যা আজকাল অনেক জায়গায়

করা যাচ্ছে। গ্রন্থাগারকে জনতার বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

সভাপতির ভাষণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে, জ্ঞানের পবিত্র প্রভায় গ্রন্থাগার তীর্থস্থান স্বরূপ। যাঁরা তীর্থস্থান রচনার প্রথম স্রষ্টা হয়েছিলেন তাঁদেরকে তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা জানান। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু তার গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা খুবই নগণ্য। কৃষকদের জন্য বিশেষ বই ও বিশেষ পাঠকক্ষ রাখার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এতে কৈশোর জীবন থেকে তারা বইকে ভালবাসতে শিখবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পঁচাত্তর বছরের ঐতিহ্যবাহী মাতৃ গ্রন্থাগারের বর্তমান পাঠক সংখ্যা ৪৩০ এবং পুস্তক সংখ্যা ১০,১০০। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত্তার সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজীতে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন।

পঞ্চম পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি, বাঁকুড়া শাখা

গত ২৮শে ডিসেম্বর '৭৭ বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে পঃ বঃ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি বাঁকুড়া শাখার এক বার্ষিক জেলা সম্মেলন অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

সম্মেলনের প্রারম্ভে শহীদবেদীতে পুষ্পমাল্য স্থাপন করা হয় ও শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জেলা সম্মেলন জোগার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, জেলার সর্বজনপ্রিয় নেতা ও শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত পার্থ দে প্রকাশ্য খোলা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন বিধান সম্মত ভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার আইন বিল আগামী অধিবেশনে উত্থাপন করা হবে এবং কর্মীদের কাজের মর্যাদা পাবার জন্য বেতনহার সংশোধনের জন্য বেতন কমিশনে পাঠানো হয়েছে বর্তমান কর্মীদের অ্যাডহক দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার চিন্তা করছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীকৌশিকচন্দ্র বিশ্বাস গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কর্মীদের সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল মুখার্জী, পদ্মলোচন দাস, তীর্থগোপাল মুখার্জী, বানীব্রত রায়, বংশীধর দে, বাবলু কুমার দত্ত, দিলীপ চ্যাটার্জী, কার্তিক ব্যানার্জী, মদন মাহাতো প্রমুখ ব্যক্তিগণ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, শ্রীদত্তব্রত সেন ও শ্রীচঞ্চলকুমার সেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার কর্মিদের জীবন জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক হরিমোহন কুণ্ডু গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও কর্মিদের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করে কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন এবং তিনি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত-ভাবে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে ঝঞ্ঝাঝড়ের তাণ্ডবে যে সমস্ত মানুষ মারা গেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সমিতি আশা করে অবহেলিত গ্রন্থাগার কর্মিদের সরকার বর্তমানে অন্তত ৫০ টাকা হিসাবে অ্যাডহক দেবেন। এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

বার্তা বিচিত্রা

রঙ্গনাথন পুরস্কার

এ বছর DRTC 'রঙ্গনাথন পুরস্কার' দেবেন তাকে যিনি ১ আগষ্ট '৭৬ এর পরে বর্গীকরণ সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা মূলক কাজ করেছেন। এ জন্যে মনোনয়ন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। তবে মনোনয়নপত্র ১ মার্চ ১৯৭৮-এর মধ্যে চেয়ারম্যানের (FID/C R, C/o. D. R. T. C, Bangalore) কাছে পৌছাতে হবে। মনোনীত ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হবে গ্রেট বৃটেনে অনুষ্ঠিত ৩৯-তম FID সম্মেলনে।

আন্তর্জাতিক জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সম্মেলনে শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

ইউনেস্কো-র আহ্বানে কেন্দ্রীয় রেফারেন্স লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ও I N B-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সম্মেলনে (১২-১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭) অংশ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক কাউলা I F L A-র আঞ্চলিক গ্রুপের সভাপতি নির্বাচিত

অধ্যাপক বি. এন. কাউলা I F L A-র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রুপের আঞ্চলিক শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

উজ্জয়িনীতে বিশ্ব ধর্মীয় গ্রন্থাগার

আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংস্থা ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উজ্জয়িনীর নিকটে কালিয়াদেহ প্রাসাদে একটি ধর্মীয় গ্রন্থাগার করার প্রস্তাব করেছে। সোরানিয়ম রাজধানী বিজয়রাজ সিন্ধিয়া বলেছেন এখানে বিশ্বের ধর্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা হবে এবং গবেষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকতুল্য পদমর্যাদা

১৭ সেপ্টেম্বর '৭৭ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে 'কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত'—সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় স্থির হয় যে কর্মরত ছাত্র, গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক ও গবেষক, যাঁরা প্রতিদিন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন তাঁদের গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কাজকর্মের সাথে পরিচিত করবেন। এইজন্য তাঁরা প্রত্যেক সপ্তাহে এক ঘন্টা করে উপরিউক্ত বিষয়ে আলোচনা করবেন। অন্যদিকে স্থির হয় যে তাঁদের শিক্ষকের সমপদমর্যাদা দিতে হবে এবং এজন্য তাঁদের পদনাম হবে Lecturer Librar Education। এই পদনাম গ্রন্থাগারিকদের U G C প্রবর্তিত শিক্ষকের সমান বেতন ও পদমর্যাদা পেতে সাহায্য করবে।

প্রবাদ সংকলন

ভারতীয় প্রবাদ বাক্যাবলির একটি সংকলন শ্রীবিষ্ণু দি. নারায়ণের সম্পাদনায় চার খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে— 'ভারতীয় কহাবৎ সংগ্রহ'। অর্থাৎ ভারতীয় প্রবাদ সংক প্রবাদগুলির পাশে হিন্দি ও ইংরেজিতে অর্থ দেওয়া থাকছে সংকলনের প্রথম দুটি খণ্ডে প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষ যে-সব সমার্থক প্রবাদ আছে সেগুলি স্থান পাচ্ছে তৃতীয়টিতে থাকছে বিভিন্ন ভাষার কিছু নির্বাচিত প্রবা অন্য ভাষায় যেগুলির কোন সমার্থক প্রবাদ নেই। যে গল্প ও ঘটনা থেকে অনেক প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি স্থ পাচ্ছে চতুর্থ খণ্ডটিতে। "ভারতীয় ব্যবহার কোষ" না ১৬টি ভাষার একটি অভিধান রচনার কৃতিত্বও সংকলকের। নারায়ণ বলেন, এই অভিধান জনসাধারণে মধ্যে ভাষাগত সহনশীলতার মানসিকতা সৃষ্টি করতে বি ভূমিকা নেবে।

সংকলন : ঋদ্ধি চক্রব

বিয়োগপঞ্জী

সুমিত্রানন্দন পন্থ

প্রখ্যাত হিন্দী কবি সুমিত্রানন্দন পন্থের (৭৭) জীবনাবসান ঘটে গত ২৮শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে। হিন্দী কাব্য জগতের 'ছায়াবাদের' অন্যতম প্রবক্তা সুমিত্রানন্দনের জন্ম হয় উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া অঞ্চলে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২০ মে।

বারাণসী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এলাহাবাদে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়ে মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণায় পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবনে কোনো নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেন নি। এই পর্বেই সুমিত্রানন্দন, গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারায় তিনি অনুপ্রাণিত হন। কালমার্কসের ক্রান্তি ভাবনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও এই সময়েই ঘটে। দীর্ঘকাল আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবার পর ১৯৫০ সালে 'আকাশবাণীতে' হিন্দীর প্রধান প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন এবং পরে সাহিত্য পরামর্শদাতারূপে মনোনীত হন।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের সবচেয়ে সমাদৃত ও আলোচিত ব্যক্তি সুমিত্রানন্দনের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ তাঁর যুগোচিত ভাবাদর্শ ও মসৃণ বাক্যরীতি। রূপকার এবং ভাবুকরূপে তিনি সমান সুদক্ষ। হিন্দী কবিতাকে প্রথম প্রতীকধর্মে দীক্ষিত করবার কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য। সুমিত্রানন্দন মূলত লিরিককবি। হিন্দী কবিতায় রোমান্টিক তথা 'ছায়াবাদ' শিবিরে তাঁর জুড়ি আর কেউ ছিলেন না। সাহিত্য আকাদেমি তাঁদের প্রশস্তিতে সুমিত্রানন্দন পন্থকে প্রথম আধুনিক হিন্দী কবি বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯৬১ তে 'কলা ঔর বৃদ্ধাদ্ধ' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বছরেই ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' আখ্যায় সম্মানিত করেন। এই সময়ে তিনি রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ পরিভ্রমণ করেন। সুমিত্রানন্দন ১৯৬৫ সালে তাঁর সুবিখ্যাত 'চিদম্বরা-সঞ্চয়ন' কাব্যগ্রন্থের জন্য ভারতীয় 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৬৮ তে তিনি সাহিত্য আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হন। একখানি উপন্যাস ও একটি নাটক সহ তিনি চল্লিশটির বেশী গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'পল্লব', 'গুঞ্জন', 'বীণাগ্রন্থি', 'গ্রাম্যা', লোকায়তন' এবং দুইটি প্রবন্ধ সংকলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অমিয়কুমার সেন

ডঃ অমিয়কুমার সেন গত ৩১ ডিসেম্বর '৭৭ তাং রাত ১-৩০ মিঃ-এর সময় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে মারা গেলেন। ডঃ সেনের সাথে শান্তিনিকেতনের সম্পর্ক বহুদিনের। তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক, রবীন্দ্রভবনের কিউরেটর, পাঠভবনের অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ইত্যাদি পদ কোন-না-কোন সময়ে অলংকৃত করে রেখেছিলেন। প্রত্নাগার কর্মীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়েছিল তিনি যখন পঃ বঙ্গ সরকারের উপশিক্ষা অধিকর্তার (সমাজ শিক্ষা বিস্তার) পদে ছিলেন। এ পদ থেকে তিনি ১৯৭৬ সালে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন। জানুয়ারী '৭৮-এ তাঁর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক পদে যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু তা' আর সম্ভব হলো না! তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রও ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নীলিমা সেন প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। তিনি সর্বমোট ১০ খানি বই লিখেছিলেন :—বিদিতা (কবিতা), প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ, দেখেছি পথে যেতে রবিদাদাকে, বিদেশের চিঠি, সুরের গুরু (স্ত্রীর সহযোগিতায়)..... ইত্যাদি।

দিলীপ দাশগুপ্ত

জলপাইগুড়ি জেলা প্রত্নাগারের প্রত্নাগারিক দিলীপ দাশগুপ্ত ৩০ ডিসেম্বর '৭৭ তাং ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্ টোনে দীর্ঘ ২৮ দিন ভুগে অকালে দেহত্যাগ করেছেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক এবং সজ্জন ছিলেন।

আমরা যাঁদের হারালাম তাঁদের জন্য শোকসন্তপ্ত। তাঁদের পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষার ফল

বি. লিব. এস্‌সি, ১৯৭৫

প্রথম শ্রেণী

(বর্ণানুসারে)

রোল

৪২—বাসন্তী দাস

৩৩—গীতা মুখোপাধ্যায়

৩৯—শিপ্রা খাস্তগির

দ্বিতীয় শ্রেণী

(বর্ণানুসারে)

৭৩—আয়ার্স পি, কে.

২—তৃপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৬—অবিনাশীলাল

৬—প্রণতি ভট্টাচার্য

৭৪—পেদ্দাগুই আনন্দ

৪৯—পার্থ রায়চৌধুরী

২১—হারাধরুক সাহা

৪৭—মিতা চট্টোপাধ্যায়

৩—মনীষা ঘোষ

১৬—বীণা রায়

৩৪—মঞ্জুশ্রী মিত্র

৬৮—প্রাণেশচন্দ্র আইচ রায়

৬১—সবিতা চক্রবর্তী

১৭—অমশ্রী চট্টোপাধ্যায়

২৬—বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল

৫৩—অরুণা ভট্টাচার্য

৮২—অশোককুমার রায়

৭০—গোপালচন্দ্র প্রামাণিক

৪—চিত্তরঞ্জন বেরা

৫১—অজয় চক্র

১৯—দেবযানী চক্রবর্তী

১০—বিশ্বনাথ দাস

৬২—কৃষ্ণা গোস্বামী

৩৮—পরিমলকুমার নস্কর

৭—সুবিমল মিত্র

৭৬—সন্তোষকুমার দত্ত বণিক

৩০—মরীচীপা গুপ্ত

৫৪—আদিত্যকুমার বিশ্বাস

৪৪—জ্যোতিভূষণ রায়চৌধুরী

২৯—বিজয়া ভট্টাচার্য

১৪—সুধাংশুরঞ্জন দে

৩—শ্যামলকান্তি দেব

২৪—নিরঞ্জন দত্ত

৯২—পীযূষকান্তি চৌধুরী

৫৫—কমলকুমার ভট্টাচার্য

৮০—নবীন সেনগুপ্ত

৫০—বহুবিহারী সাহা

৭৮—রাজেন্দ্রনাথ পাণ্ডা

৮৩—চিত্তরঞ্জন গিরি

৬৫—দিলীপকুমার হালদার

৫২—মদনচন্দ্র চক্রবর্তী

২৭—সুশান্তকুমার দত্ত

১৮—জনার্দনপ্রসাদ সিংহ

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ফল, ১৯৭৫

(রোল নং অনুসারে)

রোল

১—প্রভাতী দাসগুপ্ত

২—অবনীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩—অশ্বিনীকুমার জানা
৪ গীতা দাস
৬—মেহালী রুদ্র
৭ অনিলকুমার রায়
৯—বিশ্বনাথ ঘোষ

বি. লিব. এস্‌সি, ১৯৭৬

প্রথম শ্রেণী
(ওপাহুসারে)

রোল
৪৪—সুবীরকুমার সেন
৪৩—দেবনারায়ণ চক্রবর্তী
৪৮ – চন্দন দত্ত
৪৫—সমীরকুমার চক্রবর্তী
৮৬—শিখা দত্ত
৯৫—ধনঞ্জয় চক্রবর্তী
৫০—ভক্না চক্রবর্তী
২৮—বিজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা
৫৯ —শাশ্বতী বিশ্বাস
১২৫ রঞ্জেশ্বর দাশগুপ্ত
৪৯—সোমা গুপ্ত
৭৯—অনীসোপাল বিশ্বাস
৬২—কে, সত্যভামা
৭০—অনিলবরণ রায়
২৬—উত্তরা চট্টোপাধ্যায়
৮৪—রমিতকুমার বসু
২১—সুব্রতি মজুমদার
১৪ রত্নাধর চৌধুরী
২২—সৌরাঙ্গ রঞ্জন চক্রবর্তী
৭১—অনয় কুমার রায়

দ্বিতীয় শ্রেণী
(ওপাহুসারে)

৪১—অঞ্জন কুমার দত্ত
৫১—অরুণ সেনগুপ্ত
১১৪ – দুপালকান্তি রায়
৯৩—কৃষ্ণা রায়
১০৫—দীপিকা বসু (গুহ রায়)
৩০—দিলীপকুমার ভট্টাচার্য
৭৮—অপনকুমার দাশগুপ্ত
৬৮—বাদল ঘোষ রায়
১০—মঞ্জরী চক্রবর্তী
১১৫—মিনতি দত্ত
১২৩ – খোইরকম টিকেন্দ্র সিং
১১৯—সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮—সবিতা মুখোপাধ্যায়
৬০—রত্নিকা রায়
১৫—গীতা বসু
৭৬—অমলেন্দু ভৌমিক
৩৩—মহুশ্রী ভট্টাচার্য্য
৮—প্রবীর সরকার
১৯—দিলীপকুমার বসু
১১১—অসিতকুমার চক্রবর্তী
৮৯—মুরলীধর হাউত
৪৭—সুনীল কুমার বিশ্বাস
১১২—অমলকুমার ভট্টাচার্য
৬- অশোককুমার চক্রবর্তী
২—মুলয়া সাক্তাল
৫ :—দিলীপকুমার চৌধুরী
৪২—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৩—রত্না বসু
২৫—প্রদীপকুমার মণ্ডল
৩৪—অঞ্জনা দাস
১২১—হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য
১০৮—বিশী সেন
৩১—তপতী দত্ত
৩২—হেমন্তকুমার চন্দ

১২৪—কৃত্তিবাস রায়
৬৬—উমা মজুমদার
১০০—অরুণোদয় সেন
৯—বিজনকুমার চৌধুরী
২৭—সোনালী ধর
২৯ সুমিতা সরকার
৭৭—অরুণী সরকার
৭৮—অরুণা রায়
১২৬—মায়া সেনগুপ্ত
৩৬—প্রহ্লাদকুমার বাগচী
২০—প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত
৫৪—প্রণবকুমার ঘোষ
৭৪—অনিলকুমার দাঁ
৫—উমা রায়
৬২—রুবী ঘোষ
৯০—অনুরাধা রায়
৪০—শাশ্বতী ঘোষাল
১০১ পার্থসারথি গঙ্গোপাধ্যায়
৬১—মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৫—অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
৮৭—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৮৮—মীরা বসু
৫৩—জগন্নাথ ঝা
৬৯—রঞ্জিত কুমার সিংহ
৬৪—অম্বিকাপ্রসাদ দাস
১০৭—বিপুলকান্তি রায়চৌধুরী
১২২—পবিত্র চক্রবর্তী
৯৪—মধুসূদন ভট্টাচার্য
১১৭—বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৬—বন্দনা গঙ্গোপাধ্যায়
৩৫—গৌরহরি বেরা
৩৮—নীহার বসু

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ফল, ১৯৭৬

(রোল নং অনুসারে)

১—মায়া ঘোষাল
২—রুক্ষ চ-পাতি
৩—অনিলভূষণ পাল
৪—অহিভূষণ ভট্টাচার্য
৫ নমিতা বসু

গ্রন্থ লিব এসসি, ১৯৭৬

প্রথম শ্রেণী

শ্রীসুবনেশ্বর চক্রবর্তী
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ

দ্বিতীয় শ্রেণী

শ্রীঅমলেন্দু রায়
শ্রীমিহির ভট্টাচার্য
শ্রীমণিকা দত্ত
শ্রীপতাব্রত সেন

বঙ্গীয় প্রত্নাগার পরিষদের বাৎসরিক ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব পূর্বঘোষিত ২১ জানুয়ারীর পরিবর্তে আগামী ২৮শে (১৯৭৮) জানুয়ারী জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার "কৃষ্ণান হলে" সন্ধ্যা ৫-৩০মিঃ অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গীয় প্রত্নাগার পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের এবং সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করি।

শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার
ও
শ্রীপাপি সেন
যুগ্ম-সম্পাদক
ছাত্র পুনর্মিলন সমিতি, ১৯৭৭। বঙ্গীয় প্রত্নাগার পরিষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি., স্কীম ৫২
কলিকাতা ৭০০০১৪

॥ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালকদের কাছে জরুরী বিজ্ঞপ্তি ॥

১। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বর্ষে গ্রন্থ সরবরাহ করা হবে। উক্ত সংস্থার রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির (বর্তমানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি উক্ত কমিটির সদস্য) ১২-১-১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় স্থির হয়েছে যে আগামী ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কাছ থেকে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে। এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট মুদ্রিত আবেদন পত্র জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের কার্যালয় হতে পাওয়া যাবে এবং ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে জমা দিতে হবে। এ সম্পর্কে ডি ডি পি আই-র (সোশাল এডুকেশন) নির্দেশ ডি এস ই ও-দের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। খবরের কাগজেও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে। আবেদন পত্রের সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলিকে নিম্নলিখিত পরিমান অর্থের গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে :

(ক) গ্রন্থের সংখ্যা ৫০০০ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থাগার—৫০০ টাকা।

(খ) ৫০০০-১০০০ পর্যন্ত গ্রন্থের সংখ্যা যে সব গ্রন্থাগার—১৫০ টাকা।

(গ) ১০,০০০-র উর্দ্ধে গ্রন্থের সংখ্যা যে সব গ্রন্থাগার—১০০০ টাকা।

নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণ অর্থের গ্রন্থ নির্বাচন করে পাঠাতে হবে। গ্রন্থগুলি উচ্চমানের এবং বিভিন্ন ধরণের পাঠকদের উপযোগী হতে হবে। গ্রন্থ নির্বাচন কালে রেফারেন্স গ্রন্থ, ভারতবিষয়ক গ্রন্থ, শিশু গ্রন্থ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা ও কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ, নব সাক্ষরদের জন্য গ্রন্থ, উচ্চমানের কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্য, সমাজ বিদ্যা ও ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, ভ্রমণ ও বিবরণ, জীবনী, শিল্পকলা, খেলাধূলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ নির্বাচন করতে হবে। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারগুলির চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন করবে।

২। ডি ডি পি আই (সোশাল এডুকেশন) ডি এস ই ও-দের কাছে নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রকৃত গ্রন্থাগারগুলির নির্বাচনের কাজে তাঁরা আমাদের উক্ত সংস্থার জেলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। উক্ত সংস্থার জেলা শাখার নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের আবেদন—এই বিষয়ে সহযোগিতা করুন।

৩। এই বিষয়ে যে সব গ্রন্থাগার পূর্বে তালিকা প্রেরণ করেছেন, তাঁরাও নূতন গ্রন্থ তালিকা প্রেরণ করবেন।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Bengal Library Association

P 134, C I T Scheme no. 52, Calcutta-700014

Ref No. 9285/77-78 29th December 1977

To
Dr Pratap Chandra Chunder
Hon'ble Minister of Education
Government of India
Shastri Bhavan
New Delhi-110 001.

Respected Sir,

We are grateful to you for giving us an opportunity to meet you and to discuss some problems relating to improvement and expansion of library services in our country.

We are submitting the enclosed memorandum on different aspects of library development for your kind consideration.

With regards,

Yours sincerely,
P. Roychaudhury
Secretary

Memorandum submitted to Dr P C Chunder, Hon'ble Minister of Education and Social Welfare, Government of India, on 29. 12. 1977 b the Bengal Library Association, Calcutta, regarding Improvement and expansion of library service in the country.

1) **Introduction and development of free public Library system under legislative control.**

The importance of the public library system in all-round development of the country has not been fully and correctly appreciated in our country.

Public libraries play a vital role not only to satisfy the needs of the people, but also perform a vital task in spreading of education and in the socio-economic development of the country.

Both the central and the state governments are now rightly stressing upon the spread of primary education and eradication of illiteracy in the educational front, and development of village economy and small scale and cottage industries in the economic front. Our experience in this direction so far has already proved that no plan for primary and adult education can be successful without a supporting well-integrated free public library system, which will act as community centres for life-long continuing education. Again, for development of agricultural production and small scale and cottage industries, the people at the grass-root level should be catered with various types of information as a basic responsibility, a task which only as integrated free public library system can perform most effectively and effeciently. Moreover, the modern concept of a public library system, as envisaged by the UNESCO, demands that it should serve not only the literates and the neo-literates, but also the illiterates by providing various kinds of information in the interest of life and living of the common people.

The Bengal Library Association, therefore, feels that as in cases of various other essential needs of human life, such as, food, clothings, shelter education, etc., people should have an equally full right to have access to knowledge or information that they need for proper living. To maintain this flow of knowledge or information uninterrupted, to make the foundation of democracy sound and to help the development of a courageous and liberal minded people, to supplement the inadequacy of formal education, to save education and culture from decay and dilapidation, to accelerate socio-economic development of the country, to eradicate illiteracy and to ensure spread of primary and adult education, and above all to bring costly aspects of acquairing knowledge or information within the reach of the common people, a free integrated and planned public library system should be developed under library law in each and every state of India.

Keeping this perspective in mind, the Advisory Committee for Libraries, appointed by the Government of India in 1959, recommended development of free public library system under law. But till to-day, only four states of India, namely, Tamilnadu, Andhra, Karnataka and Maharash-

tra have enacted library system. In all developed countries of the world and in many of the developing countries, this type of free public library system have been developed.

In the context of the above facts, the Bengal Library Association likes to place the following issues for consideration of the Central Government.

a) The Central Government should realise the importance of free integrated public library system under library law for eradication of illiteracy, spread of primary education and for socio-economic development of the country, both as lifelong education centre and information centre.

b) The Central Government should advise different state Governments to develop, as early as possible, such type of free public library system under library law in each and every state of India where no such library system exists now.

c) The Central Government should give financial assistance to the states intending to introduce such types of library system under development programme activities of the Government.

2) Introduction of School Library Service in secondary schools

The school library service is in extremely distressing conditions in most of the states of India. In the state of West Bengal it is particularly so. For example, out of 7,500 secondary schools in West Bengal hardly 200 schools have library service in the true sense, managed by qualified fulltime libarians. In most of the schools, there is no professionally qualified full time librarian, there is no library room, no library hour in fixed in the routine and no financial allocation is made in the school budget for rendering of any library service worth the name. In most cases, one or two closed almirahs packed with text books consisting of complimentary copies supplied by publishers and kept in the Headmaster's room or in the teachers' room is all that serves as source for statistisal information on school library service. Though importance of the school library service was stressed both by the Secondary Education Commission and the Educa

tion Commission, hardly anything has been done for introduction of the desired type of library service.

All of us are worried about the deteriorating condition of our education system. One of the inherent defects of our education system is that at no stage attention of the pupils is drawn to the ever expanding universe of knowledge or information through rendering and utilisation of library service. In other words, no attempt has been made to develop library-oriented education system, which is recommended by national and international experts of education.

We are further shocked to find the extremely uneven development of school library service in our country. The Delhi Administration has provided for a more or less balanced library service in each and every school under its administration. In short it means appointment of a qualified full-time librarian, provision of a spacious library room, fixation of library hour in the routine, allocation of funds for library service, etc. But in most of the states in India no such balanced and uniform school library service exists now. Again, within the states there has been discrimination in development of school library service. For example, in West Bengal, while a few privileged schools (some Goverment controlled and sponsored school, affluent English medium schools, old renowned schools, missionary schools, central schools, sainik schools. etc., numbering not more than 200) have provided for school library service. Most of the schools in the state which are either Government aided or sponsored or private schools, where most of the students come from poor and middle class families, lack this type of school library service. We are thus creating two classes of pupils—one small group privileged with different educational facilities, and the vast and large group of other students who are denied all such facilities. This state of affairs should not be allowed to continue in a welfare state. If the eagerness and ability to acquire knowledge or information for one's own use is not developed among the students at the early stage of studentship, it is very difficult to develop such habits at a later stage except at a good cost of time. So introduction of school library service should be an essential condition for fulfilment of educational programme at the school level.

In the context of the above facts, the Bengal Library Association likes to place the following issues for consideration of the Central Government.

a) The Central Government should realise the importance of introduction of school library service in each and every school of the country.

b) They should advise different states of India to introduce appropriate school library service in each and every school. This school library service should be organised and administered by professionally qualified full-time librarians. It should have spacious library room, and library hours should be fixed in the routine. Allocation of funds for school library service should be adequate and pay scale of librarians in such school libraries should be equal to those of teachers possessing equivalent qualifications.

c) The Central Government should financially assist state governments under development programmes, for introduction of such type of school library service in different states.

3) Budgetory allocation for library service be increased.

The biggest hardle for better library service in our country is the meagre financial provision. India is one of those countries of the world which spend the lowest amount of money for public library service. Most of the state governments and the central Government spend not more than 0·5% of the education budget for public library service. In general, the per capita expenditure for library service in most of the states of India is below 10 paise. Due to this extremely distressing financial condition, the public libraries in our country can neither procure materials according to the needs of the clientele, nor can they render better and expanded services to the people.

Realising this situation, the library group of the planning Commission recommended over a decade ago that at least 2·5% of the education budget be spent for library service, both at the Central and the state levels. But far from noticing any implementation of this recommendation

we find that whenever a cut has to be made in budget, whether at central or at state level, education is the first casualty and again in the education budget, library service is the first casualty. The Bengal Library Association feels that a time has come when we should give more stress on primary and adult education, along with a public library service to ensure appropriate support for socio-economic development.

Considering these facts, the Bengal Library Association likes to place the following issues for consideration of the Central Government :

a) Considering its importance, the Government of India should take steps to spend at least 2·5% of the Union Education budget for public library service.

b) The Union Government should also advice different state Governments to spend at least 2·5% of the state education budget for library service.

4) Activities of the Raja Rammohan Roy Library Foundation

On the occasion of the bi-centenary birthday of Raja Rammohan, this Foundation was established with manyfold programmes for development and improvement of library service in our country. Unfortunately, the Foundation, since its inception, confined its activities only to distribute some books to the selected libraries altogether neglecting its other declared fields of activities.

As regards its present activities and future programmes, the Bengal Library Association likes to place the following issues for consideration of the Central Government :

a) There is a serious allegation against the previous book selection policy of the Foundation, which was motivated and baised. Many of the titles donated by the Foundation were either sub-standard publications or were not suitable for a particular type of library. It will appear interesting that the Foundation established in the name of Raja Rammohan, did not find it worthwhile to purchase any book by Raja Rammohan

Roy himself for distribution to the libraries. The Bengal Library Association feels that the libraries should have full freedom in selection and purchase of documents that they require for their libraries.

b) There is another serious allegation against the foundation that it has wasted public money by offering fabulous profit to some book suppliers. It had purchased some publications at prices much higher than the original published prices ; in case of some title, the purchased price was even 4 to 6 times more than the original published price.

There is enough ground to suspect foul game in that selection and purchase of materials by the Foundation. The Bengal Library Association, would, therefore, request the Central Government to institute an enquiry by the CBI or by some other competent body to investigate this matter.

c) For effective functioning of the Foundation, it should be reconstituted with greater representation from the Library profession.

5) Improvement and expansion of the activities of the National Library, Calcutta

We are glad to learn from your press interview in Calcutta that the National Library Act., passed during the period of emergency will not be operative. We also fully agree with your view that while in internal administration, the library should have full autonomy, the Government of India and the Indian Parliament should have overal control and supervision over its activities.

As regards Natioal Library, the Bengal Library Association like to place following for consideration of the Central Government :

a) The National Library Act should be substituted with a comprehensive law envisaging a national library system, be introduced as early as possible.

b) Considering the characteristics and special objectives of National library, the Government of India should take a

measures and steps for improvement of the activities of the National Library, Calcutta, so that it can play its vital role as a leader in the National Library system.

c) The National Library is expected to play a very important role in the National Library and information system. The Bengal Library Association, therefore, feels that the top position of the Director in the National Library must be a professional position not only for effective and efficient management of information system, but also for enabling the top man to lead his professional collegues towards achievement of this end.

6. Declaration of Asiatic Society, Calcutta as an institution of natinal importance

Asiatic Society, Calcutta, has one of the richest collection on Indology and Asiatic research in India. It attracts scholars not only from different parts of India but also from abroad. It has a very rich collection of manuscripts, rare and valuable documents, artistic materials, coins, medals etc.

Considering the importance of this institution in our cultural and intellectual life, the Bengal Library Association likes to place the following points for consideration of the Central Government :

a) The Asiatic Society, Calcutta, be declared as an institution of national importance.

b) Both the Central and the West Bengal Governments should give more financial assistance to this institution to carry on its manyfold activities.

7. Some problems of college and university library

71. Recent U. G. C pay scales for Librarians working in College and University Libraries be revised.

The recent circular of the Ministry of Education, Government of India, to the state Governments regarding U. G. C payscales for college and University Librarians is a source of great disappointment and resentment among library professional in our country.

The Bengal Library Association likes to place its following observations on the said circular for consideration of the Central Government and the U. G. C.

a) The pay scales recommended in the latest circular is not only deregatory to the interest of the library professionals but will ultimately be responsible for deterioration of Library service in academic libraries. The U. G. C under the chairmanship of Dr. C. D. Deshmukh long ago accepted the recommendations of the U. G. C Library Committee (Chairman—Dr. S. R. Ranganathan) and recommended pay scales for librarians equivalent to those of teachers with the intention to draw bright people to the academic libraries and also to extend the benifit to the existing staff in college and university libraries. It is strange that after 16 years of that recommendation, the U. G. C is now deviating from the once accepted principle and recommended pay scales for library staff less than those of the teaching staff. It is very often said that the library is 'heart' of an academic and research institution. We fail to understand how this 'heart' will function normally when its 'valves' are being paralysed by prejudious and wrong policies. By suggesting different pay scales for library staff, it appears to us that the U. G. C is not only debarring the existing staff from the benifit, but is also hindering bright and young people from joining this profession. In the interest of better academic library service this position must be changed and the professional people should be given pay scale equivalent to those of teachers as were being given previously.

b) The U. G. C has recommended pay scales only for some higher cadres of University library,—Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian (equivalent to Professional Senior I, Professional Senior II and Professional Junior) and for the post of Documentation officer. But the academic library service is professional service, administered and organised not only by few persons in the higher cadres but by a band of professional staff performing different levels of professional duties. The U. G. C is silent on this issue. It is our earnest request that the cause of other categories of professional staff should

be considered and suitable pay scales should be recommended for them.

c) The position of College Librarians is extremely anamolous. (i) First, the U. G. C recommendation is silent about the Deputy/Asst Librarian and other professionals of college libraries. This also is against the interest of college library service. It should be clarified as in the earlier plan periods, that the term 'Librarian' includes Deputy Librarian and Assistant Librarian. The U. G. C should also recommend pay scales for other professional staff of college libraries. (ii) Secondly, the U. G. C has recommended three pay scales for college Librarians only due to the fact that at present there are three different pay scales. It has no justification. College Library service is essentially same everywhere and therefore there should be one uniform pay scales for them. (iii) Thirdly, at one stage the U.G.C recommended that the college Librarians should have pay scale equivalent to that of college teachers. While the pay scale of college teachers have been subsequently revised, more than once and the latest pay scale is Rs. 700/- 1600/-, the pay scale of college Librarians remains the same, i.e. at Rs. 300/- · 600/-. College Librarians should be in all fairness be given pay scales eqiuvalent to that of college teachers.

d) The UGC pay scales for Librarians were not implemented in many colleges and universities during earlier plan periods. Imposing some pay scales on the basis of some existing ones as a precondition will deprive a large number of existing staff. It is our earnest request that there should be relaxation of prescribed qualifications and prescribed existing pay scales for the existing library staff.

e) The latest UGC circular is insulting to the library profession in another respect. The UGC has specified that the scale of pay of Rs. 1500/- — 2500/- for University Librarians will be eligible for persons having good academic record with first or high second class Master's Degree in a subject other than Library Science with a Doctorate Degree or its equivalent published work

of high standard, preferably with experience of guiding research. More knowledge/experience of Library services and management has been considered sufficient for the purpose. This is a clear deviation from the earlier priciples. The post of Librarian is a professional position, and only persons having professional qualifications and experience in library work should be appointed as Librarian. If non-professionals are appointed as Librarians, this will cause great frustration among professionals. A non-professional Librarians can not also lead his professional colleagues in a desirable way.

The Bengal Library Association hopes that the above mentioned observations may kindly be considered sympathetically by the Central Government and the UGC.

72 Some problems relating to Library Science Education and University Libraries

The Bengal Library Association wants to draw the attention of the Central Government on the following issues :

a) The Library Science teaching departments in different Universities are not on equal footing with other teaching departments of the Universities. Many of the departments do not have the posts of Professors, Readers and required number of posts of lecturers as per the norm settled by the UGC. This situation has developed due to the fact that generally the UGC visiting teams are constituted of experts belonging to other disciplines excluding Library Science. These teams generally take a negative stand on the proposals forwarded by the Library Science teaching departments. This attitude should be changed and the needs of the Library Science Departments be considered sympathetically.

b) The post of the Librarians in many of the universities are lying vacant for pretty long time. The University authorities are taking an indifferent attitude in filling in these posts. As a result the library services in these institutions are being adversely affected. We would request the Central Government to impress upon the University Grants Commission to advice the universities to fill in these posts at an early date.

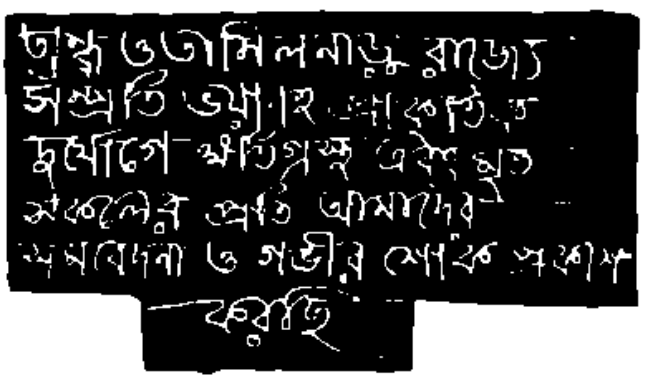
তামিলনাড়ু রাজ্য
সম্প্রতি ভয়াবহ প্রাকৃতিক
দুর্যোগে আক্রান্ত একদল
মানুষের প্রতি আমাদের
সমবেদনা ও গভীর শোক প্রকাশ
করছি

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বই সমালোচনার জন্য দু'কপি করে পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৩৩-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 27 : No. 9

Dec.-Jan. 1977-78

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১০ — মাঘ, ১৩৮৪

সূচী

সম্পাদকীয়	২৩৫
অনিল চন্দ্র পাল	২৩৭
গ্রামোন্নয়ন : গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও তথ্যনির্ভর কর্মযোগের সংবেদন	
পরিষদ বিজ্ঞপ্তি	২৫২
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : ৩৯-তম অধিবেশন	২৫৩
চিঠিপত্র	২৫৫

সম্পাদকীয়

বেতন কমিশন ও গ্রন্থাগার কর্মীর বেতন

বিগত কয়েক মাসে বামফ্রন্ট সরকার দুটি বেতন কমিশন গঠন করেছেন। প্রথমটি গঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের জন্য অপরটি রাজ্যসরকারী ও আধা সরকারী প্রভৃতি সংস্থার নিযুক্ত কর্মীদের বেতনক্রম সংশোধন করার জন্য। উপরোক্ত কমিশনগুলির আওতাভুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে বহু সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন ফলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও এদের বেতনক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখার নৈতিক দায়িত্ব রয়ে গেছে। দায়িত্ববোধের তাগিদেই বিগত ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের জন্য নিযুক্ত বেতন কমিশনের নিকট পরিষদ একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বেতন কমিশনে পেশ করার জন্য স্মারকলিপির প্রস্তুতিকরণ শেষ পর্যায়ে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে যদিও একধরণের পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বেতনক্রম সংশোধনের বক্তব্য পরিষদ রাখছে কিন্তু সংস্থাগুলির (যেখানে গ্রন্থাগার কর্মীরা নিযুক্ত) বিভিন্নতা, কাজের ধরণ, কাজের মান প্রভৃতির বিভিন্নতা যথেষ্ট জটিলতা বর্তমান। স্বাভাবিক কারণেই পরিষদ স্মারকলিপি প্রস্তুত করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের মতামত গ্রহণ ও দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে স্মারকলিপি প্রস্তুত করার অগ্রসর হয়। যে মূল নীতির ভিত্তিতে স্মারকলিপিগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে তা হল (১) প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন (২) সম কাজে সম বেতন (৩) গ্রন্থাগারিকের শিক্ষকদের সমতুল বেতন। গ্রন্থাগার কর্মীদের ইতিপূর্বে কোন পেশাগত স্বীকৃতি না থাকায় পুরাতন বেতন কমিশনগুলি বেতনক্রম নির্ধারণে নির্দিষ্ট কোন নীতির ব্যবহার করেছেন এ রকম কোন দৃষ্টান্ত আমাদের নজরে পড়ে নি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির ফলেই বিভিন্ন সংস্থাগুলির কাছে গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশাগত স্বীকৃতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে আমাদের মনে হয়েছে। যা হোক যে নীতিগুলির ভিত্তিতে পরিষদ বেতনক্রম নির্ধারণ করেছেন সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে এই প্রথম ভারতবর্ষে একটি সরকার বেতন কাঠামো নির্ধারণে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের একটা সরকারী স্বীকৃতি দিলেন (যদিও এর প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে) এজন্য পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

প্রবাসীর কর্মীদের অবশ্যই প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ জানা প্রয়োজন যে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন কি। ১৯৪৮ সালে Industrial Truce Resolution অনুযায়ী শ্রমিকদের Fair wage দেওয়ার বিষয়টি শিল্পনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজী হয়ে সরকার Fair wage Bill প্রণয়ন করেন এবং তৎকালীন Constituent Assembly তে পাঠান—কিন্তু পরবর্তীকালে Constituent Assembly বাতিল হয়ে যাওয়ায় ঐ বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। কিন্তু সংবিধানে ৩৯ক ধারায় শ্রমিক-কর্মচারীদের উন্নত জীবন যাপনের উপযোগী বেতনক্রমের বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয়ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে এগুলি আবার উত্থাপিত হয় এবং পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে এগুলি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হয়। পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন একটি ত্রি-পাক্ষিক সম্মেলন-যার সভাপতি ছিলেন তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—সরকের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, জগজীবন রাম, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ছিলেন INTUC, AITUC, UTUC-র প্রতিনিধিবৃন্দ আর শিল্পসংস্থাগুলির পক্ষে Employers Federation of India (ডেলিগেট সেভাল চাটা, লালা ভারতরাম ও অন্যান্য), All India organization of Industrial Employers এবং All India Manufacturers' Organisation। এই সম্মেলনেই সুপারিশ করা হয় প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন। যা সম্মেলনের বিশ বছর পরেও প্রবর্তিত হয় নি (একটি মাত্র সংস্থা ছাড়া) Fair Wage Committee শ্রমিকদের বেতনক্রম স্থিরকরার ত্রি-ধাপ ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। প্রথম ধাপ সর্বনিম্ন বেতন (Minimum wage), দ্বিতীয় ধাপ জীবনধারণের উপযোগী বেতন ফেয়ার ওয়েজ। তৃতীয় ধাপ উন্নত স্বচ্ছল জীবনধারণের উপযোগী বেতন অর্থাৎ লিভিং ওয়েজ। সর্বনিম্ন বেতনের সংজ্ঞা হচ্ছে শ্রমিকের এবং তার পরিবারের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য এবং তার কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সর্বনিম্ন বেতন যার পরিমাণ কখনোই কমানো যাবে না। লিভিং ওয়েজের সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে যে বেতনের দ্বারা উপার্জনকারী শুধু তার ও তার পরিবারের অবশ্য প্রয়োজনীয় চাহিদাই মেটাতে পারবেন না বরং তার পরিবারের জন্য একটু স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারবেন। দু'ধরণের বেতনের মধ্যবর্তী পর্যায়ের বেতন হলো Fair wage যার শুরু সর্বনিম্ন বেতন থেকে এবং শেষ পর্যায় হচ্ছে যতটা সেই সংস্থার বহন করবার ক্ষমতা আছে। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এগুলির মধ্যেকার পার্থক্য অবশ্যই নমনীয় এবং দেশ, কাল ভেদে পরিবর্তনশীল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সর্বনিম্ন বেতন শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বেতন নয় এর সার্থকতা হয়েছে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার প্রয়ে এজন্য প্রয়োজন শিক্ষায়, স্বাস্থ্যের ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য উপযুক্ত বেতন। এই বেতনের পরিমাণ ঐ সংস্থার দেবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে না—অর্থাৎ দিতেই হবে। এক্ষেত্রে 'লিভিং ওয়েজ' কে আদর্শ বেতন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যার সর্বোচ্চ পরিমাণ ঐ সংস্থার দেবার ক্ষমতার সীমার উপর নির্ভরশীল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে প্রয়োজন সবার সমান নয়। অর্থাৎ বেতন পার্থক্য থাকবে। তার কতটা প্রয়োজন সেজন্য একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা উচিত যার ফলে একটা এর মধ্যে সমতা আনা সম্ভব হতে পারে। ধরা যাক প্রথম প্রয়োজন অর্থাৎ খাদ্য। বৈজ্ঞানিকদের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও ভারতীয় জনসাধারণের উপযোগী দুটি নীতি ভিটামিন তবু বি এ্যাকাডেমি নির্ধারিত করেছেন—এর মধ্যে সর্বনিম্ন খাদ্য তালিকাটিই পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন ন্যূনতম বেতনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এর পরিমাণ হলো—চাল, গম ইত্যাদি মাথা পিছু ১৪ আউন্স, ডাল তিন আউন্স, সব্জী ১০ আউন্স, দুধ ১০ আউন্স, চিনি ২ আউন্স, তেল ও ঘি ২ আউন্স, ফল ২ আউন্স, মাছ ও মাংস তিন আউন্স আর

(শেষাংশ ২৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রামোন্নয়ন : গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও তথ্যনির্বাহী কর্মযোগের সংবেদন

শ্রীঅনিলচন্দ্র পাল
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

যো দত্তাজ্ঞানমজ্ঞানাং কৃপণাং তমর্দয়নম্।
ন কৃতঘ্নাং পৃথিবীং ধত্তাং তেন ভূলাং তমাবেৎ। - মনু।

'দানধর্মে পৃথিবীকে দান করা অপেক্ষা অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান সেবাধর্মে অতুলনীয়'। বর্তমান যুগে সর্বক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দান অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রন্থাগারের সেবাব্যবস্থা দ্বিমুখী ধারায় এগিয়ে চলেছে। আজ আমরা Information Explosion (তথ্য বিস্ফোরণ) এর যুগে বাস করছি। গ্রন্থাগার পরিসেবার একটি বিশেষ দিক হল তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের মতো একটি উন্নতিকামী বিরাট দেশে গ্রন্থাগারগুলিতে দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা চালু না করতে অনেক কিছুরই উন্নতি ব্যাহত করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাই তার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ না রেখে জনসাধারণের দরজায় ছড়িয়ে দিতে হবে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা কোন সংস্কৃতি বা সভ্যতাকেই নিম্নমানের বলে মনে করেন না। প্রত্যেক বিষয়বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং তাকে ভিত্তি করেই তার পরিস্ফুটন ঘটে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতরশিক্ষাপ্রযুক্তি বিদ্যার গ্রন্থাগারগুলো ভিন্নমুখী পরিসেবার দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধনে সহায়তা করছে। বৈপরীত্যের সমাবেশকে অগ্রাহ্য করে তবুও তাদের উভয়ের মধ্যে একটা আত্মিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলে 'বহুর মধ্যে একের সন্ধান'। তাই পরিসেবার ক্ষেত্রে এদের গতি প্রকৃতিও একই হওয়া উচিত।

১ গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির অনুলয় সেবামূলক এবং তথ্যনির্বাহীমূলক সেবা– গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এখনও এর সূত্রপাত না হলেও এগুলিকে প্রয়োগ করার সুবি জনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলির ভাবে হলো—

১ সরকার গ্রাম উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত আছে
২ গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা আশাতীত না হ বেড়েই চলেছে।
৩ পল্লীগ্রামের মহিলারাও এগিয়ে আসার ে করছেন।
৪ কুটীর শিল্প ও কৃষিকার্যে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ক লাগানোর চেষ্টা চলছে।
৫ রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতির প্রভা ফলে অজানাকে জানবার আগ্রহ বেড়েছে।
৬ সবচেয়ে বড় কথা হলো গ্রামীণ জনসাধারণের ম উন্নততর জীবনযাত্রার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

১১ তাই উক্ত পরিসেবার কাছে নিয়োজিত ক মতো ক্ষমতা গ্রন্থাগারিকদের দক্ষ করতে হবে গ্রন্থাগারগুলোকে সেই ভাবেই সীমিত আর্থিক ক্ষম মধ্যেই আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করার চিন্তা করতে হবে

১১১. অনুলয় সেবামূলক কর্মব্যবস্থা ও তথ্যনি পরিসেবার পরিচয় :

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবার ব্যবহারের জন্য সমস্ত কর্মযন্ত্রের (Tools) প্রয়োজন, যে সমস্ত তথ্যনির্ভর নির্দর্শনের প্রয়োজন তার প্রয়োগ একান্তভাবে সীমিত

আর তথ্যনির্বাহী পরিসেবা ব্যবস্থা পূর্বোক্ত ব্যবস্থা রূপা হতে বহুব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। বর্তমান অ সাবেদী তথ্য নির্ভরশীল নির্দর্শনকে অতিক্রম করে চলে এবং পরিকল্পিত তথ্যব্যবস্থা অনেকাংশে যান্ত্রিক ভিত্তিক

কর্মভিত্তিক অর্থাৎ প্রয়োজনভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করে। তথ্যনির্বাহী পরিষেবার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে Encyclopedea Britannica : Micropaedia তে বলা হয়েছে :

The text article covers problem associated with proliferation of knowledge in the modern world ; primary information media such as scholarly journal, newsletters and microfilm collection and secondary media such as abstract and reviews. It also covers techniques of indexing classifying technical materials to facilitate storage and retrieval and the technology of processing and storing information for future reference'.

উক্ত সংজ্ঞার সরলার্থ হল যে-তথ্যসরবরাহের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল সাময়িকী পত্র পত্রিকার, ঘটনা সম্বলিত পত্রিকার, মাইক্রোফিল্ম—এই সব। আবার চাই তার সূচীকরণ, বিভাজন, সারসংগ্রহকরণ—যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে তথ্যের বিজ্ঞান সম্মতভাবে সংরক্ষণ সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই অভিনব অবদানকে লক্ষ্য রেখেই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব হাতে নিতে হবে। যে যে ধরনের ডকুমেন্টে যে ধরনের তথ্য পাওয়া যায় তার কিছু নীচে উল্লেখ করা হলো।

১ সাময়িকী পত্র পত্রিকা যা থেকে পাওয়া যায় :

ক) কোন একটি বিষয়ের সর্বশেষ অবদানের কথা।

খ) বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার অধুনাতম অবদানের সংযোজনের কথা।

গ) নতুন নতুন বিষয় ও তার উপর আলোক সম্পাতের কথা।

ঘ) কোন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনার কথা।

ঙ) আর এই সব তথ্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার বহু আগেই প্রচারিত হয়ে থাকে।

২ ঘটনা সম্বলিত পত্রিকা থেকে পাওয়া যায় :

বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তথ্যের প্রতিবেদন।

৩ পুস্তিকা থেকে পাওয়া যায় :

বহু বিতর্কিত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

নবাবিষ্কৃত কোন প্রয়োগকৌশলকে সাধারণের প্রচার মধ্যে করার প্রয়াস।

UNESCOর ১৯৬৪ সাধারণ কংগ্রেসে স্বিকৃত হয়েছে যে 'পুস্তিকা' হবে সাময়িক পত্রিকার মতো নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত না হওয়া আটচল্লিশ পাতার কম বই। তবে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তার পর পর প্রকাশনও ঘটতে পারে।

৪ মাইক্রোফিল্ম গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কোন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি থাকলে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে তা দিয়ে রাখা উচিত এবং তার একটা সর্ত থাকা উচিত এই যে তাঁরা উক্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পুঁথি/পুঁথিগুলির Microfilm সরবরাহ করবেন। তথ্যনির্বাহী পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে উক্ত বস্তুটির ব্যবহার সম্ভবপর না হতেও পারে।

৫ সংক্ষেপন : সাময়িকী পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে তাদের প্রয়োজনীয় অংশগুলির সংক্ষেপন ও সূচীকরণের জন্য অনেক সংস্থা রয়েছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা যোগাযোগ করলে তাদের একটি বিরাট অংশ গ্রন্থাগারে পরিগ্রহ করতে পারেন।

৬ পুস্তক পুনরীক্ষণ (Book review) বিভিন্ন পত্র সংবাদপত্রিকার/পত্রে/ব্যবসায়ী সংঘের মুখপত্রে (পুস্তক) যে সমস্ত মন্তব্য রাখা হয় সেগুলি সংগ্রহ করার আবশ্যক আছে। প্রয়োজনবোধে বিষয়ের উপর উচ্চমানের বই সময়ান্তরে ক্রয় করার সুযোগ হয়ে থাকে।

৭ সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ প্রয়োজনভিত্তিক সমীক্ষা করে বিষয়ীভূত সংবাদের অংশকে পাতা থেকে কেটে তা বিভাজন করে রাখা সম্ভবপর হলে তা অবশ্যই করতে হবে। এবং সম্ভবস্থলে সূচীকরণের ব্যবস্থাও করা উচিত।

৩ উপরিউক্ত বস্তুগুলি ন্যূনাধিক সংগৃহীত হলেই গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্যনির্বাহী কর্মযোগের প্রয়োগ—ঘটানোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এই ধরনের পরিসেবার কাজে এগিয়ে যাওয়ার আগেই নিম্নে বিবৃত কয়েকটি বিষয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে :

১. গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রার্থনা : কোন একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পূর্বোক্ত বস্তুগুলির আহরণ করা যাবে একথা বলা যায় না। এজন্য উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাগার থেকে জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকেও তথ্যবস্তুর সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত ব্যাপারে দৃষ্টিদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

(ক) সঞ্চিত পুস্তকের সংযুক্ত তালিকা প্রকাশন

(খ) পারস্পরিক পুস্তক বিনিময় করণ

২ আর চাই :

(ক) যে পাঠকদের তথ্য সরবরাহ করা হবে তাঁদের সম্পর্কিত তথ্য। যেমন—

১ কোন পাঠক গ্রন্থাগারে আসেন এবং কি ধরনের তথ্য চান।

২ তাদের পেশা কি, বা শিক্ষাগত যোগ্যতাই বা কি ?

৩ কোন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা কি ধরণের কাজ করেন।

৪ কোন কোন পত্র পত্রিকা পাঠক নিজে সংগ্রহ করেন বা পড়েন।

অতিরিক্ত, গ্রামাঞ্চলে জানার প্রয়োজন :

১ নিরক্ষরতার হার কিরূপ।

২ গ্রামটিতে কি কি বস্তু উৎপন্ন হয়

৩ গ্রামের ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ও কি কি বস্তুর ব্যবসায় দ্বারা ঐ গ্রামের অর্থনীতি নির্ধারিত।

৪ ঐ গ্রামের পক্ষে সহায়ক আর্থিক লেনদেনের নিকটতম সংস্থাগুলি কি কি এবং কোথায় অবস্থিত।

৫ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকেন্দ্র সম্পর্কিত সংস্থা ইত্যাদি তথ্য।

এছাড়াও, নীচের তথ্যগুলি জানাও প্রয়োজন :

১ স্থানীয় বিদ্যুৎসত্তা আছে কি ?

২ স্থানীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

৩ কোন ক্লাব বা সমাজ সেবী সঙ্ঘ আছে, ক'টি ?

সমীক্ষা করে মোটামুটি তার একটি পরিসংখ্যান চাই, তারপর চাই সময়ভূমক ব্যবস্থার প্রকল্প গ্রহণ :

১ জেলা, মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ে সময়ভূমক কাজকর্মের ব্যবস্থা থাকা চাই।

২ বিভিন্ন সরকারী সংস্থা। যেমন—পশুপালন বিভাগ, কৃষিবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ ও সেচবিভাগ ইত্যাদি বিভাগের সঙ্গেও সমন্বয় ব্যবস্থায় আবশ্যক।

৩ মাঝে মাঝে নানান অনুষ্ঠান, যথা স্বাধীনতা দিবস পালন, প্রজাতন্ত্র দিবস পালন, বিভিন্ন মহাপুরুষদের জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে স্থানীয় কৃষি ও শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ও সভাসমিতির প্রয়োজন। এতে অনেক নতুন তথ্যের উৎসের সন্ধান মেলে।

৪ স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে সম্মেলনে আলোচনা করা যেতে পারে।

৫ তথ্যনির্বাহী পরিসেবায় একটি চিত্র দেওয়া হল :

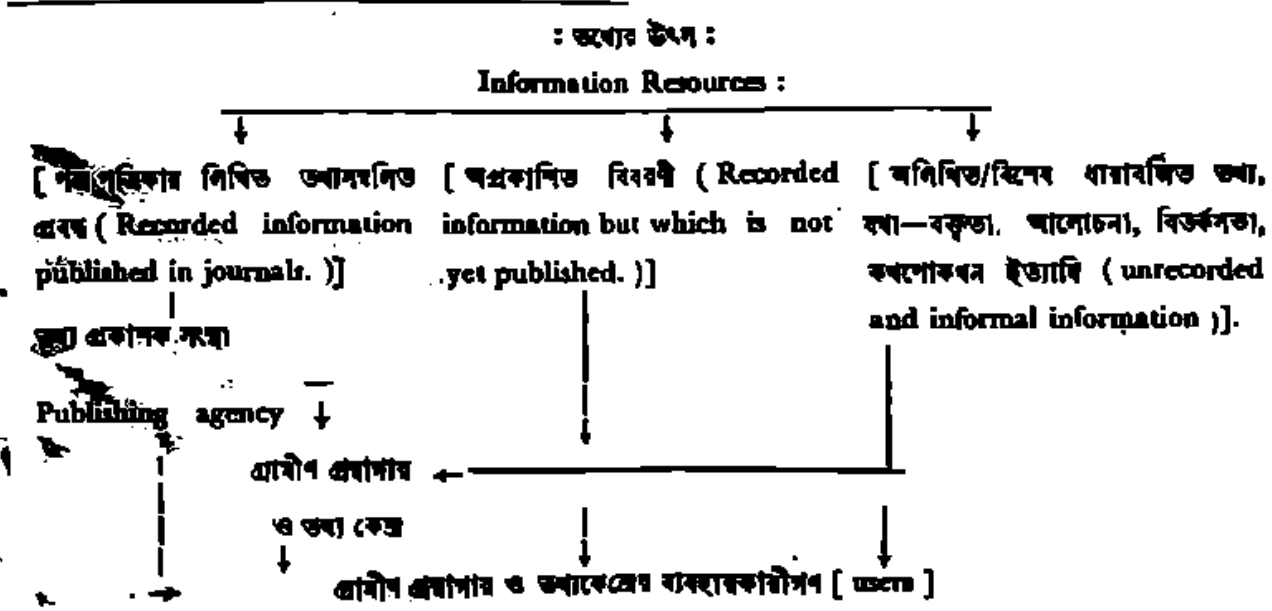

জ্ঞান ব্যক্তিগত মনন প্রচেষ্টার মাধ্যমে পারস্পরিক চিন্তাধারার বিনিময়ে, ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রকরেই সংগঠিত ও সংবৃদ্ধীত হয়।

৬ ভাষান্তর সমস্যা : পরিসেবার সর্বপ্রধান অন্তরায় হল তথ্যগুলিকে কিভাবে বিভিন্ন অংশের জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো যাবে তার সঠিক পদ্ধতি নির্ণয়ের আপাত অসুবিধা। এছাড়াও ভাষান্তর সমস্যাও প্রকট। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে লিখিত বিষয়বস্তুর অনুবাদ সর্বত্র অনুবিধাজনক নাও হতে পারে। তাছাড়া প্রয়োজনীয়-তাটাই হল আসল। সাধারণ লোক উৎসাহ ও আগ্রহ দেখালে সরকারও একদিন সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হবেন। এ জন্য প্রবাসীরগুলি তাদের দেওয়া পরিসেবাগুলির তাৎপর্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন প্রথম পর্যায়ে।

৭ এবার পরিসেবার ক্ষেত্র কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি-লাভ করে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে :

সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের ধারা প্রবাহমান রাখার জন্য প্রবাসীর পরিসেবার একান্ত প্রয়োজন।

২ অবসর বিনোদন অনুষ্ঠান ও পরিচিতনের ধারা জ্ঞানলাভের পথকে প্রশস্ত করার জন্যও প্রবাসীর পরিসেবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

২ অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে :

১ কৃষিকার্য :

ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রধান দেশ। দেশের আশী শতাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। আকৃতিক কারণে, সারের অভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অজ্ঞানতাহেতু অনেকে ক্ষতিগ্রস্থ হন। প্রবাসীরিকগণ এইসব ক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্য করলে তাঁদের অনেক লাভ হয়।

২ মৎস্যচাষ. মৎস্য ব্যবসায়, পশুপক্ষী পালনের ক্ষেত্রে :

এই সব ক্ষেত্রে প্রচুর পত্র পত্রিকা বের হয়েছে। সেগুলির সংরক্ষণও সূচীকরণের প্রয়োজন। ব্যবসায়ীগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এইসব তথ্যের সংমিশ্রন ঘটিয়ে লাভবান হতে পারেন :

৩ যারা চাকুরীর খোঁজ চান :

তাঁদের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ও সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৪ দুগ্ধবিভব ও পশু প্রজনন :

দুগ্ধ সংরক্ষণ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রস্তুতিকরণের সম্পর্কে আধুনিক তথ্য ও পশু প্রজনন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সরবরাহ করতে পারেন।

৫ সাধারণ উপাদান থেকে সার প্রস্তুতি করণ :

কচুরীপানার মতো সাধারণ উপাদান থেকেও যেমন সার প্রস্তুত করা যেতে পারে তেমনি অন্যান্য সাধারণ বস্তুও থেকে সহজলভ্য মূল্যবান সার পাওয়া যেতে পারে। আগাছা ও খনিজ পদার্থের দ্বারা সহজ সার প্রস্তুতি করণের প্রণালীর তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।

৬ মাটি পরীক্ষা : সহজ পদ্ধতির প্রয়োগ :

মাটি পরীক্ষা করানো উন্নত ধরণের কৃষি পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ। মাটি পরীক্ষা করানো একটি ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এর বিকল্প পথার তথ্য চাষী ভাইদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

৭ মৌমাছির চাষ প্রকল্প :

এই ব্যাপারেও আগ্রহীদের সাহায্য করা উচিত।

৮ শুটিপোকার চাষ :

যে অঞ্চলে বনজঙ্গল বা প্রচুর গাছপালা আছে সেখানে শুটিপোকার চাষ করা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যগুলির প্রচার করার প্রয়োজন আছে।

৯ বনাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়োজনে :

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বনজ সম্পদের অবলুপ্তি ঘটেছে। গাছের উপকারিতা সম্পর্কে তথ্য এবং রোপণাদিও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সরবরাহ করা সম্ভব।

১০ বাজার বিশ্লেষণ :

বাজারের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও নতুন বাজার

সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৮ কুটীরশিল্পের ক্ষেত্রে :

১ কামার শালের কাজ :

প্রায় সর্বত্রই কামারেরা নিত্যব্যবহার্য নানান জিনিস তৈরী করে থাকেন। এক অঞ্চলের জিনিষ অন্যত্র যাতে আদরের সঙ্গে গৃহীত হতে পারে তার জন্য অন্য অঞ্চলের জিনিষের সঙ্গে কামারের পরিচয় থাকার প্রয়োজন। তাছাড়া আধুনিক লৌহবিজ্ঞানের ন্যূনতম তথ্যের সঙ্গে পরিচয় রাখারও প্রয়োজন আছে।

২ কুমারের মাটির কাজ :

কামারের মতো কুমারেরও বিভিন্ন অঞ্চলের জিনিষের রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় রাখার প্রয়োজন আছে। তাতে তাঁদের শিল্পকলাকে আরো সুন্দরতর করে উপস্থাপিত করতে পারবেন।

৩ ধাতুদ্রব্যের কাজ :

নানান ধাতু থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে নানান বস্তুর নির্মাণ কার্য চলে। বাঁকুড়ার সেটা লোহার কড়াই, বর্ধমান কাঞ্চননগরের ছুরি, মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের, মুর্শিদাবাদের খাগড়ার এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কাঁসা ও পিতলের শিল্পকর্মের এক সময় খুব নাম ছিল। পারস্পরিক তথ্যের বিনিময়ে অনেক তাঁদের কুটীর শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেন। নতুন বাজার সৃষ্টি করতে পারেন।

৪—কাঠের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, খোদার কাজ, ছটির কারখানার কাজ জেলের মাছ ধরার কাজ, তাঁতীর তাঁত বোনার কাজ, হাতে বোনার কাজ ও চামড়ার কাজেও নানান তথ্য সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে। এবং অধিকতর তথ্যের সুযোগ ও সন্ধান দিয়ে মৃতপ্রায় বাঁশের শিল্পকে বাঁচানো যেতে পারে।

৯ জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পাঠসেবা :

১ সুষম খাদ্যের বণ্টন :

খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে সুষম খাদ্যের বণ্টন বিষয়ে তথ্যের সরবরাহ করা একান্ত কর্তব্য। কোন খাদ্যে কতটা তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে বা কোনটা সহজ পাচ্য, কোন বয়সে কতটা কি কি খেতে হয়, সে তথ্য দেওয়া অসম্ভব নয়।

২ গৃহ পাঠন :

প্রত্যেক মানুষের শিশুপালন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান সকল হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি তথ্যের সন্ধান দেওয়া যেতে পারে।

৩ দুর্ঘটনা নিবারণ :

যে কোন ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানো এবং দুর্ঘটনা প্রাথমিক তথ্যের সন্ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪ যোগাসন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা :

যোগাসনে দেহকে রোগমুক্ত করে শরীরকে আরো কর্মঠ করে তোলা যায়। এবং আরো অনেক প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া উচিত।

১০ সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্প্রদারণ :

১ সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ :

সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং যাতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মিলন সূত্রের সন্ধান মেলে, সে রকম ধরণের তুলনামূলক ধর্ম তথ্যের সমাবেশ ঘটানোর প্রয়োজন আছে।

২ সর্বযুগের/সর্বধর্মের মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী প্রচার ঘটানো :

সংস্কারমুক্ত, উদারপ্রাণ নাগরিক জনজীবন গঠনে জন্য মহান ধর্মনেতাদের সার্বজনীন জীবন ও বাণীর ও সম্প্রসারণ ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা আছে।

৩ নিছক আনন্দ সৃজনের জন্য খেলাধূলা, শিকা কাহিনী ও লোক কথার প্রচার ঘটানোর প্রয়োজন।

৪ সঙ্গীত :

সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি মানুষের মনকে উচ্চগ্রা তুলে নেয়। নানান ভাষার লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ জাতী সংহতিকে দৃঢ়তর করতে পারে।

৫ রন্ধনকার্য :

নানান দেশের/নানান সমাজ থেকে গৃহীত স্বাস্থ্যক ও সুস্বাদুচক খাদ্যের প্রস্তুতিকরণ মানুষের মন ও সভ্য এবং সংস্কৃতিকে আরোও করণের একটি উপায়। এ সম্প বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের সংযোজন একান্ত প্রয়োজন।

১০ একটা গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই উপরোক্ত তথ্যাবা ডকুমেন্ট থাকবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু রা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার নিকটস্থ শহর গ্রন্থাগা এই জাতীয় ডকুমেন্ট রাখা থাকে বা রাখা হয়। আইনে মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পার সমগ্র রাজ্যে তথ্যের সুষম প্রবাহ চালানো যায়। এজ প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-২৩৪ সি. আই. টি. স্কীম নং ৫২

কলিকাতা-১৪

জেলা শাখার সম্পাদক, জেলার কাউন্সিল এবং অন্যান্য সদস্যদের প্রতি—

মাননীয় মহাশয়,

রাজ্যের বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান পটভূমিকায় পরিষদের জেলা শাখা গঠন বা তার পুনর্গঠন-এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। জেলা স্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার, গ্রন্থাগার এবং তার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা এবং তার ভিত্তিতে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলা এই মুহূর্তে প্রতিটি জেলা শাখার মুখ্য কাজ হবে।

১। পরিষদের জেলা শাখা সমূহ প্রধানতঃ যে কাজগুলির উপর জোর দেবে তা'হল—

ক) জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মী এবং জনসাধারণের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও তার বক্তব্য সমূহ প্রচার এবং পরিষদের সদস্য সংগ্রহ।

খ) জনগণের জন্য বিনা চাঁদায় আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়; স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষের সহযোগিতায় ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা।

গ) বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবী সমূহের উপর আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করা।

ঘ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশন এবং লরক্যাসী অনুদান বন্টন বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে যেন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির স্বার্থ হানি না ঘটে। অনুদান বন্টনের তালিকা প্রস্তুত করতে জেলার ডি, এস, ই, ও-কে সুপারিশ ও সহযোগিতা করতে হবে।

২। জেলা শাখা গঠন বা পুনর্গঠন কি ভাবে করতে হবে—

ক) জেলায় শাখা কমিটি থাকলে সেই কমিটি অবিলম্বে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ডাকবেন। সেই সম্মেলনে পরিষদের যে সকল সদস্য সংস্থাই জেলায় বসবাস করেন, তাঁদের অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাতে হবে। পরিষদের সদস্য নন এমন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার দরদীদের এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো যাবে। সম্মেলনে জেলা শাখার কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হবে।

খ) যেখানে পরিষদের শাখা নেই বা পূর্বগঠিত শাখা কাজ করছে না, সেই জেলায় পরিষদের কাউন্সিল সদস্য বা অপর কোনও সদস্য পরিষদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ডাকবেন এবং সেখানে জেলা শাখা কমিটি গঠিত হবে।

জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ডাকার প্রয়োজনে পরিষদের সদস্য তালিকা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। জেলা সম্মেলন-এর কিছু ব্যয় কেন্দ্রীয় দপ্তর বহন করবে।

সম্মেলনের আয়োজন বা শাখা গঠনে সাহায্য করতে সক্ষম সদস্যদের অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ জানানো হ'ল।

নমস্কারান্তে,

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৮

ভবদীয়

শশাঙ্ক বাগচী

আহ্বায়ক,

সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

৩৪তম অধিবেশন

(১৪-১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৮)

মেদিনীপুর।

সুধি,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন) উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলে আগামী এপ্রিল ১৪-১৬, ১৯৭৮, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩৪-তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণের জন্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :—

(১) জনগণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো। (২) গ্রামীণ উন্নতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

প্রথম আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে একটি লিখিত প্রবন্ধ পেশ করা হবে। এই আলোচনার পটভূমিকা হিসেবে ১৯৬৯ সালে উত্তর পাড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটি বিবেচনা করতে হবে।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ের জন্য গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থানুরাগীদের কাছ থেকে প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হচ্ছে। প্রবন্ধে গ্রামীণ অর্থনীতি, সামাজিক পটভূমিকা এবং শিক্ষার অগ্রগতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং এই ভূমিকা পালন করতে কি কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিযুক্ত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ এবং সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে আলোচনার জন্য কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিখিত আকারে তা পরিষদের কার্যালয়ে কর্মসচিবের কাছে আগামী মার্চ ১০, ১৯৭৮ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। প্রবন্ধ ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ ও প্রয়োজনবোধে সম্পাদনার অধিকার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির থাকবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের নূতন পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য শুভানুধ্যায়ী এবং গ্রন্থানুরাগী জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। অন্যান্য সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা কার্যালয়ে পরিষদ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

নমস্কারান্তে,

হিমাংশু ভূষণ সরকার
সভাপতি
অভ্যর্থনা সমিতি
৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
C/o জেলা গ্রন্থাগার
পোঃ এবং জেলা—মেদিনীপুর।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি, ১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম নং ৫২
কলিকাতা—৭০০ ০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৪৬৬)

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

১। ১৪ এপ্রিল '৭৮ শুক্রবার বিকেল ৪টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হবে এবং চলবে ১৬ এপ্রিল, রবিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত।

২। প্রতিনিধি তালিকাভুক্তিকরণ শুরু হবে এপ্রিল ১৪; সকাল ৯টা থেকে।

৩। সম্মেলনে যে কোন ব্যক্তি যোগদান করতে পারেন। পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্য, প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের কোন প্রতিনিধির বা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের কোন প্রতিনিধি কি লাগবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পত্র থাকলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদেরও কোন প্রতিনিধি কি দিতে হবে না। অন্যান্যরা দু'টাকা করে প্রতিনিধি ফি দিয়ে সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন। প্রতিষ্ঠান সদস্য সমূহ দু'জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন।

৪। প্রত্যেককে নিজ নিজ বিছানা ও মশারী, গ্লাস ও মগ আনতে হবে।

৫। এপ্রিল ১৪, বিকেল থেকে এপ্রিল ১৬, দুপুর পর্যন্ত থাকা ও খাওয়া বাবদ জন প্রতি মোট ১৬ টাকা করে দিতে হবে। সম্মেলনের আগে বা পরে থাকা খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের আগামী ১২ এপ্রিলের মধ্যে অতি অবশ্যই অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থও পাঠাতে হবে।

৬। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে যাওয়ার পথ নির্দেশ—মেদিনীপুর ষ্টেশনটি সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়েতে অবস্থিত। বিভিন্ন স্থান থেকে সরাসরি মেদিনীপুর যাওয়া যায়, তবে ট্রেনের সংখ্যা কম। অন্য জেলা থেকে সরাসরি বাসেও মেদিনীপুরে যায়। সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ হল; লোকাল ট্রেন যোগে খড়্গপুর। খড়্গপুর থেকে বাস, মিনিবাস, বা ট্যাক্সি যোগে মেদিনীপুর শহর। খড়্গপুর থেকে মেদিনীপুর যেতে ৪৫ মিনিটের মত সময় লাগবে।

সম্পাদকীয়

(২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ডিম এক আউন্স) সংখ্যার দিক থেকে হিসাব করলে ২৭০০ ক্যালরি দাঁড়ায়—যদিও যাঁরা অধিক কায়িক শ্রম করবেন তাদের জন্য প্রয়োজন ৩৬০০ ক্যালরি।

দ্বিতীয় ভিত্তি হলো একটি পরিবারের সংজ্ঞা কি? এ ক্ষেত্রে তিনটি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির বা দুটি পূর্ণ বয়স্ক ও দুটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক মিলে একটি পরিবার ধরা হয়েছে। খাদ্যবস্তুর পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিমাণও একটি পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় বেতন কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী বেতন কমিশন দুটিতেই প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রেখে বেতনক্রম সংশোধনের কথা চিন্তা করেছে।

পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে গৃহীত নীতি অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসেই সর্বনিম্ন বেতন হওয়া উচিত ৬৫০ টাকা। অর্থাৎ ঐ সংস্থার একজন এল. এল. ডাক বা সর্বনিম্ন পদের বা এল. এল. গ্রেডের কর্মচারী) প্রথম চাকুরীতে যোগ দিলে, তার প্রারম্ভিক বেতন হওয়া উচিত ৬৫০ টাকা। কিন্তু পরিষদ সর্বনিম্ন বেতন স্থির করেছে ৪০০'০০। মনে রাখা প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একজন এল. এল. সর্বনিম্ন বেতন পায় ২৬৩'০০; আধা সরকারী স্তরের ঐ পদে নিযুক্ত কর্মী পান তার চাইতেও অনেক কম। স্বভাবতই সমতা আনার প্রশ্নে প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের সঠিক প্রয়োগ করতে গেলেও সামাজিক অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার, আন্দোলনের স্তরগুলির অবস্থা, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। পরিষদ এক ধাপেই প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান; তবে আশা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি বেতন কাঠামো নির্ধারণে যুক্তিগ্রাহ্য উদারনীতির আশ্রয় নেন তবে পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার কর্মীরা অবশ্যই তাদের অভিনন্দিত করবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মহাশয়,

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পৌষ, ১৩৮৪ সংখ্যায় (২৭ বর্ষ ৩ সংখ্যার) ২০৯ পৃষ্ঠায় আমার বক্তব্যের একটু ভুল রিপোর্ট হয়েছে। অন্যান্য সামান্য অসঙ্গতি যা আছে, আমি তার উল্লেখ করছি না। তবে বলা হয়েছে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ সালে। এটা ঠিক নয়, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের সূত্রপাত হয় একথাটিক। কিন্তু ঐ সূত্রপাত ১৯২১ সালে হয় নি, হয়েছিল ১৯১৪ সালে। এবং আমি সে কথাই বলেছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন হয়েছিল ১৯১০ অথবা ১৯১১ সালে বরোদা রাজ্যের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে।

এই সূত্রে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। আমার বন্ধু স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পরিশ্রম স্বীকার করে বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবৎ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় যে মূল্যবান রচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন সে রচনা শেষ হবার পরে রচনার অনেকগুলি তথ্যগত ত্রুটি ও ভুল ধরা পড়ায় হিসাবে মূলকপি কাগজের অন্ততঃ পূর্ণ দু'পৃষ্ঠায় লিখে আমি গ্রন্থাগারের তৎকালীন সম্পাদকের নামে পাঠিয়েছিলাম, গ্রন্থাগার-এ প্রকাশের জন্যে—যাতে ঐ ঐতিহাসিক বিবরণের ভুলত্রুটিগুলি সংশোধিত হয়। নইলে পরবর্তীকালে ঐ ভুলের সংশোধন হওয়া সহজ না-ও হতে পারে। সম্পাদক মশায় আমাকে বলেছিলেন আমার লেখাটি তিনি গুরুদাস বাবুকে দিয়েছেন। গুরুদাস বাবু আমাকে বলেছিলেন তিনি পরবর্তীকালে ঐ ভুলগুলি সংশোধন ক'রে দেবেন যথাস্থানে। জানিনা সেগুলি কোথাও আছে কিনা বা ঐ সংশোধনের কাজ আর হবে কিনা। আমার কাছে সেগুলির কোন কপি নেই।

বর্তমান ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভুল তারিখের কথা আমি বলেছি ব'লে বলা হয়েছে। সে জন্যে বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর সেই জন্যেই এই চিঠি। আশা করি চিঠিটি 'গ্রন্থাগার' প্রকাশ করবেন। ইতি—

মধ্যমগ্রাম
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

ভবদীয়—
প্রমীলচন্দ্র বসু

মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় (২৭ ব সংখ্যা ৬-৭) শ্রীঅমিলচন্দ্র পাল মহাশয়ের "পুঁথি : সংগ্র ও সংরক্ষণ" প্রবন্ধে কিছু ভুল আছে বলে মনে করি অনুগ্রহ করে যদি এই প্রতিবাদ পরবর্তী কোন সংখ্যা ছাপেন তবে বাধিত হব।

"বাদশাহ আকবর স্বাক্ষর করতে পারতেন" এ অংশের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লেখ এই অংশে লিখেছেন যে 'আকবরশাহ প্রয়োজনবো স্বাক্ষরাদি করতেন। ১৯০৪ সাল থেকে এই পুঁথি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়।

লেখক হয়তো কারও কাছ থেকে জেনে বা ভিক্টো রিয়া মেমোরিয়ালের Manuscripts in Arabic, P sian and Urdu : A descriptive catalogue" যে এই ধারণার বশবর্তী হয়েছেন। Anwar—I—Suha নামক Mss. এর যে catalogue করা হয়েছে তা আছে যে 'Some seals and signature of Emp ror Akbar are seen which is to be verifi later on ! যাহোক লেখক যদি এখান থেকেও তত্ত্ব নি থাকেন তবুও আকবর স্বাক্ষর করতে পারতেন এই ধা পোষণ করা ঠিক নয়। আমি মূল পাণ্ডুলিপি দেখে এতে কোন স্বাক্ষর নেই। Prof. B. N. Goswam সাথেও যোগাযোগ করে আমি জেনেছি যে এ Mss আকবরের স্বাক্ষর নেই। আকবর নিরক্ষর ছিলেন, জেনে নেওয়া বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত।

অমলেন্দু বা
সহকারী গ্রন্থাগা
ভিক্টোরিয়া মেমোরি
কলিকাতা—৭০০

৭।১২।৭৭

Annual Price Rs. 15.00 Single Issue Re. 1·50 Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2 Postal Regd No. WB/CC—145 Regd No. RN/2674/57

সদ্য প্রকাশিত হল :

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

শ্রী গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। খ্রীষ্ট অব্দের হাজার বছরের মধ্যে হিউ-এন-সাঙ, ইৎ-সিং প্রমুখ যাঁরা ভারতে এসেছেন এবং কাশ্যপ, মাতঙ্গ প্রমুখ যাঁরা চীনে গিয়েছেন তাঁদের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস। চারটি বিরল মানচিত্র।
[১০·০০]

অন্যান্য বই :

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্য-সমূহের বিবরণ; ভারতীয় সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫·০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ও সাম্প্রতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশদ পরিচয়। [২০·০০]

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

সতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। কয়েকটি মানচিত্র।
[১৫·০০]

বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তত্ত্ব, বিবর্তন ও কয়েকটি বিশিষ্ট কীর্তনীয়ার জীবন-চরিত। ১০ ছবি। [১০·০০]

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তীকৃত ১০টি সেরা সংস্কৃত নাটকের গল্পরূপ। [৮·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

জনগণ ও সরকার

পশ্চিমবাংলার জনগণের রায়ে এই রাজ্যে যে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই সরকার। এই সরকারকে জনগণই প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন: "বামফ্রন্ট সরকার শোষিত মানুষের সংগ্রামে সর্বদাই তাঁদের পাশে পাশে থাকবে।"

- বেনামী ও উদ্বৃত্ত জমি বিলি করার কাজে সরকার জনগণের সাহায্য চান।
- ফিরে-পাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করুন, প্রসারিত করুন।
- পাড়ায় পাড়ায়, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, স্কুলে-কলেজে শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।
- পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ সমাজকেও পঙ্গু করবে— পরীক্ষার্থীরা তাই নিজেরাই এই টোকাটুকি বন্ধ করুন।
- জনগণের সঙ্গে সরকারও বলতে চান— জাতীয় ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অবিলম্বে বেঁধে দেওয়া হোক।

সুখী ও সমৃদ্ধ পশ্চিমবাংলা গড়ে তুলতে জনগণের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) ১৩৩৪৫ । ৭৭

Printed and published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University. Cal-73 at the Mudranee 131B, B. B. Ganguly Street, Cal-700012. Editor : Pradip Chaudhuri, Associate Editor : Achintya Mallick

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১১ ফাল্গুন, ১৩৮৪

সূচী

সম্পাদকীয়

শোক সংবাদ

নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন ও গ্রন্থাগার
—প্রদ্যোৎ ঘোষাল ২৬১

'নারায়ণ'-পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী
—সুনীল দাস ২৬৫

বই মেলা—কৃষ্ণপদ মজুমদার ও অনিতাভ দাশ ২৬৯

গ্রন্থাগার সংবাদ—বিনতি চক্রবর্তী ২৭১

বার্তা বিচিত্রা—দেবনারায়ণ চক্রবর্তী ও বহুরী বসু ২৭৩

পরিষদ কথা ২৭৪

English Abstracts—Dipak Ray ২৭৯

Memorandum to University Employees' Pay Commission ২৮১

Memorandum Submitted to Hon'ble Minister of Higher Education, W. B. ২৯০

বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ সম্পাদনা : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায়	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৪০	৩৪০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫১
কলিকাতা ৭০০০১৪
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

অতীত ইতিহাস

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত এই বইয়ে খ্রীষ্ট অব্দের হাজার বছরের মধ্যে চীন থেকে যাঁরা ভারতে এসেছেন এবং ভারত থেকে চীনে যেসব পরিব্রাজক গেছেন তাঁদের বিবরণ ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। চার বিরল মানচিত্র। [১০·০০]

প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই বইয়ে প্রাচীন বিশ্বের সাহিত্য সমূহের বিবরণ দিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য বিশদভাবে আলোচিত। [২৪·০০]

THE BUDDHA AND FIVE AFTER CENTURIES

বুদ্ধসম্পর্কিত আলোচনায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বইয়ে বুদ্ধ ও পরবর্তী পাঁচ শতকের পরিস্থিতি আলোচনা করেছেন। ১৯৫৭ সনে ইংলণ্ডে প্রকাশিত বইএর পুনর্মুদ্রণ, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ভূমিকা সন্নিবিষ্ট। ৩৩ আর্ট প্লেট। [৪০·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রবীণ চৌধুরী | সহযোগী সম্পাদক : অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১১ | ফাল্গুন, ১৩৮৪

সম্পাদকীয়

জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হোক

প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি আছে। জেলার বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন কাজ ছাড়াও, এই কমিটির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো জেলা গ্রন্থাগার সহ অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ব্যাপক উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এবং সেই কার্যক্রম যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখাও এই কমিটির অবশ্য কর্তব্য। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলতে হচ্ছে যে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যথাযথভাবে সমাজকে সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। গ্রন্থাগারকর্মীদের ঐকান্তিক সেবামূলক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, সুযোগ্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণের অভাবে প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগার আজ মুমূর্ষু। এর কারণ হলো : গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটির অজ্ঞতা, বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং প্রতিটি কমিটিতে বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের অন্তর্ভুক্তি। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই অবস্থা চলে আসছে অথচ আশ্চর্যের বিষয়, যে কমিটিতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্প্রসারণ এবং পরিচালন ব্যবস্থা আলোচনা করা হবে— সম্পর্কে নীতি নির্ধারিত হবে, সেখানে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশ কিংবা কোন গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রতিনিধি নেই !

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বর্তমান প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্প্রসারণ চান। এবং এ সম্পর্কে সরকারের কিছু উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। তাই গ্রন্থাগারমন্ত্রী তথা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের দাবী, প্রতিটি জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠিন করা হোক এবং প্রতি জেলা কমিটিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারি গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির একজন করে প্রতিনিধি ও ৫ জন গ্রন্থাগারিকদের নেওয়া হোক।

CALCUTTA ... LIBRARY

শোক সংবাদ

বিজন ভট্টাচার্য্য

মাল থিয়েটারের জন্মদাতা শ্রীবিজন ভট্টাচার্য জানুয়ারী ১৯শে ১৯৭৮ আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯১৭ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বিভিন্ন গণআন্দোলনের অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। পরবর্তীকালে এরই অঙ্গ হিসেবে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ শুরু করেন। বাঙলার রঙ্গমঞ্চকে সামন্ততন্ত্রের ও পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার ডাক দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ১৯৪৩ সালে 'নবান্ন'। এর পরে তিনি রচনা করেন অবরোধ, জিয়নকন্যা, কলঙ্ক, মরাচাঁদ, গোত্রান্তর, দেবীগর্জন, স্বর্ণকুম্ভ, কৃষ্ণপক্ষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাট্যগ্রন্থ।

অজিত কুমার পাল

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের পরিষদের সদস্য শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীঅজিতকুমার পাল গত ২রা ফেব্রুয়ারী '৭৮ তাং সকাল ১১টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী, একপুত্র, পিতা, ভাই-বোন ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। আমরা তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

বিপ্রদাস দত্ত

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও শান্তি ইন্‌স্টিটিউটের অন্যতম সদস্য শ্রীবিপ্রদাস দত্ত কিছুদিন পূর্বে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি একাধারে ৬০ বৎসর ধরে গ্রন্থাগারের সেবা করেছেন। সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর ধরে নিরলসভাবে গ্রন্থাগারের সেবায় আত্মনিয়োগ করা কম বিস্ময়ের কথা নয়। তাঁর লিখিত রচনাও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

নিরক্ষতা দূরীকরণ আন্দোলন ও সাধারণ গ্রন্থাগার

সত্যব্রত ঘোষাল

[স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও আমাদের দেশের শিক্ষার হার আনুপূর্বিক হারে কিছুই এগোয়নি। ব্যর্থতা সমস্ত শাসকদের—বিভিন্ন বুদ্ধিধারীরা এ কাজে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, আমরা গ্রন্থাগারিকরা যদি friend, philosopher, guide এর ভূমিকায় সমাজে শ্রদ্ধা পেতে চাই তবে এই নিস্পৃহ অবস্থা থেকে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।]

॥ ভূমিকা ॥

উনিশশো উনপঞ্চাশ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। কারণ এই বৎসরেই ইউনেস্কোর "সাধারণ গ্রন্থাগারের ইশতেহার" (Public library manifesto) প্রকাশিত হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল এর মূখ্য উদ্দেশ্য। সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে "As a democratic institution, operated by the people for the people, the public library should be.....open for the free use on equal terms to all member of the community, regardless of occupation, creed, class or race" ইশতেহার প্রকাশের পরে বিশ্বের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। উন্নত দেশের বৃহৎ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্মান আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের গ্রন্থাগারিকদের নিঃসন্দেহে ঈর্ষার কারণ। কিন্তু সাথে সাথে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া উচিত যে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকরা সমাজে কোন ভূমিকা পালন করছেন? নিরক্ষরতার অভিশাপ সম্পর্কে প্রত্যেক বুদ্ধিধারীদের মত আমরাও আক্ষরিক অর্থে সচেতন। এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা ও কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিবেচ্য :

১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে গ্রন্থাগারিক কোন ভূমিকা পালন করছেন কি?

২) গ্রন্থাগারিকরা অশিক্ষিত জনসমষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন কি?

৩) বর্তমান সমাজের যুবসম্প্রদায়ের শতকরা ১০ ভাগ পাঠক হিসেবে পেয়ে আমরা তৃপ্ত থাকব কি?

৪) ইউনেস্কো প্রকাশিত "সাধারণ গ্রন্থাগারের ইশতেহার" আমাদের সমাজে কতদূর প্রযোজ্য?

৫) গ্রন্থাগার জনতের অসাম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো গঠন করতে পারি কি

৬ বর্তমান সমস্যা কি এবং সমাধানের উপায় কি?

॥ সমস্যা ॥

বর্ণমালা আবিষ্কারের পরে নিরক্ষরতা মানব সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে এটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসে প্রতীত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে পৃথিবী কিছু উন্নত দেশ নিরক্ষরতার সমস্যা ও তার বিষময় ফল সচেতন হয়ে সার্বজনীন শিক্ষা আইন প্রবর্তন করেছিল এর মধ্যে যুক্তরাজ্য ১৮৭০, জাপান ১৮৭২, ফ্রান্স ১৮ ও আমেরিকা ১৯০০ অন্যতম। বর্তমান উন্নয়নশীল দে গুলো নিরক্ষরতা দূরীকরণে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নি শতাব্দীর আগে নিতে পারেনি; প্রধানতঃ তৃতীয় দুনি উপনিবেশ হিসেবে থাকা ছিল এর অন্যতম কারণ। অ ১৯৪৬ সালের পর থেকেই ইউনেস্কো এই আন্দো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৬৩ স 'CREFAL' সেমিনারে সাক্ষরতাকে দু'ভাগে ভাগ হয়েছে (১) প্রথাগত (traditional) (২) কর্মপোযো

(functional)। যে শিক্ষা সাধারণভাবে যোগাযোগের মাধ্যম ও পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত তাই হল প্রধানত শিক্ষা। অপরদিকে যে শিক্ষা মূলবস্তু পদ্ধতির প্রয়োগ বাস্তব কর্মের ভিত্তি হিসেবে জনগণের জীবনে সক্রিয় ও বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করে তাই হ'ল কর্মযোগোপযোগী শিক্ষা। এই শিক্ষা দেশ ও জাতির উন্নয়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষরতার এই দুটো দিককে লক্ষ্য রেখেই নিরক্ষতা দূরীকরণের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ম বৃটিশ আমলে, এর আগেও আমাদের দেশে পড়াশুনা হ'ত তবে সে ধরণের শিক্ষা ছিল সীমিত। প্রথমে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ও পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে জন্ম হল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে প্রয়োজন হ'ল কেরাণীর আর বিদেশী রাজত্বকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে কালা সাহেবদের। ভারতবর্ষে বৃটিশ শিক্ষা প্রচলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেকলে লিখেছিলেন "এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে এমন এক শ্রেণী গড়া যারা রক্তে কালো হলেও, আচারে ব্যবহারে, শিক্ষা দীক্ষায় মানে ধারণায় হবে ইউরোপীয় তথা বৃটিশ। তাদেরই সাহায্যে বৃটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে।" স্পষ্টতঃই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল এবং তখন শিক্ষা সেই শ্রেণীর দাসত্ব করেছে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির রূপান্তরের তালে তালে আমাদের দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সরে গেল কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার দর্পণ শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর কোন পরিবর্তন হ'ল না। ১৮২০-৩০ সালের সমীক্ষা করে উইলিয়াম এ্যাডামস বলেছিলেন শিক্ষার হার শতকরা ৬ ভাগ আজ ১৫০ বছর পরে দাঁড়িয়েছে ৩৬ ভাগ। বর্তমান শিশু শিক্ষার হার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ৬ থেকে ১০ বছরের ৭০ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করে এর মধ্যে শতকরা আট ভাগ পড়াশুনা চালিয়ে যায়। ৭০ ভাগের মধ্যে ৫০ ভাগ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে, কারণ পারিবারিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রম বিক্রির তাগিদ থাকে বেশী, সেইজন্য বিদ্যাদিতার নামান্তর হিসেবে পড়াশুনার পর্ব হয় শেষ। এই অল্প সময়ে শিশুরা যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা অল্প-দিনের মধ্যে ভুলে যায়; কারণ ব্যবহারিক জীবনে এর কোন ভূমিকা থাকে না। শিশু শিক্ষার বাহক হিসেবে এই সকল বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও শোচনীয়। এরই পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষায়তন সহরাঞ্চলে গড়ে উঠেছে পশ্চিমী কায়দায় "কিণ্ডারগার্টেন" বলে যা খ্যাত—অর্থনৈতিক প্রাচুর্য এখানে লক্ষ্য করার বিষয়। সামাজিক বিশ্লেষণেও এই সকল বিদ্যালয়ের ভূমিকা যে কি ঘৃণ্য সেই রকম একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় V. M. Sirsikar এর 'Education in India' পুস্তকে—"জুলাই ১২, ১৯৬১ পুনের বন্যার তাণ্ডবলীলা অবর্ণনীয়। এই বিপর্যয়ে হাজার হাজার নরনারী গৃহহীন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতে সরকারী ত্রাণ কার্যে সহরের সমস্ত বিদ্যালয় আট মাসের জন্য ব্যবহৃত হয়, অপরদিকে কন-ভেন্টগুলি একদিনও বন্ধ হয়নি" স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও এমন গ্রাম অনেক আছে যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রতি সাতটি গ্রামের জন্য একটি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতি কুড়িটি গ্রামের জন্য একটি। গ্রামের দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত নয় এ কারণে বাসস্থান থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব শিক্ষার্থীদের কাছে অতিশাপস্বরূপ। বাসস্থান থেকে বিদ্যা-লয়ের দূরত্ব বেশী হ'লে দিন মজুরের কাজে লম্বর দেওয়া সম্ভব হয় না আবার বেশী পথের ক্লান্তি খাদ্যাভাবকে বৃদ্ধি করে। এই সকলই গ্রামের বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা হ্রাসের কারণ।

॥ প্রধানাধিকল্পের সঙ্গে সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর পাশ্চাত্যের জাতিগুলি বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার তাদের প্রভুত্ব সুদৃঢ়

করতে থাকে ; নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিদেশী বাজার দখলের সুবাদে মানুষের মন নূতন চিন্তা ও ভাবনা গ্রহণের উপযোগী হয়। ফরাসী বিপ্লব এই রকম মাহেন্দ্রক্ষণে নিয়ে এল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর এটাই সবচেয়ে বড় দান।

ফরাসী বিপ্লব যে গণতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে এল তার মূল উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক নাগরিককে সর্বাঙ্গীন বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া। সেই সুযোগ গ্রহণের প্রবেশপত্র শিক্ষা। প্রত্যেক নাগরিক যখন শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হল তখনই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেল। শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের নিঃশুল্ক বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নেই, নেই কোন বাঁধাধরা পাঠক্রম। কিন্তু এখনও এদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়নি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই অনুন্নত অবস্থার ফলে আজকের গ্রন্থাগারগুলি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিত মানুষের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্কের শতকরা ৫ থেকে ২০ ভাগ গ্রন্থাগারের পাঠক হিসেবে গণ্য করা যায়। বর্তমান সাক্ষরতা অভিযানের অঙ্গহিসেবে গ্রন্থাগারকেও যুক্ত করতে হবে, এর ফলশ্রুতিস্বরূপ দেখা দেবে :

১) অশিক্ষিত জনসাধারণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে অজ্ঞানতা দূর করতে পারলে স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

২) গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাঠ্য বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি করবে। এর ফলে বইয়ের ব্যবসার জগতে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, গ্রন্থাগারিক ও লেখকদের পুস্তক রচনার কাজে উপাদান সংগ্রহে প্রেরণা দেবে।

৩) পরিশেষে জনগণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনতার ফলে এই বৃত্তির মানোন্নয়নে বিশেষজ্ঞ ও বৃত্তিকুশলীরা সচেতন হবেন।

এই কারণে নিরন্তর থেকে গ্রন্থাগারের উন্নতি ভিন্ন দুই একটি উচ্চমানের গ্রন্থাগার তৈরী করলে দেশের সামগ্রিক কোন উন্নতি ঘটবে না, বিকৃত জীবনদর্শনের প্রতিভূমি হিসেবে সমাজের ১০ ভাগ মানুষ সৃষ্টি হবে আর বাকী নব্বই ভাগ থাকবে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে আজ প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যাঁরা একবার সাক্ষর হচ্ছেন তাঁদের সঠিক পাঠ্য বইয়ের যোগান নিয়মিতভাবে হচ্ছে না যার ফলে অপসংস্কৃতির প্রচার ও ব্যবহারিক জীবনের থেকে শিক্ষার বিচ্যুতি ঘটেছে। এ সম্পর্কে Unesco র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "latest estimate show that the percentage of illiterates in the world population continues to rise. It rose more during the years 1960 to 1970 than had been predicted for this period……more people (both primary school children and adults are becoming literate than ever before…But many who were once literate whether through schooling or adult literacy education, have lost their skills because they lack any opportunity to develop them". আমাদের রাজ্যে সাক্ষরতা অভিযানের ব্রত নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য নয়। নিরক্ষরদের অক্ষরের জ্ঞানে রঞ্জিত করে তোলার কাজে বিরত থেকে তাঁরা পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিণত হয়েছেন। এ ছাড়াও এঁদের প্রকাশিত কোন পুস্তকই নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞানে অথবা নব সাক্ষরদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয় না। এই অবস্থার মোকাবিলা করা গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে সম্ভব আকাশচুম্বী মিনারে অবস্থানের কথা মনে করে উন্নত পদ্ধতির বিষয়ে কালক্ষেপণ না করে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাজে প্রতি, দীর্ঘস্থায়ী গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনই প্রয়োজন। যদি আমরা মনে করি আমাদের দেশের শতকরা ৭৩ জন দরিদ্র কৃষক জনগণ যারা উপনিবেশিক শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার কাজে সাধারণ গ্রন্থাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আমাদের

দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকিয়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার ইতিহাস লক্ষ্য করার মত। ১৮৯৭ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী জনগণের ৭৬ ভাগ ছিল নিরক্ষর। এর মধ্যে দেশের কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর; উদাহরণস্বরূপ উজবেকদের শতকরা ১৬ ভাগ, তুর্কেমেন ও ইয়াকুতদের শতকরা ০·৭ ভাগ এবং তাজিকদের মধ্যে শতকরা ০·৫ ভাগ সাক্ষরের হার লক্ষণীয়। ১৯০৬ Vestnik Vospitanija পত্রিকায় বলা হয়েছিল রাশিয়ার জনগণকে সম্পূর্ণ সাক্ষর করতে সময় লাগবে ১৮০ বছর। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ সমস্ত ব্যবস্থাকে বদলে দিল। প্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাদখলের পরে ঠিকই স্থির হল সমস্ত মানুষের নিজের ভাষায় শিক্ষার অধিকার। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হ'ল। ১৯২০ সালে দেশে কাগজ সংকট ও বিভিন্ন কর্মমালা (বলকান, বলশিভ, বুরিয়াত, ইনগুস, কাবারদিনি আন, কালমাইক, কিরঘিজ, কোমি, তাহিক, চিচেন প্রভৃতি) তৈরীর কাজ জনগণের চাহিদার তুলনায় পুস্তক প্রকাশনার কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু গ্রন্থ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ৫৪৪ কোটি। রাশিয়ার এই সময় সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা হ'ল। ১৯২৩ সালে Kalinin এর নেতৃত্বে গঠিত হল "End Illiteracy" সংস্থা। গ্রামাঞ্চলে যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী সেখানেই ছিল এর কর্মতৎপরতা। সাক্ষরতা অভিযানে গ্রন্থাগারের প্রতিটি সংবাদপত্র, ঝাঁ, প্রচারপত্র ব্যবহৃত হ'ল। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 'Red tent' ও 'Red wagon' মারফৎ গ্রামাঞ্চলে এমনকি বুরিয়াত, কালমাইক, কাজাক, কিরঘিজ প্রভৃতি উপজাতীয় অঞ্চলেও চালু হল।

বইয়ের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯২৩ সালে দেশের আঞ্চলিক ভাষায় জনপ্রিয় গ্রন্থাবলীর ৫০০ বই (টাইটেল) চল্লিশটি ভাষায় প্রকাশিত হ'ল। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বিভিন্ন রাজ্যে করা হ'ল। গ্রন্থাগারিকরা নিজেদের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সাক্ষরতা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে গ্রামাঞ্চলে পথসভা, আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন।

১৯২৩ এর আদমসুমারী রিপোর্টে উপজাতীয় অঞ্চলেই সাক্ষরের হার দাঁড়াল শতকরা ১৮ ভাগ। এই সাফল্যের পিছনে সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়ে নিরবচ্ছিন্ন অভিযানই একমাত্র উৎস। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থাগারিকদের পথসভা আলোচনাচক্রে নেতৃত্ব দেওয়া আশ্চর্যজনক কারণ সম্প্রতি ব্রিটেনের গ্রন্থাগারিকদের চীন সফরের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে চীনের গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন।

প্রাক বিপ্লব যুগের রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে আমাদের দেশের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ভাষা, অক্ষরজ্ঞান এবং অনুশীলনের বেড়া দেশের অধিকাংশ মানুষকে গ্রন্থাগার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এখানে গ্রন্থাগারিককে এই বাধা অতিক্রম করে চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। গ্রন্থাগারিকতা এদেশে এখনও কতকগুলি কৌশল আয়ত্তকরণ (CATALOGUING, CLASSIFICATION) ও প্রয়োগের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ এ বিষয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোভাগবর্তী গ্রন্থাগার পরিবারই লোচ্চার হবেন।

॥ গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা ॥

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে যে ধারণা ছিল সে ধারণা আজও এ দেশে বর্তমান। অবশ্য এর কারণ হিসেবে জনগণের সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারার ফল মনে করলে ভুল হবে। সমাজে গ্রন্থাগারিকরা উপাদানের সংরক্ষক এবং পুস্তক আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবেই পরিচিত। আজকের এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে বুদ্ধিজীবী গ্রন্থাগারিকদের নিষ্ক্রিয়তা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যর্থতার ভিত্তিভূমি। আজকের এই পৃথিবীতে যেখানে শিক্ষা সমাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেখানে সমাজের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার আলোক

জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার মহৎ উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারিকদের পালন করতে হবে। এ সম্পর্কে উন্নয়নশীল দেশে ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে জাতীয় শিক্ষা কমিটিতে গ্রন্থাগারিকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গ্রন্থাগারিকরা এর দায়িত্ব হিসেবে পাঠ্য-বস্তুর নির্বাচন ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয়তঃ দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের বর্তমান গতি প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ গ্রন্থাগারিকরা যে ধরণের গ্রন্থাগারের (সাধারণ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ গ্রন্থাগার) কর্মী হন আন্দোলনের স্তর অনুযায়ী, নিরক্ষর, সল্পাক্ষর, সাক্ষরদের মধ্যে কাজের বন্টন করতে হবে। তৃতীয়তঃ পাঠ্যবস্তুর উপাদান নির্বাচনের কাজে গ্রন্থাগারিকরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে আঞ্চলিক সম্মেলনের (workshop) আয়োজন করবেন। এরই সাথে সাথে লেখার উৎসাহী গ্রন্থাগারিকদেরও লেখার কাজে অংশ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনের তাগিদে বহু সংখ্যক লেখকের প্রয়োজন হবে। প্রতিভাবান নতুন লেখকদের খুঁজে বের করে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দিতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের সচেতন থাকতে হবে যাতে একই বিষয়ের বই অনাবশ্যকরূপে দু'খানি প্রকাশিত না হয়। এর ফলে লেখকের শক্তির অপব্যয় এবং উৎপাদন খরচা বেঁচে যাবে। এই নিয়ন্ত্রণ না থাকলে বেশী সংখ্যক নতুন নতুন বই অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

চতুর্থতঃ জনসংযোগের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকরাও রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রের কাজে অংশ গ্রহণ করবেন। কারণ এই সব মাধ্যমের সুবিধা এই যে একই সঙ্গে এক ধরণের সংবাদ বহু লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। চিত্তগ্রাহী কোন বিষয়ের আলোচনা করে আরো তথ্যের জন্য নিকটস্থ গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করার প্রেরণা নিরক্ষর, সল্পাক্ষর ও সাক্ষরদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তিমিরাচ্ছন্ন মহাদেশের ঘানা, তাঞ্জানিয়া প্রভৃতি দেশে। আঞ্চলিক সংবাদপত্র প্রকাশও এই কর্মসূচীর মধ্যে আনতে হবে।

পঞ্চমতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিরক্ষরতা আন্দোলনের পরীক্ষা নরীক্ষা হয়েছে এর প্রতিবেদনগুলি সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকদের, এইগুলি আমাদের দেশে আন্দোলনে কৌশল গ্রহণে সাহায্য করবে।

পরিশেষে গ্রন্থাগারিকদের পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিসেবা কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। যেখানে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বেশী, সেখানে যাওয়ার মানসিকতা তৈরী করতে হবে। কর্মসূচীর ভিত্তিতে শহরে গ্রন্থাগারিকদের প্রতি বছরের নির্দিষ্ট সময় গ্রামে যেতে হবে। 'Barefoot librarian'-এর কর্মসূচী এশিয়ার অনেক উন্নয়নশীল দেশে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে আমাদের অবহিত হতে হবে যে দেশ গঠনের কাজে আমাদের আত্মাহুতি প্রয়োজনীয়তার কথা, কোন তাড়াটে শ্রমিক বা বিদেশী বিশেষজ্ঞ দিয়ে এর সমাধান হতে পারে না।

॥ উপসংহার ॥

পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলে এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা যায় এক দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের নির্মাণের এখন অবকাশ আছে, আজ সমীক্ষার পথ ধরে আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে Unesco র বক্তব্য স্মরণযোগ্য "It is true that illiteracy activities require professionalism. But it is also true that the provision of literacy to adults is and will remain the business of everyone, for without the interest

and the efforts of a broad spectrum of the population in all countries the world wide problem of illiteracy will never reach solution. Those in position of public and private leadership, those responsible for financing development, the literate population at large, professionals with services to offer all can press for added attention and greater financial support for literacy education, and many can lend invaluable aid in organising teaching and providing follow up services to literacy programmes. Above all the will of illiterates themselves to become literate should make it impossible for those of us who can read and write to forget the millions for whom this human right remains a remote aspiration".

১ সহায়ক পঞ্জী

1. Unesco. Public library manifesto. Unesco Bulletin for libraries, 3 (7), 1949.

2. Unesco. Functional literacy : Why and how. Paris, Unesco, 1970.

3. Viscusi, M. Literacy for working : functional literacy in rural Tanzania. Paris, Unesco, 1971.

4. Wijanuriya, D. K. et al. The bare foot librarian. London, Clive Bingley, 1975.

5. Nazmutdinov, I. Libraries and the elimination of illiteracy in the USSR. Unesco bulletin for libraries, 22 (5), 1968.

6. Kibirige, H. M. Libraries and illiteracy in developing countries : A critical assessment. Libri, 27 (1), 1977.

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছে

প্রফেসর জ্যোতি ভট্টাচার্য্যের
উত্তাল আফ্রিকা—দক্ষিণ ২০·০০

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন ১৬·০০

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিশ্ব সাহিত্য আঙিনার (১ম) ১৫·০০

অধ্যাপক কুমুদ ভট্টাচার্য্যের
উনিশ শতকের মিথিলাপ্রেম ও কবি
গোবিন্দদাস ১৮·০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বলের রাজা পেলে ৭·৫০

ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষের
গৌড়বঙ্গের আপদ্ধর্ম ৩০·০০

শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্ত্তীর
রহস্যাদি বীক্ষ্য : মরুভারত পর্ব ১৮·০০

শ্রীরমেশ দাসের লেখা উপন্যাস
জীবনের চেয়ে বড়ো ১৫·০০

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিঃ-৭৩

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী

সুশীল দাস
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সাহিত্যের প্রচারকার্যে সাময়িক পত্রের অবদান সর্বজন বিদিত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজবধি এই ধারা বর্তমান। বিভিন্ন গোষ্ঠী সৃষ্ট সাময়িক পত্রগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে তা সাহিত্যে শোভনতা ও সুনীতি এবং নির্মল প্রেমের প্রকাশধারাকে অব্যাহত গতিতে চলতে সাহায্য করছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাময়িক পত্রিকার এই গতি ছিল পূর্ণ যৌবনা নদীর মত। বর্তমান শতকে এই গতি যেন স্রোত হীনা নদীর খিতিয়ে পড়া জল। তবু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের এই গতি খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতী', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী', জলধর সেনের 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলি সাহিত্য জগতে এক অনবদ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। যখন এদের আয়ুষ্কাল ক্ষীয়মান প্রায়, তখনসাময়িক প্রাবিত বাংলার এই মুমূর্ষুকালে আবার দুখানি পত্রিকার নূতন মুখ দেখা গেল, একটি 'সবুজপত্র' অপরটি 'নারায়ণ'। প্রথম চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে আর চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় 'নারায়ণ' প্রকাশিত হয় ঐ বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে। দেশবন্ধু সম্পাদিত ও পরিচালিত 'নারায়ণ' রবীন্দ্র-বিরোধী ও সবুজপত্রের প্রতিপক্ষরূপে তৎকালে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 'নারায়ণ' প্রকাশিত হলে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন "'সবুজপত্র' ও বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম সমাজের সকল প্রকার কর্মকে নিন্দিত করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাসের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের অনুকূলতায় 'নারায়ণ' নামে মাসিকপত্রের (১৩২১ অগ্রহায়ণ মাস হইতে) আবির্ভাব হইল।"[১]

চিত্তরঞ্জনের পরিচিতি একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে। কিন্তু সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন হিসাবে আমরা তাকে খুব কম করে স্বীকার করি। দেশ সেবা ছিল চিত্তরঞ্জনের জীবন সাধনা আর এই দেশসেবার ফাঁকে তিনি করতেন সাহিত্য সেবা। সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে বর্তমান কালের যুগোপযোগী করে তুলতে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। চিত্তরঞ্জনের এই মনোভাব তৎকালীন সাহিত্যের ধারাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে না পারায় তাঁর জীবনে 'নারায়ণ'-এর আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। দেশের জনচিত্তহরণকারী চিত্তরঞ্জন পুরোপুরি নিজেকে সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত রাখতে পারেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, "আপনারা রাজনীতি ক্ষেত্রে আসিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আমি সাহিত্য সেবায় জীবনাতিবাহিত করিব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, ঘটনাচক্রে এ ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। নতুবা সেই পথই অবলম্বনীয় হইত।"[২] প্রকৃতই দেশবন্ধু 'নারায়ণের' সেবায় নিজেকে সব সময় নিয়োজিত রাখতে পারেন নি। বিপিনচন্দ্র পাল সর্বতোভাবে দেশবন্ধুকে সাহায্য করতেন। 'নারায়ণে'র উদ্দেশ্য কি ছিল? হৃদয়ঙ্গম করা

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক ২য় খণ্ড; পরিবর্ধিত সংস্করণ। মা ১৩৪৫, পৃঃ ৩২১-২২।

২. ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা সাহিত্য পরিষদের বক্তৃতা।

নারায়ণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন "দাস সাহেব নিজে সম্পাদক হইয়াও নারায়ণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। কাহাকেও দিয়া সে কথা লিখাইলেনও না। তিনি শিষ্য, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার গুরু। তিনি গুরুকে দিয়া একটি লম্বা প্রবন্ধ লিখাইলেন—"নূতনে পুরাতনে।" সেই পুরাণ কথা, সেই "হিন্দু রিভাইভ্যাল" সেই হিন্দু ধর্মের নবজীবন। বঙ্গ দর্শনের সেইকালে যাহার অঙ্কুর বাহির হইয়াছিল; প্রচারে যাহার দুইটি পাতা বাহির হইয়াছিল; অক্ষয় সরকারের নবজীবনে যাহার নবপল্লব প্রকাশ হইয়াছিল; সেই কথা।

.....বিপিনবাবু ইংরাজী পড়িয়া হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়া এখন আর এক চোখে হিন্দু সমাজ দেখিতেছেন এবং ইঙ্গিতে বলিয়াও দিলেন "নারায়ণে তাহাই দেখানো হইবে।"[৩] তৎকালীন সমালোচকদের তীব্র সমালোচনাকে উপেক্ষা করে চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণ'কে একটি স্বাস্থ্য সম্পন্ন মাসিক পত্রিকার পরিণত করে তুলেছিলেন। তিনি সম্রাট্টার মত একাধারে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা ও অপর দিকে সাহিত্যের সমালোচনার জন্য লেখনী ধরেছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিরূপতা এক বলিষ্ঠ আত্ম-সচেতনতার পরিচয়। 'রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার কবিতা দেশবন্ধুর প্রাণস্পর্শ করিত না। তিনি রবীন্দ্রনাথের স্থূলের বিরুদ্ধে সূক্ষ্মের কবি—। তিনি রবিবাবুর সম্বন্ধে প্রকাশ্য সমালোচনাও করিয়াছিলেন।[৪] দেশবন্ধু রবীন্দ্র বিরোধী হিসাবে খ্যাতিলাভ করায় তৎকালীন রবীন্দ্র ভক্তগণ তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত দেশবন্ধুর বিরোধ কি নিয়ে? এ সম্পর্কে মূলে মতদ্বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন "সবুজপত্র প্রকাশিত হইবার আট মাস পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিভাবান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে এই পত্রিকা বাহির হয়।

চিত্তরঞ্জনের জীবন তখনো মহাত্মাজির স্পর্শে রূপান্তরিত হয় নাই, তাঁহার খ্যাতি তখন আইনজ্ঞরূপে, অতুল ঐশ্বর্যের ভোগবিলাসে তখনো তিনি নিমজ্জিত। আমাদের আলোচ্যপর্বে- চিত্তরঞ্জন বাংলা সাহিত্যে আপনার স্থান করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত। গত বৈশাখ (১৩২১) মাসে তিনি 'সাগর সঙ্গীত' নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, বহু যত্নে মুদ্রা রাক্ষে উহা মুদ্রিত হয়, বাংলা ভাষায় এমন রূপ বাহুল্য কোনো গ্রন্থ বোধ হয় ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই শুধু তাহাই নহে; অরবিন্দ ঘোষের দ্বারা তাহার সুললিত অনুবাদ করাইলেন—অরবিন্দ তখনো 'শ্রীঅরবিন্দ' হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে যান নাই। 'সাগর সঙ্গীত' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ ঐ কাব্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কবির স্বভাবের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; যে গ্রন্থ তাহার ভালো লাগিত না, সে সম্বন্ধে তিনি মৌনী থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের বিরূপতার ইহা অন্যতম কারণ কিনা জানি না।....

ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিবাদ সমালোচনাই হইল এই পত্রিকার প্রধানকার্য; চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণ' পত্রিকা বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লিখিবার সময় কোথায়? তিনি তো তখন হাইকোর্টের প্রধান ভারতীয় ব্যারিস্টারদের অন্যতম। তাই তিনি অর্থ দিয়া কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখককে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন; ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল অন্যতম। অন্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। এই 'নারায়ণ' পর্ব হইতে তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মধর্মের সমালোচনার জন্য তাঁহার খ্যাতি অল্পকালের মধ্যে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল। বিপিনচন্দ্র

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'নারায়ণের প্রথম সংখ্যা'—বাঙ্গলার কথা; দেশবন্ধু স্মৃতি তর্পণ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা ১৩৩৩।

৪. দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—দেশবন্ধু স্মৃতি, ১৩৩০; পৃঃ ৪৫৯-৬০।

বোধ হয় প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে আঘাত করিতে পারিলেন না, কারণ তিনি অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্ম ছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রগতিবাদকে আক্রমণ করিলেন 'বৃদ্ধাদের পত্র' (নারায়ণ ১৩২১ অগ্র) লিখিয়া। রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে 'প্রাচীন পত্র' (১৩২১ শ্রাবণ) নামে যে পত্র লেখেন ইহা তাহারই জবাব।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের এই বিরোধিতা এক আশ্চর্য্য ঘটনা। কারণ সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন ব্যক্তি চিত্তরঞ্জন দুটি পৃথক সত্তা। তাই দেখা যায় তিনি রবীন্দ্রনাথের খামখেয়ালী ক্লাবের সভ্য ছিলেন অবশ্য 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে। এ সম্বন্ধে 'দেশবন্ধু স্মৃতি' থেকে জানা যায়—"মালঞ্চে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনি পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'খামখেয়ালী ক্লাবে'র সভ্য ছিলেন এবং প্রায়ই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ সেন সুরেশ সমাজপতি প্রভৃতির সঙ্গে কবির বাড়ীতে খামখেয়ালী পোষাকে এই বৈঠকে যোগদান করিতেন। সাহিত্যের ২/৪ জনের আড্ডা প্রায়ই পছন্দ করিতেন।"[৭]

বিপিনচন্দ্র পাল নারায়ণের প্রধান কর্ণধার ছিলেন। সম্পাদনার পুরো দায়িত্বটুকু তিনি সযত্নে নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে ছিলেন। এই পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের মতই প্রাধান্য পায়। উল্টোদিকে দেশবন্ধু বিপিনচন্দ্রের সাংসারিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্র যখন বিলাতে দেশবন্ধু তখন বিপিনচন্দ্রের সংসার খরচ হিসাবে প্রত্যেক মাসে ১০০ টাকা করে দিতেন। পরবর্তীকালে নারায়ণ পত্রিকার দেখাশুনার জন্য প্রতি মাসে বিপিনচন্দ্র পেতেন ১৫০ টাকা করে।[৮] নারায়ণ এই নামকরণ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লেখেন, "এত নাম থাকিতে মাসিক পত্রখানির নাম নারায়ণ হইল কেন? ঠাকুর দেবতার নামে তো মাসিক পত্রের নাম হয় না। প্রথম প্রথম তো দর্শন দিয়া নাম হইত; যেমন বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন ইত্যাদি তাহার পরে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে মাসিক পত্রিকার নামকরণ হইতে লাগিল; যেমন ভারতী, জ্যোৎস্না, জাহ্নবী, জন্মভূমি ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুর দেবতার নাম দিয়া মাসিক পত্র প্রকাশ এই প্রথম। ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা মনে করিলেন দাস সাহেবও একজন ভক্ত। তিনি যে ভক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই তাঁহার লেখার প্রতিছত্রেই তাহার আভাস আছে। কিন্তু অনেকে বলিলেন যে ভক্ত চূড়ামনি অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় যখন রাজদ্রোহ অপরাধে আলিপুর জেলে আটক ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আদালতে তাঁহাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সে সময় একদিন অরবিন্দবাবু বলিয়াছিলেন, "আমার বোধ হয় যে নারায়ণ স্বয়ং আসিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। কথাটা তখন অনেকেরই মনে লাগিয়াছিল। অরবিন্দ বাবুর যেন হৃদয়ের অন্তস্থল স্পর্শিত করিয়া কথাটা বাহির হইয়াছিল। তাই যখন দেখিলাম দাস সাহেব বৎসরের মধ্যেই নারায়ণ নামে পত্রিকা বাহির করিতেছে তখন আমার মনে হইল যেন এই দুইটি ঘটনায় একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"[৯]

'নারায়ণ' পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে এটি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন লিখিত প্রমাণ নেই। বিপিনচন্দ্রের পুত্র শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে এ সম্পর্কে বলেন, "দেশবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় বিপিনচন্দ্র নারায়ণ পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সম্পর্কে সমস্ত পরিকল্পনা বিপিনচন্দ্রের। কি ধরণের লেখা নারায়ণে থাকবে এবং কে কি লিখবেন সমস্তই তাঁর দায়িত্বে।" নামকরণ সম্পর্কে জ্ঞানাঞ্জন বাবু বলেন 'একটী পত্রিকা অগ্রহায়ণ মাস (১৩২১

৬. রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক ২য় খণ্ড-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিবর্ধিত সংস্করণ মাঘ ১৩৫৫। পৃঃ ৩২১-২২.

৭. দেশবন্ধু স্মৃতি—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ৪৪১।

৮. বিপিনচন্দ্রের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার।

৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—নারায়ণের প্রথম সংখ্যা। বাঙলা কথা 'দেশবন্ধু স্মৃতি তর্পণ' ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১৩৩৫।

থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে কিন্তু কি নামকরণ হবে তা চিত্তরঞ্জন এবং বিপিনচন্দ্র দুজনে ঠিক করে উঠতে পারেন নি। চিত্তরঞ্জন বিপিনচন্দ্রের উপর নামকরণের ভার অর্পণ করেন। সেদিন সারারাত্রি ভেবে বিপিনচন্দ্র 'নারায়ণ' এই নামের আবিষ্কার করেন। 'নারায়ণ' নামকরণটি কেমন হল তিনি তা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

বিপিনচন্দ্র নারায়ণের সর্বেসর্বা ছিলেন একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। নারায়ণ পত্রিকায় মূল্যবান 'বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যা' প্রকাশ পূর্বে '২০৮/২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বারান্দায় এক সভা হয়। চিত্তরঞ্জনের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে সেই সভায় তিনি হাজির থাকেন কিন্তু কাজের তাড়ে তিনি আসিতে পারেন না এবং বিপিনবাবু সভার কাজ চালান।'[১০] বঙ্কিম সংখ্যা প্রকাশ হলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লেখেন 'ভবিষ্যতে যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে যাইবেন নারায়ণের এই সংখ্যাখানি হইতে তিনি তাঁহার গ্রন্থের অনেক মাল মশলা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।' 'নারায়ণ'-এর বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যাখানি নিঃসন্দেহে বাংলা সাময়িকপত্র জগতে এক অমূল্য সংযোজন। বলা বাহুল্য এই মূল্যবান্ সংখ্যাটি প্রকাশ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল বিপিনচন্দ্রের। পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্রের সহিত চিত্তরঞ্জনের মতবিরোধ ঘটলে বিপিনচন্দ্র নারায়ণের সংস্রব ত্যাগ করেন। তৎকালের প্রতিষ্ঠিত লেখক অপেক্ষা নূতন লেখক নারায়ণের তালি গাহিয়েছিলেন। প্রতিটি সংখ্যা ছিল সুসংহত ও সুসম্পাদিত দামী মোটা ঘরনের কাগজে 'নারায়ণ' ছাপা হত। বঙ্কিম সংখ্যায় যাঁরা লিখেছিলেন তাদের মধ্যে একমাত্র বিপিনচন্দ্রের পুত্র জানাঞ্জন পাল নূতন। দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'সাহিত্য সাধক চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থে জানাঞ্জন পালের এই লেখাটি বিপিনচন্দ্রের লেখা বলে উল্লেখ করেছেন। লেখাটির নীচে শ্রী :—এই ছদ্ম নামটি ছিল। অথচ ঐ সংখ্যার সূচিপত্রে জানাঞ্জন পালের নাম মুদ্রিত ছিল। এ সম্বন্ধে জানাঞ্জন বাবু বলেন "রজনী'র সমালোচনাটি ভবানীপুর সাহিত্য সমিতিতে পড়া হয় এবং বিপিনচন্দ্র লেখাটি পড়ে বাসন্তী দেবীকে দেন। বাসন্তী দেবী পড়ে খুব খুশী হয়েছিলেন এবং বিপিনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন লেখাটি কার? কারণ তখনও লেখাটির নীচে কোন স্বাক্ষর ছিল না। বিপিনচন্দ্র বাসন্তী দেবীকে আমার লেখা তা জানালে তিনি বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করেন। লেখাটি অত্যন্ত কাঁচা হাতের বলে বাসন্তী দেবী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদনা করতে দেন। পাঁচকড়ি বাবু লেখাটি অনেক পরিস্ফুট করেছেন।" এ ছাড়া রজনী-সমালোচনা'টি যে জানাঞ্জন পালের লেখা এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লেখেন, 'এই সংখ্যায় বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণ বাবু লিখিয়াছিলেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছিলেন, সুরেশ সমাজপতি লিখিয়াছিলেন, শ্রীমান জানাঞ্জন পাল, লিখিয়াছিলেন…।' 'লেখাটি ছাপা হলে আমি দু টাকা পুরস্কার পাই বিপিন চন্দ্রের কাছ থেকে এবং 'নারায়ণ'এর লেখক হিসেবে বাবদ ১৫ টাকা। এটিই আমার জীবনে প্রথম লিখে টাকা পাওয়া।[১১]

দেশবন্ধুর প্রচুর অর্থ ব্যয়ে 'নারায়ণ' প্রকাশ হত। নারায়ণের প্রচার সংখ্যা ছিল সীমিত। কারণ বাংলার সাময়িক সাহিত্যের মধ্যাহ্নকালে 'নারায়ণ'এর আবির্ভাব নয় একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সুতরাং সহজেই নারায়ণ সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজস্ব স্থানটি দখল করেছিল। এই সুসম্পাদিত পত্রিকার পরিবেশিত রচনারাজী সাহিত্যের অপ্রকাশিত দিকটিকে তুলে ধরেছিল। তবুও 'নারায়ণ'কে বারবার 'সাহিত্যে'র কাঠগড়াতে দাঁড়াতে হয়েছিল অশ্লীলতার অভিযোগে। নারায়ণের প্রচার সীমা প্রথমে বিলাত

১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—'নারায়ণের প্রথম সংখ্যা' বাঙ্গলার কথা দেশবন্ধু স্মৃতি তর্পণ ১ম খণ্ড ১৯ সংখ্যা ১৩৩৪।

১১. জানাঞ্জন পালের সহিত সাক্ষাৎকার।

কেরতা বাঙালী মহলে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রচার হয়েছিল রবীন্দ্র বিরোধী সাহিত্যিকগণের মাঝে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানান, 'তার বে. পি, বোস বিজ্ঞানালোচনায় আসরে নারায়ণ পড়িতেন। অন্তে পরে কা কথা। বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে এটা একটা নূতন কথা বটে।'[১২]

'নারায়ণ' বাংলা সাহিত্যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি, নিজস্ব আদর্শে সে এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি চিত্তরঞ্জন তার সুচিন্তিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধে নারায়ণের অর্ঘ্য রচনা করতেন। অন্যদিকে তাঁর নূতন লেখকদের রচনার প্রতি উৎসাহের অভাব ছিল না এর জন্য তাঁকে অত্যন্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত। তবু নূতন লেখকদের লেখার জন্য নারায়ণের দ্বার তিনি খুলে রেখেছিলেন। 'নারায়ণ' এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের কামনা চিত্তরঞ্জনের ছিল না। নারায়ণের প্রচারের জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। নারায়ণের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নারায়ণের গ্রাহকদের লোভনীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি বিজ্ঞাপন এক্ষেত্রে প্রণিধান যোগ্য—'বিশ্ব চমকিত অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড মাসিক সাহিত্যে মূল্যের মাসিক প্রাবিত ভারতে এমন অনুষ্ঠান কখনো হয় নাই হইতে পারে না সাহিত্য যজ্ঞে সাধনার পূর্ণাহুতি : সাহিত্য মাতা জন্মের নূতন অভিযান। ভারত গৌরব নেতা, বাঙ্গালী গৌরব, জগৎপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিষ্টার, প্রতিভা ও মনীষার বহুমুখ সুচিন্তাশীল মনীষী কবিবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সম্পাদিত দেশ গৌরবের হিমালয় লোক কল্যাণের কল্পতরু সুদৃশ্য মাসিক নারায়ণের পঞ্চম বর্ষের বিশ্ব বিমোহন উপহার বিতরণ। সাহিত্য গৌরবের অবদানে শিক্ষার কামাফল প্রদানের জন্য বিরাট বিশাল সার্বজনীন আয়োজন। যাহা কেহ কল্পনাতেও স্বপ্নে দেখেন নাই, তাহাই আজ সত্য হইতে চলিল। অগ্রহায়ণ হইতে নারায়ণের পঞ্চম বর্ষের আরম্ভ। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র নারায়ণের বার্ষিক মূল্য ৩।০ সাড়ে তিন টাকা দিয়া পঞ্চম বর্ষের গ্রাহক হইলেই আর নাম মাত্র ।০ আট আনায় নিম্নের সাহিত্য সম্রাটের যে কোন সাহিত্য সম্রাটের সাহিত্য জগত বরণীয় গ্রন্থাবলীর নির্বাচিত এক এক খণ্ড লাভ করিবেন। উপহার কোটিস্তর রাশি স্তরে স্তরে সুসজ্জিত; আপন মনোমত একখানি নির্বাচিত করিয়া আজই নারায়ণের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার আদেশ করুন।

এই উপহার কোটিস্তরের মধ্যে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পাঁচ খণ্ডের রচনাবলীর যে কোন একখণ্ড। 'রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ সমগ্র জাতীয় উদ্দীপনার সুমহান ভাণ্ডার। অথবা পাইবেন 'নাট্য সম্রাট বঙ্গ সাহিত্যের সেরাপীয়র বঙ্গনাট্যশালার গ্যারিক মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ১০ খণ্ডের যে কোন একটি খণ্ড।' এছাড়া নবীন চন্দ্র সেনের ৪ খণ্ডের গ্রন্থাবলীর যে কোন একটি খণ্ড এবং হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। এই গ্রন্থাবলী গুলি ছিল 'বসুমতী' প্রকাশিত। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে নারায়ণ পত্রিকা তখন 'বসুমতী' প্রেসে ছাপা হত।

'নারায়ণ' পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। খুচরো বিক্রির অবস্থা ও শোচনীয়। আর একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, '১ম ও ২য় বর্ষের নারায়ণ বিরাট আকার ওজনেই প্রায় সাত সের। শত শত পত্রে উপন্যাসে নাটকে কাব্যে কবিতা গানে গবেষণায় জীবন চরিতে ইতিহাসে প্রত্নতত্ত্বে শিল্পে তত্ত্ববিদ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্যে কাব্য আলোচনায় সমালোচনায় অদ্বিতীয় অতুলনীয় সুললিত। বঙ্গের যাবতীয় সাহিত্যিকের একত্র সম্মিলন বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে সম্পাদিত ও সুচারু চিত্রাদি পূর্ণ বাস্তবিকই প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী মহোদয়ের ১ম ও ২য় বর্ষের নারায়ণ গৃহে রাখিবার পরম প্রীতির উচ্চ সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার উ ২০০ সেট বিক্রয়ার্থে মজুত, এখন হয়ে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না নাম মাত্র ৩ টাকায় দিব।'

বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ থেকে 'নারায়ণ' পত্রিক প্রচার সংখ্যা জানা যায়। এই প্রচার সংখ্যা থেকে অব

---

১২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নারায়ণের প্রথম সংখ্যা, বাঙ্গালার কথা ১৩৩৪।

গ্রাহক কত ছিল তা জানা সম্ভব নয়। তবে নারায়ণের স্থায়ী গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪৫০ জন। কারণ নারায়ণ প্রথম দিকে ছাপা হয়েছে ৭৫০ কপি করে। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা ২,০০০এ পৌঁছেছিল। অবশ্য শেষ দিকে নারায়ণ ১,১২৫ কপি করে ছাপা হত। প্রয়োজন বোধে নারায়ণ কার্যালয় স্থান পরিবর্তন করেছে উত্তর সময় ও দক্ষিণ কলিকাতায়। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ হয় ২০৮/২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানা থেকে। ১৭৭ পৃষ্ঠার প্রথম সংখ্যাটির সাইজ ছিল যথাক্রমে ২৩×১৫·৫ সেমি এবার নারায়ণের একটু পরিচয় প্রয়োজন। নারায়ণের প্রথম সংখ্যার আখ্যা পত্রটি ছিল. 'নারায়ণ/ মাসিক পত্র ও সমালোচন / সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ/ প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা / অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।' ছাপা হয় 'সাধী প্রেস / ২১/১, পটুয়াটোলা লেন, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা / শ্রীহেমেন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।' প্রথম সংখ্যাটিতে কোন ছবি ছিল না।

১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যাটি থেকে জানা যায় কার্যালয় ১৪৮ নং বলা রোড (সাউথ), কালীঘাট, কলিকাতা। এবং এই সংখ্যায় প্রচারিত হয় বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩ টাকা এবং এই সংখ্যাটির নগদ মূল্য ।০ আনা, ডাক মাশুল /০ আনা। সংখ্যাটি ছাপা হয় বিজয়া প্রেসে ।০নং পটুয়াটোলা লেনে, শ্রীরমেশ চন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যাটির কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন, হয়ে ২০৮।২।টি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় ও সংখ্যাটির মূল্য অপরিবর্তিত থাকে।

প্রথম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যাটির ক্ষেত্রে কার্যালয়ের ঠিকানা বার্ষিক ও প্রতিসংখ্যার মূল্য এবং প্রকাশক প্রেসের নাম ও ঠিকানার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তবে এই সংখ্যার শেষে 'নারায়ণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী' ছাপা হয়।

নারায়ণের ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যাটির বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রটি ছিল,—সচিত্র বঙ্কিম-স্মৃতি-সংখ্যা/নারায়ণ/মাসিক পত্র/সম্পাদক/শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।/প্রথমবর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা।/বৈশাখ, ১৩২২ সাল।/ বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছিল ।০ আনা, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১ আনা। এ সংখ্যাটির মুদ্রাকর, প্রকাশক, এবং প্রেস পূর্বোক্ত রূপ ছিল। এই সংখ্যায় ১৬টি মূল্যবান্ প্রবন্ধ এবং পরিশিষ্টে বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপির আলোক চিত্র ছাপা হয়। এই আলোক চিত্রটি যে বঙ্কিম-হস্তলিপি তা পূর্ণচন্দ্রের লিখিত স্বীকারোক্তিটি স্বাক্ষর সহ মুদ্রিত হয়। এই সংখ্যায় মোট ১৩০ খানি হাফটোন ছবি সন্নিবেশিত, বঙ্কিমচন্দ্রের একখানা তিনরঙা ছবি। এ ছাড়া নিম্নলিখিত চিত্র গুলি এ সংখ্যার একটি মূল্যবান্ সংগ্রহ। ১। বঙ্কিমবাবুর পৈত্রিক বাটীর সম্মুখভাগ। ২। অর্জুনা পুষ্করিণী (বর্তমান অবস্থা)। ৩। বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা-দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ে পুলের উপর হইতে। ৪ কাঁটাল-পাড়ায় বঙ্কিমবাবুর পৈত্রিক বাটী। ৫। রাধাবল্লভের রথ। ৬। শুকবাড়ী। ৭। রাধাবল্লভের মেলার স্থান। ৮। আটচালা বা নাচঘর—দক্ষিণ দিক হইতে। ৯। বঙ্কিম-চন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০। আটচালা বা নাচ ঘর (পশ্চিম দিক হইতে)। ১১। বৈঠকখানার বড় হল। ১২। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপির আলোক চিত্র।

প্রথমবর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা কার্তিক ১৩২২ সালটি নারায়ণের 'সচিত্র শারদীয় সংখ্যা নারায়ণ' রূপে প্রকাশিত হয়। শারদীয় সংখ্যার নগদ মূল্য ছিল আট আনা, প্যাকিং ও ডাক মাশুল দুই আনা: এই সংখ্যায় 'গণেশ জননী' রঙীন চিত্রটি চিত্রকর তবানী চরণ লাহার অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত হয়। এই সংখ্যায় 'শিশির কুমার মিত্রের 'সঙ্গীতে বিজ্ঞান' সচিত্র প্রবন্ধটি 'কর্ণযন্ত্র ও কর্ণের অভ্যন্তরস্থিত শিরানো যন্ত্র' ছবি সমেত প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ও 'অষ্টাদশ ভূজা' রঙিন দুটি চিত্র প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকাটির কার্যালয় এবং প্রকাশক মুদ্রাকর এবং প্রেসের পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পূর্বেই

বলেছি নারায়ণ কার্যালয় প্রয়োজন বোধে স্থান পরিবর্তন করেছে একাধিকবার। নারায়ণের তৃতীয় বর্ষের কার্যালয় বসুমতী প্রেস এবং কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছাপাও হত বসুমতী প্রেস থেকে। আবার ষষ্ঠ বর্ষের একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়—'অনুগ্রহপূর্বক নববর্ষের 'নারায়ণ' অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন,—৬৮।৫ রসা রোড নর্থ, কলিকাতা। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং হইতে শ্রীদিগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা। মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।' আবার এই বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসে আর একটি বিজ্ঞাপন, 'বিশেষ সুবিধা নারায়ণ কার্যালয় ৪/১ নং রাজা রাজকৃষ্ণ রোডে উঠিয়া আসিয়াছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্যামবাজারের মোহনলাল ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট থেকে আবার নারায়ণ কার্যালয় রসা রোডে আসে দুবার যথাক্রমে ১৪৮ রসা রোড (সাউথ) এবং ৬৮/৫ রসা রোড নর্থ। রসা রোড থেকে নারায়ণ কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় বসুমতী প্রেসে অর্থাৎ ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। বসুমতী প্রেস থেকে প্রায় দু বৎসর (৩য়-৪র্থ) নারায়ণ প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যা থেকে নারায়ণ সচিত্র আখ্যায় ভূষিত হয়। তবে বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যার পর কয়েকটি সংখ্যায় কোন চিত্র প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে প্রায় প্রতি সংখ্যা ছিল সচিত্র। কার্তিক ১৩২৭ সালের নারায়ণের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 'এবার হইতে প্রতি মাসে নারায়ণে অবনীন্দ্র আর্ট স্কুলের ছবি প্রকাশিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিব। তিন রঙে ছবি বড় ব্যয়সাধ্য তথাপি বন্ধু ও গ্রাহকগণের আনুকূল্যের ভরসায় আমরা এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি।' নারায়ণে প্রকাশিত সমগ্র চিত্রের একটি সূচি আমরা এতৎসহ প্রকাশ করলাম। অবশ্য সবগুলি চিত্রের চিত্রকরের নাম না থাকায় এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না।

১ম বর্ষ কার্তিক : গণেশ জননী—ভবানীচরণ লাহা

শ্রীশ্রীদুর্গা—

অষ্টাদশভুজা—

—বৈশাখ (১৩২২) : [বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যা]*১৩

২য় বর্ষ পৌষ : কুমরাহার প্রাপ্ত গ্রাম (আলোকচিত্র)

[ডাক্তার স্পুনারের নূতন আবিষ্কার প্রবন্ধে]

৩য় বর্ষ অগ্রহায়ণ : অদ্বৈতাশ্রম—মায়াবতী

(আলোকচিত্র)—

[মায়াবতী পথে প্রথম কাহিনী]

—আশ্বিন-কার্তিক : প্রাচীন-রাজগৃহ (ম্যাপ —

[প্রাচীন রাজগৃহ প্রবন্ধে]

৪র্থ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩২৩ : গোষ্ঠ (রাজপুতনার চিত্র)

—কার্তিক (১৩২৪) : ভুবনেশ্বরের মন্দির (আলোকচিত্র)

[ভুবনেশ্বর প্রবন্ধে]

৫ম বর্ষ কার্তিক : স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

(আলোকচিত্র)

৬ষ্ঠ বর্ষ অগ্রহায়ণ : চাকা মুক্তাপুরে (রাজশাহী বিভাগের ভগ্নাবশেষ সংলগ্ন) মৃত্তিকা খননে প্রাপ্ত

—ফাল্গুন : বিরাট—গুরুদাস সরকার

[ইতিহাস সরকার মহাশয়ের সৌজন্যে]

—বৈশাখ : অরবিন্দের কিশোর বয়সের ছবি

(আলোকচিত্র)

—আষাঢ় : মীরা রিপার (আলোকচিত্র)

৭ম বর্ষ অগ্রহায়ণ : প্রেমের জোয়ার :—

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বসুমল্লার

—পৌষ : 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'—

অরবিন্দ দত্ত

- মাঘ : স্নেহের যাদুধন—পুলিন বিহারী দত্ত

—ফাল্গুন : কথকের কথা সমাপন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

*১৩. বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যার চিত্র সূচি পূর্বে ঐ সংখ্যাটির পরিচয়ের সাথে দেওয়া হয়েছে, সেজন্য এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

—চৈত্র : শ্রীচৈতন্য ও হরিদাস—ক্ষিতীন্দ্রনাথ বসুমজুমদার
—বৈশাখ : অবুঝ—শৈলেন্দ্রনাথ ঘে
—জ্যৈষ্ঠ : দলাডলী-ম্যাচ বা কন্যাযাত্রী বিয়ে—
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'নারায়ণ' প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত ছয় মাসে একটি করে খণ্ড গণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ থেকে বৈশাখ এই ছয় মাস প্রথম খণ্ড এবং জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিককে দ্বিতীয় খণ্ড ধরা হয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ বর্ষ থেকে আর কোন খণ্ড গণনা করা হয় নি। এ ক্ষেত্রে অগ্রহায়ণ ১৩২৬ থেকে কার্তিক ১৩২৭ এই এক বছরে পর পর বারটি সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। নারায়ণ প্রকাশিত হত প্রতি বাংলা মাসের পনের তারিখের মধ্যে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ থেকে যে তারিখটি পাওয়া যায় সেটি প্রকাশ তারিখ হিসাবে গণ্য করা যায় না সেটি বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রহণের তারিখ। তবে নারায়ণে বিজ্ঞাপনে কখনো বলা হয়েছে, 'প্রতি মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হয়।' আবার কোথাও, "নারায়ণ প্রতি বাঙ্গলা মাসের ১লা বাহির হয়।" অথবা 'নারায়ণ প্রতি বাঙ্গলা মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে নারায়ণ প্রকাশের নির্দিষ্ট কোন তারিখ ছিল না। নারায়ণ প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত ছাপা হত এ্যান্টিক কাগজে ষষ্ঠ বর্ষ থেকে নিউজ প্রিন্ট-এ ছাপা হয়েছে।

বিপিনচন্দ্র পাল 'নারায়ণ'-এর কাছ থেকে সম্পর্কচ্যুত হলে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, বাগীশ্বর ঘোষ প্রমুখ নারায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশবন্ধু রাজনীতিতে জড়িত এবং কারারুদ্ধের সময় নারায়ণ দেখাশোনা করতেন মূলত সুকুমাররঞ্জন দাস। অষ্টম বর্ষ নারায়ণে সুকুমার রঞ্জন দাসের নাম সহ সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত হয়।

বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির ঐতিহ্যের ধারাকে চিন্তা করে সংযত চিত্তরঞ্জন নারায়ণের সেবা করেছেন। নারায়ণের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে চিত্তরঞ্জন বাংলা সাহিত্যের জন্য যা চিন্তা করেছেন তা তিনি 'নারায়ণের' 'সম্পাদকের নিবেদন' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। এই মূল্যবান প্রবন্ধটি এখানে কিয়দংশ উল্লেখ্য—

"'নারায়ণ'—৫ম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা বাঙ্গলার সাহিত্য সেবীদের নিকট বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা আদর্শ ও উৎকর্ষের কথা বলিয়া আসিতেছি। অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ ব্যবহারের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে আমরা স্ব-ভাবে ফিরিয়া আনিতে চাই।...

পাশ্চাত্যের বিষ আমাদের গত শতাব্দীর সাহিত্যের সর্বাঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। কাজেই এই শ্রেণীর সাহিত্য ও জীবনকে আমরা 'নারায়ণের' পৃষ্ঠায় প্রতিভাত করিতে ত্রুটি করি নাই, ভীতও হই নাই।"[১৪]

পত্রীটি কালানুক্রমিক। যদিও এই কালানুক্রম পত্রীকে বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মত আখ্যা দেওয়া হয় না। তবু এই গ্রহণ যোগ্য কারণ সাধারণ গবেষকদের দিকে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার হয় ব্যাপারটি। কালানুক্রমিক সংকলনের যেটি প্রধান সুবিধা তা হ'ল প্রথম সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত পর পর কি ভাবে সম্পাদক রচনাগুলি সাজিয়েছেন, কোন্ কোন্ লেখক লিখেছেন ইত্যাদি বিষয় গুলি সহজেই গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। যাইহোক এই সংকলনের দুটি সূচিপত্র একটি লেখক সূচি অপরটি আখ্যা সূচি শেষে সংযোজিত হয়েছে। মূল অংশে প্রতিটি রচনার বামপাশে একটি করে ক্রমিকসংখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। লেখকসূচি ও আখ্যাসূচিতে নির্দেশিত সংখ্যাগুলি মূল অংশের ক্রমিক সংখ্যাগুলিকে বুঝাবে। আখ্যাগুলির পাশে সংক্ষিপ্ত বিষয় গুলির উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করা হল।

১৪. নারায়ণ ষষ্ঠ বর্ষ—অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পৃ. ১-২।

সংক্ষিপ্তকরণ

অনু—অনুবাদ	না—নাটক
আ:—আলোচনা	প্র—প্রবন্ধ
ক – কবিতা	ভ্র – ভ্রমণ কাহিনী
গ - গল্প	বি—বিজ্ঞান কাহিনী
গা—গান	সমা—সমালোচনা
জী—জীবন	

নারায়ণ পত্রিকার রচনাপঞ্জী সংকলনের প্রথমাবস্থা থেকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃদবর শ্রীঅশোক উপাধ্যায়। তাঁর অকৃপণ সহযোগিতায় বক্ষ্যমান্ রচনাপঞ্জীটি সংকলনের কাজ সমাপ্ত হতে পেরেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে পঞ্জীকরণের কাজে অমূল্য উপদেশ দিয়ে এই নীরস কার্যে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আমার প্রবীণ সহকর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বর্তমান পঞ্জীর মুখবন্ধটি ধৈর্যসহকারে পাঠ করে অনেকস্থলে সংশোধন করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রয়াগার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ চৌধুরীর একান্ত আগ্রহে এটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। এ ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রয়াগারিক শ্রীশান্তিময় মিত্র ও প্রয়াগার কর্মী সংকরলাল ভট্টাচার্য, অরুণাচাঁদ দত্ত, অরুণা চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) ও তপন চক্রবর্তী এই পঞ্জী সংকলনের কাজে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিপিনচন্দ্রের পুত্র শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল এবং পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক শ্রীহারাধন দত্ত ও বর্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীবসন্তবিলাস চক্রবর্তীর উৎসাহের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ না করলে আমার প্রত্যবায় হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াগার কর্মী বন্ধুবর শ্রীরতনকুমার দাসের সাহায্য না পেলে এই পঞ্জী প্রকাশকরা সম্ভব হত না। শ্রীশরৎ কুমার মিত্রের সৌজন্যে 'সাহিত্য সাধক চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থটি ব্যবহার করতে পেরেছি। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। নারায়ণ পত্রিকার এই রচনাপঞ্জীটি গবেষক সমাজের কাজে লাগলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

নারায়ণ পত্রিকা : রচনাপঞ্জী

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২১

১. ধ্রুব—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ. ১-৩।
২. অন্তর্যামী (ক) ঐ ; পৃ. ৪।
৩. নূতনে পুরাতনে (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৫-১৯।
৪. দুখালের কথা (গ)— ঐ ; পৃ ২০-৫৬।
৫. বৌদ্ধধর্ম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৫৭-৭০।
৬. হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব (প্র)—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ; পৃ ৭১-৮৫।
৭. পৌরাণিকী কথা (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৮৫-৯৬।
৮. বৃন্দাবন (ভ্র)—জলধর সেন ; পৃ ৯৭-১০৮।
৯. আমার শিল্প (প্র)—নন্দলাল বসু ; পৃ ১০৯-১৮।

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২১

১০. কাঁকা (প্র)—নগেন্দ্রবালা দাসগুপ্ত ; পৃ ১১৯-২৮।
১১. অন্তর্যামী (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১২৯-৩২।
১২. বৌদ্ধধর্ম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১৩৩-৪৫।
১৩. ভাষার কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১৪৬-৫৮।
১৪. কালিয় (গ)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১৫৯-৭১।
১৫. শক ও শকাব্দ (প্র)—রমেশচন্দ্র মজুমদার ; পৃ ১৭২-৮৪।

১৬. শ্রীশ্রীরূপকল্পতরু (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল; পৃ ১৮৩-২০০।
১৭. বাংলা নাট্য সাহিত্যের পূর্ব কথা (প্র)—শরৎচন্দ্র ঘোষাল ; পৃ ২০১-১১।
১৮. বিশ্ব দর্শনে (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ২১২।

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২১

১৯. রাসলীলা (ক)—ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ২১৩-১৪।
২০. সেকালের স্মৃতি—বাজে কথা : বঙ্কিমচন্দ্র—সুরেশ সমাজপতি ; পৃ ২১৫-২৩।
২১. ভাষার কথা (প্র)—রজনীনাথ বসু ; পৃ ২২৪-৩০।
২২. চিরবিদায় (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ২৩১-৩২।
২৩. পৌরাণিকী কথা : ধরার ভার ও অবতার (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ২৩৩-৪৩।
২৪ বৌদ্ধ ধর্ম : নির্বাণ কয় প্রকার (প্র)—হরপ্রসাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ২৪৭-৪৮।
২৫. দান (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ২৪৯।
২৬. মাজে ধারা (প্র)—সরযূবালা দাসগুপ্তা ; পৃ ২৫০-৫৮।
২৭. কল্যাণী (গ)—হরিদাস ভারতী ; পৃ ২৫৯-৮২।
২৮. প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক (প্র)—শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ; পৃ ২৮০-৯১।
২৯. বিরহে (ক)—সুধীরঞ্জন দাস ; পৃ ২৯২।
৩০. শ্রীশ্রীরূপকল্পতরু (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ২৯৩-৩০১।

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২১

৩১. কবিতার কথা (প্র)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৩০২-১৬।
৩২. শ্রীশ্রীরূপকল্পতরু (প্র) -বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৩১৭-২৩।
৩৩. শান্তি-স্বস্ত্য (ক)—পুলকচন্দ্র সিংহ ; পৃ ৩২৪।
৩৪. তত্ত্বকের বুদ্ধি (গি)—যাজ্ঞেশ্বরনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ; পৃ ৩২৫-৩০।
৩৫. চার্বাক-দর্শন (প্র) - হরিপদ ভাবস্মৃতি মীমাংসা-তীর্থ ; ৩৩১-৩৬।
৩৬. সেকালের স্মৃতি—বাজে কথা : বঙ্কিমচন্দ্র (প্র)—সুরেশ সমাজপতি ; পৃ ৩৩৭-৪৩।
৩৭. বিবসনা (ক)—ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৩৪৪-৪৫।
৩৮. মোঁয়া (প্র)—সরযূবালা দাসগুপ্তা ; পৃ ৩৪৬-৬০।
৩৯. পল্লী মাঠে (ক)—গণেশচন্দ্র রায় ; পৃ ৩৬১।
৪০. বর্তমান হিন্দু ধর্মের দেববাদ ও দেবোপাসনা—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৩৬২-৬৮।
৪১. দুঃখী রাধা (গ)—উর্মিলা দেবী ; পৃ ৩৬৯-৮৮।
৪২. বৌদ্ধধর্ম : কোথা হইতে আসিল ? (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩৮৯-৯৮।
৪৩. আমার কথা (প্র)—অপরূপা দেবী ; পৃ ৩৯৯-৪১০।
৪৪. নিবেদন (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৪১১।

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২১

৪৫. পৌরাণিকী কথা : ওঁ ও তন্ত্রিসূত্র (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৪১৩-২৪।
৪৬. বৃন্দাবন (প্র)—অনন্তর সেন ; পৃ ৪২৪-৩৬।
৪৭. জীবন-পথে (না)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৪৩৭-৫৫
৪৮. অন্তর্যামী (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৪৫৬-৫৮।
৪৯. বৌদ্ধধর্ম : কোথা হইতে আসিল ? (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৪৫৯-৬৭।
৫০. আরও কিছু আমার কথা (প্র)—অপরূপা দেবী ; পৃ ৪৬৮-৭৬।
৫১. সেকালের স্মৃতি—বাজে কথা : বঙ্কিমচন্দ্র (প্র)—সুরেশ সমাজপতি ; পৃ ৪৭৭-৮৭।
৫২. বংশীধ্বনি (ক)—ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৪৮৮-৯০।
৫৩. বাঙ্গালার আদি নাটক : তত্ত্বাজুর্ন (প্র)—শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ; পৃ ৪৯১-৫০৪।
৫৪. শ্রীশ্রীরূপকল্পতরু : তত্ত্ব ও তত্ত্বনা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৫০৫-১২।

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২২

৫৫. বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল পাড়ায় (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৫১৩-২৭।

৫৬. অর্জুনা পুষ্করিণী (প্র)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৫২৮-২৯।

৫৭. বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী : আনন্দময়ী, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৫৩০-৪৪।

৫৮. সেকালের স্মৃতি—বাজে কথা : বঙ্কিমচন্দ্র (প্র)—সুরেশ সমাজপতি ; ৫৪৫-৫১।

৫৯. বঙ্কিমচন্দ্রের বালাকথা (প্র)—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৫৫২-৬২।

৬০. ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (প্র)—যোগেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ; পৃ ৫৬৩-৭১।

৬১.[১] রজনী সমালোচনা—জানাঞ্জন পাল ; পৃ ৫৭২-৮১।

৬২. বঙ্কিমবাবু (প্র)—ললিতচন্দ্র মিত্র ; পৃ ৫৮৮-৯৬।

৬৩. ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র (প্র)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৫৯৭-৬০৬।

৬৪. বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন (ক)—বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ; পৃ ৬০৬-৮।

৬৫. বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৬০৯-২০।

৬৬. বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—'গীতার' কথা (প্র)—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; পৃ ৬২১-২৭।

৬৭. বঙ্কিম-স্মৃতি (প্র)—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৬২৮-৩৪।

৬৮. বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দারবান্ 'পাঠক' (প্র)—জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৬৩৫-৪৬।

৬৯. চরিত্র-চিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৬৪৭-৬৩।

৭০. স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (প্র)—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ; পৃ ৬৬০-৬৯।

৭১. [২]বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ. পরিশিষ্ট ১-৮।

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

৭২. চরিত্র চিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র : বীজ ও বংশের কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৬৭১-৮৬।

৭৩. চক্র বা চতুর্ব্ (ক)—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ; পৃ ৬৮৭-৮৮।

৭৪.[৩] ভ্রমর কৃষ্ণকান্ত (প্র)—যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ; পৃ ৬৮৯-৯৬।

৭৫. শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক জৈন মত খণ্ডন (প্র)—বিজয়চন্দ্র দত্ত ; পৃ ৬৯৭-৭১১।

৭৬. বৈশাখী (ক)—সুরেশ্বর রায় চৌধুরী পৃ ৭১২।

৭৭. ভাষার কথা (প্র)—প্রফুল্লকুমার সরকার ; পৃ ৭১৩-১৬।

৭৮. ওঁরোপোকা ও তাহার প্রজাতি (প্র)—সুধাকান্ত রায় চৌধুরী ; পৃ ৭১৭-২১।

৭৯.[৪] মিরজা হোসেন আলি (প্র) বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী পৃ ৭২২-২৮।

৮০. আমার কথা (প্র)—জগদম্বা দেবী ; পৃ ৭২৯-৪০।

৮১. রবণে জয় (না)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৭৪১-৬৮।

৮২. শ্রীশ্রী কৃষ্ণ তত্ত্ব : তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; ৭৬৯-৭৭।

৮৩ অন্তর্যামী (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৭৭৮-৮০।

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২২

৮৪. গান—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৭৮১-৮২।

৮৫. কীর্ত্তন— ঐ পৃ ৭৮৩-৮৫।

৮৬. বৌদ্ধ ধর্ম : হীনযান ও মহাযান (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৭৮৬-৯৬।

৩বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা। ১. শ্রী :- ছদ্মনামে লিখিত ; যাদি সূচীতে লেখকের নাম পাওয়া যায়। ২. বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপির আলোকচিত্র।

৩. ১৩২২, ১লা বৈশাখ তারিখে ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ। ৪. বর্দ্ধমান ৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

৮৭. কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (প্র)—সুকুমাররঞ্জন দাস ; পৃ ৭৯৭-৮১৫ ।

৮৮. [৫]ভাষার কথা [পদ্য] — যতীন্দ্রমোহন সিংহ ; পৃ ৮১৬-৩১ ।

৮৯. 'যদি' ও 'কিন্তু' (হাস্য রচনা)—সুধীরচন্দ্র ঘোষ ; পৃ ৮৩১-৩৮ ।

৯০. অনুযায়িনী (ক)—সুজনবর রায়চৌধুরী ; পৃ ৮৩৯-৪০ ।

৯১. কথা সাহিত্য : পশু ও পরী গল্প (প্র) — সুখরঞ্জন রায় ; পৃ ৮৪১-৫০ ।

৯২. শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব : ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা (গ)— বিপিনচন্দ্র পাল ; ৮৫১-৬০ ।

৯৩. অনিমা (ক)—যোগেন্দ্রনাথ সেন ; পৃ ৮৬৪ ।

৯৪. [৬]খেকো দাদে (ক)—অমলাভূষণ সেন ; পৃ ৮৬৫-৬৭ ।

৯৫. আমার ঘরে (না)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৮৬৮-৮৯ ।

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩২২

৯৬. কিশোর-কিশোরী (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৯৩ ।

৯৭. বঙ্কিমবাবুর পিতৃ-প্রসঙ্গ (প্র)—যাদবেশ্বর তর্করত্ন ; পৃ ৮৯৭-৯০৭ ।

৯৮. [৭]মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা (প্র)—দীননাথ সান্যাল ; পৃ ৯০৮-২৭ ।

৯৯. গতি ও স্থিতি (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৯২৮-৪৪ ।

১০০. বৌদ্ধধর্ম : মহাযান কোথা হইতে আসিল ? (প্র) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৯৪৫-৫৩ ।

১০১. হাসির দাম (না)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৯৫৪-৮৬ ।

১০২. শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব : ভগবদ্গীতা কৃষ্ণজিজ্ঞাসা (প্র) — বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৯৮৭-১০০৪ ।

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ভাদ্র ১৩২২

১০৩. কীর্তন (ক) — চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১০০৫-৬ ।

১০৪. কবিতার কষ্টিপাথর (প্র) — বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১০০৭-৩২ ।

১০৫. দৃতা-স্বপ্ন (ক)—সুজনবর রায়চৌধুরী ; ১০৩৩-৩৮ ।

১০৬. হরছিষ্টা (গ)—তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১০৩৯-৪৩ ।

১০৭. অন্ধকারে (ক)— পৃ ১০৪৪ ।

১০৮. আমার কথা (প্র)— জগদম্বা দেবী ; পৃ ১০৪৫-৫৫ ।

১০৯. গান (মিটাও না এই পিয়াসা,)— পৃ ১০৫৫ ।

১১০. বৌদ্ধধর্ম : মহাযান—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১০৫৬-৬৭ ।

১১১. পুঁটুর বাপ (গ)—ঊর্মিলা দেবী ; পৃ ১০৬৮-১০৮৪ ।

১১২. বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন (প্র)— পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১০৮৫-৯৫ ।

১১৩. কালিদাসের মেঘে দেখান (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১০৯৬-১১০৪ ।

১১৪. শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব : ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা (প্র)— বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১১০৫-১৬ ।

১১৫. গান (মেঘের মাঝে অই যে ভাসে)— পৃ ১১১৭ ।

১১৬. নাটুকে রামনারায়ণ (প্র)—নলিনীকান্ত ভট্টশালী পৃ ১১১৮-২২ ।

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩২২

১১৭, কিশোর কিশোরী (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১১২৩-২৯ ।

১১৮. নাটুকে রামনারায়ণ : কুলীনকুল সর্বস্ব (প্র)— নলিনীকান্ত ভট্টশালী ; পৃ ১১৩০-৪৪ ।

১১৯. মুসলমান অদ্বৈতবাদী মনসুর (প্র)—চন্দ্রশেখর সেন ; পৃ ১১৪৫-৪১ ।

১২০. শিল্পী (ক)—হরবেশ ; পৃ ১১৫২ ।

১২১. সীতার স্বপ্ন (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১১৫৩-৫৯ ।

১২২. পর্ব, নীতি ও "আর্ট" (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১১৬০-৮৭ ।

---

৫. শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ ।

৬. ইংরাজী কবিতার অনুবাদ ।

৭. সাধনা সাহিত্য সভার ১ম বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত ।

১২৩. চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ : কন্দর্পনারায়ণ রায়—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত , পৃ ১১৮৮-৯৮।

১২৪. বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্মের অবঃপাত (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১১৯৯-১২০৯।

১২৫. পর্যায় বুলি (গ)—গঙ্গাচরণ নাগ ; পৃ ১২১০-২৪।

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩২২

১২৬. আগমনী (ক)—ললিতচন্দ্র মিত্র ; পৃ ১২২৪-২৬।

১২৭. বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১২২৭-৪১।

১২৮. মরন পিয়াসা (গ)—হরিদাস হালদার ; পৃ ১২৪২-১২৭০।

১২৯. কিশোর কিশোরী (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১২৭১-৭৭।

১৩০. পর্যায় বুলি (গ)—গঙ্গাচরণ নাগ ; পৃ ১২৭৮-৮০।

১৩১. নবদ্বীপে মাতৃমন্দির : নূতন সেবা-ধর্ম (প্র)—প্রফুল্লকুমার সরকার ; পৃ ১২৮১-৯২।

১৩২. [১]নবিনচন্দ্রের "শৈলজা" (প্র)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ; পৃ ১২৯৩-১৩২১।

১৩৩. নিরতি (গ)—কীর্ত্তনলাল সাহা ; পৃ ১৩২২-৩১।

১৩৪. স্মৃতি-পূজা—বঙ্কিমচন্দ্র (প্র)—অশ্বিনীকুমার সেন ; পৃ ১৩৩২-৩৬।

১৩৫. সেকালের বরন-ভূষণ (প্র)—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১৩৩৭-৪৯।

১৩৬. সাহিত্যে সহমরণ (প্র)—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; পৃ ১৩৫০-৬০।

১৩৭. সঙ্গীতে বিজ্ঞান (প্র)—শিশিরকুমার মিত্র ; পৃ ১৩৬১-৮০।

১৩৮. প্রবাস (গ)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ১৩৮১-৯৮।

১৩৯. অবসাদ (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১৩৯৯।

১৪০. গান— পৃ ১৪০০।

১৪১. মজার দেশ (প্র)—চারুচন্দ্র ঘোষ ; পৃ ১৪০১-৮।

১৪২. শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১৪০৯-৩৮।

১৪৩. ভ্রান্তি (ক)—শ্রী পৃ ১৪৩৯।

১৪৪. অভিসারিকা (ক)—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ; পৃ ১৪৪০।

১৪৫. গান (মিটারোনা এই পিয়াসা···)—পৃ ১৪৪১।

১৪৬. স্বরলিপি (মিটারোনা এই পিয়াসা)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ১৪৪১-৪৩।

১৪৭. নদীতীরে সন্ধ্যায় (ক)—গণেশচন্দ্র ঘোষ ; পৃ ১৪৪৪।

১৪৮. বাস্তভিটার গান (ক)—পরিমলকুমার ঘোষ ; পৃ ১৪৪৫-৪৮।

১৪৯. দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১৪৪৯-৬২।

১৫০. বিজয়া (ক)—ললিতচন্দ্র মিত্র ; পৃ ১৪৬২।

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২২

১৫১. কিশোর কিশোরী (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১-৬।

১৫২. ধর্ম ও আর্ট (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৭-৩০।

১৫৩. রাধামাধবোদয় (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩১-৪৩

১৫৪. নববর্ষ (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৪৪-৫৩

১৫৫. মরীচিকা (ক)—সুশীলকুমার দে ; পৃ ৫৪।

১৫৬. কাণ্ডারী (ক)—সুশীলকুমার দে ; পৃ ৫৫।

১৫৭. কিশোরী (ক)—দেবেন্দ্রনাথ সেন ; পৃ ৫৬।

১৫৮. বহু বিবাহ (গ)—শ্রী পৃ ৫৭-৭৮।

১৫৯. নাটুকে রামনারায়ণ (প্র)—অশ্বিনীকুমার সেন ; পৃ ৭৯-৮৪।

১৬০. মায়াবতী—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ৮৫-৯৬

১৬১. প্রাণপ্রতিষ্ঠা (গ)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৯৭-১১৮।

১৬২. শ্রীশ্রীরুক্মতত্ত্ব (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১১৮-২২

---

১. চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসব সভা পঠিত।

Wanted Agent

Wanted Agents (Male/Female).

Candidates do this work at own Area.

Salary Rs. 300/., Commission and T. A. extra.

Qualification :— Candidate should be minimum Matric or Higher Secondary.

Age 16 to 45 yrs.

Send applications only in Hindi or in English. Registered letter at following address :—

GWALIOR TEXTILES

38-B, MAJLIS PARK,

DELHI-110 033.

বই মেলা

কৃষ্ণপদ মজুমদার ॥ অসিতাভ দাশ

আমাদের দেশে সারাবৎসরই কোন না কোন মেলা লেগেই আছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা নতুন মেলা দেখছি, যে মেলার নাম "বইমেলা"।

নয়াদিল্লীর 'প্রগতি ময়দানে' গত ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে দশদিন ধরে তৃতীয় বিশ্ব বই-মেলা হয়ে গেল। রাজধানীতে প্রথম বিশ্ব বইমেলা হয় ১৯৭২ সালে, দ্বিতীয় মেলা ১৯৭৬ সালে। গত দু'বারের তুলনায় এ-বারের আয়োজন একটু ব্যাপক। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান পাবলিশার্স এবং ফেডারেশন অব পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স অ্যাসোসিয়েশন মিলিতভাবে এই বই-মেলার আয়োজন করেছিল। বই এসেছিল প্রায় দু'লক্ষের মত। আমাদের দেশের প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতারা ছাড়াও আরও ৩৫টি দেশের ২০০ প্রকাশক যোগ দিয়েছিলেন এই মেলায়। হিন্দী ও ইংরাজী বই, অন্যান্য বইয়ের থেকে বেশী পরিমাণে বিক্রী হয়েছে। দিল্লীতে বই বিক্রীর সময় কমিশন দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। মেলার শুরু থেকেই 'বই বাজার' চালু হয়েছিল। ফলে, প্রথম দিন থেকেই ক্রেতারা অনেক দামী বই খুব সস্তা দামে কিনেছেন।

• • •

কোলকাতার গঙ্গার বুকে সিঙ্গাপুরের এক জাহাজে বইয়ের প্রদর্শনী হলো, যার প্রবেশ মূল্য দু'টাকা—কিন্তু বই কিনলে প্রবেশ মূল্য ফেরত। জাহাজে কাউন্টার একটাই। সবই ইংরাজী বই। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের অনেক মূল্যবান বই ছিল, যা আমাদের দেশে সব সময় টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না। দর্শনার্থীর মধ্যে সাধারণ গ্রাহক খুবই কম। অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় মেডিকেল ও ইনজি-নিয়ারিং বইয়ের গ্রাহকই বেশী দেখা গেছে। আবার অনেকে শখ করে দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়িয়েছেন। জাহাজে কিন্তু 'বাইবেলের' বাংলা অনুবাদ বিলি হয়েছে বিনা পয়সায়।

• • •

কিন্তু আমরা যে বইমেলা নিয়ে এত মাতামাতি দেখছি, সে বইমেলা হলো পাবলিশার্স এ্যাণ্ড বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজিত বইমেলা। এই বইমেলার অবসান ঘটল গত ৫ই মার্চ: সমস্ত লোক যেন এসে মিলেছিল রবীন্দ্রসদনের পশ্চিমদিকে। এই বই মেলার শুরু ১৯৭৬ সালে। বই-মেলা আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে ছুটে এসেছে আবালবৃদ্ধ-বণিতা। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, দশদিনে বইমেলায় দর্শক সংখ্যা কম করে চার লাখ। আগের দুই বৎসরের এক পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে বইমেলার জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়ছে। ১৯৭৬-এ মেলায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারী পুস্তক ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল ৬৭, আর পরোক্ষভাবে ছিল ৪০০। ১৯৭৭-এ সংখ্যা দুটি বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৩৭ ও ৭০০। দর্শক সংখ্যাও ১ লক্ষ ১২ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২৬ হাজার হয়। ব্যবসার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা, ৩৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। প্রদর্শিত বইয়ের টাইটেলের সংখ্যা ৩৫ হাজার থেকে ৬৫ হাজারে ওঠে। এখনও এ-বছরের হিসাব পাওয়া যায়নি, তবে আগের দু'বছরের রেকর্ডকে এ বছর ছাড়িয়ে যাবে।

স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছর পার হয়েছে। কত শিক্ষিত বেড়েছে, সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কত বই

কেনে, কত নতুন লাইব্রেরী হয়েছে, লোকের ব্যক্তিগত ক্রয় ক্ষমতা কতটা বেড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ইত্যাদি প্রসঙ্গ আজ তুলিয়ে দেখার দরকার আছে। সেই সঙ্গে দেখার দরকার আছে কোন ধরণের বই তারা পছন্দ করে, প্রবাসীরাও বইমেলা থেকে বই কেনে কিনা? প্রবাসীরাও বা সাধারণ ক্রেতা এই ধরণের বইমেলা থেকে কতখানি উপকৃত হন?

আমরা বই মেলায় গিয়ে আবার বাংলা বইয়ের দৈন্যতা দেখেছি। এখানে ইংরাজী বইয়ের বিক্রী অনেক বেশী, বাংলা বইয়ের অভাব আমরা মেটাচ্ছি ইংরাজী বই দিয়ে। জীবনের বহু বিচিত্র দাবি মেটানো বাংলা বইয়ের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না, তাই হাত পড়ছে ইংরাজী বইতে। বইমেলায় গিয়ে সেটা আবার প্রমানিত হল।

কিন্তু বই মেলায় গিয়ে একটা জিনিস দেখা গেছে, পাঠক আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়েছে। এখন আর "বেই মেলায়" উপন্যাস পাঠক মহলে সাড়া জাগাতে পারছে না। যে সব বইয়ের স্থায়ী মূল্য আছে, সেই সব বইয়ের প্রতি আজকের পাঠকের নজর। অভিধান, কোষগ্রন্থ, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান বই, ছোটদের বইয়ের বিক্রী বেড়েছে, এর সঙ্গে বই বিক্রীর বাজার গরম করে রেখেছে কবিতা ও ভালো নাটকের বই। বইমেলা আজকে আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয় এই কারণে অনেক বই লোকের চোখের সামনে খুলে ধরা হয়েছে যাতে সবাই বই পছন্দ মতো ও প্রয়োজন মতো বই বাছাই করে কিনতে পারে।

মেলায় এসে পাঠক খুঁজেছেন নানা ধরণের বই। বাঙালী রুচি ও চাহিদার বিচিত্র প্রকাশ দেখা গেছে এই মেলায়। 'শেষের কবিতা' বিক্রী হয়েছে প্রায় দু হাজার কপি। ১৮ টাকা ৭৫ পয়সা দামের ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার পর্যটনের ম্যাপই বিক্রী হয়েছে এক হাজারের ওপর। আবার, পেঙ্গুইন সিরিজের বই বিক্রী হয়েছে দশ দিনে প্রায় সাত হাজার কপি। প্রায় দর্শকদের কটো অফসেটে ছাপানো লক্ষীর পাঁচালীর লাইনের মিনি আনন্দবাজার নিয়ে বাড়ী ফিরতে দেখা গেছে। তবে বইয়ের আসর গরম করে রেখেছিলো বোধ হয় বইমেলার সবচেয়ে কমদামী রিনিমুক্তটি, সাইজ সাড়ে ঘোলর দুভিটি নির্বাচিত কবিতা নিয়ে, সম্পাদক: সলীলদা চট্টোপাধ্যায়, দাম ৬০ পয়সা।

বইমেলায় সমস্যাও যাতানো উচিত ছিল। এত অল্প সময়ে সকলের পক্ষে বইমেলা ভালভাবে দেখে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে নানামুখী। প্রকাশক, লেখক, বই, মুদ্রণকারী, বিক্রেতা, পাঠক সকলকে নিয়ে সমস্যা, তবু সব সমস্যা পিছনে ফেলে রেখে আজকে সবাই বই মেলায় এসে মিলিত হয়েছে, এটাই সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। বিষয় বা গুণাগুণের কথা ছেড়ে দিলেও বই যে লোকে কিনতে চায় এবং ক্রমশঃ যে চাহিদা বাড়ছে, এটা বুঝতে বেশী দূর যেতে হয় না। প্রবাসীর প্রকাশের ও বিক্রীর হিসিক দেখালেই বোঝা যায়। অসংখ্য প্রবাসীর বিজ্ঞাপন দেখে অজস্র গ্রাহকদের সহজ কিস্তিতে বই কেনার উন্মাদনা দেখে বোঝা যায় যে পাঠকরা বইকে মূল্যবান সংগ্রহ হিসেবে দেখছে। তাই সবাই কোলকাতার বই মেলায় ছুটে গিয়েছে পাগলের মত।

আমাদের দাবী, বিশ্ব বইমেলা দিল্লীর বদলে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হোক্। এ দাবী শুধু আমাদের নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅনময় আচার্য্য বারির কণ্ঠে একই দাবী প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি নতুন দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করেন আগামী বছরে বিশ্ব বই মেলা কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হোক্. দিল্লীর তুলনায় কোলকাতায় এই মেলা আরো আকর্ষনীয় হবে। কোলকাতা বই মেলার উপর্যুপরি আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা বছরের বছর এই সত্যই প্রমাণিত করছে।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজপালিয়া, হাওড়া.

গত ১৪ই জানুয়ারী, শনিবার ১৯৭৮ থেকে ১৭ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার ১৯৭৮ পর্যন্ত চারদিন ব্যাপি জগৎবল্লভপুর ব্লক কৃষি মেলা ও প্রদর্শনী উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি কৃষিমেলা ও সাধারণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে জগৎবল্লভপুর ব্লক অফিসারের আমন্ত্রণে সবুজ গ্রন্থাগার থেকে "অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার" নামক প্রদর্শনীটি প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন দিনে উক্ত প্রদর্শনীটি যথাক্রমে স্থানীয় এস. এস. এ. এস. আনসারউদ্দিন, হাওড়া জেলাশাসক—শ্রীমতি লীনা চক্রবর্তী, চিত্রব্রত মজুমদার, সুনীল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণ প্রদর্শন করেন। উক্ত প্রদর্শনীটি সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করে।

অমরাবতীগড় মিলনী পাঠাগার, বর্ধমান

গত ২৩. ১. ৭৮ এবং ২৬. ১. ৭৮ তারিখে অমরাবতীগড় মিলনী পাঠাগারে যথাক্রমে নেতাজী জন্মদিবস এবং সাধারণতন্ত্রদিবস মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২৩শে জানুয়ারী তারিখে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অমরাবতীগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায় মহাশয়। ২৬শে জানুয়ারী জাতীয়পতাকা উত্তোলন করেন পাঠাগারের সহসভাপতি শ্রীযুক্ত গৌরেশচন্দ্র রায় মহাশয়।

গত ২৯. ১. ৭৮ তারিখে অমরাবতীগড় মিলনী পাঠাগারের ৪১তম বাৎসরিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের সদস্যগণ এবং স্থানীয় অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আমতাড়া গ্রাম নিবাসী আবদুল হাদিম মিঞা। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণীপাঠ, পাঠাগারের সমস্যা ও তার সমাধানের সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় সভাকক্ষ মুখর হয়ে উঠে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বশাসিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া শাখা

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী '৭৮ হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে শ্রীআদিত্য প্রসাদ কুণ্ডুচৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে জেলার স্বশাসিত গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার বিভিন্ন সমস্যা, সমিতির বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শ্রীঅশোক কুমার দাস ও শ্রীবিশ্বনাথ কোলে।

সভাশেষে এক প্রতিনিধিদল হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মহাশয়ের কাছে নিম্নলিখিত দাবীগুলি নিয়ে আলোচনা করেন যাদ পয়লা বেতন প্রদান, অগ্রিম বর্ধিত মহার্ঘভাতা, পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ শাখা, বাণীবন কল্যাণব্রত সংঘ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবলরাম মণ্ডল মহাশয়ের সাসপেনশন ইত্যাদি। প্রতিনিধিদলে ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ কোলে, শ্রীঅশোক কুমার দাস, শ্রীহালিক অধিকারী, শ্রীঅসিত ব্যানার্জী, শ্রীঅনিল সেরানী ও শ্রীগোপাল রায়।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী সভাগৃহ

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরীর পাঠকক্ষে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার সমূহের অতীত ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয় এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

১) পশ্চিমবঙ্গে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২) শিক্ষাখাতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার শতকরা ২'৫ ভাগ গ্রন্থাগার সমূহের সাহায্যে ব্যয়িত হোক।

৩) পশ্চিমবঙ্গে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হোক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে শিক্ষাক্রমের অঙ্গীভূত করা হোক।

৪) গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসে বেতন কাঠামো ও পদমর্যাদার দাবী পূরণ করতে হবে।

৪) পশ্চিমবঙ্গের পত্তাধিক বৎসরের প্রাচীন বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে পর্যায়ক্রমে অধিগ্রহণ করা হোক।

নৈহাটী রবীন্দ্র পাঠাগার, ২৪ পরগণা

পাঠাগারের উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর এক সভা ও এক বিশেষ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এই সভা প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, সরকার অনুমোদিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার—কাঁদোয়া, নদীয়া।

পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয় ও একটি বিশেষ আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। সভায় নিম্নলিখিত দাবীগুলি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।

১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

২) রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রনয়ণ।

৩) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের) তাছাড়াও বিশেষ দাবী।

১) এই পাঠাগারটি ২৮ বৎসর যাবৎ স্বেচ্ছাশ্রম দান করিতেছে। পাঠাগারটির আরও উন্নতিসাধন। পাঠাগারটি তপশীল অনুষ্ঠিত গ্রামে অবস্থিত. যাহাতে সত্বর সরকারী গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অনুমোদন পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার, নদীয়া। সাহিত্য ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

প্রবন্ধ—স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেম (ফুলস্কেপ কাগজের ৫-পৃষ্ঠার মধ্যে)। কবিতা - স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে স্বরচিত কবিতা (১ পৃষ্ঠার মধ্যে)। অঙ্কন—বিবেকানন্দের মূর্তি (½ লাইফ); ১৩" × ১২" ইঞ্চ বোর্ডে পেপারে রং তুলি অথবা পেন্সিলের সাহায্যে আঁকতে হবে। লেখা ও অঙ্কন পাঠানোর শেষ তারিখ এই চৈত্র ১৩৮৪। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন: গ্রন্থাগারিক, বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁদোয়া, নদীয়া।

নিরক্ষরদের হাতে খড়ি অনুষ্ঠান, তমলুক।

মহিষাদল থানার ১নং ব্লকের সরকার অনুমোদিত শ্রীকৃষ্ণপুর তুষার স্মৃতি গ্রামীন পাঠাগারের শাখাকেন্দ্র ২নং ব্লকের মাস্তরী আদর্শ তরুণ সংঘের উদ্যোগে গত ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখে বিকাল ৩টায় নিরক্ষরদের হাতে খড়ি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রধান অতিথি গ্রামের অশিতীবর্ষ বৃদ্ধ নিরক্ষর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ধর। সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয় নিরক্ষরদের হাতেখড়ি দিয়ে বলেন বয়সের দিকে না তাকিয়ে শিক্ষার শপথ নিয়ে গ্রামকে এই কলঙ্কের হাত হতে মুক্ত করুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নানা উপদেশমূলক গল্প বলেন।

সংস্কৃতি—আমতা, হাওড়া।

চাঙড়পোতায় বিশিষ্ট গণপ্রতিষ্ঠান "সংস্কৃতির" নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়। উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী মহম্মদ আব্দুল বারি এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজকল্যাণমন্ত্রী শ্রীমতি নিরুপমা চাটার্জী। সারা দুনিয়ার গণ-আন্দোলনের শহীদ ও সংস্কার প্রয়াত সদস্যদের প্রতি শোক জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানে সমাগত বিপুল জনতাকে অভিনন্দন জানান সংস্থার সভাপতি কবি নিত্যাই মাল্লা। তিনি তাঁর ভাষণে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজসেবার এবং মেহনতী মানুষের আন্দোলনে "সংস্কৃতির" দীর্ঘ উনিশবছরের ইতিহাস বর্ণনা করেন। শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত তিন-বছরে শিক্ষার মান বেড়েছে, অপরাধ কমেছে। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেন। সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাত্মক নারীমুক্তি ঘটাতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও নারীদের অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি। তিনি নারীসমাজকে অধিকতর সমাজ সচেতন হতে বলেন এবং গণ-আন্দোলনে পাশাপাশি দাঁড়াতে বলেন। তারপর নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে এক অপসংস্কৃতি বিরোধী পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

সংকলন : মিনতি চক্রবর্তী

বার্তা বিচিত্রা

সমাজতান্ত্রিক মানচিত্র

ছ'টি সমাজতান্ত্রিক দেশের (সোভিয়েত রাশিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া) বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে দীর্ঘ ১৮ বছরের প্রচেষ্টায় একটি বিশ্ব-মানচিত্রের কাজ শেষ হয়েছে। মোট ২৩৪ পৃষ্ঠায় (ধার ওজন ৩০ কি. গ্রা.) এই মানচিত্র থেকে সমুদ্র সহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠের (স্কেল ১ : ২,৫০০,০০০) উচ্চতা ও গভীরতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

স্বর্গত সাহিত্যিক পুরস্কৃত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরলোকগত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৭৬-এর সরোজিনী বসু পদক প্রদানের (মরণোত্তর) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কমনওয়েলথ কবিতা পুরস্কার : ১৯৭৭

লণ্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিট্যুট ১৯৭৭ সালের কমনওয়েলথ কবিতা পুরস্কারের জন্য শ্রীঅরুণ কোলাতকারের 'জেজুরি' কাব্যগ্রন্থটিকে মনোনীত করেছেন।

বৃটিশ কাউন্সিলের আরো দুটি গ্রন্থাগার

বৃটিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান স্যার চার্লস ট্রেভলিন তাঁর সাম্প্রতিক ভারত সফর কালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা হায়দ্রাবাদ ও আমেদাবাদে আরো দুটি গ্রন্থাগার স্থাপন করবেন।

গ্রন্থাগারের স্বার্থে ধর্মঘট

কটকের এস. সি. বি. মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ছাত্ররা গত ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে কলেজ লাইব্রেরীর জন্য দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুরীর দাবীতে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন।

পৌর প্রকাশনা বন্ধ হবার মুখে

ঐতিহ্যপূর্ণ ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের প্রকাশনা অর্থের অভাবে বন্ধ হ'তে চলেছে। বিগত কয়েক মাসে এর প্রকাশনা বেশ অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। মিউনিসিপ্যাল গেজেটটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে বছরে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। পুর কর্তৃপক্ষ প: ব: সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগকে গেজেটটির প্রকাশনা বন্ধ করার বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীর সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার লাভ

জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক ও দাশিয়ান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রীহরিশ্চন্দ্র গুপ্ত ১৯৭৭ সালের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার লাভ করেছেন। এই পুরস্কারের নগদ মূল্য ৫০০০ টাকা ও ১৫ দিনের জন্য সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ। শ্রীগুপ্ত একাডেমিশিয়ান মিরোভের শেরবাট্স্কির অমূল্য রচনার ইংরাজী অনুবাদের জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

এই উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ শ্রীহরিশ্চন্দ্র গুপ্তকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সভায় শ্রীগুপ্তের অনুবাদ ও শেরবাট্স্কির রচনা সম্পর্কে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে মূল্যবান আলোচনা করেন ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা।

সংকলন : দেবনারায়ণ চক্রবর্তী
বল্লরী বসু

বর্তমান সম্পাদকের ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকায় ফল্গু, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাঘ ১৩৮৪ (বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১০) সংখ্যাটি প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছেন পরিষদের সহ-কর্মসচিব শ্রীরামরঞ্জন সাহা। এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।—সম্পাদক।

পরিষদ কথা

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দার্জিলিং শাখা ॥

পরিষদের দার্জিলিং শাখার উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সিকিম হাই কোর্টের বিচারপতি শ্রীআনন্দময় ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথি ছিলেন। সভায় পরিষদ শাখার সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র এবং দার্জিলিং পরিষদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে একটি 'পোষ্টার' প্রদর্শনী করা হয়।

॥ ডেপুটেশন, স্মারকলিপি, চিঠিপত্র ॥

(জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮)

(১) উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পেশ

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী পরিষদের পক্ষ থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। (উল্লেখ্য ১২-৯-১৯৭৭ তারিখে এই সব বিষয় নিয়ে ডেপুটেশন এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে এই বিষয়গুলি নিয়ে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট কয়েকবার বক্তব্যও পেশ করা হয়েছিল)। গত ৬-২-১৯৭৮ তারিখে পুনরায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত সত্বর জানাবেন বলে জানান। ডেপুটেশনের বিষয়গুলি হল : (ক) ইউ জি সি বেতনক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব কলেজ গ্রন্থাগারিক / সহকারী গ্রন্থাগারিকের বেতন নির্দ্ধারণের কাজ (কিছুদিন) সমাপ্ত হয়েছে তাদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া (খ) ইউ জি সি বেতন ক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব কলেজ গ্রন্থাগারিক / সহকারী গ্রন্থাগারিক এ্যাড-হক অনুমান পাচ্ছেন তাঁদের বেতন নির্দ্ধারণের কাজ শেষ করা (গ) যে সব কলেজের গ্রন্থাগারিক / সহকারী গ্রন্থাগারিক বর্ত্তমান ইউ জি সি বেতনক্রমের আওতায় আসেননি তাঁদের সমস্যা (ঘ) যে সব গ্রন্থাগারিক / সহকারী গ্রন্থাগারিকের সম্পর্কে কলেজ কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করেন নি তাঁদের সমস্যা (ঙ) যে সব কলেজের গ্রন্থাগারিক / সহকারী গ্রন্থাগারিক ইউ জি সি বেতনক্রমের আওতায় আসেননি তাঁদের বেতনক্রম সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর সরকারী নির্দ্দেশনামার [Govt. circular no. 267 (77) dt. 6th April, 1977] প্রত্যাহার (চ) সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক / সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্ত্তন (ছ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি সির সর্বশেষ বেতনক্রম প্রবর্ত্তন (জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক এবং কলেজ টিচার্স কাউন্সিলে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা (ঝ) শ্রীশশাঙ্ক বাগচীর উপর অন্যায় অবিচারের অবসান।

এছাড়া বিভিন্ন কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীদের কতকগুলি অভিযোগ সম্পর্কেও উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট বক্তব্য পেশ করা হয় এবং চিঠি দেওয়া হয়।

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী পার্থ দের নিকট ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পেশ—

বিগত দুই মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং বক্তব্য পেশ করা হয় :

(ক) পাঁচলোকী (কলকাতা) সেবকভারতী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে (১০-১-৭৮, ৭-২-৭৮, ১৫-২-৭৮)।

(খ) গ্রন্থাগার আইন রচনা কমিটি ঘোষণা (১০-১-৭৮, ৭-২-৭৮, ১৪-২-৭৮, ২৪-২-৭৮, ৩-৩-৭৮)।

(গ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্তবর্তীকালীন সাহায্য ঘোষণা (১০-১-৭৮, ৭-২-৭৮, ২৪-২-৭৮)।

(ঘ) জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিতে জেলা গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধি গ্রহণ (১৫-২-৭৮, ২২-২-৭৮, ৩-৩-৭৮)।

(ঙ) গ্রন্থকর সম্পর্কে রাজারামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেলন ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অর্থ অপচয়ের তদন্ত। (৭-২-৭৮, ১৪-২-৭৮, ৩-৩-৭৮)।

(চ) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন দান, গ্রন্থাগারে কর্মরত কালে পুলিসের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা, উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক গ্রহণ। (১৫-২-৭৮, ২৪-২-৭৮ ৩-৩-৭৮)।

(ছ) হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার কমিটির পুনর্গঠন (২৪-২-৭৮, ৩-৩-৭৮)।

(জ) সরকারী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্যানেল তৈরী করা সম্পর্কে—(১) ১৯৭২ সালের প্যানেলের মধ্যে যারা চাকুরী পান নাই তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া (২) সরকার কর্তৃক নিয়োগের বয়সসীমা ৩৫ পর্যন্ত বর্ধিত করার পরিপ্রেক্ষিতে, এই বয়সসীমা পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থীদের পুনরায় আবেদন পত্র গ্রহণ এবং তাদের মধ্য থেকেও প্রার্থী নির্বাচন করা (৩-৩-৭৮, ১১-৩-৭৮)।

(ঞ) উপসমাজশিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন ও বিভিন্ন স্মারকলিপি পেশ

ক) আমতা সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী, ওল্ড বালদা বালী তরুন টাউন লাইব্রেরী এবং হরিশচন্দ্রপুর টাউন লাইব্রেরী—এই তিনটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিয়োগকালে বেতন ও পদনামের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য ও অবিচার করা হয়েছে তার অবসান দাবী (১৯-১-৭৮, ২৪-২-৭৮)

খ) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর কর্মীদের দাবী (১৯-১-৭৮)

গ) শিলিগুড়িতে একটি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের দাবী বিবেচনার অনুরোধ (১৯-১-৭৮) পত্রের অনুলিপি বিধান সভার স্থানীয় প্রতিনিধিকেও দেওয়া হয়।

ঘ) পাঁচলোকী সেবকতারণী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও শিওনের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে (১৯-১-৭৮ ১৩-২-৭৮)

ঙ) হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনার অব্যবস্থা সম্পর্কে (১৯-১-৭৮)

চ) বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টারে কনসলিডেটেড বেতনে যে সব কর্মী কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম প্রবর্তন করা সম্পর্কে (১২-১-৭৮)

(ট) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের নিকট পরিষদের স্মারকলিপি পেশ ও সাক্ষাৎকার

গত ৭ই মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জীর সংগে পরিষদের নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। মূলতঃ তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হলেও আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু :

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তন।

২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. লিব এল সি ও লিব এল সি তে ছাত্র ভর্তির নীতির পুর্নমূল্যায়ন।

৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের এবং কলেজ টিচার্স কাউন্সিলে কলেজ গ্রন্থাগারিকের অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৪) স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮।২।১৯৭৪, ২১।২।৭৪ এবং ১৪।১০ তারিখের সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে পাঁচ

গ্রন্থাগারিকদের ইউ. জি. সি বেতনক্রম দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পরিষদ তাকে সমর্থন করলেও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদেরও অনুরূপ বেতনক্রমের আওতায় আনা উচিত বলে মনে করে। পরিষদ আরও মনে করে যে পাঁচজনের নাম ইতিপূর্বে সুপারিশ হয়েছে সে ক্ষেত্রেও অবিলম্বে ঐ বেতনক্রম প্রবর্তন করা আজ প্রয়োজন।

এ ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন তিনজন গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রেও ১-৪-৬৬ সাল হতে ইউ. জি. সি বেতনক্রমের সুযোগ দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সিন্ডিকেট ১৪।১০।৭৭ এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই বেতনক্রমের সুযোগ হতে তাঁরা আজও বঞ্চিত হয়েছেন।

তৃতীয়ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহে যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী বৃত্তিমূলক কাজে রত আছেন। কিন্তু ইউ. জি. সি প্রবর্তিত পদনামের সুযোগের অভাবে এঁরা ইউ. জি. সি বেতনক্রমের আওতা হতে বঞ্চিত হয়েছেন। পরিষদ এই সমস্ত কর্মীদের এই বেতনক্রমের আওতায় আনার জন্য অনুরোধ করছে।

খ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ বি লিব এস সি কোর্সে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে যে নতুন নীতি অবলম্বন করেছেন তাতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফলতঃ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। ইতিপূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের বি লিব এস সি কোর্সে ভর্তির জন্য কিছু সুবিধা দেওয়া হত। এবং ভর্তি কর্মেও এর উল্লেখ থাকতো, কিন্তু এখন তার কোন উল্লেখ থাকছে না। আমাদের বলা হয়েছে যে উচ্চমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভর্তি করা হবে। কিন্তু দেখা যায় বহু নিম্নমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু সার্টিফিকেট পাশ করা ছাত্ররা যারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ইতিমধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে আমাদের সন্দেহ।

কিন্তু ইউ. জি. সির রিপোর্টে (১৯৬৪)। বি. লিব এস সি তে ভর্তির যোগ্যতা হিসাবে কোন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট স্তরের শিক্ষনেরা প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট কোর্সকে যথোচিত গুরুত্ব প্রদান করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই পাঠক্রম দ্বারা ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা পুরাতন চালু কোর্স। এবং বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই এই পাঠক্রমের ছাত্রদের অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। পরিষদের দাবী এই পাঠক্রমের ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক।

এম. লিব এস সি তে ভর্তির ব্যাপারেও কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ঐ পাঠক্রম রাত্রিতে প্রবর্তন করলে অনেক কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের অনেকেরই শিক্ষা গ্রহণে সুবিধা হবে।

গ) উপাচার্যের নিকট আরো জানানো হয় যে কিছু দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করার কথা শোনা যাচ্ছে। পরিষদ মনে করে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এবং শিক্ষার কার্যক্রমকে সার্থক করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

ঘ) এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকের খালি পদ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে অধ্যাপকের খালি পদে অবিলম্বে নিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে ২ জন পার্টটাইম শিক্ষকের কর্মচ্যুতি সম্পর্কেও বক্তব্য রাখা হয়।

উত্তরে উপাচার্য জানান যে বিষয়গুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং নতুন পরিচালনা কমিটিতে

সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারার গতি রুদ্ধ হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত হবে বলা মুস্কিল। যাহোক কিছুদিনের মধ্যে আবার যোগাযোগ করতে হবে।

(৫) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিকট অনুরোধ

রাজ্যের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট লিখিত চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয় যেন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তন করা হয় এবং এই বেতনক্রম আওতায় সর্বাধিক সংখ্যক বৃত্তিভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের যাতে আনা হয়। ঐ চিঠির অনুলিপি কর্মচারী সংস্থাগুলির নিকট পাঠিয়ে অনুরূপ অনুরোধ জানান হয় (১৯-১-৭৮)।

(৬) যাদবপুর এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রধানদের নিকট অনুরোধ

উপরোক্ত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রধানদের অনুরোধ জানান হয় যে এই বছর বি লিব এসসি কোর্সে ভর্তির ব্যাপারে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের যেন আগে বেশী করে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় (২১-১-৭৮)।

(৭) জাতীয় গ্রন্থাগারের ডাইরেক্টরের নিকট অনুরোধ

ক) জাতীয় গ্রন্থাগারে জুনিয়র রেফারেন্স অ্যাসিস্টেন্টের পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট পাশ আবশ্যিক সর্ত হিসেবে গ্রহণ করার এবং এই পদে নিয়োগের বয়:সীমা ৩০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ (২০-১-৭৮)।

খ) তথাকথিত আই. সি. এইচ.—আর প্রকল্পের কর্মীদের অভিযোগ সম্বলিত চিঠি। এই চিঠির অনুলিপি ডি সি (ডিজি)—কেও প্রেরণ করা হয় (২৫-১-৭৮)।

(৮) বিভিন্ন জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকর্তার নিকট চিঠি ও সাক্ষাৎকার

ক) মিরিক অঞ্চলের গ্রন্থাগারকর্মীদের নিয়মিত বেতন দান সম্পর্কে দার্জিলিং-এর ডি. এস. ই. ও-র নিকট চিঠি (২১-১-৭৮)।

খ) পাঁচলোকী সেবকভারতী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও পিওনের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে ২৪ পরগণার ডি এস ই ও-র সাথে আলোচনা (১১-১-৭৮, ১৬-২-৭৮)।

(৯) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের পুনর্গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট

১৯৭২ সালে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। যার অন্যতম উদ্দেশ্য হল যথাযথ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করে দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমর্থন করা, গ্রন্থাগারের উন্নতি করা এবং বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে বই পড়াকে জনপ্রিয় করে তোলা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও আরও দুটি উদ্দেশ্য ফাউণ্ডেশনের রয়েছে। ফাউণ্ডেশনের দুইটি কমিটি আছে (১) প্রশাসনিক কমিটি (২) রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচিত হয়ে আসার পর দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে –

(১) এই প্রথম গ্রন্থাগার বিষয়ক একজন মন্ত্রীপদের প্রবর্তন। (২) রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির পুনর্গঠন

দুটি ঘটনারই তাৎপর্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে অসীম। পরিষদের দাবী অনুসারে পরিকল্পনা কমিটিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য বামফ্রন্ট সরকার অবশ্যই গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছ থেকে ধন্যবাদ পাবেন। রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি প্রথম অধিবেশন বসে ১২ই জানুয়ারী ১৯৭৮ সালে।

প্রথম সভাতেই পরিষদের পক্ষ থেকে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের বিগত দিনের গ্রন্থাগার বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে কর্মধারা পরিবর্তনের কথা বলা হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে আরো বলা হয় যে পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ গ্রন্থাগার রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ফাউণ্ডেশনের কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত নয়। এ জন্য বহু গ্রন্থাগার এখা অনুদানের জন্য দরখাস্ত করতে পারে না। সুতরাং তাদে

অবহিত হবার জন্য সর্বাগ্রে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হোক। তাছাড়া ডি. ডি. পি আই যে গ্রন্থাগারের তালিকা তৈরী করেছেন এবং গ্রন্থাগারগুলির বর্গীকরণ করেছেন সেগুলির পুনর্মুদ্রণ হওয়া প্রয়োজন। জেলাস্তরে পরামর্শ কমিটির গঠনেরও প্রয়োজন হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ নির্বাচনের স্বাধীনতার কথাও পরিষদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়।

বর্তমান কমিটির সিদ্ধান্তগুলির কথায় আসা যাক। প্রথমেই বলা হয়েছে যে বর্তমান কমিটি সর্বস্তরের সাধারণ গ্রন্থাগারকেই অনুদান দেওয়ার পক্ষপাতী। অর্থাৎ সে অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগারই হোক বা স্বনির্ভর গ্রন্থাগার হোক; আবার গ্রামাঞ্চলে হোক বা শহরাঞ্চলে যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন সে কাউণ্ডেশনের অনুদান পাওয়ার অধিকারী। তাছাড়া যে সকল গ্রন্থাগার দরখাস্ত করবে তাদের গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্বনির্ভর গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকদের সহযোগিতায় তাদের সম্পর্কে সুপারিশ করবেন। অবশ্যই দরখাস্তগুলি নিয়মমাফিক এবং ত্রুটিহীন হওয়া চাই।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো, গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক নির্বাচনের অধিকার দান। ইতিপূর্বে কাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে সকল বই গ্রন্থাগারগুলিতে দেওয়া হয়েছে সেগুলি গ্রন্থাগারগুলিতে আছে কি না সেটা বিবেচনা করা হত না। ওপর থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেগুলির কোন চাহিদা আছে কি না সেগুলিও বিবেচিত হয় নি।

বর্তমানে কমিটি মনে করে যে গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এবং পাঠক/গ্রাহকের চাহিদা অনুসারেই পুস্তক নির্বাচন করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে করে যে গ্রন্থাগার শুধুমাত্র চিত্ত বিনোদনের বই সংগ্রহ করবে না বরং বহু তথ্যমূলক বই, প্রগতিশীল বক্তব্যের বই এবং জনজীবনের প্রয়োজনে লাগে এমন ধরণের সব বিষয়ের বই, কোষগ্রন্থ, শিশুদের বই, গল্প-সাহিত্যের মত করে লেখা বই গ্রন্থাগারে থাকবে। গ্রন্থাগারিকরা সেগুলি সম্পর্কে পাঠক/গ্রাহকদের অবহিত করবেন এবং তার ব্যবহার বাড়াবেন। এজন্য কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গ্রন্থাগারগুলিকে যে পরিমাণ অনুদান দেওয়া হবে তার শতকরা আশী ভাগ অর্থ স্ব-নির্বাচিত পুস্তক ক্রয় করতে পারবেন। বাকীটা ২০ ভাগ পুস্তক কমিটির অনুমোদিত পুস্তক তালিকা হতে কিনতে হবে। তবে ঐ তালিকায় কিছু বই যদি গ্রন্থাগারে থাকে তবে সেগুলি পুনর্বার কেনার প্রয়োজন নেই। গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক নির্বাচনের সময় বইয়ের মূল্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হবেন। অধিক মূল্য দিয়ে কোন বই কিনবেন না।

গ্রন্থাগার নির্বাচন সম্পর্কে পরিষদের অভিমত হলো যে পুস্তক সংখ্যাই গ্রন্থাগারগুলির অনুদানের পরিমাণ নির্ধারক হতে পারে না। পাঠক/গ্রাহকের সংখ্যা, গ্রন্থাগার নির্বাচনের পদ্ধতির সূত্রের পরিবর্তন হওয়া উচিত।

পুস্তক ক্রয়ের দায়িত্ব রাজা রামমোহন রায় কাউণ্ডেশন গ্রহণ করেছেন। তবে সেই পুস্তক কিভাবে গ্রন্থাগারে পৌঁছে দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত এখনও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি করেন নি। গ্রন্থাগার নির্বাচনও এখনও সম্পন্ন হয় নি। যদিও এটা অনেক আগেই হতে পারতো। সমস্ত ব্যাপারটাই ঢিলেঢালা ভাবে চলেছে। তবে আশার কথা পরিষদ ও কর্মচারী সমিতি উভয়েই বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ। গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী পার্থ দে-কেও এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। তিনিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এ সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা সত্বরই গ্রহণ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

ছাত্র সংযোগ উপসমিতির উদ্যোগে পরিষদ দপ্তরে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত একটি নথী (Register) চালু করা হয়েছে। পরিষদভুক্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের নাম তালিকাভুক্ত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। কতজন ছাত্র-ছাত্রী সার্টিফিকেট পাশ করেও চাকুরি পাননি এটা জানা এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য নিয়োগের প্রশ্নে এই তালিকাটি প্রয়োজন হবে।

তাং ৭।৩।৭৮

সম্পাদক
প্রদ্যোৎ বসু চৌধুরী
ছাত্র সংযোগ উপসমিতি,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

English Abstracts

Granthagar, vol. 27, No.6-7 Sept. – Nov. '77

Editorial Page 115

It deals with the role and importance of Library system in the progress and development of a country. None can deny how library can help to build national character. In order to fullfil our mission library legislation is essential. Our Association has put forward this legitimate demand for library legislation. All political parties realised the implication of our demand. U.L.F. Government has promised that they will frame library legislation and implement it in our state. Our appeal to all lovers of library, library workers, and democratic organisations to raise a clarion call for library legislation.

Manuscripts : their collection and preservation By Anil Chandra Paul. Page. 117.

It deals something about the importance of preservation and collection of manuscripts Emphasis has been made on the history of writing materials. It has also pointed out how manuscripts were collected, preserved and kept ready for utilisation during medieval and ancient times and it has referred some important manuscripts which have been recovered. It has also shown how so many manuscripts hail been destroyed in different ages.

Desh : literary issues (1360-1384 B. S.)— a subject Index. Comp by Sm. Manju Ghosh Dastidar. Page 125

British Library Association : a centenary celebration: By Devnarayan Chakraborty. Page 141

It has traced on the history of British Library Association and its birth story. It was published in the Centenary celebration of British Library Association.

Association News. Page 145

Reporting of the 42nd Annual General Meeting, Elections etc, held on 28 Aug '77 .....Reporting of the Council Meeting, held on 16 Sept. '77..... And other activites of the Association are given in these issues.

A List of Bengali Books. Page 154

English Abstracts : Dipak Ray.

Statement about ownership and other particulars about
GRANTHAGAR
(FORM NO. IV/RULE 8)

1. Place of publication :	Central Library, University of Calcutta. Calcutta-700 073.
2. Periodicity of its publication : -	Monthly.
3. Printer's Name : Whether citizen of India : Address :	Sourendramohan Gangopadhyay. Indian. 100/1, Bhupendra Bose Avenue. Calcutta-700 004.
4. Publisher's Name : Whether citizen of India : Address :	Sourendramohan Gangopadhyay Indian. 100/1, Bhupendra Bose Avenue. Calcutta-700 004.
5. Editor's Name : Whether citizen of India : Address :	Pradip Chaudhuri Indian 5, Baikuntha Saha Road. Calcutta-700 075.
6. Name and Address of the Owner :	Bengal Library Association. Central Library, University of Calcutta, Calcutta-700 073.

I, Sourendramohan Gangopadhyay, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/ Sourendramohan Gangopadhyay

Signature of Publisher

Dated : 20.2.78

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
P134, C I T SCHEME LII
CALCUTTA-700 014

Phone : 44-8566

To,
University Employees' Pay Commission
Education Department,
Govenment of West Bengal,
Block I, Writers' Buildings,
Calcutta-700 001.

Subject : Revision of pay scales of Library Staff working in the Universities of West Bengal.

Dear Sir,

We understand that the Government of West Bengal has appointed a Commission in order to revise the pay scales of the university employees of various categories in West Bengal. As a professional body the Bengal Library Association feels it necessary to place its views in relation to the pay scales of the library staff working in the libraries of different universitires.

1. It is admitted by eminent educationists that the library is the heart of the university and it carries the academic programmes of different categories of the users. It also helps the researchers to carry out their research by supplying relevant information and documents to them. The importance of these functions of the library has rightly been felt by the University Education Commission (1948) (Chairman : Dr. S. Radhakrishnan) : the University Grants commission, University Library Committee (Chairman : Dr S. R. Ranganathan) and the Education Commission (1964) (Chairman : Dr. D. S. Kothari). These committees and commissions have advocated for qualified and efficient library staff in the university library capable of render better standard of library services. Considering their view points and recommendation the University Grants Commission has recommended certain pay scales for the library staff equivalent to those of teachers. These pay scales were subsequently accept to the different state Governments. Obviously, the main intention was to improve the quality of the library services by ensuring supply of qualified manpower to the university. But the pay scales recommended by the UGC has so far covered only the higher echelons of the library staff. Unfortunately, however, a major part of the library workers have not been covered by the UGC.

2. The recruitment policy of the universities has further aggravated the position against the interest of the library staff. They recruit library staff by demanding general educational and professional qualifications higher than that the general staff enjoying similar pay scales. This injustice towards the library staff has been in existance for a pretty long time and this has been a major reast for frustration among the library staff of the universities. This approach virtue goes against the intention of the above mentioned Committees and this may be a cause for exerting a demoralising effect upon the library workers and may hamper their efficiency and initiative.

3. With the above mentioned observations in the background, the Association requests the Commission to formulate the pay scales of the library workers commensurate with academic and professional qualifications and nature of duties. This Association recommends certain principles to the Commision in order to formulate the pay scales of the library workers under the purview of the commission.

We understand that there is scope for redesignating the existing posts and it would be correct step for the commission to abolish the existing anamolies of designations, along with revision of their pay scales.

4. The Association suggests that in a university library, there should be only three categories of staff, viz Professional, Semi-professionals and non-professionals. The nature of jobs of non-professionals are that similar to that of those workers in the offices. Their ranks and salaries will be also similar to the office staff. The types of these cadres are Sweepers, Peons, Office Assistants, Typists, Accountants etc.

The Semi-professionals are those who are to perform their duties which are partly of professional and partly of non-professional nature. The semi-professionals are of two categories. Such as Library Sorter-I and Library Sorter-II

The professional staff will consis of several categories. Some of them are given below :-

1	Professional Senior-1	For example, the Chief of the Library Staff, Chief Librarian, Librarian etc i.e Who is the over all in charge of the University Library.
2	Professional Senior-2	For example, Deputy Librarian, Chief Catalogue, Senior Documentation Officer etc
3	Professional Junior	For example, Assistant Librarian, Cataloguer, Classifier, Reference Librarian etc.

The above metiontioned categories are covered by the pay scales recommended by the University Grants Commission.

The categories of professional staff are not covered by the recommendations of the UGC and are shown in the table-2 (Rank 4-3).

Because the absence of proper designations among the library staff and for want of suitable pay scales for all these categories of staff,many of the library staff have been deprived of the benefit of the UGC pay scales.

2 At first it is necessary to define the term 'Professional Staff'. In our opinion, the entire staff having different levels of professional qualifications (namely, Master of Library Science/ Specialised Tranining in Documentat conducted by the DRTC at Bangalore and INSDOC at Delhi/Bachelor in Library Science and Certificate in Library Science) and at the same time performing different levels of professional duties in libraries are librarians by profession. It must be understood here that the modern library service is a professional service rendered not only by two or three persons having the designations of Librarian, Deputy Librarian or Assistant Librarian but by a team of professional people. For example University professors, Readers, and Lecturers may have different designations but all of them are designated as teachers because they are all performing the professional duties of teaching. So also the members of the library staff may have different designations but if they have professional qualifications and if they perform professional duties may be designated as 'Librarians' by profession.

In our opinion, the duties which require application of the techniques and skill of Library and Information Science, are to be termed as professional duties.

It is understood that a part of the library staff has been covered by the UGC and the incumbents are getting recommended pay scales. But in many Universities the implementation of UGC pay scales are still pending. The Association places before the Commission the cases of the library professionals and Semiprofessionals which are not yet covered by the UGC pay scales. The Association feels that employees should have the right to opt any pay scales beneficial to them.

All the professional and semi-professional staff which are not covered by the UGC pay scales be categorised under the designations as shown in the Table-II.

NOTE :

1. In case of three higher cadres of professional staff (Librarians 1, 2, 3) we endorse the qualifications and pay scales as recommended by the UGC. In this case we have only suggested uniform designations of Librarians 1, 2 and 3. In case of other three cadres of professional staff (Librarians 4, 5, 6) we have recommended uniform professional designations, minimum qualifications and a formula for pay scales to be offered to them, considering nature and levels of levels of professional duties they

perform. In case of existing staff working in these cadres, we have also suggested relaxation of minimum qualifications considexring their long experience of servic and also lack of opportunity for promotion. There are two categories of Semi—professional viz Library sorter-1 and Library sorter-2. An incumbent who has and experience of 4 Years in the post of LS position in the library of the University, may be eligible for the post of Library Sorter-2. This post may be equated with the record supplier in the office. Minimum qualification required for the post is educational standard upto Class VIII.

The minimum qualifications for the post of Sorter-1 is educational standard upto Class VIII plus four years experience as a Sorter-2 in the library. This is a promotional post.

Principles of determining the salary

Previously, it has been observed that the remuneration of the employees was fixed by the University authorities arbitrarily without any reference to minimum needs or requirements and was much below of any standard or norm. The result was that although the scales were revised, the miseries of the low-paid employees were not removed. This time the Association suggests that the norms determining the wage-structure of the library workers of the universities should be taken into consideration.

The norms arrived at in the 15th Indian Labour Conference 1957 for filling the need-based minimum wage are given below.

i) In calculating the minimum wage the standerd working family should be taken to comprise three consumption units for the earner. The earning of women, children and adolescent being disregarded.

ii) Minimum food requirements should be calculated on the basis of a net intake of 2700 Calories, as recommended by Dr. Akroyd for an average Indian adult of moderate activity.

iii) Clothing requirements should be estimated on the basis of a per capita consumption of 18 yards per annum which will give for the average worker family of four a total of 72 Yds.

iv) In respect of housing, the rent corresponding to minimum area provided for under Government Industrial Housing Scheme should be taken into consideration.

v) Fuel, lighting and other miscellaneous items should constitute 20% of the total minimum wage.

On the basis of the aforesaid norms, the need-based minimum wage works out to

Rs. 632-49 P. per month. The wage fixation point being 289 which is the average consumer price Index for workers for the quarter from April to June, 1976, the basis of determination of Consumer Price Index being 1960 = 100.

However, considering many other aspects as obtained in the Society in this respect we have decided to prepare for all practical purposes Rs. 400/- to be the minimum wage which should be paid to an employees placed at the lowest rug of the pay structure apart from the house rent allowance, medical benefit and other allowances which are in vogue at present.

Dearness Allowance :

Full neutralisation in rise in cost of living by payment of dearness allowance commensurate with the fluctuations in Consumer Price Index Numbers. And for every point of rise in C.P.I. over the fixation point, dearness allowance will rise proportionately.

Medical benefit :

The present system of payment of Medical allowances be discontinued and a comprehensive scheme for reimbursement of actual amount spent by the incumbent including members of his family an medical account should be introduced with immediate effect.

Other economic benefits

a) Bonus at the rate of minimum 8.33%.
b) Education allowance for children/dependents.
c) Leave travel concession.
d) Triple point benefit (Contributory Provident Fund, Gratuity and Pension) should be introduced in true sense.
e) At the time of his/her retirement, an employee should be given the benefit of the drawal of salary at the rate of his 'last drawal' against his earned leave at credit subject to the maximum of 180 days.

Yours faithfully,
Prabir Roychaudhury
Secretary.

Table 1

DIFFERENT DESIGNATIONS NOW PREVAILS IN VARIOUS UNIVERSITIES IN WEST BENGAL

Sl no.	Post	Calcutta University	Jadavpur University	Burdwan University	Rabindra Bharati University	Kalyani University
1	Chief of the library staff. (Rank-1)	Librarian (Post vacant) (700-1250)	Chief Librarian (1100-1600)	Librarian (Post vacant)	Librarian (400-950)	Librarian (Post vacant)
2	Immediate subordinate position to the chief (Rank-2)	Deputy Librarian (375-725)	Librarian (U G C) (700-1250)	Deputy Librarian (UGC)(1100-1600)	Assistant Librarian (350-850)	Deputy Librarian (UGC)(700-1250)
3	Rank-3	Assistant Librarian. (320-540)	Associate Librarian (400-950)	Assistant Librarian (UGC)(700-1300)		Assistant Librarian (UGC)(400-950)
4	Rank-4	Senior Library Assistant/Departmental Librarian (180-500)	Assistant Librarian (Grade-1) (300-550) 576-805	Assistant Librarian (Junior) (450-875)	Senior Library Assistant (180-500)	Senior Library Asstt.
5	Rank-5	Junior Library Assistant/Departmental Librarian (125-360)	Assistant Librarian (Grade-2)/DL (180-400) 430-690	Professional Senior Technical Assistant (400-680)	Junior Library Assistant (125-360)	Junior Library Assistant
6	Rank-6	Book Sorters (100-200)	Senior Sorters (125-360)	Junior Technical Assistant (230/- to -520) + Rs. 20 Spl. all.		

Sl no.	Post	Calcutta University	Jadavpur University	Burdwan University	Rabindra Bharati University	Kalyani University
7	Rank-7	Senior Library Attendant/Sr. Library Bearer (85-125)	Sorter (100-210)	Sorter (170-360)	Sorter (100-200)	
8	Rank-8	Jr. Library Attendant/Jr. Library Bearer (80-115)	peon (80-160)		Attendant (80-120)	

Table 2

Designations : Qualifications, levels of service and pay scales for library Staff at the University level.

	Existing Designations	Proposed Designations	Minimum Qualifications	Levels of Service	Pay Scale equivalent to	Remarks
1.	Chief Librarian/ University Librarian	Librarian 1	As recommended by the UGC	Professional level 1 (Supervisory, Top position)	As recommended by the UGC.	
2.	Librarian	Librarian 2	-do-	Professional level 2 (Supervisory)	-do-	
3.	Assistant Librarians	Librarian 3	-do-	Professional level 3 (Supervisory)	-do-	
4.	Assistant Librarian (Gr. 1)/Sr. Tech. Asstt./Library Asstt (Sr.)/Tech. Asstt. (Sr)/Dept. Librarian/ Any other designations having same qualification & experience.	Librarian 4	B Lib. Sc/Dip Lib Sc+4 years of experience of service in the post of immediate lower category.	Professional level 4	Sr. Superintendent.	This is a promotional post.
5.	Professional Assistant/Sr. Tech. Asstt./ Junior Library	Librarian 5	B Lib Sc./Dip. Lib.	Professional level 5	Jr. Superintendent.	This is a base post.

Existing Designations	Proposed Designations	Minimum qualifications	Levels of service	Pay Scale equivalent to	Relaxation for the existing staff	Remarks
Asstt. Deptl. Librarians/Jr. Tech. Asstt/ Asstt. Librarian (Gr. 2)/Any other designations having same qualifications.						
6. Junior Library Assistant/other incumbents having same qualifications	Librarian 6	Certificate in Library Science	Professional 6	Senior office Assistant		
Semi-Professionals						
7. Sorters/Senior Library Attendant/ Senior Library Bearers/ any other designations belongs to the same rank	Sorter 1	Class VIII+ 4 years' experience in the library	Semi-professional level 1	Highly skilled cadre in the office/Laboratory/workshop		
8. Junior Library Attendant/Junior Library Bearer/Any other designations belong to the same rank.	Sorter 2	Class VIII+ 4 years experience in any office	Semi-professional level 2	Immediate lower position to the Sorter 1		

Note : Item No. 1-3 is supposed to be covered by the pay scales recommended by the University Grants Commission.

Bengal Library Association

P 134 CIT Scheme no. 52. Calcutta-14

Memorandum submitted to Prof. Sambhu Ghosh, Hon'ble Minister of Higher Education, Govt. of West Bengal on 7-2-1978 by the Bengal Lidrary Association regarding problems of College and University Library workers by the Bengal Library Association.

Ref. No. 9675.77-78 6.2.1978.

To

Prof. Sambhu Ghosh
Hon'ble Minister-in-charge of Higher Education
Govt. of West Bengal, Writers' Buildings,
Calcutta 700 001.

Sub : Deputation to the Hon'ble Minister-in-charge of Higher Education on 12.9.1977 by the Bangal Library Association regarding some problems of library workers working in colleges and Universities.

Respected Sir,

The Bengal Library Association had been on deputation to you on 12.9.1977 in connection with some problems of college and university library workers. You were kind enough to assure us that you will kindly look into these issues and will talk with us very soon. You will no doubt appreciate that all the persons concerned are very much anxious to know the final result of our talk with you. We have therefore been trying to contact you during the last four months to ascertain what decisions you have kindly taken on those issues.

We like to place before you, once again, all these problems very briefly for your ready reference and for your kind and sympathetic action.

1) **Payment of the arrear pay to the staff whose fixation work is over against the U.G.C. pay scale for librarians.**

The U.G.C. pay scales for Librarians came into effect on 1.4.1966. Most of the library staff whose fixation is over have not been paid the arrear pay due to them till today. We would request you once again, to make necessary arrangements for payment of arrear pay due to them. This may kindly be got done immediately.

2) **Fixation work of library staff getting ad-hoc grant should be completed immediately.**

It is unfortunate that fixation of pay for a large number of library staff, getting ad-hoc amount against their UGC pay scale, is not yet over. It needs to be done immediately and the arrear pay due to them needs to be paid without any further delay.

Assistants, in the scale of LDC. This is a case of utter ignorance about the role of library service and library personnel in colleges. We, therefore, demand that this circular be withdrawn immediately and all the Librarians and Assistant Librarians be put to the pay scale of Rs. 300-600.

6) **Revision of pay-scales of Librarians and Assistant Librarians of Govt. Colleges in terms of UGC circular.**

The Govt. by its order no. 3467-Edn. (A)/SP-18/75 dt. 14.8.76 implemented the revised pay scales for Professors, Asst. Professors, Lecturers and Demonstrators of Govt. colleges in terms of the recommendations of the University Grants Commission with effect from 1st January, 1973. However, in the said order the Govt. did not spell out anything regarding revission of pay scales of Library Staff working in Govt. colleges. Meanwhile, the Govt. of India in its letter No. F. 1-41/74-4. 1 dt. 7 1. 1977 of the Ministry of Education and Social Welfare, addressed to the Secretaries of the Education Departments of the State Govts., declared its decision to revise the pay scales of Librarians in colleges and Universities with similar assistance as in the case of college and University teachers.

It is needless to state that the revision of the pay scales of the Library staff of different govt. colleges is long overdue. The Bengal Library Association, therefore, requests to the State Govt. to implement the UGC pay scale for Librarians and Assistant Librarians in Govt. colleges with restrospective effect from the date of implementation of the UGC pay scales in case of teachers of Govt. colleges, i. e. with effect from 1.1.1973.

7) **UGC Pay scales for Professional Library Staff working in colleges and Universities be implemented.**

The Govt. of India, in its letter No. F. 1-41/74-4.1, dt. 7.1.1977 of the Ministry of Education and Social Welfare, addressed to the Secretaries of the Educatian Departments of the State Govts., declared its decision to revise the pay scales of Library Staff in colleges and Universities with similar offer of financial assistance as in the case of college and university teachers. In the enclosure to the said letter the Govt. of India also proposed different pay scles for different category of library staff.

The Bengal Library Association has given certain representations to the UGC and the Ministry of Education, Govt. of India regarding defects, limitations and inadequacies of the said circular. Which are now under consideration of the UGC and the GOI. The Bengal Library Association requests the State Govt. to take all necessary steps immediately for implementation of the UGC pay scales for Library staff in colleges and Universities, pending further revision of the proposed pay scales by the Govt. of India. As the UGC pay scales were not implemented in many of the colleges and in almost all the Universities

in West Bengal, we would request the state govt. to take a liberal stand on this issue so that a maximum number of staff are benefitted by these pay scales, not insisting on the prescribed conditions of existing pay scales and designations.

8. **Proper status for college and university Librarians.**

In view of the fact that the State Govt. is considering the proposals for amendment of the University Acts, the Bengal Library Association proposes that the necessary arrangements be made in the University acts and in all other appropriate places in order to make the college librarian a member of the Teacher's Council and the University Librarian a member of Academic Council. This is essential not only for the uplift of the status of college and the University Librarians, but also for proper inter-action between the Librarians and the teaching community for expansion and improvement of academic library service. This was also recommended by different commisions and committees appointed by the Govt. and the UGC. In fact, librarians of a few colleges are already members of Teachers' Council. Some University Librarians are also members of the Academic Council. But there is no uniform practice. Librarians must be acquainted with academic decisions so that he can plan library activities accordingly. We hope this suggestion will be given due consideration by the State Govt.

9. **Injustice done to Shri Sasanka Bagchi, Assistant Librarian of the Bureau of Educational and Psychological Research, Calcutta-19.**

On the occasion of our deputation dated 12.9.77, we draw your kind attention to the great injustice done to Shri Sasanka Kr. Bagchi, Assistant Librarian, Bureau of Educational and Psychological Research, Calcutta-19, by degrading him to the post of Library Assistant from the post of Assistant Librarian and offering him a pay scale lower than what is due to him as a result of revision of the pay scale of the post he joined on 15th June, 1959. Meanwhile, the govt. has cancelled his transfer order to the B.E. College, for which we sincerely express our thanks to you. But we do not know anything about govts. decision on other issues (degradation and lower pay scale). The Left Front Govt. has assured us that all injustice done to the employees during the last regime will be reviewed sympathetically. We are again submitting a copy of the letter submitted to you on this issue on 12.9.1977 for your sympathetic consideration.

Sir, we have stated some of the outstanding problems of pay and status of College and University Library workers. The Left Front Govt. has repeatedly assured that different problems of employees will be settled after consultation with the mass organisations. We shall therefore, be eagerly awaiting your early decisions on these issues. With regards,

Yours sincerely,
Sd/ P. Roychaudhury
Secretary

3) **Library staff of private and sponsorded colleges who do not come within the purview of the UGC pay scale**

It is unfortunate that large number of Librarians Deputy Librarians and Asst. Librarians have been deprived from the benefit of the U.G.C. pay scales for one or more of the following reasons :

a) Some of the Librarians and Asst. Librarians who have joined after 1.4.1966 in non-govt. colleges (including sponsored colleges) have been deprived from the benefit of the UGC pay scales on the ground that they do not have the prescribed qualifications (Master Degree + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc). They would have been benefitted if they were on positions as on 1.4.1966, as there was no qualification bar for the existing staff on that date.

b) Some of the Library staff who were working on 1.4.1966 have been deprived from the benefit of the UGC pay scale on the ground that these staff do not have proper designations of Librarian and Assistant Librarian although the collage authorities adopted an appropriate resolution and certified that those persons were working as Librarian and Assistant Librarian in true sense on that date and they were therefore elligible for the UGC pay scale. The resolution has provision for retrospective effect from 1.4-1966 from which date they are declared as Librarian and Asst. Librarian. It is unfortunate that many of these cases were rejected by the Education Directorate on flimsy grounds.

c) Again, some of the Asst. Librarians having lesser qualifications than the prescribed one as on 1.4.1966 were elligible for the UGC pay scale and they were offered ad-hoc grants against the UGC pay-scale. After 1.4.1966 some of them were promoted to the post of Librarian by local college authorities. This time the Govt. stopped paying ad-hoc grants to these librarians on the ground that they do not have prescribed qualifications. It is strange that once enjoying the UGC pay scale, they were reverted to the old scale though they have been promoted to the higher cadre of Librarian from Assistant Librarian.

Meanwhile, the State Govt. by its G.O.No.271-Edn (CS) dt. 20.3.75 and G.O.No. 1093-Edn (CS) dt.3.10.75 have specified that in future in all appointments to the post of Librarians and Assistant Librarians in non-govt. colleges (including sponsored colleges) prescribed qualifications be Master Degree/Degree/Diploma in Library Science and they will be given the pay scale of Rs. 300-600, provided the college authorities have placed them in the uniform scale of Rs. 140.....While this is the picture in case of non-govt. colleges, the Librarians and Assistant Librarians of Govt. colleges with the prescribed qualifications of Graduation B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc. are

offered the pay Scale of Rs. 300-600. It is a peculiar case of discrimination, violating the principle of "equal pay for equal work".

We understand that in case of teachers of non-govt. colleges the State govt. has agreed to extend the time limit of relaxation of qualifiecations upto 1.4.1975. Now, in view of the Govt. order no. 1033-Edn (CS) dt.3.10.75 and in view of the extension of the time limit for relaxation of qualifications for college teachers, we would request you to extend the benefit of the U.G.C. pay scale of Rs. 300-600 to all Librarians and Assistant Librarians of non-govt. colleges, irrespective of qualifications till October, 1975.

4) **Cases of Librarians/Assistant Librarians whose names have not been forwarded by the College authorities.**

There are some Librarians and Assistant Librarians who were working on 1.4.1966 but whose names have not been forwarded by the local college authorities. For example, the present Librarian of the Uttarpara Peary Mohon College (Shri H.K. Dutta) has been working there for more than 20 years (much before the date 1.4. 1966). But his case has not been forwarded by the principal, inspite of repeated representations to him by the BLA and the WBCUTA. Similarly, names of Librarians and Assistant Librarians of some colleges have not been forwarded by their authorities for reasons not known to us. Now that the Govt. has taken the responsibility of paying salaries to the teaching and nonteaching staff of private and sponsored colleges, we would, request the govt. to insist upon the local college authorities to forward all such names of Librarians and Assistant Librarians of private and sponsored colleges and also see that the benefit of the UGC pay scales are automatically extended to them.

5) **Govt. Circular No. 267 (77) UGC dt. 6th April, 1977. regarding the pay scales of Librarians, Assistant Librarians and Library Assistants in non-govt. colleges be withdrawn immediately.**

It is a matter of great regret that the said circular has recommended the pay scale of lower division clerks for librarians, Assistant Librarians and Library Assistants in non-govt. (non-sponsored) colleges who are not coming within the purview of the U.G.C. pay Scale. Here is a case of the violation of the principle : Equal pay for equal work. While the Librarians and Assistant Librarians of Govt. colleges with the prescribed qualifications of graduation + Degree/Diploma in Library Science are getting the pay scale of Rs. 300-600, the Librarians and Assistant Librarians of non-govt. non-sponsored colleges, many of whom have the qualifications of Graduation + Degree/Diploma in Library Science, have been put, along with the Library

Government of West Bengal

Education Directorate

No. 361 (16)/SO/E Calcutta, the 11th March, 1978

From : The Director of Public Instruction, West Bengal.

To : The District Social Education Officer.

Sub : 34th Bengal Library Conference at the Midnapur (Vidyasagar Smriti Mandir, Midnapur) from 14th April '78 to 16th April ,78.

The Bengal Library Association has proposed to hold their 34th conference at the Vidyasagar Smriti Mandir, P. O. & Dt. Midnapore from 14. 4.78 to 16. 4. 78.

He/She is requested to depute one member of the Staff from each of the Rural Library, Sub-Divisional Library, Area Library and Community Centre and two members of the staff of the District Library under his/her control to attend the aforesaid conference,

The T. A, for their attending the conference may be met from the contingency fund of the Library.

The absence of the participating personnel in attending the conference including the period spent on journeys may be treated as on duty.

Sd/- **S. K. Gupta**
For Director of Public Instruction,
West Bengal.

Copy to : The District Librarians Secretaries, District Branches, the Bengal Library Association and the West Bengal Govt. Sponsored Library Employees Association with a request to contact the DSEO to request him to issue this circular to different sponsored libraries.

Secretary
Bengal Library Association
P-134, C I T Scheme 52
Calcutta-700 014

Dated, Calcutta
15th March, 1978.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব প্রণয়ের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বই সমালোচনার জন্য দু'কপি করে পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১০৩, সি. আই. টি. স্কীম ৫১
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৫০৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Rs. 1.50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 27 No 11

Feb.-March. 1978

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8866

23 MAR 1978

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C.I.T. Scheme 52
Calcutta-700014.